শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

তৃতীয় ষট্‌ক

শেষ ছয় অধ্যায়ের মূল শ্লোক, অন্বয় ও অনুবাদ এবং শ্রীধর স্বামীকৃত
সুবোধিনী টীকা ও উহার অনুবাদ এবং শংকরাচার্য্য কৃত ভাষ্য ও
অন্যান্য বহু টীকার অনেক উদ্ধৃতি এবং শব্দকোষ ও
পঞ্চ তথ্যপূর্ণ পরিশিষ্ট সম্বলিত।

শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
কর্তৃক অনুদিত

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র
বেলুড়

প্রকাশিকা :—
সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী সরস্বতী
শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র
২১১এ গিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড়
ডাকঘর বেলুড়মঠ, জেলা হাওড়া
পশ্চিমবঙ্গ

প্রথম সংস্করণ—১৩৬০

— প্রাপ্তিস্থান —
মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার)
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :—
শ্রীমদনমোহন কুমার
মদন প্রেস
১১এ, গোয়া বাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

বিষয়-সূচী

প্রশস্তি

ভারতে সর্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা ॥

ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগ

অর্জুন উবাচ

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥ ১*

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ২

* কোন কোন সংস্করণে এই শ্লোক নাই। ভাষ্যকার ও শ্রীধর স্বামী প্রমুখ টীকাকারগণ অনেকে ইহার ব্যাখ্যা করেন নাই; কিন্তু কেহ কেহ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কলিকাতা বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত মহাভারতে এই শ্লোক বিদ্যমান। গীতার শ্লোকসংখ্যা সাত শত পূরণার্থ ইহা গ্রহণ করা হইল।

গীতার শ্লোকসংখ্যা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক পাওয়া যায়—

শ্লোকৈকো ধৃতরাষ্ট্রস্য নব দুর্য্যোধনস্য চ।
দ্বাত্রিংশৎ সঞ্জয় প্রোক্তাঃ বেদাষ্টাবর্জুনস্য চ॥
তত্ত্বাববোধে দেবর্ষি পঞ্চ কেশব-নির্মিতাঃ।
এবং গীতা প্রমাণং স্যাৎ শ্লোকসপ্তশতানি বৈ॥

ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি এক শ্লোক ও দুর্য্যোধনের নয় শ্লোক। সঞ্জয় কথিত বত্রিশ শ্লোক। অর্জুনের চুরাশী এবং শ্রীকৃষ্ণ কথিত পাঁচ শত চুয়াত্তর = সাত শত শ্লোক গীতায় আছে।

অন্বয়—অর্জুনঃ উবাচ, কেশব, প্রকৃতিং পুরুষং চ এব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞ চ এব জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ [এব] এতৎ বেদিতুম্ ইচ্ছামি। ১

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, কৌন্তেয়, ইদং[২] শরীরং[৩] ক্ষেত্রম্[৪] ইতি অভিধীয়তে। যঃ এতৎ বেত্তি তদ্বিদঃ তং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি প্রাহুঃ। ২

মূলের অনুবাদ—অর্জুন বলিলেন, "হে কেশব, প্রকৃতি ও পুরুষ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই সকল বিষয় আমি জানিতে ইচ্ছা করি।[১]" ১

মূলের অনুবাদ—শ্রীভগবান বলিলেন, "হে কুন্তিপুত্র, এই দেহকে ক্ষেত্র বলা হয়। যিনি ইহাকে ক্ষেত্ররূপে অনুভব করেন, তাহাকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ববেত্তাগণ ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন"। ২

শ্রীধরী টীকা—ভক্তানামহমুর্দ্ধতা সংসারাদিত্যবাদি যৎ।
ত্রয়োদশেহথ তৎসিদ্ধ্যৈ তত্ত্বজ্ঞানমুদীর্য্যতে॥

"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ" ইতি পূর্বং প্রতিজ্ঞাতং তম্ম চাত্মজ্ঞানং বিনা সংসারাদুদ্ধরণং সম্ভবতি ইতি

২ দেবমনুষ্যাদি শব্দ নির্দেশ্য—যামুনাচার্য্য। সেন্দ্রিয়প্রাণ ভোগায়তন—বলদেব বিদ্যাভূষণ

৩ শীর্য্যতে তত্ত্বজ্ঞানেন নশ্যতীতি শরীরং বিশরণধর্মী—নীলকণ্ঠ সূরি।

৪ ক্ষিণোতি আত্মানম্ অবিদ্যয়া, ত্রায়তে চ বিদ্যয়া ইতি ক্ষেত্রম্—নীলকণ্ঠ সূরি

কর্মবীজফলোৎপত্তিস্থান—যামুনাচার্য্য।

১ ভাষ্যকার শংকরাচার্য বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভে মন্তব্য করেন, সপ্তম অধ্যায়ে সূচিত হইয়াছে, ঈশ্বরের দুই প্রকৃতি—পরা ও অপরা। অপরা প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, অষ্টধা বিভক্তা ও সংসারের হেতুভূতা। পরা প্রকৃতি জীবভূতা, ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণা ও ঈশ্বরাত্মিকা। এই দুই প্রকৃতি দ্বারা ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ হন। ক্ষেত্রলক্ষণ ও ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণ প্রকৃতিদ্বয়ের নিরূপণ দ্বারা উভয় প্রকৃতি সংযুক্ত ঈশ্বরের তত্ত্ব নির্ধারণার্থ এই ক্ষেত্রাধ্যায় আরম্ভ হইল। দ্বাদশ অধ্যায়ে সর্বভূতের অদ্বেষ্টা ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া অধ্যায় সমাপ্তি পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসীর জ্ঞাননিষ্ঠা ও আচরণ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। কিরূপে তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া যথোক্ত ধর্মাচরণ হেতু ভগবানের প্রিয় হইবেন ? ইহা নির্ণয়ার্থ এই অধ্যায় আরম্ভ হইল।

তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থং প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকাধ্যায় আরভ্যতে। তত্র যৎ সপ্তমোঽধ্যায়ে অপরা পরা চেতি প্রকৃতিদ্বয়মুক্তং তয়োরবিবেকাৎ জীবভাবমাপন্নস্য চিদংশস্যায়ং সংসারঃ যাভ্যাং চ জীবোপভোগার্থমীশ্বরঃ সৃষ্ট্যাদিষু প্রবর্ত্ততে তদেব প্রকৃতিদ্বয়মুক্তং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-শব্দবাচ্যং পরস্পরং বিবিক্তং তত্ত্বতো নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ইদমিতি। ইদং ভোগায়তনং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে, সংসারস্য প্ররোহভূমিত্বাৎ। এতদ্ যো বেত্তি অহং মমেতি মন্যতে তং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি প্রাহুঃ, কৃষিবলবত্তৎফলভোক্তৃত্বাৎ। তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্বিবেকজ্ঞাঃ। ১-২

টীকার অনুবাদ—পূর্ব অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন, "সংসৃতি সাগর হইতে আমি ভক্তগণের উদ্ধারক। বর্তমান অধ্যায়ে তৎসিদ্ধির জন্য তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইতেছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান কর্তৃক প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, "হে পার্থ, আমি অচিরে জন্মমৃত্যুরূপ সংসৃতি সমুদ্র বা সংসরণ সমুদ্র হইতে সেই ভক্তগণের সম্যক্ উদ্ধারক হই"। সেই সংসারোদ্ধারণ আত্মজ্ঞান ব্যতীত সম্ভব নহে বলিয়া প্রকৃতি ও পুরুষের প্রভেদসূচক এই অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে। তাহাতে সপ্তম অধ্যায়ে কথিত অপরা ও পরা দুই প্রকৃতির বিবেকাভাব ঘটিলে জীবভাবপ্রাপ্ত চিদংশে এই সংসৃতি ঘটে। আর যে প্রকৃতিদ্বয় দ্বারা জীবের উপভোগার্থ ঈশ্বর সৃষ্ট্যাদি কর্মে প্রবৃত্ত হন, সেই পরস্পর বিভিন্ন ক্ষেত্র[২] ও ক্ষেত্রজ্ঞ পদবাচ্য প্রকৃতিদ্বয়ের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য শ্রীভগবান বলিলেন, এই ভোগায়তন শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত, যেহেতু ইহা সংসারের প্ররোহভূমি বা সংসাররূপ শস্যের জন্মক্ষেত্র। ইহাকে যিনি জানেন, আমি ক্ষেত্রজ্ঞ ও আমার শরীর ক্ষেত্র—মনে করেন, ক্ষেত্র ও কৃষকের ন্যায় এই ক্ষেত্রজ্ঞের বিবেকিগণ তাহাকে

---

২ ক্ষয়ো নাশঃ ক্ষরণমপক্ষয়ঃ। যথা ক্ষেত্রে বীজমুপ্তং ফলতি তদ্বদিতি—আনন্দগিরি। ক্ষতত্রাণাৎ ক্ষয়াৎক্ষরণাৎ ক্ষেত্রবৎ বা অস্মিন্ কর্মফলনির্বৃত্তেঃ ক্ষেত্রম্—শংকরাচার্য্য। ক্ষতাৎ ত্রাণাৎ ক্ষেত্রং, হিংসোত্থাস্থানমবিদ্যা ত্রাতি তৎ বিদ্যয়া ক্ষীয়তে নশ্যতি ক্ষরতি অপক্ষীয়তেহতোপি ক্ষেত্রমিত্যভি-

ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন। ইহার কারণ, ক্ষেত্রজ্ঞই এই দেহরূপ ক্ষেত্রের ফলভোক্তা। তত্ত্ববেত্তাগণ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিবেকজ্ঞগণ। ২

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম॥ ৩

অন্বয়—ভারত, সর্বক্ষেত্রেষু অপি মাং চ ক্ষেত্রজ্ঞং[৫] বিদ্ধি; ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানং তৎ জ্ঞানং মম মতম্। ৩

মূলের অনুবাদ—হে ভারত,[৮] আমাকে সর্বক্ষেত্রেই[৬] (সমস্ত দেহেই) ক্ষেত্রজ্ঞ[৬] বলিয়া জানিবে। আমার সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিভেদ-জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। ৩

ধীয়তে। ক্ষেত্রবদস্মিন্ কর্মফলং নিষ্পদ্যতে ইতি বা। যথা কুন্তী তৎপ্রাদুর্ভাবস্থানত্বাৎ ক্ষেত্রং তথাত্মনোঽভিবকারিস্থা নত্বাদপীদংক্ষেত্রমিতি সংবোধনাশয়ঃ—ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা।

৫ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন, কৃষীবলবৎ স এব ক্ষেত্রজ্ঞস্তৎফলভোক্তা চ। বক্ষ্যতে ভগবতা।

"অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধা
গ্রামে চরা একমরণ্যবাসা।
হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈ
মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্॥

অস্যার্থঃ—গৃধ্রস্তীতি গৃধাঃ গ্রামেচরাঃ বদ্ধজীবাঃ অস্য বৃক্ষস্যৈকং ফলং দুঃখং অদন্তি পরিণামতঃ স্বর্গাদেরপি দুঃখরূপত্বাৎ। অরণ্যবাসা হংসা মুক্তজীবা একফলং সুখমদন্তি সর্বথা সুখরূপস্য অপবর্গস্যাপি এতজ্জন্যত্বাৎ। এবমেকমপি সংসারবৃক্ষং বহুবিধ নরক স্বর্গাপবর্গ প্রাপকত্বাদ্বহুরূপং মায়াশক্তি-সমুদ্ভূতত্বাৎ মায়াময়ং, ইজ্যৈঃ পূজ্যৈঃ গুরুভিঃ কৃত্বা যো বেদেতি তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্বেদিতারঃ।

৮ যথা ভরতবংশোদ্ভবত্বাৎ ভারতস্ত্বং তথা ময়ি কল্পিতঃ ক্ষেত্রজ্ঞোঽহমেবেতি ধ্বনয়ন্ সম্বোধয়তি—ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা।

৬ ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত সমস্ত শরীরে—শংকরাচার্য।

৭ স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ নিত্য বিভু—মধুসূদন সরস্বতী।

শ্রীধরী টীকা— তদেবং সংসারিণঃ স্বরূপমুক্তং, ইদানীং তস্যৈব পারমার্থিকমসংসারিস্বরূপমাহ—ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। তং চ ক্ষেত্রজ্ঞং সংসারিণং জীবং বস্তুতঃ সর্বক্ষেত্রেষু অনুগতং মামেব বিদ্ধি[১], "তত্ত্বমসি" ইতি শ্রুত্যুপলক্ষিতেন চিদংশেন মদ্রূপস্য উক্তত্বাৎ। আদরার্থমেব তজ্‌জ্ঞানং স্তৌতি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যৎ বৈলক্ষণ্যেন জ্ঞানং তদেব মোক্ষহেতুত্বাৎ মম জ্ঞানং মতং অন্যৎ তু বৃথা পাণ্ডিত্যম্। বন্ধহেতুত্বাৎ ইত্যর্থঃ। তদুক্তং—

"তৎকর্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়াপরং কর্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণ্যম্" ॥ ইতি ॥৩

টীকার অনুবাদ—এইরূপে সংসারী ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ কথিত হইল। সম্প্রতি ভগবান সেই ক্ষেত্রজ্ঞের পারমার্থিক অসংসারী স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। জীবের ব্যবহারিক স্বরূপ সংসারী হইলেও পারমাথিক স্বরূপ অসংসারী। ইহা নিশ্চিতই জানিবে যে, বস্তুতঃ আমিই সর্ব ক্ষেত্রে, সমস্ত শরীরে অনুগত, অনুপ্রবিষ্ট আছি, ক্ষেত্রজ্ঞ সংসারী জীবরূপে। ইহার কারণ, তত্ত্বমসি[১] শ্রুতিবাক্যে উপলক্ষিত চিদংশ দ্বারা মদ্রূপই কথিত হইয়াছে। আদরার্থই ভগবান উক্ত জ্ঞানের স্তুতি করিতেছেন। ক্ষেত্র

১ টীকাকার আনন্দগিরি বলেন, "দেহাদ্যতিরিক্তস্যাত্মমেব বিপরীতং ভাসতে তথাত্মনো ব্রহ্মত্বে স্বাভাবিকেঽপি তস্মিন্ ব্রহ্মত্বং ন ভাতি, অবিদ্যাতোঽব্রহ্মত্বমেব তস্য ভাতি। আত্মনো দেহাদ্যাত্মত্বমাবিদ্যকং ভাতি ইত্যুক্তম্।"

ভাষ্যকার শংকরাচার্য্য এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, বস্তুতঃ মিথ্যাজ্ঞান পরমার্থ বস্তুকে দূষিত করিতে সমর্থ হয় না। যেমন মরীচ্যুদক উষর দেশকে আর্দ্রতা দ্বারা পংকিল করিতে পারে না, তদ্রূপ অবিদ্যা ক্ষেত্রজ্ঞের কিছুই করিতে পারে না

১ ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।৮।৭) ইহা উক্ত ও সামবেদীয় মহাবাক্য। যজুর্বেদীয় মহাবাক্য 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ও ঋগ্বেদীয় মহাবাক্য 'প্রজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম।' বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণকালে চারি বেদের এই চারি মহাবাক্য বা ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হয়। প্রত্যেক মহাবাক্যই প্রৈষমন্ত্রের শেষাংশ। আত্মশ্রাদ্ধ সমাপনান্তে বিরজা হোম অনুষ্ঠানপূর্বক বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ ও প্রৈষমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়।

ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিলক্ষণ বা পৃথক্ জ্ঞান মোক্ষের কারণ বলিয়া আমার মতে উহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। আর অন্য জ্ঞান বৃথা পাণ্ডিত্য মাত্র। ইহার অর্থ, জ্ঞান বন্ধনের হেতু হয়; এবং উক্ত মর্মে কথিত হইয়াছে, তাহাই অবিদ্যা যাহা বন্ধনের হেতু হয় এবং তাহাই বিদ্যা, যাহা মোক্ষের কারণ হয়। অপর কর্ম কেবল পরিশ্রমার্থ এবং বিদ্যা শিল্পনৈপুণ্যমাত্র।৩

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যৎবিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৪

অন্বয়—তৎ ক্ষেত্রং যৎ চ যাদৃক্ চ যৎবিকারি যতঃ চ (ভবতি), যৎ সঃ চ যঃ যৎ প্রভাবঃ চ তৎ সমাসেন মে শৃণু। ৪

মূলের অনুবাদ—সেই ক্ষেত্র যেরূপ জড় দৃশ্যাদি স্বভাবযুক্ত, ইচ্ছাদি ধর্মযুক্ত, ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন, স্থাবর ও জঙ্গমাদি ভেদে বিভিন্ন এবং যৎ স্বরূপসম্পন্ন ও যেরূপ অচিন্ত্য প্রভাব বিশিষ্ট, সেই সমুদয় আমার নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ কর। ৪

শ্রীধরী টীকা— অত্র যদ্যপি চতুর্বিংশতিভেদৈর্ভিন্না প্রকৃতিঃ ক্ষেত্রমিত্য-ভিপ্রেতং তথাপি দেহরূপেণ পরিণতায়ামেব তস্যামহংভাবেন অবিবেকঃ স্ফুট ইতি তদ্বিবেকার্থমিদং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যাদি উক্তং, তদেতৎ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রতিজানীতে তৎক্ষেত্রমিতি। যদুক্তং ময়া তৎক্ষেত্রং যৎ স্বরূপতো জড়ং

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সামবেদীয় মহাবাক্য 'তত্ত্বমসি' স্বপ্নে প্রাপ্ত হন; কিন্তু প্রেমাভক্তির আতিশয্যে ইহার অদ্বৈতমূলক অর্থগ্রহণে অস্বীকৃত হন। তখন মুরারীগুপ্ত তাঁহাকে ইহার দ্বৈতবাদসম্মত অর্থগ্রহণ করিতে বলেন, তস্য তম্ অসি, তুমি তাঁহার হও। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ বেদান্তকেশরীবৃন্দ কর্তৃক এই অর্থ গৃহীত নহে। মধুসূদন সরস্বতী বর্তমান অধ্যায়ার্থ সম্বন্ধে বলেন—

ধ্যানাভ্যাস বশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কিং চ ন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকং তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং
কালিন্দী পুলিনোদরে যৎ কিমপি যন্নীলং মহো ধাবতি॥

দৃশ্যাদি স্বভাবং যাদৃগ্—যাদৃশং চেচ্ছাদিধর্মকং যদ্বিকারি যৈরিন্দ্রিয়াদি বিকারৈর্যুক্তং যতশ্চ প্রকৃতিপুরুষসংযোগাদ্ ভবতি। যদিতি যৈঃ স্থাবর-জঙ্গমাদিভেদৈর্ভিন্নমিত্যর্থঃ। স চ ক্ষেত্রজ্ঞো, যৎস্বরূপতঃ, যৎপ্রভাবশ্চ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যযোগেন প্রভাবৈঃ সম্পন্নঃ তৎসর্বং সংক্ষেপতো মত্তঃ শৃণু। ৪

টীকার অনুবাদ—এখানে যদিও চতুর্বিংশতি প্রকার ভেদে ভেদবিশিষ্ট প্রকৃতিই ক্ষেত্র বলিয়া ভগবানের অভিপ্রেত, তথাপি দেহরূপে পরিণত সেই প্রকৃতিতেই অহংরূপে অবিবেক পরিস্ফুট। এই হেতু উক্ত প্রকৃতির বিবেকার্থ এই শরীরকেই ভগবান ক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ করিলেন এবং তাহা বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যার্থ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। মৎকর্তৃক কথিত যে ক্ষেত্র জড় দৃশ্যাদি স্বভাবযুক্ত এবং যাদৃশ ইচ্ছাদি ধর্মযুক্ত এবং যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত এবং যেরূপে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন হয় এবং যে প্রকারে স্থাবর জঙ্গমাদি ভেদে বিভিন্ন হয়। ইহাই তাৎপর্য্য। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপতঃ যাহা এবং অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য সংযোগে যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন, সেই সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর। ৪

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫

অন্বয়—[এতৎ যাথার্থ্যং] ঋষিভিঃ বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ বিনিশ্চিতৈঃ হেতুমদ্ভিঃ ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ চ এব পৃথক্ বহুধা গীতম্।৫

মূলের অনুবাদ—বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ কর্তৃক ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বহু ভাবে নিরূপিত হইয়াছে। ঋগাদি বেদ-চতুষ্টয়ে এই তত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন পূজনীয় দেবতারূপে কথিত হইয়াছে। ইহা সংশয়রহিত ও যুক্তিযুক্ত ব্রহ্মসূত্রসমূহ দ্বারাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ৫

শ্রীধরী টীকা—কৈর্বিস্তরেণোক্তস্তাবৎ সংক্ষেপঃ ইত্যপেক্ষায়ামাহ ঋষিভিরিতি। ঋষিভির্বশিষ্ঠাদিভির্যোগশাস্ত্রেষু ধ্যানধারণাদিবিষয়ত্বেন

বৈরাজাদিরূপেণ বহুধা গীতং নিরূপিতম্, বিবিধৈর্বিচিত্রৈশ্চ নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যবিষয়ৈশ্ছন্দোভির্বেদৈ নানা যজনীয়দেবতাদিরূপেণ গীতম্, ব্রহ্মণঃ সূত্রৈঃ পদৈশ্চ। ব্রহ্ম সূত্র্যাতে সূচ্যতে এভিরিতি ব্রহ্মসূত্রাণি 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদীনি তটস্থলক্ষণপরাণি উপনিষদ্বাক্যানি, তথা চ ব্রহ্ম পদ্যতে গম্যতে সাক্ষাৎ জ্ঞায়তে এভিরিতি পদানি স্বরূপলক্ষণপরানি 'সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদীনি তৈশ্চ বহুধা গীতম্। কিঞ্চ হেতুমদ্ভিঃ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" "কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইতি 'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ' যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ, এষ হ্যেবানন্দয়তি ইত্যাদি যুক্তিমদ্ভিঃ। অন্যাৎ অপানচেষ্টাং কঃ কুর্য্যাৎ, প্রাণানাং ব্যাপারং কো বা কুর্য্যাদিতি শ্রুতিপদয়োরর্থঃ। বিনিশ্চিতৈরুপক্রমোপসংহারৈঃ একবাক্যতয়া অসন্দিগ্ধার্থ প্রতিপাদকৈরিত্যর্থঃ। তদেবমেতৈর্বিস্তরেণোক্ত ন্তঃসংগ্রহং সংক্ষেপতঃ তুভ্যং কথয়িষ্যামি তৎ শৃণু ইত্যর্থঃ। যদ্বা "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদীনি ব্রহ্মসূত্রাণি গৃহ্যন্তে, তান্যেব ব্রহ্ম পদ্যতে নিশ্চীয়তে এভিরিতি পদানি, তৈর্হেতুমদ্ভিঃ 'ঈক্ষতের্নাশব্দং' 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' ইত্যাদিভিঃ যুক্তিমদ্ভিঃ বিনিশ্চিতার্থৈঃ। শেষং সমানম্। ৫

টীকার অনুবাদ—কোন কোন ঋষি কর্তৃক এই তত্ত্ব বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে। ইহাই তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণন। এই অভিপ্রায়ে ভগবান বলিতেছেন, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ কর্তৃক যোগশাস্ত্রে বৈরজাদিরূপে ধ্যান ধারণাদির বিষয় বলিয়া যে তত্ত্ব অনেক প্রকারে গীত, নিরূপিত হইয়াছে। এবং বিচিত্র নিত্য ও নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্মাদি বিষয় যাহা ছন্দোসমূহ, বেদসমূহ নানা যজনীয় দেবতারূপে নিরূপণ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মের সূত্রসমূহ ও পদসমূহ দ্বারা যাহা বিনিশ্চিত। ব্রহ্ম সূত্রিত, সূচিত হন যে সকল তটস্থ লক্ষণযুক্ত উপনিষদ্বাক্য দ্বারা—যেমন তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩।১) আছে, যাহা হইতে এই ভূতগণ জাত হয় প্রভৃতি। এবং ব্রহ্ম প্রাপ্ত, জ্ঞাত সাক্ষাৎ-ভাবে হন যে সকল স্বরূপলক্ষণপর পদ, শ্রুতিবাক্য দ্বারা—যেমন তৈত্তিরীয়

উপনিষদে (২।১) আছে আছে, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ ইত্যাদি দ্বারা তাঁহারা নানারূপে নির্ণয় করিয়াছেন। এবং হেতুযুক্ত, ন্যায়সঙ্গত ছান্দোগ্য শ্রুতি বাক্য (৬।২।১-২) যেমন—হে সৌম্য, বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মমাত্রই ছিল। অসৎ হইতে কিরূপে সৎজাত হয়, যদি এই আকাশে, হৃদয়ে আনন্দস্বরূপ আত্মা না থাকিতেন, তাহা হইলে অপানের কর্ম বা প্রাণের চেষ্টা কে করিত? এবং এই আত্মাই প্রাণিগণকে আনন্দিত করেন, (তৈত্তিরীয় শ্রুতিবাক্য, ২।৭) ইত্যাদি হেতুমৎ, যুক্তিযুক্ত শ্রুতিবাক্য দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। 'অন্যাৎ' পদ দ্বারা অপানের চেষ্টা কে করিত? এবং 'প্রাণ্যাৎ' পদ দ্বারা প্রাণের ব্যাপার কে করিত?—ইহা উক্ত শ্রুতিমধ্যস্থ পদদ্বয়ের অর্থ। বিনিশ্চিত, উপক্রম[১] ও উপসংহার প্রভৃতি দ্বারা এক বাক্যে অসন্দিগ্ধ প্রতিপাদক যুক্তিযুক্ত পদ দ্বারা যাহা বিস্তৃতভাবে নিরূপিত হইয়াছে, সেই দুঃসংগ্রহ (যাহার সারাংশ গ্রহণ দুঃসাধ্য) তত্ত্ব আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ইহাই ভাবার্থ। অথবা বেদান্তের সাধন-চতুষ্টয় সমাপনান্তে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবে, ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র সমূহ ব্রহ্মসূত্র[১] শব্দে গৃহীত হইয়াছে। আর সেই সূত্রসমূহ দ্বারা ব্রহ্ম[২] আপন্ন, নিশ্চিত হন বলিয়া তাহারা পদ। সেই সকল

১ বৃহৎ সংহিতায় বেদান্তের তাৎপর্য্য নিশ্চায়ক এই ছয় প্রকার লিঙ্গ উল্লিখিত—

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্বতাফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥

উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অপবাদ ও উপপত্তি—এই ছয় প্রকারে শাস্ত্রমর্ম নির্ণীত হয়। সদানন্দ যতীন্দ্র তৎকৃত 'বেদান্তসার' গ্রন্থে বলেন, "শ্রবণং নাম ষড়্‌বিধ লিঙ্গৈরশেষ বেদান্তানামদ্বিতীয়বস্তু ন তাৎপর্য্যাবধারণম্।" উল্লিখিত উপক্রমাদি ছয় লিঙ্গ দ্বারা সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্য্য নির্ণয় ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তু অবধারণকে বেদান্ত শ্রবণ বলে।

২ বেদান্ত শাস্ত্রে স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপিত হন। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ প্রমাণান্তর নিরপেক্ষ—যেমন সত্যং জ্ঞানমনন্তং। ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। স্বরূপ লক্ষণ অনুসারে ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিকল্প, নির্বিশেষ, সচ্চিদানন্দ এবং তটস্থ লক্ষণ অনুসারে ব্রহ্ম সাকার সগুণ, সর্বশক্তিমান, সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা।

হেতুমৎ ও বিনিশ্চিতার্থক পদ দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছেন। শেষ অংশের অর্থ পূর্ববৎ সমান। ৫

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬
ইচ্ছাদ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা*ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৭

অন্বয়—মহাভূতানি অহংকারঃ বুদ্ধি অব্যক্তম্ এব দশ ইন্দ্রিয়াণি একং [মনঃ] চ পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ ইচ্ছাদ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতঃ চেতনা ধৃতিঃ সবিকারং ক্ষেত্রং সমাসেন উদাহৃতম্। ৬-৭

মূলের অনুবাদ—আকাশাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূত এবং তাহাদের কারণস্বরূপ অহংকার[১], জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ত্ব, মূলা প্রকৃতি, দশ বাহ্য ইন্দ্রিয়, এক মন, পঞ্চ তন্মাত্ররূপ ইন্দ্রিয়-বিষয়—এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব কাপিল সাংখ্যদর্শনে কথিত হইয়াছে। ৬

মূলের অনুবাদ—ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ দেহেন্দ্রিয়াদির সংহতি বা শরীর, জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি—এই সকল বিকারযুক্ত ক্ষেত্রধর্ম সংক্ষেপে কথিত হইল। ৭

শ্রীধরী টীকা—তত্র ক্ষেত্রস্বরূপমাহ—মহাভূতানীতি দ্বাভ্যাম্। মহাভূতানি ভূম্যাদীনি পঞ্চ, অহঙ্কারস্তৎকারণভূতঃ, বুদ্ধির্জ্ঞানাত্মকং মহত্তত্ত্বম্, অব্যক্তং মূলা প্রকৃতিঃ ইন্দ্রিয়াণি বাহ্যানি, দশ "শ্রোত্রত্বগ্ঘ্রাণদৃগ্-জিহ্বাবাগ্দোর্মেঢ্রাঙ্ঘ্রি পায়বঃ" ইতি, একঞ্চ মনঃ, ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ পঞ্চতন্মাত্ররূপা এব শব্দাদয় আকাশাদি বিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্ত ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ, তদেবং চতুর্বিংশতিতত্ত্বান্যুক্তানি। ৬

শ্রীধরী টীকা—ইচ্ছেতি। ইচ্ছাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ, সংঘাতঃ শরীরং, চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ, ধৃতিঃ ধৈর্য্যম্, এতে ইচ্ছাদয়ো দৃশ্যত্বাৎ নাত্মধর্মা অপি

---

* 'সংঘাত চেতনা' এইরূপ পাঠ ভাষ্যকার শংকরাচার্য্যের অভিপ্রেত মনে হয়।

১ সূক্ষ্ম ভূতনিচয়ের কারণ অহং প্রত্যয় লক্ষণ অহংকার। 'আমি আমি' এইরূপ প্রকৃতি যাহার স্বভাব—শংকরাচার্য্য।

তু মনোধর্ম্মা এব। অতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাতিন এব। উপলক্ষণং চৈতৎ সংকল্পাদীনাম্। তথা চ শ্রুতিঃ "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা[১] ধৃতিরধৃতি র্হ্রীঃ ধীঃ ভীঃ ইত্যেতৎ সর্বং মন এব" ইতি। অনেন চ যাদৃগিতি প্রতিজ্ঞাতা ক্ষেত্রধর্ম্ম দর্শিতাঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারমিন্দ্রিয়াদিবিকারসহিতং সংক্ষেপেণ তুভ্যং ময়োক্তমিতি ক্ষেত্রোপসংহারঃ। ৭

টীকার অনুবাদ—এই দুই শ্লোকে ভগবান ক্ষেত্রের স্বরূপ বলিতেছেন। ভূমি, জল, তেজ, মরুৎ ও আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূত এবং তাহাদের কারণস্বরূপ অহংকার এবং বুদ্ধি, জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ত্ব, আর অব্যক্ত, মূলা প্রকৃতি। দশ বাহ্য ইন্দ্রিয়—কর্ণ, চর্ম, নাক, জিহ্বা, চক্ষু—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং এক মন। এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর, ইন্দ্রিয় বিষয়। পঞ্চ তন্মাত্ররূপ শব্দাদি ইন্দ্রিয়বিষয়, আকাশাদির বিশেষগুণরূপে অভিব্যক্ত। উক্তরূপে কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব কথিত হইয়াছে। ৬

টীকার অনুবাদ—ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ ও দুঃখ প্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত। সংঘাত, শরীর। চেতনা, জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি। ধৃতি, ধৈর্য্য। এই সকল ইচ্ছাদি দৃশ্য বলিয়া মনোধর্মই, আত্মধর্ম নহে। অতএব ইহারা সঙ্কল্পাদির উপলক্ষণস্বরূপ বলিয়া ক্ষেত্রের অন্তর্গত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৫।৩) আছে, কামনা, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা, বুদ্ধি, ভয়—এ সকলই মনোধর্ম। ইহা দ্বারা বর্তমান অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে 'ক্ষেত্র যাদৃক্' বলিবেন ভগবান বলিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞাত ক্ষেত্রধর্মসমূহ প্রদর্শিত হইল। সবিকার, ইন্দ্রিয়াদি বিকার সহিত এই ক্ষেত্রবিষয়ক প্রসঙ্গ সংক্ষেপে কথিত হইল। ইহার ক্ষেত্র বর্ণনার উপসংহার। ৭

---

১ ব্রহ্মপ্রতিপাদনসূত্রাখ্যৈঃ পদৈঃ শারীরকসূত্রৈঃ—রামানুজাচার্য্য

বেদান্তসূত্রৈঃ জন্মাদ্যস্য যতঃ ইত্যাদিভিঃ—মধুসূদন সরস্বতী

২ ইহা দ্বারা প্রতীত হয়, গীতার পূর্বে ব্রহ্মসূত্র রচিত হইয়াছে ব্যাসদেব কর্তৃক। আবার ব্রহ্মসূত্রেও গীতার উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, গীতা বা মহাভারত ও ব্রহ্মসূত্র সমসাময়িক ও উহাদের গ্রন্থকার অভিন্ন পুরুষ ব্যাসদেব।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসাক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ১০
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১১
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১২

অন্বয়—অমানিত্বম্, অদম্ভিত্বম্ অহিংসা[১] ক্ষান্তিঃ[২] আর্জবম্ আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যম্[৩] আত্মবিনিগ্রহঃ[৪] ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্ অনহংকারঃ এব চ জন্ম মৃত্যু-জরাব্যাধি দুঃখ-দোষানুদর্শনম্ অসক্তিঃ পুত্রদারগৃহাদিষু অনভিষ্বঙ্গঃ ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু নিত্যং সমচিত্তত্বং চ ময়ি চ অনন্যযোগেন অব্যভিচারিণী[৫] ভক্তিঃ বিবিক্তদেশসেবিত্বং জনসংসদি অরতিঃ অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ এতৎ জ্ঞানং প্রোক্তং যৎ অতঃ অন্যথা [তৎ] অজ্ঞানং [প্রোক্তম্]। ৮-১২

১ বাঙ্মনঃকায়ৈঃ পরপীড়ারহিতত্বম্—রামানুজাচার্য্য।

২ পরৈঃ পীড্যমানশ্চাপি তান্ প্রতি অবিকৃতচিত্তত্বম্—রামানুজাচার্য্য।

৩ মোক্ষসাধনে প্রবৃত্তস্য অনেকবিধবিঘ্নপ্রাপ্তাবপি তদপরিত্যাগেন পুনঃ পুনর্যত্নাধিক্যম্—মধুসূদন সরস্বতী। অধ্যাত্ম শাস্ত্রে প্রদর্শিতেষু অর্থেষু নিশ্চলত্বং—রামানুজাচার্য্য।

৪ আত্মস্বরূপ ব্যতিরিক্ত বিষয়েভ্য মনসো নিবর্তনম্—রামানুজাচার্য্য।

৫ স্থিরা কেনাপি প্রতিকূলেন হেতুনা নিবারয়িতুমশক্যা—মধুসূদন সরস্বতী।

মূলের অনুবাদ—আত্মশ্লাঘারাহিত্য, দম্ভহীনতা, পরপীড়াবর্জন, সহিষ্ণুতা, সরলতা, গুরুসেবা, বাহ্য ও আন্তর শৌচ, সন্মার্গে স্থিরতা, শরীর সংযম[১]—এইগুলি আত্মজ্ঞানের উত্তম সাধন। ৮

মূলের অনুবাদ—ভোগ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়াদির বৈরাগ্য, নিরহংকারিতা এবং জন্ম মৃত্যু ও জরাব্যাধিতে[২] দুঃখরূপ দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা[৩]। ৯

---

১ দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া সন্মার্গে সংস্থিতি সম্পাদন—জপধ্যান বা পূজাপাঠের সময় সিদ্ধাসন বা পদ্মাসন বা কোন যোগাসন অভ্যাস করিলে দেহ ও মনের স্থৈর্য্য লাভ হয়। শংকরাচার্য্য কৃত অপরোক্ষানুভূতিতে আছে—

সুখেনৈব ভবেৎ যস্মিন্ অজস্রং ব্রহ্মচিন্তনম্।
আসনং তদ্বিজানীয়াৎ নেতরৎ সুখনাশনম্॥

যে ভাবে বসিলে সুখে অজস্র ব্রহ্মচিন্তা করা যায়, তাহাকেই আসন বলিয়া জানিবে, অন্য আসনাদি সুখ নাশ করে। যোগশাস্ত্রেও আছে, স্থিরং সুখমাসনম্। যোগাসন সুখকরও স্থৈর্য্যপ্রদ। আসনসিদ্ধি হইলে দেহের স্থৈর্ব লাভ হয়।

২ উক্ত মর্মে বিষ্ণু পুরাণে আছে—

আধ্যাত্মিকাদি মৈত্রেয় জ্ঞাত্বা তাপত্রয়ং বুধঃ।
উৎপন্নজ্ঞানবৈরাগ্যং প্রাপ্নোত্যাত্যন্তিকং লয়ম্॥
আধ্যাত্মিকো বৈ দ্বিবিধো শারীরো মানসস্তথা।
শারীরো বহুভির্ভেদৈর্ভিদ্যতে শ্রূয়তাং চ সঃ॥
শিরোরোগ প্রতিশ্যায় জ্বরশূলভগন্দরৈঃ।
গুল্মমার্শঃ শ্বাসশ্বয়থুচ্ছর্দ্যাদিভিরনেকধা॥

৩ জন্ম, মৃত্যু, বার্ধক্য, ব্যাধিসমূহ ও অন্যান্য দুঃখসমূহ—এই সকল বিষয়ের প্রত্যেকটিতেই দোষদর্শন অথবা দুঃখসমূহই দোষ। এই অর্থে দুঃখদোষ শব্দের প্রয়োগ ধরা যায়। সেই দুঃখ দোষ শব্দ জন্মাদি প্রত্যেকটির সহিত অন্বয় করিতে হইবে। যথা—জন্ম দুঃখ, মৃত্যুদুঃখ, জরাদুঃখ, ব্যাধি সমূহও দুঃখ। জন্মাদি দুঃখহেতু বলিয়া দুঃখরূপেই কথিত; কিন্তু জন্ম প্রভৃতি স্বরূপতঃ দুঃখ নহে। এই জন্মাদিতে দুঃখদোষ দর্শনের ফলে দেহেন্দ্রিয়েও বিষয়ভোগে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। ইহার পর পরমাত্ম দর্শনের প্রবৃত্তি জন্মে। উক্ত প্রকার জন্মাদিতে দুঃখ দর্শন জ্ঞানের হেতু বলিয়া ইহা জ্ঞান শব্দে অভিহিত হয়—শংকরাচার্য্য।

মূলের অনুবাদ—পুত্র, পত্নী, গৃহ প্রভৃতি বিষয়ে মায়া[১] বর্জন তাহাদের সুখে বা দুঃখে সুখী বা দুঃখী না হওয়া এবং ইষ্টলাভে ও অনিষ্টপাতে সর্বদা চিত্তের সমভাব। ১০

মূলের অনুবাদ—আর আমাতে সর্বাত্মদৃষ্টি দ্বারা ঐকান্তিক ভক্তি ও জনশূন্য চিত্তপ্রসাদকর স্থানে বাস, লোকসঙ্গে বিরাগ[২]। ১১

মূলের অনুবাদ—আত্মজ্ঞানে সদা নিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞানের ফলরূপ, মোক্ষের সর্বোৎকৃষ্টতা অনুভব—এইগুলিকে বশিষ্ঠাদি মুনিগণ কর্তৃক উত্তম জ্ঞানসাধন বলিয়া[৩] কথিত হইয়াছে। ইহাদের বিপরীতমানিত্ব প্রভৃতি জ্ঞানের বিরোধী বলিয়া সর্বদা পরিত্যজ্য। ১২

---

১ দেবী ভাগবতে (১।১৫) আছে, পুত্রবিরহে কাতর স্বপিতা ব্যাসদেবকে মায়ামোহিত দেখিয়া শুকদেব বলিয়াছিলেন—

"বিষ্ণ্বংশসম্ভবো ব্যাস ইতি পৌরাণিকা জগুঃ।
সোঽপি মোহার্ণবে মগ্নো ভগ্নপোতো বণিগ্ যথা॥
অহো মায়া বলঞ্চোগ্রং যন্মোহয়তি পণ্ডিতম্।
বেদান্তস্য চ কর্তারং সর্বজ্ঞং বেদসম্মিতম্॥
ন জানে কা চ সা মায়া কিং স্বিৎ সাঽতীব দুষ্করা।
যা মোহয়তি বিদ্বাংসং ব্যাসং সত্যবতীসুতম্॥
পুরাণানাঞ্চ বক্তা চ নির্মাতা ভারতস্য চ।
বিভাগকর্তা বেদানাং সোঽপি মোহমুপাগতঃ॥
কোঽয়ং কোঽহং কথঞ্চেহ কীদৃশোঽয়ং ভ্রমঃ কিলঃ।
পঞ্চভূতাত্মকে দেহে পিতৃপুত্রেতি বাসনা॥

২ সাধুসঙ্গ তত্ত্বজ্ঞানের অনুকূল বলিয়া উহাতে রতি উচিত। উক্ত মর্মে শাস্ত্র বলেন—

'সঙ্গ সর্বাত্মনা হেয়ঃ স চেত্ত্যক্তুং ন শক্যতে।
স সদ্ভিঃ সহ কর্তব্য সতঃ সঙ্গো হি ভেষজম্॥

লোকসঙ্গ সর্বথা বর্জনীয়। লোকসঙ্গ পরিত্যাগে অসমর্থ হইলে সাধুসঙ্গ কর্তব্য। সাধুসঙ্গই ভবরোগের মহৌষধ। মধুসূদন সরস্বতী

৩ অধ্যাত্ম রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে ৩১-২৭ শ্লোক সপ্তকে জ্ঞানের এই বিংশ সাধন কথিত হইয়াছে—

মানভাবস্তথা দম্ভ হিংসাদি পরিবর্জনম্।
পরাপেক্ষাদিসহনং সর্বত্রাবক্রতা তথা॥

শ্রীধরী টীকা—ইদানীমুক্তলক্ষণাৎ ক্ষেত্রাৎ বিবিক্ততয়া জ্ঞেয়ং শুদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞং বিস্তরেণ বর্ণয়িষ্যন্ তৎজ্ঞানসাধনানি আহ অমানিত্বমিতি পঞ্চভিঃ। অমানিত্বং স্বগুণশ্লাঘারাহিত্যম্, অদম্ভিত্বং দম্ভরাহিত্যম্, অহিংসা পর-পীড়াবর্জ্জনম্, ক্ষান্তি সহিষ্ণুত্বম্, আর্জবমবক্রতা, আচার্য্যোপাসনং সদ্গুরু-সেবা, শৌচং বাহ্যমাভ্যন্তরং চ, তত্র বাহ্যং মৃজ্জলাদিনা, আভ্যন্তরঞ্চ রাগাদিমলক্ষালনম্। তথা চ স্মৃতিঃ—

"শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্॥

ইতি। স্থৈর্য্যং সন্মার্গে প্রবৃত্তস্য তদেকনিষ্ঠতা, আত্মবিনিগ্রহঃ শরীরসংযমঃ, এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমিতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ॥ ৮

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বিতি। জন্মাদিষু দুঃখদোষয়োরনুদর্শনং পুনঃ পুনরালোচনম্। দুঃখরূপস্য দোষস্যানুদর্শনমিতি বা। স্পষ্টমন্যৎ। ৯

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ অসক্তিরিতি। পুত্রাদি পদার্থেষু অসক্তিঃ প্রীতি-ত্যাগ অনভিষঙ্গ পুত্রাদীনাং সুখে দুঃখে বাহমেব সুখী দুঃখী চেতাধ্যাসা-তিরেকাভাবঃ, ইষ্টানিষ্টয়োরুপপত্তিষু প্রাপ্তিষু নিত্যং সর্বদা সমচিত্তত্বম্। ১০

মনোবাক্কায় সদ্ভক্ত্যা সদ্গুরোঃ পরিসেবনম্।
বাহ্যাভ্যন্তর সংশুদ্ধিঃ স্থিরতা সৎক্রিয়াদিষু॥
মনোবাক্কায়দণ্ডশ্চ বিষয়েষু নিরীহতা।
নিরহঙ্কারতা জন্মজরাদ্যালোচনং তথা॥
অসক্তিঃ স্নেহ শূন্যত্বং পুত্রদারধনাদিষু।
ইষ্টনিষ্টাগমে নিত্যং চিত্তস্য সমতা তথা॥
ময়ি সর্বাত্মকে রামে হ্যনন্যবিষয়া মতিঃ।
জনসংবাদরহিত শুদ্ধদেশনিষেবণম্॥
প্রাকৃতৈর্জ্জনসংঘৈশ্চ হ্যরতি সর্বদা ভবেৎ।
আত্মজ্ঞানে সদোদ্যোগো বেদান্তার্থাবলোকনম্॥
উক্তৈরেতৈর্ভবেজ্ জ্ঞানং বিপরীতৈর্বিপর্য্যয়ঃ॥

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ ময়ি চেতি। ময়ি পরমেশ্বরে অনন্যযোগেন সর্বাত্মদৃষ্ট্যা অব্যভিচারিণী একান্তভক্তিঃ, বিবিক্তঃ শুদ্ধিচিত্তপ্রসাদকরঃ তং দেশং সেবিতুং শীলং যস্য তস্য ভাবস্তত্ত্বম্, প্রাকৃতানাং জনানাং সংসদি সভায়ামরতিঃ রত্যভাব। ১১

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ অধ্যাত্মেতি। আত্মানমধিকৃত্য বর্তমানমধ্যাত্মজ্ঞানং তস্মিন্ নিত্যত্বং নিত্যভাবঃ। ত্বং পদার্থশুদ্ধিনিষ্ঠত্বমিত্যর্থঃ। তত্ত্বজ্ঞানস্যার্থঃ প্রয়োজনং মোক্ষঃ তস্য দর্শনম্। মোক্ষস্য সর্বোৎকৃষ্টতালোচনমিত্যর্থঃ। এতদ্ অমানিত্বমদম্ভিত্বমিত্যাদি বিংশতি সংখ্যাত্মকং যদুক্তমেতজ্‌ জ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানসাধনত্বাৎ। অতোঽন্যথা অস্মাদ্বিপরীতং মানিত্বাদি যদেতৎ অজ্ঞানমিতি প্রোক্তং বশিষ্ঠাদিভিঃ, জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ। অতঃ সর্বথা ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ। ১২

টীকার অনুবাদ—ইদানীং পূর্বোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ক্ষেত্র হইতে অতিরিক্ত জ্ঞেয় শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবেন বলিয়া ভগবান পঞ্চ শ্লোকে তত্ত্বজ্ঞানের সাধনসমূহ বলিতেছেন। অমানিত্ব, স্বীয় গুণে শ্লাঘারাহিত্য (প্রশংসাশূন্যতা)। অদম্ভিত্ব, দম্ভরাহিত্য। অহিংসা, পরপীড়া বর্জন। ক্ষান্তি, সহিষ্ণুতা। আর্জব, অবক্রতা, সরলতা। আচার্যোপাসন, সদ্‌গুরুর সেবাশুশ্রূষা। শৌচ বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা, জল, গোময় প্রভৃতি দ্বারা বাহ্য শৌচ হয়; আর রাগদ্বেষাদি চিত্তমল ধাবন বা ভাবশুদ্ধি দ্বারা আন্তর শুদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা স্মৃতিশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। সন্মার্গে প্রবৃত্ত ব্যক্তির যে একনিষ্ঠতা তাহাই স্থৈর্য্য। আত্মবিনিগ্রহ, শরীর সংযম। এই গুলিকে আত্মজ্ঞানের সাধন বলে—ইহা পঞ্চ শ্লোকস্থ 'যাহা ইহার বিপরীত তাহা অজ্ঞান' সহিত অন্বয় হইবে। ৮

টীকার অনুবাদ—ভগবান আরও বলিতেছেন, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিতে দুঃখ এবং দোষের অনুদর্শন, পুনঃ পুনঃ আলোচনা। অথবা জন্মাদিতে বিদ্যমান দুঃখরূপ দোষের অনুদর্শন। ৯

টীকার অনুবাদ—ভগবান আরও বলিতেছেন। পুত্র, পত্নী প্রভৃতি স্বজনে আসক্তি, প্রীতি ত্যাগ। অনভিষঙ্গ, পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়ের সুখে বা দুঃখে আমি সুখী বা দুঃখী এইরূপ অধিক অধ্যাসের অভাব। ইষ্ট ও অনিষ্ট উপপত্তিতে, প্রাপ্তিতে নিত্য, সর্বদা সমচিত্ততা। ১০

টীকার অনুবাদ—ভগবান আরও বলিতেছেন। আমাতে, পরমেশ্বরে অনন্যযোগ অর্থাৎ সর্বাত্মা বৃত্তি দ্বারা একান্ত ভক্তি দ্বারা অব্যভিচারিণী, একান্ত ভক্তি। বিবিক্ত, শুদ্ধ ও চিত্তপ্রসাদকর দেশ। সেই দেশেই অবস্থান যাঁহার স্বভাব, তাহার ভাবই বিবিক্ত সেবিত্ব। আর প্রাকৃত জনগণের সংসদে, সভায় অবস্থানের অরতি, অনিচ্ছা। ১১

টীকার অনুবাদ—ভগবান আরও বলিতেছেন। আত্মাকে অধিকার (বিষয়) করিয়া যে জ্ঞান তাহাতে নিত্যত্ব, নিত্যভাব। ইহার অর্থ, তৎ (তাহা) ও ত্বং (তুমি) পদার্থদ্বয়ের শুদ্ধির জন্য নিষ্ঠত্ব, বিশ্বাস। তত্ত্ব জ্ঞানের অর্থ, প্রয়োজন যে মোক্ষ, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট এইরূপ আলোচনা বা অনুভব। অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব প্রভৃতি জ্ঞানের সাধন বলিয়া বশিষ্ঠাদি মুনিগণ এই বিংশতি সংখ্যক তত্ত্বকে জ্ঞান বলিয়াছেন। ইহাদের বিপরীত মানিত্ব প্রভৃতি অজ্ঞান; কারণ এইগুলি জ্ঞানের বিরোধী বলিয়া সর্বথা পরিত্যাজ্য। ইহাই তাৎপর্য্য।১২

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১৩

অন্বয়—[ইদানীং] যৎ জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতম্ [সাধকঃ] অশ্নুতে। তৎ অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ, ন অসৎ উচ্যতে। ১৩

মূলের অনুবাদ—যাহা জ্ঞেয় ব্রহ্ম[১] তাহাই এখন বলিব। ইহাকে জানিলে মোক্ষলাভ হয়। সেই ব্রহ্ম আদিহীন এবং সৎও নহেন বা অসৎ ও নহেন। ১৩

শ্রীধরী টীকা—এভিঃ সাধনৈর্যজ্‌ জ্ঞেয়ং তদাহ জ্ঞেয়মিতি ষড়্‌ভিঃ। যজ্‌ জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি। শ্রোতুরাদরসিদ্ধয়ে জ্ঞানফলং দর্শয়তি। যদ্বক্ষ্যমানং জ্ঞাত্বা অমৃতং মোক্ষং প্রাপ্নোতি। কিংতৎ অনাদিমৎ আদিমৎ ন ভবতীত্যনাদিমৎ। পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম। অনাদীত্যেতাবতৈব বহুব্রীহিনা অনাদিমত্ত্বে সিদ্ধেঽপি, পুনর্ম্মতুপঃ প্রয়োগশ্ছান্দসঃ। যদ্বা অনাদীতি মৎপরমিতিচ পদদ্বয়ম্। মম বিষ্ণোঃ পরং নির্বিশেষং রূপং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তদেবাহ। ন সৎ ন চাসৎ উচ্যতে। বিধিমুখেন প্রমাণস্য বিষয়ঃ সৎ-শব্দেন উচ্যতে। নিষেধস্য বিষয়স্তু অসৎশব্দেন উচ্যতে। ইদং তু তদুভয়বিলক্ষণম্, অবিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ॥ ১৩

টীকার অনুবাদ—এই সকল সাধন দ্বারা যাহা জ্ঞেয় ব্রহ্ম, তাহা ছয় শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন। যাহা জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি। তত্ত্ব শ্রবণে শ্রোতার আগ্রহবৃদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞান ফল তিনি দেখাইতেছেন। যে

১ নির্বিকল্প সমাধিতে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধ হয়। শ্রীমদাচার্য শংকর 'অপরোক্ষানুভূতি'তে বলেন—

নির্বিকারতয়া বৃত্ত্যা ব্রহ্মাকারতয়া পুনঃ।
বৃত্তিবিস্মরণং সম্যক্ সমাধির্জ্ঞানসংজ্ঞকঃ॥

যখন চিত্তে কোন বৃত্তি থাকে না তখন নিবিকল্প সমাধি হয়। ইহাই ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তি, বা চিত্তবৃত্তির বিস্মরণ। এই অবস্থায় ব্রহ্মদর্শন হয়। উক্ত মর্মে যোগকল্পদ্রুমে আছে—

ধ্যেয়ঃ স্বরূপোপগতং যদা মনো, বিস্মৃত্য চাত্মানমথাবতিষ্ঠতে।
সংকল্পপুগাপগতং তমস্তিমং যোগস্য সন্তোঽবয়বং প্রচক্ষ্যতে॥

যখন মন ধ্যেয় স্বরূপ লাভ করিয়া নিজেকে বিস্মৃত হয় ও আত্মাকে অবস্থান করে তখন সমস্ত সংকল্প বা বুদ্ধিবৃত্তি অপগত হয়। সেই অবস্থাই যোগের চরম অবয়ব বা সমাধি বলিয়া কথিত হয়।

বক্ষ্যমান বিষয় জানিলে অমৃত, মোক্ষলাভ হয় তাহা অনাদিমৎ, আদিমৎ নহেন। তিনি পর, নিরতিশয় ব্রহ্মস্বরূপ। অনাদিপদে (আদি নাই যাহার) বহুব্রীহি সমাস করিলেই অনাদিমৎ পদের উক্ত অর্থ সিদ্ধ হয়। তথাপি অনাদিমৎ (আদিমৎ যাহা নহে) এইরূপ নঞ তৎপুরুষ সমাস সিদ্ধির জন্য মতুপ্ প্রয়োগ ছান্দস। অথবা অনাদি ও মৎ পদ এইরূপ দুই পদ ধরা যায়। মৎ পদ শব্দের অর্থ আমি বিষ্ণু, আমার পদ, নির্বিশেষ স্বরূপ ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম কিরূপ, তাহাই বলিতেছেন। সেই ব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন। বিধিমুখে যাহা প্রমাণের বিষয় তাহাই সৎশব্দবাচ্য এবং যাহা নিষেধের বিষয়, তাহা অসৎ শব্দবাচ্য। জ্ঞেয় ব্রহ্ম এই উভয় বিষয় হইতে বিলক্ষণ, কারণ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াদির অবিষয়, অগোচর বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। ১৩

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪

অন্বয়—তৎ [ব্রহ্ম] সর্বতঃ পাণিপাদং, সর্বতঃ অক্ষি শিরোমুখং, সর্বতঃ শ্রুতিমৎ তৎ [সৎ] লোকে সর্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি। ১৪

মূলের অনুবাদ—সেই ব্রহ্ম সর্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট, সর্বত্রচক্ষু ও মস্তক ও মুখযুক্ত এবং সর্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়া লোক মধ্যে সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া বিরাজ করেন। ১৪

শ্রীধরী টীকা—নম্বেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্‌বিলক্ষণত্বে সতি 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' "ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্" ইত্যাদি শ্রুতিভির্বিরুদ্ধ্যেতেত্যাশঙ্ক্য "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইত্যাদি শ্রুতি প্রসিদ্ধয়া অচিন্ত্যশক্ত্যা সর্বাত্মতাং তস্য দর্শয়ন্ আহ সর্বতঃ ইতি পঞ্চভিঃ। সর্বতঃ সর্বত্র পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ, সর্বতঃ অক্ষীনি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎ, সর্বতঃ শ্রুতিমৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ৈর্যুক্তং সৎলোকে সর্বমাবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। সর্বপ্রাণিপ্রবৃত্তিভি পাণ্যাদিভিরুপাধিভিঃ সর্বব্যবহারাস্পদত্ব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৪

টীকার অনুবাদ—যদি ব্রহ্ম সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ হন, তাহা হইলে নিম্নোক্ত শ্রুতিবাক্যসমূহের সহিত বিরোধ ঘটিবে—যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩।১৪।১) আছে, এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম। এবং নৃসিংহ উত্তর তাপনীয় উপনিষদে (৭।৩) আছে, ব্রহ্মই এই সমস্ত জগৎ। এই আশঙ্কায় শ্রীভগবান বলিতেছেন, এই ব্রহ্মের শক্তি দুই প্রকার এবং তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ার কথা ও শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। সুতরাং অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা তিনি সর্বাত্মক। সর্বত্রই হস্তপদ যাঁহার তিনিই ব্রহ্ম এবং সর্বত্র চক্ষু ও মস্তক ও মুখ যাঁহার এবং সর্বত্র যিনি শ্রুতিমৎ, শ্রবণেন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া তিনি সকল লোককে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। ইহার অর্থ, সকল প্রাণীর প্রবৃত্তি ও হস্তপদাদিরূপ উপাধিসমূহ দ্বারা সকল ব্যবহারের আস্পদ হইয়া তিনিই বর্তমান। ১৪

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৫

অন্বয়—[তৎ] সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ অসক্তং সর্বভৃৎ নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ এব।১।

মূলের অনুবাদ—তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ধর্মের আভাসযুক্ত, অথচ সর্বেন্দ্রিয়বর্জিত। তিনি নিরবয়ব বলিয়া কাহারও সহিত তাঁহার সংযোগ. সম্বন্ধ নাই। তথাপি তিনি সর্ববস্তুর আধারভূত এবং স্বয়ং নির্গুণ[১] হইয়া সত্ত্বাদি গুণের পালক। ১৫

---

১ সর্ব বেদান্ত সিদ্ধান্ত সার সংগ্রহে আছে—

এষ প্রত্যক্ স্বপ্রকাশো নিরংশঃ
অসঙ্গঃ শুদ্ধঃ সর্বদৈক স্বভাবঃ।
নিত্যাখণ্ডানন্দরূপো নিরীহঃ
সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥

এই পরমাত্মা বা পরমেশ্বর প্রকাশ স্বরূপ, অংশহীন সঙ্গরহিত, দোষশূন্য, ত্রিকালে একরূপ, অখণ্ডানন্দ স্বরূপ, ক্রিয়ারহিত, উদাসীন, চৈতন্যস্বরূপ, কেবল ও নির্গুণ।

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ সর্বেন্দ্রিয়েতি। সর্বেষাং চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়ানাং গুণেষু রূপাদ্যাকারাসু বৃত্তিষু তত্তদাকারেণ ভাসত ইতি তথা। সর্বাণীন্দ্রিয় নি গুণাংশ্চ তত্তদ্বিষয়ানাভসয়তীতি বা। সর্বৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিবর্জিতং তথাচ চ শ্রুতিঃ "অপাণি পাদজবনো গ্রহীতা পশ্যত্য চক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি। অসক্তং সঙ্গশূন্যম্। তথাপি সর্বং বিভর্তি ইতি সর্বভৃৎ সর্বস্যাধারভূতম্। তদেব নির্গুণং সত্বাদিগুণরহিতম্। গুণভোক্তৃ গুণানাং সত্বাদীনাং ভোক্তৃ চপালকম্। ১৫

টীকার অনুবাদ—ভগবান আরও বলিতেছেন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের গুণসমূহের, তাহাদের দর্শনাদি বৃত্তিতে সেই সেই রূপরসাদি আকারে তিনি আভাসমান হন। অথবা সর্বেন্দ্রিয় ও তাহাদের গুণসমূহ, রূপাদি বিষয় পঞ্চককে যিনি প্রকাশ করেন। অথচ তিনি সর্বেন্দ্রিয়বর্জিত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩।১৯) আছে, সেই ব্রহ্মপাদহীন হইলেও গমনশীল, পাণিশূন্য হইয়াও গ্রহীতা বা গ্রাহক, চক্ষু না থাকিলেও তিনি দেখিতে পান এবং কর্ণহীন হইয়া শ্রবণ করেন। অসক্ত, সঙ্গশূন্য। তথাপি সর্বভৃৎ সকলকে ভরণ করেন, সকল বস্তুর আধারস্বরূপ। আবার তিনি নির্গুণ, সত্বাদিগুণরহিত ও গুণভোক্তা, সত্বাদিগুণসমূহের ভোক্তা, গ্রাহক। ১৫

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৬

অন্বয়—তৎ [ব্রহ্ম] ভূতানাং বহিঃ অন্তঃ চ [স্থিতং] অচরং চরং এব সূক্ষ্মত্বাৎ অবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চ অন্তিকে চ। ১৬

মূলের অনুবাদ—তিনিই সর্বভূতের বাহিরে ও অন্তরে[১] বিদ্যমান।

১ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে উপশম প্রকরণে (৪৩।৩০) ভগবান বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন—

সর্বস্তেব জনস্যাস্য বিষ্ণুরভ্যন্তরে স্থিতঃ।
তং পরিত্যজ্য যে যান্তি বহির্বিষ্ণুং নরাধমাঃ ॥

স্থাবর ও জঙ্গম সর্বভূত রূপে তিনিই বিরাজিত। ব্রহ্ম[২] সূক্ষ্মতম সত্তা বলিয়া তাঁহাকে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জানা যায় না[৩]। তিনিই দূরে ও সমীপে অবস্থিত। ১৬

শ্রীধরী টীকা— কিঞ্চ বহিরিতি। ভূতানাং চরাচরাণাং স্বকার্য্যানাং বহিশ্চ অন্তশ্চ তদেব সুবর্ণমিব কটক-কুণ্ডলাদীনাম্, জলতরঙ্গাণামন্তর্বহির্জলমিব, অচরং স্থাবরং চরং জঙ্গমং যৎ ভূতজাতং তদেব, কারণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য এবমপি সূক্ষ্মত্বাৎ রূপাদিহীনত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়মিদং তদিতি স্পষ্ট জ্ঞানার্হং ন ভবতি। অতএব অবিদুষাং যোজনলক্ষান্তরিতমিব, দূরস্থঞ্চ, সবিকারায়াঃ প্রকৃতেঃ পরত্বাৎ। বিদুষাং পুনঃ প্রত্যগাত্মত্বাৎ অন্তিকে চ তৎ নিত্যসন্নিহিতং। তথা চ মন্ত্রঃ।

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥"

ইতি। এজতি চলতি নৈজতি ন চলতি তৎ উ অন্তিকে ইতি ছেদঃ॥ ১৬

অপ্রাপ্যাত্ম বিবেকোহন্তরজ্ঞচিত্ত বশীকৃতঃ।
শংখচক্রগদাপাণির্মর্চয়েৎ পরমেশ্বরম্॥

বশিষ্ঠদেব আরও বলিতেছেন, হৃদগুহাবাসী শুদ্ধচিত্তই বিষ্ণুর মুখ্য দেহ এবং শংখচক্রগদাপদ্মধারী স্থূল মূর্তি তাঁহার গৌণ দেহ।

২ ব্রহ্ম স্বরূপ অনুভূত হইলে ভগবানের বিশ্বরূপ ও মায়ামাত্র বলিয়া জানা যায়। ব্রহ্ম স্বরূপ সর্বনাম ও সর্বরূপের অতীত। উক্ত মর্মে ভগবানও বলিয়াছেন—

যদ্দৃষ্টং বিশ্বরূপং মে মায়ামাত্রং তদেবহি।
তেন ভ্রান্তোহসি কৌন্তেয় স্ব স্বরূপং বিচিন্তয়॥

হে কৌন্তেয়, তুমি আমার যে বিশ্বরূপ দেখিয়াছ, তাহাও মায়িক। ইহা দেখিয়া তুমি ভ্রান্ত হইয়াছ। এখন আত্মস্বরূপ চিন্তা কর।

৩ যথা জপাকুসুমোপহিতস্য স্ফটিকস্য শৌক্ল্যং সন্নিহিতমপি রূপান্তরবিক্ষেপেণ তিরোহিতং সৎ ন গৃহ্যতে, এবং নিত্যাপরোক্ষমপি অসঙ্গং ব্রহ্ম উপাধ্যুপধানাৎ বিবিক্ততয়া ন গ্রহিতুং শক্যং, কিন্তু উপাধিক ধর্মোপেতমেব গৃহ্যতে মূঢ়ৈঃ। বিদ্বদ্ভিস্তু উপাধিবিলাপনেন সুগ্রহমিত্যাশয়ঃ।—নীলকণ্ঠ কৃতা চতুর্ধরী টীকা।

টীকার অনুবাদ—ভগবান আরও বলিতেছেন। কটক ও কুণ্ডল প্রভৃতি অলংকারের অন্তরে ও বাহিরে যেরূপ সুবর্ণ এবং জলতরঙ্গের অন্তরে ও বাহিরে যেরূপ জল থাকে, সেইরূপ তিনি তৎসৃষ্ট চরাচর, স্থাবর জঙ্গম সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থান করেন। যেহেতু সমস্ত কার্য্যই কারণাত্মক, তদ্রূপ ব্রহ্ম স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ভূত জাতের কারণ স্বরূপ। এই রূপ হইলেও তিনি সূক্ষ্ম, নাম রূপাদিবিহীন বলিয়া অবিজ্ঞেয়। ইহা তাহাই—এইরূপ স্পষ্ট জ্ঞানের যোগ্য হন না। অতএব তিনি অবিদ্বান্, অব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষে লক্ষ যোজনের ব্যবধানে অবস্থিত বস্তু-বৎ দূরস্থই; যেহেতু তিনি বিকারযুক্ত প্রকৃতির পর, অতীত। আবার বিদ্বান্ বা ব্রহ্মজ্ঞগণের নিকট তিনি প্রত্যগাত্মা। তাই তাঁহাদের পক্ষে তিনি সর্বদা সন্নিহিত। ঈশ উপনিষদের পঞ্চম মন্ত্রে আছে, তিনি গমন করেন, আবার গমন করেন না। তিনি দূরে, আবার তিনি নিকটে। তিনি সমস্ত দৃশ্য জগতের অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান। এজন শব্দের অর্থ, কম্পন, চলন এবং নৈজন অর্থে অচলন। তাহাই সমীপে। ইহার পর পূর্ণচ্ছেদ। ১৬

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৭

অন্বয়—তৎ [ব্রহ্ম] ভূতেষু চ অবিভক্তং বিভক্ত চ ইব স্থিতম্ [তদাপি] ভূতভর্ত্ গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ। ১৭

মূলের অনুবাদ—অবিভক্ত[১] হইয়াও সর্বভূতে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে

---

১ উক্তমর্মে টীকাকার নীলকণ্ঠ কর্তৃক এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত—

এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধাচৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥

অদ্বিতীয় পরমাত্মা সর্বভূতে অবস্থিত। যেমন আকাশস্থ চন্দ্র পৃথিবীস্থ নানা জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ আত্মা এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দেহে বহুরূপে প্রতীয়মান।

প্রতীত হন। তিনি সর্বভূতের পালন কর্তা, গ্রাসকারী ও সৃষ্টিকর্তা বলিয়া জানিবে। ১৭

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ অবিভক্তমিতি। ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু অবিভক্তং কারণাত্মনা অভিন্নং, কার্য্যাত্মনা বিভক্তং চ ভিন্নমিবাবস্থিতং চ। সমুদ্রাৎ জাতং ফেনাদি সমুদ্রাৎ অন্যং ন ভবতি তৎ পূর্বোক্তং স্বরূপং চ জ্ঞেয়ম্। ভূতানাং ভর্তৃ চ পোষকং স্থিতিকালে, প্রলয়কালে গ্রসিষ্ণু গ্রসনশীলং, সৃষ্টিকালে, চ প্রভবিষ্ণু নানাকার্য্যাত্মনা প্রভবনশীলম্। ১৭

টীকার অনুবাদ—ভগবান্ আরও বলিতেছেন, তিনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতনিচয়ের অবিভক্ত কারণরূপে অভিন্ন এবং কার্য্যরূপে বিভক্ত, ভিন্নবৎ অবস্থিত। সমুদ্র হইতে জাত ফেনা, তরঙ্গ প্রভৃতি সমুদ্র হইতে ভিন্ন নহে। পূর্বোক্ত স্বরূপ বিশিষ্ট ব্রহ্মই জ্ঞেয়। তিনিই স্থিতি কালে ভূতগণের ভর্তা, পোষক এবং প্রলয়কালে গ্রসিষ্ণু, গ্রসনশীল (গ্রাসকারী) এবং সৃষ্টিকালে প্রভবিষ্ণু, নানা কার্য্যরূপে প্রভবনশীল, জায়মান হন। ১৭

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্ * ॥ ১৮

অন্বয়—তৎ জ্যোতিষাম্ অপি জ্যোতিঃ তমসঃ পরম্ উচ্যতে। [তদেব] জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং, জ্ঞানগম্যং সর্বস্য হৃদি বিষ্ঠিতম্। ১৮

মূলের অনুবাদ—তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কসমূহেরও প্রকাশক এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকার কর্তৃক[১] অসংস্পৃষ্ট বলিয়া উক্ত হন। তিনি জ্ঞানস্বরূপ ও একমাত্র জ্ঞেয়বস্তু এবং অমানিত্ব প্রভৃতি সাধন দ্বারা লভ্য। তিনিই সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত। ১৮

---

* ধিষ্ঠিতমিতি বা পাঠঃ।

১ উক্ত শ্রুতিমন্ত্রের শাংকরভাষ্য উদ্ধৃত হইল—"তদাত্মতত্ত্বং যৎ প্রকৃতং তদেজতি চলতি তদেব চ

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ জ্যোতিষামিতি। জ্যোতিষাং চন্দ্রাদিত্যানামপি তৎ জ্যোতিঃ প্রকাশং "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ",।

"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকম্ নে মা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি"॥

ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অতএব তমসোঽজ্ঞানাৎ পরং তেনাসংস্পৃষ্টমুচ্যতে। আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। জ্ঞানঞ্চ তদেব বুদ্ধিবৃত্তাব ভিব্যক্তং তদেব রূপাদ্যাকারেণ জ্ঞেয়ং চ জ্ঞানেন গম্যং চ "অমানিত্বমদম্ভিত্ব ইত্যাদি লক্ষণেন পূর্বোক্ত জ্ঞানসাধনেন প্রাপ্যমিত্যর্থঃ জ্ঞানগম্যং বিশিনষ্টি। সর্বস্য প্রাণিমাত্রস্য হৃদি বিষ্ঠিতং বিশেষেণ অপ্রচ্যুত স্বরূপেন নিয়ন্তৃতয়া স্থিতম্। ধিষ্ঠিতমিতি পাঠেঽধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ। ১৮

টীকার অনুবাদ—ভগবান আর ও বলিতেছেন, তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কদিগেরও জ্যোতিঃ, প্রকাশক। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩।১২।৩) আছে, যাঁহার তেজে যুক্ত হইয়া সূর্য্য তাপ দান করেন, তিনিই ব্রহ্ম। কঠোপনিষদে (৫।১৫) আছে, সেই ব্রহ্মসত্তায় সূর্য্য উদিত হন না এবং চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ তথায় ভাসমান নহেন এবং বিদ্যুৎসমূহ ও তথায় প্রকাশিত হয় না। আর এই অগ্নিই বা সেখানে কোথায়? অতএব তম, অজ্ঞানের অতীত, অজ্ঞান কর্তৃক অসংস্পৃষ্ট বলিয়া তিনি উক্ত হন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বাক্যে (৩।৮) আছে, তিনিই আদিত্যবর্ণ ও অজ্ঞানাতীত। তিনিই জ্ঞানরূপে বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিব্যক্ত হন। তিনিই রূপাদি আকারে জ্ঞেয় এবং তিনি জ্ঞানগম্য অর্থাৎ অমানিত্ব প্রভৃতি পূর্বোক্ত জ্ঞানসাধনদ্বারা

নৈজতি স্বতো নৈব চলতি স্বতোঽচলমেব সচ্চলতীবেত্যর্থঃ। কিং চ তদ্দূরে বর্ষকোটিশতৈরপ্যবিদুষাম-প্রাপ্যত্বাদ্দূর ইব। তৎ উ অন্তিকে ইতিচ্ছেদঃ। তদ্বন্তিকে সমীপেঽত্যন্তমেব বিদুষামাত্মত্বান্ন কেবলং দূরেঽন্তিকে চ। তদন্তরভ্যন্তরেঽস্য সর্বস্য। য আত্মা সর্বান্তর ইতি শ্রুতেঃ। অস্য সর্বস্য জগতো নামরূপক্রিয়াত্মকস্য তদ্ অপি সর্বস্যাস্য বাহ্যতো ব্যাপকত্বাদাকাশবন্নিরতিশয় সূক্ষ্মত্বাদন্তঃ। প্রজ্ঞানঘন এবেতি চ শাসনান্নিরন্তরং চ।"

প্রাপ্য। জ্ঞানগম্য শব্দের অর্থ বিশেষরূপে ভগবান বলিতেছেন। সমস্ত প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে তিনি বিষ্ঠিত, বিশেষ ভাবে অপ্রচ্যুত স্বরূপে নিয়ন্তারূপে অবস্থিত। ধিষ্ঠিত এইরূপ পাঠ হইলে অধিষ্ঠানপূর্বক 'অবস্থিত—এইরূপ অর্থ হইবে। ১৮

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্‌ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্‌ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৯

অন্বয়—ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ সমাসতঃ উক্তম্। মদ্‌ভক্তঃ এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় উপপদ্যতে। ১৯

মূলের অনুবাদ—পূর্বোক্ত প্রকারে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সংক্ষেপে কথিত হইল। যিনি আমার ভজন করেন, তিনি ইহা জানিয়া[১] ব্রহ্ম-প্রাপ্তির[২] অধিকারী হন। ১৯

শ্রীধরী টীকা—উক্তং ক্ষেত্রাদিকমধিকারীফলসহিতমুপসংহরতি ইতীতি। ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদি ধৃত্যন্তং তথা জ্ঞানঞ্চ অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তম্। জ্ঞেয়ং চ 'অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বিষ্ঠিতং ইত্যন্তম্। বশিষ্ঠাদিভিবিস্তরেনোক্তং সর্বমপি ময়া সংক্ষেপেণ উক্তম্। এতচ্চ পূর্বাধ্যায়োক্ত-লক্ষণো মদ্ভক্তো বিজ্ঞায় মদ্‌ভাবায় ব্রহ্মত্বায় উপপদ্যতে যোগ্যো ভবতি। ১৯

---

১ ভগবদ্ ভক্তি ব্যতীত আত্মজ্ঞানের অধিকার জন্মে না। অধ্যাত্ম রামায়ণে অযোধ্যা কাণ্ডে (১।২৯ শ্লোকে) আছে—

তৎপাদভক্তিযুক্তানাং বিজ্ঞানং ভবতিক্রমাৎ।
তস্মাৎ তদ্ভক্তিযুক্তা যে মুক্তিভাজা তমেবহি ॥

অধ্যাত্মরামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে ৪।১১ শ্লোকে ভগবান রামচন্দ্র বলিতেছেন—

অতো মদ্ভক্তিযুক্তস্য জ্ঞানংবিজ্ঞানমেব চ।
বৈরাগ্যঞ্চ ভবেৎ শীঘ্রং ততো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥

২ অথবা মোক্ষলাভ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

টীকার অনুবাদ—অধিকারী ও ফল সহ উক্ত ক্ষেত্রাদির উপসংহার ভগবান এই শ্লোকে করিতেছেন। এইরূপে মহাভূতাদি হইতে ধৃতি পর্যন্ত ক্ষেত্র, অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানের অর্থদর্শন পর্যন্ত জ্ঞান ও অনাদিমৎ পরব্রহ্ম হইতে বিষ্ঠিত পর্যন্ত জ্ঞেয় সংক্ষেপে কথিত হইল, যাহা বশিষ্ঠাদি কর্তৃক বিস্তৃত ভাবে উক্ত হইয়াছে। পূর্বাধ্যায়ে কথিত লক্ষণান্বিত ভক্ত। এই সমস্ত অবগত হইয়া আমার ভাব, ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির উপপন্ন, অধিকারী হন। ১৯

প্রকৃতিং[৫] পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ২০

অন্বয়—প্রকৃতিং পুরুষং চ উভৌ অপি অনাদী এব বিদ্ধি। বিকারান্ চ গুণান্ চ এব প্রকৃতি-সম্ভবান্ বিদ্ধি। ২০

মূলের অনুবাদ—প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে এবং বিকার সমূহ প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত জানিবে। ২০

শ্রীধরী টীকা—তদেবং "তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ" ইতি এতাবৎ প্রপঞ্চিতম্ ইদানীং তু "যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ। স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ"

৫ ঈশ্বরাধীনা অস্বতন্ত্রা মায়াশক্তি, ত্রিগুণাত্মিকা ও অনির্বচনীয়া। দেবীগীতা বলেন,—

অপ্রতর্ক্যমনির্দেশ্যমনৌপম্যমনাময়ং।
তস্য কাচিৎ স্বতঃ সিদ্ধা শক্তির্মায়েতি বিশ্রুতা॥

ঈশ্বর অপ্রতর্ক্য, অনির্দেশ্য, অদ্বিতীয় বা অনুপম ও অনাময়। তাঁহারই স্বতঃসিদ্ধা মহাশক্তি মায়া নামে বিখ্যাত। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে (৪।৭) আছে,

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপিদোষৈঃ
ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূতম্
অব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥

ইন্দ্রাদি দেবগণ বলিতেছেন, "হে দেবি, আপনি সমস্ত জগতের ত্রিগুণাত্মিকা অধীশ্বরী। রাগ দ্বেষাদি দোষদুষ্ট ব্যক্তিগণ আপনাকে জানিতে পারে না। আপনি হরিহরাদি দেবগণেরও অজ্ঞাত ও সর্বাশ্রয়া। এই অখিল জগৎ আপনার অংশভূত। আপনি অব্যাকৃতা আদ্যাশক্তি ও পরমা প্রকৃতি।

ইত্যেতৎ পূর্বং প্রতিজ্ঞাতমেব প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ সংসারহেতুত্ব কথনেন প্রপঞ্চয়তি প্রকৃতিমিতি পঞ্চভিঃ। তত্র প্রকৃতিপুরুষয়োরাদিমত্বে তয়োরপি প্রকৃত্যন্তরেণ ভাবামিত্যনবস্থাপত্তিঃ স্যাৎ। অতস্তৌ উভৌ অনাদী বিদ্ধি। অনাদেরীশ্বরস্য শক্তিত্বাৎ প্রকৃতিরনাদিঃ। পুরুষোঽপি তদংশত্বাৎ অনাদিরেব, অত্রচ পরমেশ্বরস্য তৎ শক্তীনাং চানাদিত্বং নিত্যত্বং শ্রীমৎশংকরভগবদ্‌ভাষ্যকৃদ্ভিরতি প্রবন্ধেন উৎপাদিতমিতি গ্রন্থবাহুল্যাৎ অস্মাভিঃ প্রতন্যতে। বিকারাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন্, গুণাংশ্চ গুণপরিণামান্ সুখদুঃখমোহাদীন্ প্রকৃতেঃ সম্ভবান্ সম্ভূতান্ বিদ্ধি। ২০

টীকার অনুবাদ—ইদানীং "সেই ক্ষেত্র যেরূপ ও যাদৃশ" এই পর্যন্ত বিস্তৃত ভাবেই ব্যাখ্যাত হইল। সম্প্রতি "ইহা যে বিকারযুক্ত ও যাহা হইতে উৎপন্ন" পূর্বে প্রতিজ্ঞাত এই বিষয়কেই প্রকৃতি ও পুরুষের সংসারহেতুত্ব কথন দ্বারা ভগবান বিশদভাবেই দেখাইতেছেন। ইহাতে প্রকৃতি ও পুরুষ আদিমান হইলে তদুভয়ের উৎপত্তির নিমিত্ত অন্য এক প্রকৃতি স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে অনবস্থাদোষ ঘটে। অতএব প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে। অনাদি ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া প্রকৃতিও অনাদি এবং পুরুষও তাঁহার (ঈশ্বরের) অংশ বলিয়া অনাদি। এই বিষয়ে পরমেশ্বর ও তৎ শক্তি সমূহের অনাদিত্ব ভগবান ভাষ্যকার শংকরাচার্য কর্তৃক গীতা-ভাষ্যে বিস্তৃত প্রবন্ধ দ্বারা উপপাদিত। হইয়াছে। অতএব গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় আমরা উহা বিস্তৃত-রূপে বলিলাম না। বিকারসমূহ, দেহেন্দ্রিয়াদি এবং গুণত্রয়, ত্রিগুণের পরিণামভূত সুখ দুঃখ মোহাদি প্রকৃতি হইতে সম্ভূত জানিবে। ২০

কার্য্যকরণকর্তৃত্বে* হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২১

অন্বয়—কার্য্য কারণ কর্তৃত্বে প্রকৃতিঃ হেতুঃ উচ্যতে, পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ইত্যন্বয়ঃ।

মূলের অনুবাদ—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই[৪] কারণ বলিয়া উক্ত হয় এবং পুরুষ[১] সুখ-দুঃখসমূহের ভোক্তা বলিয়া কথিত হন। ২১

শ্রীধরী টীকা—বিকারাণাং প্রকৃতিসম্ভবত্বং দর্শয়ন্ পুরুষস্য সংসারহেতুত্বং দর্শয়তি কার্য্যকারণেতি। কার্য্যং শরীরং, কারণানি সুখদুঃখসাধনানি ইন্দ্রিয়ানি, তেষাং কর্তৃত্বে তদাকারপরিণামে প্রকৃতিঃ হেতুরুচ্যতে কপিলাদিভিঃ। পুরুষো জীবস্তৎকৃত-সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। অয়ং ভাবঃ যদ্যপি অচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃ কর্তৃত্বং ন সম্ভবতি তথা পুরুষস্যাপি অবিকারিনো ভোক্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথাপি কর্তৃত্বং নাম ক্রিয়া নির্বর্তকত্বং তচ্চাচেতনস্যাপি চেতনাদৃষ্টবশাৎ চৈতন্যাধিষ্ঠিতত্বাৎ সম্ভবতি। যথা বহ্নেঃ ঊর্দ্ধজ্বলনং, বায়োঃ তির্য্যগ্‌গমনং, বৎসাদৃষ্টবশাস্তন্যপয়সঃ ক্ষরণমিত্যাদি। অতঃ পুরুষসন্নিধানাৎ প্রকৃতেঃ কর্তৃত্বমুচ্যতে। ভোক্তৃত্বং চ সুখদুঃখসংবেদনম্। তচ্চেতন ধর্ম এবেতি প্রকৃতিসন্নিধানাৎ পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমুচ্যতে ইতি॥ ২১

টীকার অনুবাদ—বিকার সমূহ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন—ইহা দেখাইয়া পুরুষের সংসারহেতুত্ব ভগবান দেখাইতেছেন। কার্য্য, শরীর। কারণ

---

* কার্য্য কারণ কর্তৃত্বে ইতি বা পাঠঃ।

৪ অধ্যাত্মরামায়ণে লংকাকাণ্ডে (৬।৪৯-৫০) উক্ত হইয়াছে—

প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ।
চরাচরং জগৎ কৃৎস্নংদেহ বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিকম্॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ।
সৈষা প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কীর্তিতা॥

১ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে পুরুষ স্বরূপ এইভাবে কথিত হইয়াছে—স বা এষ পুরুষঃ পঞ্চধা পঞ্চাত্মা যেন সর্বমিদং প্রোতং পৃথিবী চান্তরিক্ষঞ্চ দ্যৌশ্চ দিশশ্চাবান্তরদিশশ্চ স বৈ সর্বমিদং জগৎ স ভূতং স ভব্যজ্জিজ্ঞাস কৢপ্ত ঋতজা বরিষ্ঠাঃ শ্রদ্ধা সত্যো মহাস্বাংস্তমসো পরিষ্ঠাৎ।

এই পঞ্চাত্মা পুরুষ পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, স্বর্গলোক, প্রধান চারিদিক ও এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালত্রয় রূপে বিদ্যমান। তিনি সত্যময়, মহাস্বান্ ও মায়াতীত। প্রাকৃতিক সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণত্রয়ের কোন দোষই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে এই তুরীয় পুরুষ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—ত্রিপাদূর্দ্ধউদৈৎ পুরুষঃ, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।

সমূহ, সুখদুঃখের সাধক ইন্দ্রিয়গণ। তাহাদের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে, তদাকারে পরিণাম বিষয়ে প্রকৃতিই কারণ—ইহা কপিল প্রভৃতি মুনিগণ কর্তৃক কথিত হইয়াছে। পুরুষ, জীব দেহেন্দ্রিয়কৃত সুখদুঃখসমূহের ভোক্তা বলিয়া উক্ত হন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও অচেতন প্রকৃতির স্বতঃ কর্তৃত্ব সম্ভব নহে এবং অবিকারী পুরুষের ভোক্তৃত্ব প্রকৃতি ব্যতীত সম্ভব হয় না, তথাপি ক্রিয়ার নিবর্তকত্ব বা কর্ম সম্পাদনরূপ কর্তৃত্ব চেতন জীবের অদৃষ্টবশে চৈতন্যের অধিষ্ঠান নিমিত্ত অচেতন প্রকৃতিরও কর্তৃত্ব সম্ভব হয়—যেমন বহ্নির ঊর্দ্ধজ্বলন, বায়ুর তীর্য্যগ্‌গমন ও অদৃষ্টবশে বৎসের জন্য স্তন্যপায়সের ক্ষরণ। অতএব পুরুষের সান্নিধ্যহেতু প্রকৃতির কর্তৃত্ব উক্ত হইল। এবং ভোক্তৃত্ব, সুখদুঃখের অনুভব। সুখদুঃখের সংবেদন চেতন ধর্ম। প্রকৃতির সান্নিধ্য নিমিত্ত পুরুষের ভোক্তৃত্ব সম্পাদিত হয় বলিয়া পুরুষের ভোক্তৃত্ব কথিত হইল। ২১

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২২

অন্বয়—হি পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতিজান্ গুণান্ ভুঙ্‌ক্তে। অস্য [পুরুষস্য] গুণসঙ্গঃ সদসদ্‌যোনিজন্মসু কারণম্। ২২

মূলের অনুবাদ—যেহেতু পুরুষ[২] প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতিজাত সুখদুঃখাদি গুণসমূহকে ভোগ করেন। ত্রিগুণের সহিত সংযোগই দেবাদি উচ্চ ও পশ্বাদি নীচ যোনিসমূহে পুরুষের জন্মগ্রহণের কারণ হয়। ২২

শ্রীধরী টীকা—তথাপি অবিকারিণো জন্মরহিতস্য ভোক্তৃত্বং কথমিত্যত আহ পুরুষ ইতি। হি যস্মাৎ প্রকৃতিস্থঃ তৎকার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতঃ পুরুষঃ। অতঃ তজ্জনিতান্ সুখদুঃখাদীন্ ভুঙ্‌ক্তে। অস্য চ পুরুষস্য সতীষু দেবাদি যোনিষু, অসতীষু তির্য্যগাদিযোনিষু যানি জন্মানি তেষু গুণসঙ্গঃ। গুণৈঃ শুভাশুভকর্মকারিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ সঙ্গ কারণ 'মত্যর্থঃ ॥ ২২

২ নিরালম্বোপনিষদে আছে, ব্রহ্মৈব স্ব প্রকৃতিশক্ত্যভিলেশমাশ্রিত্য লোকান্ দৃষ্ট্বা অন্তর্যামিত্বেন প্রবিশ্য ব্রহ্মাদীনাং বুদ্ধ্যাদীন্দ্রিয় নিয়ন্তৃত্বাৎ ঈশ্বরঃ। ইহার অর্থ, ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকৃতিশক্তির লেশমাত্রকে আশ্রয়পূর্বক সর্বলোকে দৃষ্টিপাত করিয়া ও উহাদের অন্তর্যামী হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণের হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা ও সর্ব প্রাণীর মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির নিয়ন্তা রূপে ঈশ্বর।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২৩

অন্বয়—অস্মিন্ দেহে পুরুষঃ পরঃ উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ পরমাত্মা চ ইতি অপি উক্তঃ। ২৩

মূলের অনুবাদ—এই দেহে আত্মা থাকিয়াও দেহ হইতে স্বতন্ত্র। ইহার কারণ, তিনি সাক্ষীস্বরূপ, সন্নিধিমাত্রেই অনুগ্রাহক, ইন্দ্রিয়াদি জড় বস্তুর চৈতন্যসম্পাদক, সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা, মহেশ্বর ও পরমাত্মা। ইহা শ্রুত্যাদি শাস্ত্রে[৩] উক্ত হইয়াছে। ২৩

৩ অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে, জ্ঞাত্বা মাং চেতনং শুদ্ধং জীবরূপেণ সংস্থিতম্। ভগবান বলিতেছেন, "আমি জীবরূপে সর্বদেহে অবস্থিত। কিন্তু আমার বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ অবগত হইলে মোক্ষলাভ হয়।" বিদ্যারণ্য পঞ্চদশীতে বলিতেছেন—

মায়াবিদ্যা বিহায়ৈবম্ উপাধি পরজীবয়োঃ।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে ॥

ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব উপাধিদ্বয় অবিদ্যাকল্পিত। মায়া ও অবিদ্যারূপ উপাধিদ্বয় বর্জন করিলে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই লক্ষিত হন। দক্ষ স্মৃতিতে আছে—

স্বসংবেদ্যং হি তদ্ব্রহ্ম কুমারী স্ত্রীসুখং যথা।
অযোগী নৈব জানাতি জাত্যন্ধো হি যথা ঘটম্ ॥

যেমন জন্মান্ধ ঘটাদি বস্তুর চাক্ষুষ জ্ঞানলাভে অক্ষম, যেমন কুমারী পত্নীসুখ আস্বাদনে অসমর্থ, অযোগীও তদ্রূপ স্বসংবেদ্য ব্রহ্মস্বরূপ অনুভবে অক্ষম।

৪ পুরি শয়নাৎ পুরা সহ একরূপেণ আস্তে ইতি বা স্বাজ্ঞানাৎ পুরুষমুশতীতি বা পুরুষঃ। যিনি হৃদয়পুরে বিরাজ করেন বা পুরাকালে একরূপে ছিলেন বা স্বীয় জ্ঞানসহ যিনি হৃদয়পুরে বাস করেন, তিনি পুরুষ। ঈশ্বর কৃত সাংখ্যকারিকায় নিম্নোক্ত প্রকারে পুরুষ সংজ্ঞিত হন—

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকশ্চ বিকারো নঃ প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥

মূলাপ্রকৃতি অবিকৃতা বা অব্যক্তা, মহদাদি সপ্ত বিকার প্রকৃতির, দশ ইন্দ্রিয় ও একমন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিষয় এই ষোল বিকার, পুরুষ প্রকৃতি বা বিকৃতি হইতে ভিন্ন। সাংখ্যমতে পুরুষ এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র, কিন্তু অসংখ্য। আর বেদান্ত মতে পুরুষ এক অদ্বিতীয়। সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে এই প্রভেদ বিদ্যমান। তাই স্বামী বিবেকানন্দ মন্তব্য করেন, বেদান্ত সাংখ্যের দার্শনিক পরিপূর্তি।

শ্রীধরী টীকা—তদনেন প্রকারেণ প্রকৃত্যবিবেকাৎ পুরুষস্য সংসারো ন তু স্বরূপতঃ ইত্যাশয়েন তস্য স্বরূপমাহ উপদ্রষ্টেতি। অস্মিন্‌ প্রকৃতি কার্য্যে দেহে চ বর্তমানোঽপি পুরুষঃ পরো ভিন্ন এব ন তদ্‌গুণৈর্যুজ্যত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ যস্মাদুপদ্রষ্টা পৃথগ্‌ভূত এব সমীপে স্থিত্বা দ্রষ্টা, তথা অনুমন্তা অনুমোদিতৈব সন্নিধিমাত্রেণ অনুগ্রাহকঃ "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তথা ঈশ্বরেণ রূপেণ ভর্তা বিধারকঃ ইতি চোক্তঃ, ভোক্তা পালক ইতি চ, মহাংশ্চাসৌ ঈশ্বরশ্চেতি, স ব্রহ্মাদীনা-পতিরিতি চ, পরমাত্মা অন্তর্য্যামীতি চোক্তঃ শ্রুত্যা। তথা চ শ্রুতিঃ "এষ ভূতাধিপতিরেষ লোকেশ্বর এষ লোকপালঃ" ইত্যাদি ॥ ২৩

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৪

অন্বয়—যঃ এবং পুরুষং গুণৈঃ সহ প্রকৃতিং চ বেত্তি, সঃ সর্বথা বর্তমানঃ অপি ভূয়ঃ ন অভিজায়তে। ২৪

মূলের অনুবাদ—যিনি উক্ত প্রকারে পুরুষকে জানেন এবং গুণসমূহের সহিত প্রকৃতিকেও অবগত হন, তিনি শাস্ত্র বিধি লংঘনপূর্বক বিদ্যমান থাকিলেও মুক্তই[১] হন। ২৪

---

১ ভাষ্যকার শংকরাচার্য্য কর্তৃক উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় নিম্নোক্ত ভগবদ্‌বাক্য উদ্ধৃত—

বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথাপুনঃ।
জ্ঞানদগ্ধৈঃ তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ ॥

যেমন কোন শস্যের বীজ অগ্নিদগ্ধ হইলে পুনরায় অংকুরিত হয় না, তেমনি জ্ঞানদগ্ধ কর্মদ্বারা আত্মা ক্লেশপ্রাপ্ত হয় না। ইহার ব্যাখ্যায় টীকাকার আনন্দগিরি বলেন, "অজ্ঞস্যাবিদ্যা স্মিতারাগ-দ্বেষাভিনিবেশাখ্যক্লেশাত্মকানি সর্বানর্থ বীজানি তানি নিমিত্তীকৃত্য যানি ধর্মাধর্মকর্মাণি তানি জন্মান্তরারম্ভকাণি যানি তু বিদুষো বিদ্যাদগ্ধক্লেশবীজস্য প্রতিভাসমাত্র শরীরাণি কর্মাণি ন তানি শরীরারম্ভকাণি দগ্ধপটবদর্থ ক্রিয়াসামর্থ্যাভাবাদিত্যর্থঃ। প্রতীতিমাত্রদেহীনাং কর্মাভাসানাং ন ফলারম্ভকতা ইতি।"

ব্রহ্মজ্ঞের শরীর পতিত হইলেও পুনর্দেহ গ্রহণ করেন না।—মধুসূদন সরস্বতী প্রকৃতির। সহিত সম্বন্ধ হন না—রামানুজাচার্য। এবমনেন সর্বাভেদরূপেণ ব্রহ্মদর্শনেন যো যোগী প্রকৃতিং পুরুষং গুণাংশ্চ তদ্বিকারান্‌ জানাতি সর্বেণ প্রকারেণ যথা তথা বর্তমানোঽপি স মুক্ত এবেত্যর্থঃ।—অভিনব গুপ্ত।

শ্রীধরী টীকা—এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানিনং স্তৌতি য এবমিতি। এবমুপদ্রষ্টৃত্বাদিরূপেণ পুরুষং যো বেত্তি, প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সুখদুঃখাদিপরিণামৈঃ সহিতাং যো বেত্তি স পুরুষঃ সর্বথা বিধিমতিলঙ্ঘ্য বর্তমানোঽপি পুনর্নাভিজায়তে মুচ্যত এব ইত্যর্থঃ। ২৪

টীকার অনুবাদ—তথাপি অবিকারী ও জন্মরহিত পুরুষের ভোক্তৃত্ব কিরূপে সম্ভব হয়? তদুত্তরে ভগবান বলিতেছেন। যেহেতু পুরুষ[১] প্রকৃতিস্থ হয়, প্রকৃতির কার্য্য দেহে তাদাত্ম্যভাবে অবস্থিত হয়। সেই জন্য তজ্জনিত সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভোগ করে এবং এই পুরুষের দেবাদি সদ্‌যোনিতে ও পশুপক্ষী প্রভৃতি অসদ্ যোনিতে যে জন্ম হয়, তাহার কারণ গুণসঙ্গ, শুভাশুভ কর্মকারী ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গ—ইহাই তাৎপর্য্য। ২২

টীকার অনুবাদ—পূর্বোক্ত প্রকারে প্রকৃতির অবিবেকহেতুই পুরুষের সংসৃতি[২] ঘটে; কিন্তু স্বরূপতঃ নহে। এই আশয়ে পুরুষের স্বরূপ ভগবান বলিতেছেন। প্রকৃতির কার্য্য এই দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্নই। ইহার অর্থ, পুরুষ প্রকৃতির গুণসমূহের সহিত যুক্ত হন না। ইহার কারণসমূহ এই যে, ইনি উপদ্রষ্টা, পৃথক্‌ভূতই। ইহার অর্থ, পুরুষ প্রকৃতির সমীপে থাকিয়াই দ্রষ্টা, সাক্ষী হন এবং তিনি অনুমন্তা, সান্নিধ্যমাত্রেই অনুগ্রাহক হন, অনুমোদন করেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬।১১) আছে, তিনি সাক্ষী, চৈতন্যস্বরূপ, উপাধিবর্জিত ও ত্রিগুণাতীত। ইহাও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি ঈশ্বররূপে ভর্তা, বিধায়ক এবং ভোক্তা, পালক। তিনি মহান্ ঈশ্বর, ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অধিপতি। আর তিনি শ্রুত্যুক্ত পরমাত্মা, অন্তর্যামী। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৪।২২) কথিত

১ যথা বৌদ্ধং কর্তৃত্বং পুংস্যারোপ্যতে, এবং পৌরুং ভোক্তৃত্বং বুদ্ধৌ অস্তি ইত্যেতৎ ভ্রমং বারয়তি ভগবান্—নীলকণ্ঠ সূরি।

২ উক্ত মর্মে এই শ্রুতিবাক্য পাওয়া যায়—স যথাকাম ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম কুরুতে, যৎ কর্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে।

হইয়াছে, তিনি সকলের ঈশ্বর, তিনি সর্বভূতের অধিপতি এবং উর্ধাধঃ সর্বলোকের পরিপালক। ২৩

টীকার অনুবাদ—এইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষের বিভেদ জ্ঞানযুক্ত যোগীকে ভগবান স্তুতি (প্রশংসা) করিতেছেন। উক্তরূপ উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা প্রভৃতিরূপে পুরুষকে যিনি জানেন এবং যিনি গুণসমূহ, সুখদুঃখাদির পরিণাম সহ প্রকৃতিকে জানেন, সেই পুরুষ সর্বথা, বিধিলংঘন করিয়া বিদ্যমান হইলেও পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। ইহার অর্থ, তিনি মুক্তই হন। ২৪

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৫
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৬
যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৭

অন্বয়—কেচিৎ ধ্যানেন আত্মনি আত্মনা আত্মানং পশ্যন্তি। অন্যে সাংখ্যেন যোগেন [পশ্যন্তি], অপরে চ কর্মযোগেন [পশ্যন্তি] ২৫

অন্বয়—অন্যে তু[২] এবম্ অজানন্তঃ অন্যেভ্যো শ্রুত্বা উপাসতে। তে অপি শ্রুতিপরায়ণাঃ মৃত্যুম্ অপি তরন্তি এব। ২৬

অন্বয়—ভরতর্ষভ, যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবর-জঙ্গমং সত্ত্বং সঞ্জায়তে, তৎ [সত্ত্ব জন্ম] ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ বিদ্ধি। ২৭

মূলের অনুবাদ—কেহ কেহ ধ্যান[১] দ্বারা শুদ্ধা বুদ্ধির অভ্যন্তরে

---

১ ধ্যানং নাম শব্দাদিভ্যো বিষয়েভ্যঃ শ্রোত্রাদীনি করণানি মনসি উপসংহৃত্য মনশ্চ প্রত্যক্‌চেতয়িতরি একাগ্রতয়া যচ্চিন্তনং তৎ ধ্যানম্।—শংকরাচার্য্য। তথা—ধ্যায়তীব বকঃ ধ্যায়তীব পৃথিবী, ধ্যায়ন্তীব পর্বতাঃ। ইত্যুপমোপাদানাৎ তৈলধারাবৎ সন্ততোঽবিচ্ছিন্নপ্রত্যয়ো ধ্যানম্—মধুসূদন সরস্বতী।

২ পূর্বশ্লোকোক্ত ত্রিবিধাধিকারী ভ্যোংনার্কে। —মধুসূদন সরস্বতী।

আত্মাকে দর্শন করেন। অপর কেহ কেহ সাংখ্য মার্গে বা অষ্টাঙ্গ যোগ [৪] দ্বারা, আবার অন্য কেহ কেহ কর্মযোগ দ্বারা আত্মদর্শন করেন। ২৫

মূলের অনুবাদ—অন্য কেহ কেহ কোন পূর্বোক্ত উপায়ে আত্মার স্বরূপ জানিতে অসমর্থ হইয়া অন্যান্য আচার্য্যের উপদেশ [৫] শুনিয়া উপাসনা করিতে থাকে। আচার্য্যের উপদেশই যাঁহাদের মোক্ষমার্গ বিচরণের আলোক বার্তিকা হয়, তাহারাও জন্মমৃত্যুসংকুল সংসৃতি-স্রোত অতিক্রম করে। ২৬

মূলের অনুবাদ—হে ভরতশ্রেষ্ঠ, যাহা কিছু স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তই ক্ষেত্র [৩] ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগেই হইয়া থাকে জানিবে। ২৭

শ্রীধরী টীকা—এবম্ভুত বিবিক্তজ্ঞানে সাধনবিকল্পানাহ ধ্যানেনেতি দ্বাভ্যাম্। ধ্যানেন আত্মাকার-প্রত্যয়বৃত্ত্যা। আত্মনি দেহে আত্মনা মনসা এবমাত্মানং কেচিৎ পশ্যন্তি। অন্যে তু সাংখ্যেন প্রকৃতিপুরুষবৈলক্ষণ্যালোচনেন

---

৩ ক্ষেত্র মায়ানির্মিত হস্তীবৎ বা হর্ম্যবৎ অথবা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুবৎ বা গন্ধর্বনগরবৎ। ইহা অসৎ হইয়াও সৎরূপে প্রতীত হয়।

৪ গীতাশাস্ত্র যোগশাস্ত্র। ইহার আঠারো অধ্যায়ে আঠারো প্রকার যোগ ব্যাখ্যাত। গৌতম কৃত ন্যায়সূত্রে তত্ত্বজ্ঞান লাভার্থ যোগভ্যাসের প্রয়োজন স্বীকৃত। গৌতম বলেন, অরণ্যগুহা-পুলিনাদিষু যোগাভ্যাসোপদেশ.। ভাষ্যকার উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় বলেন, যোগাভ্যাসজনিত ধর্মো জন্মান্তরেঽপি অনুবর্ততে। প্রচয়কাষ্ঠাগতে তত্ত্বজ্ঞানহেতৌ ধর্মে প্রকৃষ্টায়াং সমাধিভাবনায়াং তত্ত্বজ্ঞানমুৎপদ্যতে।

৫ তথা চ বসিষ্ঠঃ—

অসত্যে সত্যতা সাধো শাশ্বতী পরিদৃশ্যতে।
শূন্যেন ধ্যানযোগেন শাশ্বতং প্রাপ্যতে পদম্॥

হে সাধো, অনিত্য জীবাত্মাতে মায়াবশে শাশ্বতী সত্যতা পরিদৃষ্ট হয়। নির্বিষয় ধ্যানযোগ দ্বারা শাশ্বত পদ সিদ্ধযোগী প্রাপ্ত হয়। কল্পদ্রুমাচার্য্যাস্তু—

বেদান্তবাক্যজধ্যানভাবনাজাঽপরোক্ষধীঃ।
মূলপ্রমাণদার্ঢ্যেন ভ্রমত্বং প্রতিপদ্যতে।—নীলকণ্ঠ সূরি।

যোগেনাষ্টাঙ্গেন অপরে চ কর্মযোগেন পশ্যন্তীতি সবত্রানুষঙ্গঃ। এতেষাং চ ধ্যানাদীনাং যথাযোগং ক্রমসমুচ্চয়ে সত্যপি তত্তন্নিষ্ঠাভেদাভিপ্রয়েণ বিকল্পোক্তিঃ। ২৫

শ্রীধরী টীকা—অতিমন্দাধিকারিণাং নিস্তারোপায়মাহ অন্যে তু ইতি। অন্যে তু সাংখ্যযোগাদিমার্গেনৈবম্ভূতমুপদ্রষ্টৃত্বাদিলক্ষণমাত্মানং সাক্ষাৎ কর্তুমজানন্তঃ অন্যেভ্য আচার্য্যেভ্য উপদেশেন শ্রুত্বা উপাসতে ধ্যায়ন্তি। তে চ শ্রদ্ধয়োপদেশশ্রবণপরায়ণাঃ সন্তো মৃত্যুং সংসারং শনৈরতিতরন্ত্যেব। ২৬

শ্রীধরী টীকা—তত্র কর্মযোগস্য তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চমেষু প্রপঞ্চিতত্বাৎ, ধ্যানযোগস্য চ ষষ্ঠাষ্টমযোঃ প্রপঞ্চিতত্বাৎ, ধ্যানাদেশ্চ সাংখ্যবিবিক্তাত্মবিষয়ত্বাৎ সাংখ্যমেব প্রপঞ্চয়ন্ আহ যাবদিত্যাদি। যাবদধ্যায়-সমাপ্তিঃ। যাবৎ কিঞ্চিৎ বস্তুমাত্রং সত্ত্বং উৎপদ্যতে তৎ সর্বং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যোগাৎ অবিবেককৃতাৎ তাদাত্ম্যাধ্যাসাদ্ ভবতীতি জানীহি। ২৭

টীকার অনুবাদ—উক্ত প্রকার বিবিক্ত আত্মজ্ঞানের সাধন বিষয়ে যে সকল বিকল্প আছে, সেইগুলি ভগবান দুই শ্লোকে বলিতেছেন। ধ্যান, আত্মাকার প্রত্যয়ের আবৃত্তি দ্বারা দেহেই মন সহায়ে কেহ কেহ আত্মাকে দর্শন করেন। অন্য কেহ কেহ সাংখ্য, প্রকৃতি ও পুরুষের বৈলক্ষণ্য বা প্রভেদ উপলব্ধি দ্বারা এবং যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন। অপর কেহ কেহ কর্মযোগ দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন। এই স্থলে পূর্বোক্ত 'পশ্যন্তি' ক্রিয়াপদের অনুষঙ্গ সর্বত্র হইবে। এই সকল ধ্যানাদির যথাযোগ্য ক্রমিক সংযোগ থাকিলেও তাহাদের নিষ্ঠাভেদে বিভিন্ন অভিপ্রায় দেখাইবার জন্য বিকল্প বা পার্থক্য উক্ত হইল। ২৫

টীকার অনুবাদ—অতিমন্দ অধিকারীদিগের উদ্ধারের উপায় ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। অন্য জনগণ, মন্দাধিকারিগণ সাংখ্যযোগ প্রভৃতি মোক্ষমার্গ দ্বারা উপদ্রষ্টাদি লক্ষণান্বিত আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে না জানিয়া, অন্যান্য আচার্য্যের উপদেশ শুনিয়া। তাহারাও শ্রদ্ধার সহিত

উপদেশ শ্রবণে একনিষ্ঠ হইয়া মৃত্যুকে, সংসারকে ধীরে ধীরে অতিক্রম করেন। ২৬

টীকার অনুবাদ—তাহাতে কর্মযোগ তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় ত্রয়ে বিস্তারিত এবং ষষ্ঠ ও অষ্টম অধ্যায়দ্বয়ে ধ্যানযোগ ব্যাখ্যাত হওয়ায় এবং ধ্যানাদির ও সাংখ্যবিবিক্ত আত্মবিষয়কত্ব হেতু সাংখ্যযোগকেই বা মোক্ষযোগকেই অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্যন্ত ভগবান বিস্তৃত ভাবে বলিতেছেন। যাহা কিছু স্থাবর ও জঙ্গম প্রভৃতি বস্তু উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ নিমিত্ত। প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞানাভাবে[১] তাদাত্ম্যের অধ্যাসহেতু তাহারা উৎপন্ন হয় জানিবে। ২৭

১ এই শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য্য শংকর বলেন, "জীব ও ঈশ্বরের অভেদ জ্ঞানই মোক্ষের সাধন এই তত্ত্ব জানিলে মোক্ষলাভ হয়। এই সিদ্ধান্তের হেতু প্রদর্শনার্থ বর্তমান শ্লোকারম্ভ। যাহা কিছু সঞ্জাত হয়, সেই স্থাবর জঙ্গম সর্ব বস্তুই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত সংযোগের তাৎপর্য্য কি? কিরূপ সংযোগ এই স্থলে অভিপ্রেত? যেমন রজ্জুর সহিত ঘটের অবয়ব সংযোগমূলক পরস্পর সংযোগ হয়, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ কি তদ্রূপ? না তাহা নহে। ইহার কারণ, ক্ষেত্রজ্ঞ আকাশবৎ নিরবয়ব, নিরংশ। তন্তু ও পটের মধ্যে যেমন সমবায়রূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে কি সেই সমবায় সম্বন্ধ অবস্থিত? না তাহাও নহে। কারণ, তন্তু ও পটের মধ্যে একটি কারণ ও অন্যটি কার্য্য। এই দুইয়ের মধ্যে কার্য্য ও কারণভাব থাকায় তন্তু ও পটের মধ্যে পরস্পর সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করা যায়; কিন্তু ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তবে উভয়ের মধ্যে সংযোগ কিরূপ? ইহার উত্তরে বলা যায়, বস্তুতঃই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিলক্ষণস্বভাব। ক্ষেত্রজ্ঞ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, আর ক্ষেত্র জ্ঞানের বিষয়। ইহাদের মধ্যে পরস্পর অধ্যাসরূপ সম্বন্ধকে এই স্থলে সংযোগ বলা হইয়াছে। ক্ষেত্রজ্ঞের ধর্ম ক্ষেত্রে অধ্যস্ত হয় বা আরোপিত হয় এবং ক্ষেত্রধর্ম ক্ষেত্রজ্ঞে আরোপিত হয়। ইহা ব্যতীত ক্ষেত্রের তাদাত্ম্য ক্ষেত্রজ্ঞে আরোপিত হয় এবং ক্ষেত্রজ্ঞের ধর্ম ও তাদাত্ম্য ক্ষেত্রে আরোপিত হয়। উক্তরূপ পরস্পরের স্বরূপ ও ধর্মে পরস্পরের আরোপ বা অধ্যাসই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ নামে কথিত। এই সংযোগই সংসৃতির কারণ। আবার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপগত বিবেকাভাবই এই সংযোগের কারণ। যেমন শুক্তি ও রজতের বিবেকজ্ঞান না থাকিলে শুক্তিতে রজতভ্রম হয় এবং রজতেও শুক্তির ধর্ম আরোপিত হয়, তদ্রূপ ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্রের পরস্পরাধ্যাসও অবিবেকমূলক, অবিদ্যাপ্রসূত।

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্‌।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮

সমং পশ্যন্‌ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্‌॥
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্‌॥ ২৯

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০

অন্বয়—সর্বেষু ভূতেষু সমং তিষ্ঠন্তং বিনশ্যৎসু [অপি] অবিনশ্যন্তং পরমেশ্বরং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্‌ পশ্যতি। ২৮

অন্বয়—সর্ব্বত্র সমং সমবস্থিতম্‌ ঈশ্বরং পশ্যন্‌ আত্মনা আত্মানং ন হিনস্তি। ততঃ পরাং গতিং যাতি। ২৯

অন্বয়—যঃ চ কর্মাণি প্রকৃত্যা এব সর্বশঃ ক্রিয়মাণানি [তথা] আত্মানম্‌ অকর্তারং [চ] পশ্যতি, সঃ [এব সম্যক্‌] পশ্যতি। ৩০

মূলের অনুবাদ—সর্ববস্তু বিনষ্ট হইলেও যাঁহার বিনাশ হয় না, সেই অবিনাশী পরমেশ্বরকে[১] যিনি সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন ২৮

মূলের অনুবাদ—সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে[২] দেখিয়া যিনি

---

১ নির্বিশেষ পরমাত্মা—আনন্দগিরি। চরম ইষ্টসিদ্ধি বা সাবকল্প সমাধি লাভ হইলে স্বীয় হৃদয়ে ও অন্যান্য হৃদয়ে স্ব স্ব ইষ্টমূর্তি দর্শন হয়।

২ আর দেহাত্মদর্শী ভবজলধিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। কুলার্ণবতন্ত্রে পঞ্চমখণ্ডে প্রথম উল্লাসে আছে—

চতুরশীতি লক্ষেষু শরীরেষু শরীরিণাম্‌।
ন মানুষ্যং বিনাঽন্যত্রতত্ত্বজ্ঞানং প্রজায়তে॥
অত্র জন্মসহস্রেষু সহস্রৈরপি পার্বতি।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥

স্বীয় অবিদ্যাদূষিত বুদ্ধি দ্বারা সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাকে হিংসা করেন না, স্বাত্মা হইতে ভিন্ন দেখেন না, তিনিই মোক্ষপ্রাপ্ত৩ হন। ২৯

মূলের অনুবাদ—আর যিনি সমস্ত কার্য্যই দেহেন্দ্রিয়াকারে পরিণত প্রকৃতি দ্বারাই সর্বপ্রকারে ক্রিয়মাণ দেখেন এবং আত্মাকে অকর্তারূপে উপলব্ধি করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। ৩০

শ্রীধরী টীকা—অবিবেককৃতং সংসারোদ্ভবমুক্ত্বা তন্নিবৃত্তয়ে বিবিক্তাত্ম-বিষয়ং সম্যগ্দর্শনমাহ—সমমিতি। স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু ভূতেষু নির্বিশেষং সদ্রূপেণ সমং যথা ভবত্যেবং তিষ্ঠন্তং পরমাত্মানং যঃ পশ্যতি, অতএব তেষু বিনশ্যৎস্বপি অবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স এব সম্যক্ পশ্যতি নান্যঃ। ২৮

শ্রীধরী টীকা—কুত ইত্যত আহ—সমমিতি। সর্বত্র ভূতমাত্রে সমং সম্যগপ্রচ্যুতস্বরূপেণ অবস্থিতং পরমাত্মানং পশ্যন্ হি যস্মাৎ আত্মনা স্বেনৈবাত্মানং ন হিনস্তি অবিদ্যয়া সচ্চিদানন্দরূপমাত্মানং তিরস্কৃত্য ন

মহাদেব পার্বতীকে বলিতেছেন, শরীরী আত্মার চুরাশি লক্ষ শরীরের মধ্যে নরদেহ ভিন্ন অন্য দেহে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না। জন্তুগণ সহস্র সহস্রবার দেহধারণের পর কদাচিৎ পুণ্য সঞ্চয়ে নরদেহ লাভ করে।

সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভম্।
যস্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপতরোঽত্র কঃ॥
ততশ্চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবম্।
ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেদাত্মঘাতকঃ॥

মোক্ষের সোপানস্বরূপ এই দুর্লভ নরদেহ পাইয়া যে জন আত্মাকে উদ্ধার না করে, তদপেক্ষা পাপী আর কে আছে? উৎকৃষ্ট জন্মসৌষ্ঠব ইন্দ্রিয়াদি লাভ করিয়া যে আত্মহিত সাধনে অবহেলা করে, সেই ব্যক্তিই আত্মঘাতক।

৩ চুলিকোপনিষদে ঈশ্বরস্বরূপ এইরূপে বর্ণিত—

যস্মিন্ সর্বমিদং প্রোতং ব্রহ্ম স্থাবরজঙ্গমম্।
তস্মিন্নেব লয়ং যান্তি বুদ্বুদা সাগরে যথা॥

এই চরাচর জগৎ যাহাতে ওতপ্রোত এবং যাহাতে সর্ব বিশ্ব লীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মসমুদ্রে বিশ্বরূপ বুদ্বুদ উঠে ও লয় হয়

বিনাশয়তি। ততশ্চ পরাং গতিং মোক্ষমাপ্নোতি। যস্ত্ব এবং ন পশ্যতি স হি দেহাত্মদর্শী দেহেন সহ আত্মানং হিনস্তি। তথাচ শ্রুতিঃ—

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তেপ্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ।২৯

শ্রীধরী টীকা—নমু শুভাশুভকর্মকর্তৃত্বেন বৈষম্যে দৃশ্যমানে কথমাত্মনঃ সমত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রকৃত্যৈবেতি। প্রকৃত্যৈব দেহেন্দ্রিয়াকারেণ পরিণতয়া সর্বশঃ সর্বৈঃ প্রকারৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্মাণি যঃ পশ্যতি তথা আত্মানং চাকর্ত্তারং দেহাভিমানেনৈব আত্মনঃ কর্তৃত্বং ন স্বতঃ ইত্যেবং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি নান্য ইত্যর্থঃ। ৩০

টীকার অনুবাদ—সংসারোৎপত্তি অবিবেককৃত বলিয়া ভগবান বিবিক্ত আত্মবিষয়ক (প্রকৃতি হইতে আত্মার ভেদমূলক) সম্যগ্ দর্শন (তত্ত্বজ্ঞান) বলিতেছেন। স্থাবর ও জঙ্গম ভুতসমূহের নির্বিশেষে সৎরূপে সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে যিনি দর্শন করেন। ইহার অর্থ, অতএব, ভুতসমূহের বিনাশেও সেই অবিনাশী পরমাত্মাকে দেখেন, তিনিই সম্যক্ দর্শন করেন, অন্যে সম্যক্দর্শী নহে। ২৮

টীকার অনুবাদ—কেন তিনি সম্যগ্দর্শী হন? এই শ্লোকে ভগবান তাহাই বলিতেছেন। যিনি সর্বত্র, ভূতমাত্রে পরমাত্মাকে সমভাবে অপ্রচ্যুত সম্যক্ স্বরূপে অবস্থিত দেখেন, তিনি আত্মাকে হিংসা করেন না। অবিদ্যা-হেতু সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাকে আবৃত করিয়া বিনাশ করেন না। ইহার ফলে পরাগতি, মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যিনি এইরূপ দর্শন করেন না, তিনি নিশ্চয়ই দেহাত্মদর্শী, তিনি দেহবিনাশের সহিত আত্মাকেও বিনাশ করেন। ঈশোপনিষদে তৃতীয় শ্লোকে আছে, যাহারা আত্মহা বা দেহাত্মদর্শী অবিবেকী, তাহারা মৃত্যুরপর সূর্য্যশূন্য (আলোকহীন) অন্ধকারাবৃত নিরয়াদি নিম্ন লোকসমূহে গমন করে। ২৯

টীকার অনুবাদ—যদি বল, শুভ ও অশুভ কর্মের কর্তারূপে আত্মার

বৈষম্যই দেখা যায়, তবে আত্মার সমত্ব কিরূপে হয়? এই আশংকার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন। যিনি দেখেন, সর্বকর্ম দেহেন্দ্রিয়াকারে পরিণত প্রকৃতি দ্বারাই সর্বপ্রকারে ক্রিয়মাণ এবং আত্মাকে অকর্তা দেখেন, দেহাভিমানবশে আত্মাতে কর্তৃত্ব আরোপিত; কিন্তু স্বভাবতঃ আত্মাতে কর্তৃত্ব নাই। ইহার অর্থ, যিনি এইরূপে আত্মাকে অকর্তারূপে দেখেন, তিনিই সম্যগ্দর্শী, অন্যে নহে। ৩০

যদা ভূতপৃথক্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩১

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩২

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩

অন্বয়—যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবম্ একস্থম্ অনুপশ্যতি, ততঃ এব [ভূতানাং] বিস্তারং চ [অনুপশ্যতি] তদা [যোগী] ব্রহ্ম সম্পদ্যতে। ৩১

অন্বয়—কৌন্তেয়, অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ অয়ম্ অব্যয়ঃ পরমাত্মা শরীরস্থঃ অপি ন করোতি, [অতঃ কর্মফলৈঃ] ন লিপ্যতে। ৩২

অন্বয়—যথা সর্বগতম্ আকাশং সৌক্ষ্ম্যাৎ ন উপলিপ্যতে, তথা সর্বত্র দেহে অবস্থিতঃ আত্মা ন উপলিপ্যতে। ৩৩

মূলের অনুবাদ—যখন যোগী ভূতসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভাব বা নানাত্ব এক আত্মাতে অবস্থিত দেখেন এবং আত্মা হইতেই নানাত্বের উদ্ভব উপলব্ধি করেন, তখনই তিনি ব্রহ্মত্ব[১] সম্পন্ন হন। ৩১

১ ব্রহ্ম সম্পন্ন হন, ব্রহ্মই হন।—শংকরাচার্য্য। ব্রহ্মসম্পত্তির্নাম পূর্ণত্বেনাভিব্যক্তিরপূর্ণত্বহেতোঃ সর্বস্যাত্মসাৎকৃতত্বাদিত্যাহ ব্রহ্মৈব ভবতি।—আনন্দগিরি। উক্তমর্মে ঈশোপনিষদে আছে—

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূৎ বিজানতঃ
তত্র কো মোহ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥

মূলের অনুবাদ - হে কৌন্তেয়, এই পরমাত্মা অনাদি, নিগুর্ণ ও অব্যয়[২] বলিয়া শরীরে থাকিয়াও কোন কর্ম করেন না বা কোন কর্মফলে[৩] লিপ্ত হন না। ৩২

মূলের অনুবাদ—যেমন সর্বত্র অবস্থিত আকাশ সূক্ষ্ম বলিয়া কোন বস্তুর

অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে—

মায়য়া কল্পিতং বিশ্বং পরমাত্মনি কেবলে।
রজ্জৌ ভুজঙ্গবৎ ভ্রান্ত্যা বিচারেণাস্তি কিঞ্চন ॥

টীকাকার শংকরানন্দ সরস্বতী বলেন, "যেমন অবিদ্যাপ্রভাবে আত্মার জীবত্ব প্রাপ্তি ঘটে, তেমনি বিদ্যাবলে জীবের ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হয়। দেহধারণাদি দ্বারা জীবের ব্রহ্মত্ব বিনষ্ট হয় না। উক্ত মর্মে শাস্ত্র বলেন,—

বন্ধো মোক্ষ ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ।
গুণস্য মায়ামূলত্বাৎ ন মে মোক্ষ ন বন্ধনম্ ॥

জীবের বন্ধন বা মুক্তির ব্যাখ্যা আমার ত্রিগুণপ্রভাবে হয়, পরমার্থতঃ নহে। গুণত্রয় মায়ার কার্য। অতএব আমার বন্ধন বা মোক্ষ নাই। ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের উক্তি।

২ ন বেতি নাস্য ব্যয়ো বিদ্যত ইতি অব্যয়ঃ সর্ববিকারশূন্যঃ অপরোক্ষ পরমাত্মা।--শংকরাচার্য্য

৩ যাহার আদি নাই, তাহাকেই অনাদি বলা যায়। আত্মা নিরবয়ব বলিয়া তাহার বিনাশ নাই। যাহা সগুণ তাহার গুণের অপচয় ঘটিলে তাহা বিনষ্ট হয়। আত্মা নিগুর্ণ, অতএব অবিনাশী। আত্মা শরীরস্থ হইয়াও কোন কর্ম করেন না—সেইজন্য কর্মফলেও লিপ্ত হন না। এই শরীরেই আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তবে দেহের মধ্যে কে কার্য্য করেন? যদি পরমাত্মা হইতে অতিরিক্ত কোন দেহী থাকেন, তবে তিনিই কর্ম করেন ও কর্মফলে লিপ্ত হন। কিন্তু ভগবান গীতামুখে বলিয়াছেন, "আমাকে সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বা সর্বদেহে দেহী বলিয়া জানিবে।" এই উক্তি দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের অভেদ স্বীকৃত। ভগবান অন্যত্র বলিয়াছেন, "স্বভাবস্তু প্রবর্ততে।" স্বভাব বা অবিদ্যাই প্রবর্তক বা কর্মকর্তা। "অবিদ্যা সংসৃতের্হেতুঃ বিদ্যা তস্য নিবর্তিকা।" অবিদ্যা বা প্রকৃতি সংসৃতির কারণ। বিদ্যোদয়ে অবিদ্যা নিবৃত্ত হয়। এই বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা, মোক্ষবিদ্যা, পরাবিদ্যা। এই বিদ্যা যিনি লাভ করেন, তিনিই প্রকৃত বিদ্বান্ অন্যে নহে।—শংকরাচার্য্য।

সহিত লিপ্ত হয় না, সেইরূপ পরমাত্মা[৪] সকল দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও দৈহিক দোষ বা গুণ সহ যুক্ত হন না। ৩৩

শ্রীধরী টীকা—ইদানীং তু ভূতানাং প্রকৃতিতাবন্মাত্রত্বেন অভেদাৎ ভূতভেদকৃতমপি আত্মনো ভেদমপশ্যন্ ব্রহ্মত্বমুপৈতি ইত্যাহ—যদিতি। যদা ভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং পৃথগ্‌ভাবং ভেদম্ পৃথক্ত্বম্ একস্থং একস্যামেব ঈশ্বরশক্তিরূপায়াং প্রকৃতৌ স্থিতং প্রলয়েঽনুপশ্যতি, আলোচয়তি তত এব চ তস্যা এব প্রকৃতেঃ সকাশাৎ ভূতানাং বিস্তারং সৃষ্টিসময়ে অনুপশ্যতি, তদা প্রকৃতিতাবন্মাত্রত্বেন ভূতানামপি অভেদং পশ্যন্ পরিপূর্ণং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ব্রহ্মৈব ভবতি ইত্যর্থঃ। ৩১

শ্রীধরী টীকা—তথাপি পরমেশ্বরস্য সংসারাবস্থায়াং দেহকর্মসংবন্ধনিমিত্তৈঃ কর্মভিস্তৎফলৈশ্চ সুখদুঃখাদিবৈষম্যং দুষ্পরিহরমিতি কুতঃ সমদর্শনং তত্রাহ অনাদিত্বাদিতি। যদুৎপত্তিমৎ তদেব হি ব্যেতি বিনাশমেতি। যচ্চ গুণবদ্বস্তু তস্য গুণনাশে ব্যয়ো ভবতি। অয়ং তু পরমাত্মা অনাদিঃ নির্গুণশ্চাতোঽব্যয়ঃ। অবিকারীত্যর্থঃ। তস্মাৎ শরীরে স্থিতোঽপি কিঞ্চিৎ ন করোতি, ন চ কর্মফলৈর্লিপ্যত ইতি। ৩২

শ্রীধরী টীকা—তত্র দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। যথা সর্বত্র পঙ্কাদিষ্বপি স্থিত মাকাশং সৌক্ষ্ম্যাৎ অসঙ্গাৎ পঙ্কাদিভির্নোপলিপ্যতে তথা সর্বত্র উত্তমে মধ্যমে অধমে বা দেহে অবস্থিতোঽপি আত্মা নোপলিপ্যতে দৈহিকৈর্গুণদোষৈর্ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ। ৩৩

---

৪ উক্ত মর্মে শংকরাচার্যাকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (৩।২।১৮) এই শ্লোক পাওয়া যায়—

যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্
অপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো
দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা॥

যেমন জ্যোতির্ময় পরমাত্মাও অজ্ঞানজ উপাধিভেদে নানারূপে প্রতীত হন, যেমন সূর্য্যদেব এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপধারণ করেন, তদ্রূপ আজ আত্মা নানা দেহে জ্যোতির্ময় অভিহিত হন।

টীকার অনুবাদ—এখন ভূতগণ ও স্বকীয় কারণ প্রকৃতি হইতে অভিন্ন বলিয়া ভূতভেদকৃত আত্মার ভেদও যিনি না দেখেন, তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। এতদর্থে ভগবান বলিতেছেন—যখন ভূতগণের স্থাবর ও জঙ্গমসমূহের পৃথগ্‌ভাব[১], ভেদ, পৃথক্‌ত্ব একস্থ, একমাত্র ঐশীশক্তিরূপা প্রকৃতিতে প্রলয়কালে অবস্থিত বলিয়া যিনি অনুদর্শন, আলোচনা করেন, অতএব সৃষ্টিকালেও সেই প্রকৃতি হইতে ভূতগণের পুনঃ বিস্তার অনুদর্শন করেন, তখন প্রকৃতি তাবৎ মাত্র, একই প্রকৃতিতে পর্যবসিত হওয়ায় সমস্তই এক—এইরূপ অভেদ দর্শন করেন, তিনিই পরিপূর্ণ ব্রহ্মবস্তু প্রাপ্ত হন। ইহার অর্থ, তিনি ব্রহ্ম স্বরূপই হন। ৩১

টীকার অনুবাদ—তথাপি পরমেশ্বরের সংসারাবস্থায় দেহকর্ম সম্বন্ধহেতু কর্মসমূহ ও উহাদের ফলজাত সুখ-দুঃখাদিকৃত বৈষম্য দুষ্পরিহার্য্য। অতএব সমদর্শন কিরূপে সম্ভব হয়? এই আংশকার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন, যাহা উৎপত্তিমৎ, জন্মযুক্ত তাহাই ব্যয়িত, বিনষ্ট হয়। আর যে বস্তু গুণবৎ, গুণযুক্ত তাহার গুণনাশে ব্যয়, বিনাশ হয়। কিন্তু এই পরমাত্মা আদিহীন ও গুণাতীত। অতএব ইহা অব্যয়। ইহার অর্থ, আত্মা অবিকারী। সেই হেতু শরীরে অবস্থিত হইয়াও আত্মা কোন কর্ম করেন না ও কর্মফলে লিপ্ত হন না। ৩২

---

১ পরমার্থতঃ ক্ষেত্রজ্ঞের বহুত্ব অনিত্য। ক্ষেত্রের নানাত্বহেতু মায়াপ্রভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ নানারূপে প্রতীত হন। তাই সনৎকুমার সনৎসুজাতীয় শাস্ত্রে বলেন—

দোষো মহানত্র বিভেদযোগে
হ্যনাদিযোগেন ভবন্তি নিত্যাঃ।
তথাস্য নাধিক্যমুপৈতি কিঞ্চিৎ
অনাদিযোগেন ভবন্তি পুংসঃ॥

এই ভেদযোগে নানাত্ব দর্শনে মহাদোষ বিদ্যমান। সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর মায়াহেতু বহুত্বে পরিণত হইলেও বা জীবরূপে অবস্থান করিলেও তাঁহার আধিক্য বা প্রাধান্য কণামাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না অবিদ্যার প্রভাবে দেহের সহিত তাদাত্ম্য অনুভাবে মানুষ আত্ম স্বরূপ বিস্মৃত হয়।

টীকার অনুবাদ—ভগবান ইহার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন। যেমন সর্বত্র, পংক প্রভৃতি বস্তুতেও অবস্থিত আকাশ সূক্ষ্মতা, অসঙ্গত্ব হেতু পংকাদি দ্বারা উপলিপ্ত হয় না, সেইরূপ সর্বত্র উত্তম, মধ্যম বা অধম দেহে অবস্থিত হইয়াও আত্মা উপলিপ্ত হন না। ইহার অর্থ, দৈহিক দোষে বা গুণে আত্মা যুক্ত হন না। ৩৩

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৫

ইতি শ্রী মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন - সংবাদে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো * নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—ভারত, যদা একঃ রবি ইমং কৃৎস্নং লোকং প্রকাশয়তি, তথা ক্ষেত্রী কৃৎস্নং ক্ষেত্রং প্রকাশয়তি। ৩৪

অন্বয়—এবং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অন্তরং ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ জ্ঞানচক্ষুষা যে বিদুঃ, তে পরং যান্তি। ৩৫

মূলের অনুবাদ—হে ভারত, যেমন এক সূর্য[১] এই সমস্ত জগৎকে প্রকাশ

---

* প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো ইতি বা পাঠঃ

১ টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, "যথা রবিরেক এব কৃৎস্নং সর্বমিমং লোকং দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতম্। রূপবদ্বস্তুমাত্রমিতি যাবৎ। প্রকাশয়তি ন চ প্রকাশ্যধর্মৈর্লিপ্যতে ন বা প্রকাশ্যভেদাদ্ভিদ্যতে। তথা ক্ষেত্রী ক্ষেত্রজ্ঞ এক এব কৃৎস্নং ক্ষেত্রং প্রকাশয়তি, অতএব ন প্রকাশ্যধর্মৈর্লিপ্যতে না ব প্রকাশ্য-ভেদাদ্ভিদ্যত ইত্যর্থঃ।

"সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ।

করেন, তদ্রূপ ক্ষেত্রী বা আত্মা সমগ্র ক্ষেত্রকে বা দেহকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। ৩৪

মূলের অনুবাদ—উক্ত প্রকারে দেহ ও দেহীর ভেদ এবং ভূতগণের প্রকৃতি এবং প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তির উপায় যাঁহারা জ্ঞানরূপ চক্ষু দ্বারা জানিতে পারেন, তাঁহারা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। ৩৫

ভগবান ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগযোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীধরী টীকা—অসঙ্গত্বাৎ লেপো নাস্তি ইতি আকাশদৃষ্টান্তেনোক্তম্, প্রকাশকত্বাচ্চ প্রকাশ্যধর্মৈর্ন যুজ্যত ইতি রবিদৃষ্টান্তেনাহ যথেতি। স্পষ্টোঽর্থঃ।৩৪

শ্রীধরী টীকা—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতি। এবমুক্ত-প্রকারেণ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরন্তরং ভেদং বিবেকজ্ঞানলক্ষণেন চক্ষুষা যে বিদুঃ, তথা চোক্তমুক্তা ভূতানাং প্রকৃতিস্তস্যাঃ সকাশাৎ মোক্ষং মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকং চ যে বিদুস্তে পরং পদং যান্তি। ৩৫

বিবিক্তৌ যেন তত্ত্বেন মিশ্রৌ প্রকৃতিপুরুষৌ।
তং বন্দে পরমানন্দনন্দং নন্দনমীশ্বরম্॥ *

ইতি শ্রীশ্রীধর স্বামিকৃতায়া ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং
প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

টীকার অনুবাদ—আত্মা অসঙ্গ বলিয়া উহার লিপ্ততা নাই। ইহা আকাশের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং আত্মা প্রকাশক বলিয়া প্রকাশ্য ধর্মসমূহের সহিত কদাপি সংযুক্ত হন না। ইহাও ভগবান সূর্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিতেছেন। এই শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট। ৩৪

* অভিনব গুপ্তাচার্য্য কৃত গীতার্থ সংগ্রহে এই সংগ্রহ শ্লোক উদ্ধৃত—

পুমান্ প্রকৃতিরিত্যেষঃ ভেদসংমূঢ়চেতসাম্।
পরিপূর্ণাস্তু মন্যন্তে নির্মলাত্মময়ং জগৎ॥

টীকার অনুবাদ—এই অধ্যায়ের সারার্থ ভগবান উপসংহার করিতেছেন। পূর্বোক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের অন্তর, ভেদবিবেক জ্ঞানরূপ চক্ষু দ্বারা যাঁহারা জানিতে পারেন এবং যাঁহারা এই ভূতগণের প্রকৃতি ও প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্তিলাভের উপায় ধ্যানাদি জানেন, তাঁহারাই পরম পদ প্রাপ্ত হন। ৩৫

প্রকৃতি ও পুরুষ সংযুক্ত থাকায় যিনি প্রত্যেকের স্বরূপবিশ্লেষণ দ্বারা উভয়কে পৃথক্‌রূপে প্রতিপন্ন করিলেন, সেই পরমানন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ ঈশ্বর নন্দসুতকে আমি ভক্তিভরে বন্দনা করি।

আচার্য্য শ্রীধর স্বামীকৃত গীতাটীকা সুবোধিনীর প্রকৃতি-পুরুষ বিবেকযোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের[১] অনুবাদ সমাপ্ত।

১ পদ্ম পুরাণের উত্তরখণ্ডে গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের মাহাত্ম্য এক একটি উপাখ্যান দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীসীতারামদাস ওঁকারনাথ এই আঠারোটি উপাখ্যানের অনুবাদম শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্য, গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের মাহাত্ম্য পদ্মপুরাণে নিম্নলিখিত উপাখ্যান দ্বারা বর্ণিত। দক্ষিণ ভারতে তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে হরিহরপুর নগর অবস্থিত। উক্ত নগরে হরিহর নামক শিব বিরাজমান। তথায় হরি দীক্ষিত নামে শ্রোত্রিয় তপস্বী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী ব্যভিচারিণী অসতী ছিল। সে নির্জন দুর্গম অরণ্যে নিজ ব্যভিচার স্থান নির্মাণপূর্বক তথায় ব্যাভিচারীর সহিত মিলিত হইত। একরাত্রে সে কোন ব্যাভিচারী না পাইয়া উক্ত বনে বিলাপ করিয়া বেড়ায়। তাহার বিলাপে কোন সুপ্ত ব্যাঘ্র জাগিয়া উঠে ও তৎসম্মুখে হাজির হয়। দুষ্টা নারী তাহাকে প্রণয়ী ভাবিয়া তাহার সম্মুখে আসে। তখন ব্যাঘ্র তাহাকে আক্রমণপূর্বক ভূপাতিত করে। ইহাতে সেই কামোন্মত্তা নারী হিংস্র ব্যাঘ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "আগে তুই বল, কেন তুই আমাকে মারতে এলি? তারপর তুই আমাকে খাবি।" তখন সেই ব্যাঘ্র তাহাকে এই গল্প বলিল—দাক্ষিণাত্যে মলাপহা নদীতীরে মুনিপর্ণা নগরীতে পঞ্চলিঙ্গ শিব বিদ্যমান। উক্ত নদীতীরে ব্রাহ্মণ কুমাররূপে একাকী বসিয়া অনধিকারীকে যজ্ঞ করাইয়া আমি অন্নভোজন ও বেদপাঠের ফল বিক্রয় করিতাম। এইরূপে আমার জীবন অতিবাহিত হয় ও আমি বার্দ্ধক্যে উপনীত হই। ক্ষীণদৃষ্টি পক্বকেশ শিথিলেন্দ্রিয় অবস্থায় আমি কোন ধূর্ত দ্বিজগৃহে অন্নভিক্ষা করিতে যাই। তখন আমি কুকুর দংশনে মূর্চ্ছিত হইয়া প্রাণত্যাগ করি। পূর্বজন্মের পাপফলে আমি এই ব্যাঘ্র দেহ পাইয়াছি ও এই বনে থাকিয়া দুষ্টা নারীগণের দেহ ভক্ষণ করি।'

এই বলিয়া ব্যাঘ্র সেই নারীকে তীক্ষ্ণ নখে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিল। অনন্তর যমদূত আসিয়া সেই পাপিনীকে যমপুরীতে লইয়া গেল ও তাহাকে রৌরব প্রভৃতি নরকে রাখিল। এইরূপে দীর্ঘকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সে ইহলোকে চণ্ডালরূপে জন্মিল। পূর্বসংস্কার বশে সে পাপে লিপ্ত হইল ও তৎফলে আন্ধ্যকুষ্ঠাদি রোগ ভোগ করিল। শেষ জীবনে সে হরিহরপুরে অন্তঃপুরেশ্বরী জম্ভকাদেবীর মন্দিরে এক ভক্তিমান গীতাভ্যাসী ব্রাহ্মণকে দেখিল। উক্ত ব্রাহ্মণ নিত্য শুদ্ধপাঠ ও অর্থবোধ সহকারে গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় পড়িতেন। ঐ ব্রাহ্মণের মুখে গীতাপাঠ শ্রবণমাত্র সে চণ্ডাল শরীর বর্জন ও দিব্যদেহ ধারণপূর্বক স্বর্গে গেল।

চতুর্দশ অধ্যায়

গুণত্রয়বিভাগ যোগ

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২
মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম* তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, জ্ঞানানাম্ উত্তমং পরং জ্ঞানং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি, যং জ্ঞাত্বা সর্বে মুনয়ঃ ইতঃ পরাংসিদ্ধিং গতাঃ। ১

অন্বয়—ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ, সর্গে অপি ন উপজায়ন্তে, প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ। ২

অন্বয়—ভারত, মহৎব্রহ্ম মম যোনিঃ, তস্মিন্ অহং গর্ভং দধামি। ততঃ সর্বভূতানাং সম্ভবঃ ভবতি। ৩

মূলের অনুবাদ—শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিলেন, যে জ্ঞান সর্ব জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই মোক্ষপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞান পুনরায় তোমাকে বলিতেছি। এই জ্ঞান লাভ করিয়া মুনিগণ দেহান্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১

মূলের অনুবাদ—এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া ভক্তগণ আমার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন এবং সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না এবং ব্রহ্মার প্রলয় সময়েও দুঃখগ্রস্ত[১] হন না। ২

মূলের অনুবাদ—হে ভারত, মদীয় প্রকৃতি আমার গর্ভাধান স্থান। তাহাতে আমি জগদ্বিস্তারহেতু চিদাভাস নিক্ষেপ করি। তাহা হইতেই সর্বভূত[২] উৎপন্ন হয়। ৩

শ্রীধরী টীকা—"পুংপ্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ।
প্রাহ সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দশে॥"*
"যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥"

ইত্যুক্তম্ স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগে নিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন স্বাতন্ত্র্যেণ কিংতু ঈশ্বরেচ্ছয়ৈবেতি কথনপূর্বকং "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু" ইত্যনেনোক্তং সত্ত্বাদিগুণকৃতং সংসারবৈচিত্র্যং প্রপঞ্চয়িষ্যন্নেবম্ভূতং বক্ষ্যমাণমর্থং স্তৌতি—শ্রীভগবানুবাচ পরং ভূয় ইতি দ্বাভ্যাম্। পরং পরমার্থনিষ্ঠং, জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানমুপদেশং ভূয়োঽপি তুভ্যং প্রকর্ষেণ বক্ষ্যামি।

১ ব্যথাপ্রাপ্ত বা লয়প্রাপ্তও হন না।—মধুসূদন সরস্বতী

* ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বেদ, সংসার, প্রকৃতি, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি

২ হিরণ্যগর্ভাদি ও ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত ভবনধর্মা। চুলিক উপনিষদে (১১-১৪) আছে—

শ্রূয়তে মন্ত্রসংযুক্তৈরথর্ববিদৈর্ভোবভুঃ।
তৎ ষড়্বিংশকমিত্যেকে সপ্তবিংশং তথাপরে॥
পুরুষং নির্গুণং সাংখ্যমথর্বাণং শিরো বিদুঃ॥

সুতরাং ষড়্বিংশকতত্ত্ব পরমেশ্বর, অন্তর্যামী, মহেশ্বর, অন্তরাত্মা ইত্যাদি। আর যিনি মায়াতীত তুরীয় ব্রহ্ম তিনি সপ্তবিংশ তত্ত্ব।

৩ শিরোদেশে সহস্রার মহাপদ্মে মন উঠিলে সবিকল্প সমাধিতে প্রত্যেক সাধক বা সাধিকা স্ব স্ব ইষ্টদেবতার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মজ্ঞানাভ্যাসে পারমহংস্য ও তৎপরে তত্ত্বজ্ঞান সাধন কর্তব্য।

* মধুসূদন সরস্বতী বলেন—

পরাকৃতং মনদ্বন্দ্বং পরব্রহ্ম নরাকৃতিং।
সৌন্দর্য্যসারসর্বস্বং বন্দে নন্দাত্মজং মহৎ॥

কথম্ভূতং? জ্ঞানানাং তপঃকর্মাদি-বিষয়াণাং মধ্যে উত্তমং[৪], মোক্ষহেতুত্বাৎ। তদেবাহ। যজ্‌জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মুনয়ো মননশীলাঃ সর্বে ইতো দেহবন্ধনাৎ পরাং সিদ্ধিং মোক্ষং গতাঃ প্রাপ্তাঃ। ১

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ ইদমিতি। ইদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য ইদং জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায় মম সাধর্ম্যং মদ্রূপত্বং[২] প্রাপ্তাঃ সন্তঃ সর্গেঽপি ব্রহ্মাদিষু উৎপদ্যমানেষ্বপি নোৎপদ্যন্তে, তথা প্রলয়েঽপি ন ব্যথন্তি প্রলয়ে দুঃখানি নানুভবন্তি। পুনর্নাবর্তন্ত ইত্যর্থঃ। ২

শ্রীধরী টীকা—তদেবং প্রশংসয়া শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য পরমেশ্বরাধীনয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সর্বভূতোৎপত্তিং[৩] প্রতি হেতুত্বং ন তু স্বতন্ত্রয়োরিতীমং বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি মমেতি। দেশতঃ কালতশ্চানবচ্ছিন্নত্বান্মহৎ, বৃংহণত্বাৎ, স্বকার্য্যানাং বৃদ্ধিহেতুত্বাদ্বা ব্রহ্ম। প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। তন্মহদ্‌ব্রহ্ম মম পরমেশ্বরস্য যোনির্গর্ভাধানস্থানং, তস্মিন্ অহং গর্ভং জগদ্বিস্তারহেতুং চিদাভাসং দধামি নিক্ষিপামি প্রলয়ে ময়ি লীনং সন্তমবিদ্যাকামকর্মানুশয়বন্তং ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টিসময়ে ভোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। ততো গর্ভাধানাৎ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভব উৎপত্তির্ভবতি। ৩

---

২ ভাষ্যকার শংকরাচার্য্য বলেন, "মম পরমেশ্বরস্য সাধর্ম্যং মৎস্বরূপতামাগতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। ন তু সমানধর্মতা সাধর্ম্যং। ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদানভ্যুপগমাদ্ গীতাশাস্ত্রে ফলবাদশ্চায়ং শ্রুত্যর্থমুচ্যতে।" ইহার অর্থ, সাধর্ম্য অর্থে মৎস্বরূপতা, সমানধর্মতা নহে। দ্বৈত দর্শনোক্ত সারূপ্য ইহার দ্বারা খণ্ডিত হইল। গীতাশাস্ত্রে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ স্বীকৃত নহে। ঈশ্বর ও জীব উভয়ে স্বরূপতঃ অভিন্ন ব্রহ্ম।

৩ উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য্য শংকর বলেন—ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ ঈদৃশো ভূতকারণমিত্যাহ —মম স্বভূতা মদীয়া মায়া, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির্যোনিঃ সর্বভূতানাং সর্বকার্য্যেভ্যঃ মহত্ত্বাৎ ভরণাচ্চ স্ববিকারাণাং মহদ্‌ব্রহ্মেতি যোনিরেব বিশিষ্যতে। তস্মিন্ মহতি ব্রহ্মণি যোনৌ গর্ভং হিরণ্যগর্ভস্য জন্মনো বীজং সর্বভূতজন্মকারণং বীজং দধামি নিক্ষিপামি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপ্রকৃতিদ্বয়শক্তিমানীশ্বরোঽহম্ অবিদ্যাকামকর্মোপাধি স্বরূপানুবিধায়িনং ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্রেষু সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। সংভব উৎপত্তিঃ সর্বভূতানাং হিরণ্যগর্ভোৎপত্তিদ্বারেণ ততস্তস্মাদ্ গর্ভাধানাদ্ ভবতি।"

টীকার অনুবাদ—পুরুষ ও প্রকৃতির স্বতন্ত্রতা (প্রভেদ) বারণ করিয়া গুণসমূহের প্রভাবে সংসারের যে বিচিত্রতা ঘটে, তাহাই ভগবান চতুর্দশ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বলিতেছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ছাব্বিশ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, "হে ভরতশ্রেষ্ঠ, যত কিছু স্থাবর জঙ্গম পদার্থ সঞ্জাত হয়, তৎসমুদয় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে উৎপন্ন হয় জানিবে। উক্ত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ নিরীশ্বর সাংখ্যবাদী যেরূপ বলিয়া থাকেন, সেইরূপ স্বাধীনভাবে নহে, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারাই ঘটিয়া থাকে।" ইহা কথনান্তে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একুশ

অনুবাদ—এইরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগই প্রাণিসৃষ্টির কারণ। এতদর্থে ভগবান বলিতেছেন, আমার আত্মস্বরূপা মদধীনা মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বলিয়া নির্দিষ্ট। সেই মায়াই যোনি, সর্বভূতের উৎপত্তির হেতু। এই প্রকৃতি সকল প্রকার কার্য্য হইতে প্রধান ও আত্মবিকার স্বরূপ সর্বকার্য্যের ভরণ করিয়া থাকে। এই কারণে সেই প্রকৃতিই এখানে মহৎ ও ব্রহ্ম বিশেষণ-দ্বয় দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে। এই বৃহৎ ও ব্রহ্মরূপ যোনিতে আমি গর্ভের আধান করিয়া থাকি। এই স্থলে গর্ভ শব্দের অর্থ হিরণ্যগর্ভেরও জন্মকারণ বীজ অথবা সর্বভূতেরও জন্মহেতুরূপ বীজ। সেই বীজকেই আমি প্রকৃতিরূপ যোনিতে আহিত করি। ইহার তাৎপর্য্য, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দ্বিবিধ প্রকৃতিই ঈশ্বরের শক্তি। সেই ঈশ্বরই অবিদ্যাকাম ও কর্মরূপ স্বীয় উপাধিবশে দেহধারণে উদ্ভূত জীবগণকে ক্ষেত্রের সহিত সংযোজিত করে। উক্তরূপ সংযোজনই গর্ভাধান নামে অভিহিত ও সেই গর্ভাধানের ফলে সর্বভূতের উৎপত্তি হয়।

৪ সাংখ্যদর্শনে ও বেদান্ত দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্বকে যথাক্রমে পারিণামবাদ ও বিবর্তবাদ বলা হয়। এখানে সাংখ্যোক্ত সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইলেও বিবর্তবাদের আলোকে ইহা বুঝিতে হইবে। সদানন্দ যোগীন্দ্রকৃত 'বেদান্তসার' গ্রন্থে আছে—

স তত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত ইত্যুদীরিতঃ॥

যে স্থলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপত্তির সময় পূর্ববস্তু রূপান্তরিত হয়, তাহার নাম বিকার। যেমন দুগ্ধের বিকার দধি এবং শব্দ তন্মাত্রাদির বিকার আকাশাদি পঞ্চভূত। আর যে স্থলে একবস্তু হইতে অন্যবস্তু উৎপন্ন হইলে পূর্ববস্তুর অন্যথা ভাব হয় না, তাহাকে বিবর্ত বলে। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম, মরুভূমিতে জলভ্রম, শুক্তিকাতে রজতভ্রম ইত্যাদি।

শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, ত্রিগুণের সহিত পুরুষের সংযোগই সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণের প্রধান কারণ। ইহার দ্বারা কথিত সত্ত্বাদিগুণকৃত সংসৃতির বিচিত্রতা বিস্তৃতভাবে বর্ণনার অভিপ্রায়ে দুই শ্লোকে উক্ত বক্ষ্যমাণ বিষয়ের স্তুতি (প্রশংসা) ভগবান করিতেছেন। পর, পরমাত্মনিষ্ঠ তত্ত্ব জ্ঞাত হয় যাহা দ্বারা তাহা জ্ঞান, উপদেশ। পুনরায় তোমাকে প্রকর্ষ (বিস্তার) সহকারে বলিব। সেই জ্ঞান কিরূপ? তপস্যা ও কর্মাদি বিষয়ক জ্ঞানসমূহের মধ্যে উত্তম, মোক্ষের কারণ বলিয়া। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, মননশীল সর্বমুনি দেহবন্ধন ত্যাগান্তে পরাসিদ্ধি, পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ১

টীকার অনুবাদ—আরও ভগবান বলিতেছেন। এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞান সাধন অনুষ্ঠান করিয়া সকলেই আমার সাধর্ম্য, মদ্রূপতা প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিকালে, ব্রহ্মাদির উৎপত্তিকালেও পুনরুৎপন্ন হন না এবং প্রলয়কালেও প্রলয়দুঃখ অনুভব করেন না। ইহার অর্থ, ইহলোকে তাঁহারা পুনরাবৃত্ত হন না। ২

টীকার অনুবাদ—এইরূপে আলোচ্য বিষয়ের প্রশংসা দ্বারা শ্রোতাকে অভিমুখ (শ্রবণোন্মুখ) করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষের সর্বভূতোৎপত্তির প্রতি যে হেতুত্ব তাহা পরমেশ্বরের অধীন, স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের হেতুত্ব নাই। ইহাই যে বিবক্ষিত অর্থ, বক্তার বক্তব্যের তাৎপর্য্য তাহাই ভগবান বলিতেছেন। দেশ ও কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রকৃতি মহৎ এবং বৃংহিত, স্বীয় কর্মসমূহের বৃদ্ধিহেতু বলিয়া প্রকৃতি ব্রহ্ম (নিরতিশয়)। এইজন্য প্রকৃতিকে মহৎ ব্রহ্ম বলা হয়। সেই মহৎ ব্রহ্ম প্রভৃতি আমার, পরমেশ্বরের যোনি, গর্ভাধানের স্থান। তাহাতেই আমি গর্ভ, জগদ্বিস্তারহেতু চিদাভাস আধান, নিক্ষেপ করি। ইহার অর্থ, প্রলয়কালে অবিদ্যা, কাম, ও কর্ম অনুশায়ী জীব আমাতে লীন থাকে এবং সৃষ্টিসময়ে তাহার ভোগযোগ্য ক্ষেত্র বা দেহের সহিত তাহাকে, জীবকে সম্যক্ যোজনা করি। উক্তরূপ গর্ভাধান হইতেই ব্রহ্মাদি সর্বভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ৩

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহৎযোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬

অন্বয়—কৌন্তেয়, সর্বযোনিষু যাঃ মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি, মহৎ ব্রহ্ম তাসাং যোনিঃ, অহং বীজপ্রদঃ পিতা। ৪

অন্বয়—মহাবাহো, সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি প্রকৃতিসম্ভবাঃ গুণাঃ দেহে অব্যয়ং দেহিনং নিবধ্নন্তি। ৫

অন্বয়—অনঘ, তত্র নির্মলত্বাৎ প্রকাশকম্ অনাময়ং সত্ত্বং সুখসঙ্গেন জ্ঞান-সঙ্গেন চ [দেহিনং] বধ্নাতি। ৬

মূলের অনুবাদ—হে কৌন্তেয়, মনুষ্যাদি সমস্ত যোনিতে যে সকল মূর্তি উৎপন্ন হয়, মহদ্ ব্রহ্ম বা প্রকৃতিই তাহাদের মাতৃস্থানীয়া এবং আমিই গর্ভাধান কর্তা পিতৃস্থানীয়।৪

মূলের অনুবাদ—হে মহাবাহো, সত্ত্ব, রজ ও তম গুণত্রয় প্রকৃতি[১] হইতে উৎপন্ন। ইহারা অবিনাশী আত্মাকে স্থূল, সূক্ষ্মাদি দেহে আবদ্ধ করে। ৫

মূলের অনুবাদ—হে নিষ্পাপ, উক্ত গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্ব[২] স্বচ্ছ বলিয়া

---

১ ইহা গুণাত্মিকা মায়াশক্তি। ব্রহ্ম ও তৎশক্তি অভিন্ন হইলেও ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ এবং তাঁহার মায়া বা শক্তি চেতভাবযুক্ত ও স্পন্দধর্মী। যেমন অগ্নির উত্তাপ, সূর্যের দীধিতি (আলোক) ও চন্দ্রের চন্দ্রিকা আছে তদ্রূপ ঈশ্বরের সহজা প্রকৃতি জড়া বা অচেতন।

২ শুদ্ধ সত্ত্বগুণের লক্ষণ শ্রীমদাচার্য শংকর তৎকৃত 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থে এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

স্ফটিক মণিবৎ ভাস্বর ও প্রশান্ত। ইহা আত্মাকে সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে। ৬

শ্রীধরী টীকা—ন কেবলং সৃষ্ট্যুপক্রম এব মদধিষ্ঠিতাভ্যাং প্রকৃতিপুরুষাভ্যামস্যং ভূতোৎপত্তি-প্রকারঃ অপি তু সর্বদৈবেত্যাহ—সর্বেতি। সর্বাসু যোনিষু মনুষ্যাদ্যাসু যা মূর্তয়ঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মিকা উৎপদ্যন্তে, তাসাং মূর্তীনাং মহদ্‌ব্রহ্ম প্রকৃতির্যোনির্মাতৃস্থনীয়া। অহং চ বীজপ্রদঃ গর্ভাধানাদিকর্তা পিতা। ৪

শ্রীধরী টীকা—তদেবং পরমেশ্বরাধীনাভ্যাং প্রকৃতিপুরুষাভ্যাং সর্বভূতোৎপত্তিং নিরূপ্য ইদানীং প্রকৃতি সংযোগেন পুরুষস্য সংসারং প্রপঞ্চয়তি[২]—সত্ত্বমিত্যাদিচতুর্ভিঃ। সত্ত্বং রজস্তম ইতি[১] ত্রয়ো গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ প্রকৃতিতঃ সম্ভবঃ উদ্ভবো যেষাং তে তথোক্তাঃ। গুণসাম্যং প্রকৃতিস্তস্যাঃ সকাশাৎ পৃথক্‌ত্বেনাভিব্যক্তাঃ সন্তঃ প্রকৃতিকার্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতং দেহিনং চিদংশং বস্তুতোহব্যয়ং নির্বিকারমেব সন্তং নিবধ্নন্তি। স্বকার্যৈঃ সুখদুঃখ-মোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তীত্যর্থঃ। ৫

শ্রীধরী টীকা—তত্র সত্ত্বস্য লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারং চাহ—তত্রেতি। তত্র তেষাং গুণানাং মধ্যে সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ স্ফটিকবৎ প্রকাশকং ভাস্বরম্, অনাময়ঞ্চ নিরুপদ্রবম্। শান্তমিত্যর্থঃ। অতঃ শান্তত্বাৎ স্বকার্যেণ সুখেন যঃ

বিশুদ্ধ সত্ত্বস্যগুণাঃ প্রসাদঃ স্বাত্মানুভূতি, পরমা প্রশান্তিঃ।
তৃপ্তিঃ প্রহর্ষ পরমাত্মনিষ্ঠ জয়াসদানন্দরসং সমৃচ্ছতি॥

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের লক্ষণ প্রসন্নতা, স্বাত্মানুভূতি, পরমা শান্তি, তৃপ্তি, প্রহর্ষ ও পরমাত্মনিষ্ঠা। এই নিষ্ঠাবলেই নিত্যানন্দ রসস্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করা যায়। সত্ত্বগুণে সমারূঢ় না হইলে কাম, ক্রোধ লোভাদি রিপুজয় হয় না। অথবা মন ও ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন হয় না।

১ ইতি শব্দো ন রূপাদিবৎ পারিভাষিকঃ সত্ত্বাদীনাং দ্রব্যাশ্রিতত্ববোধকঃ।—ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা

২ এবং দ্বাভ্যাম্ প্রকৃতিপুরুষয়োরীশ্বর পারতন্ত্র্য প্রতিপাদনেন সাংখ্যাভিমতং তয়োঃ স্বাতন্ত্র্যং নিরস্তম্।—ভাষ্যোৎকর্ষ দীপিকা।

সঙ্গস্তেন বধ্নাতি। প্রকাশকত্বাচ্চ স্বকার্য্যেণ জ্ঞানেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বধ্নাতি। হে অনঘ, নিষ্পাপ, অহং সুখী জ্ঞানী চেতি মনোধর্ম্মাস্তদভিমানিনি ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজয়তীত্যর্থঃ। ৬

টীকার অনুবাদ—কেবল সৃষ্টির উপক্রমেই মদধিষ্ঠানহেতু প্রকৃতি ও পুরুষ দ্বারা ভূতোৎপত্তি হয় তাহা নহে, পরন্তু সর্বদাই উক্ত রূপে ভূতসৃষ্টি হইয়া থাকে—এতদর্থে ভগবান বলিতেছেন। মনুষ্যাদি সমস্ত যোনিতে যে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক মূর্তিসমূহ উৎপন্ন হয়, সেই সকল মূর্তির মহদ্‌ব্রহ্ম বা প্রকৃতিই যোনি, মাতৃস্থানীয়া আর আমিই বীজপ্রদ পিতা, গর্ভাধানকর্তা। ৪

টীকার অনুবাদ—পরমেশ্বরাধীন প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে সর্বভূতসৃষ্টি নিরূপণ করিয়া ইদানীং প্রকৃতির সংযোগে পুরুষের সংসৃতি বিষয় চারিটি শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিস্তৃত ভাবে বলিতেছেন। সত্ত্ব, রজ ও তমঃ নামক তিন গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, প্রকৃতি সম্ভব, উদ্ভব যাহাদের তাহারা তাদৃশরূপে কথিত। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। গুণত্রয় প্রকৃতির সকাশ হইতে পৃথক্‌রূপে অভিব্যক্ত হইয়া প্রকৃতির কার্য্য শরীরে তাদাত্ম্যভাবে অবস্থিত দেহীকে সুখদুঃখমোহাদিতে নিবদ্ধ, সংযুক্ত করে। ইহাই তাৎপর্য্য। দেহী চিদংশ, বস্তুতঃ অব্যয়, নির্বিকার। ৫

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান সত্ত্বগুণের লক্ষণ ও উহার বন্ধকত্বের প্রকার বলিতেছেন। উক্ত গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্ব নির্মল, স্বচ্ছ বলিয়া স্ফটিক মণিতুল্য প্রকাশক, ভাস্বর এবং অনাময়, নিরুপদ্রব। ইহার অর্থ শান্ত। অতএব শান্ত বলিয়া স্বীয় কার্য্য সুখের সহিত যে সঙ্গ (আসক্তি) তৎ দ্বারা আবদ্ধ করে। আর সত্ত্বগুণ প্রকাশক বলিয়া স্বীয় কার্য্য জ্ঞানের সহিত যে আসক্তি তাহার দ্বারা পুরুষকে আবদ্ধ করে। হে অনঘ, নিষ্পাপ অর্জুন ইহার অর্থ, আমি সুখী, আমি জ্ঞানী প্রভৃতি মনোধর্মসমূহকে তদভিমানী ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত সংযুক্ত করে। ৬

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্‌।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্‌॥ ৭
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি, মোহনং সর্বদেহিনাম্‌।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ ৮
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥ ৯

অন্বয়—কৌন্তেয়, রাগাত্মকং রজঃ তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং বিদ্ধি। তৎ কর্মসঙ্গেন দেহিনং নিবধ্নাতি। ৭

অন্বয়—ভারত, তমঃ তু অজ্ঞানজং সর্বদেহিনাং মোহনং বিদ্ধি। তৎ প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ [দেহিনং] নিবধ্নাতি। ৮

অন্বয়—ভারত, সত্ত্বং দেহিনং সুখে সঞ্জয়তি, রজঃ কর্মণি [সঞ্জয়তি], তমঃ তু জ্ঞানম্‌ আবৃত্য প্রমাদে সঞ্জয়তি উত। ৯

মূলের অনুবাদ—রজোগুণ[১] অনুরাগাত্মক এবং তৃষ্ণা ও আসক্তির উৎপাদক জানিবে। ইহা তৃষ্ণাসক্তি দ্বারা দেহীকে আবদ্ধ করে। ৭

মূলের অনুবাদ—হে ভারত, তমোগুণ অজ্ঞান হইতে জাত ও সমস্ত দেহীর মোহজনক জানিবে। ইহা প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা দেহীকে আবদ্ধ করে। ৮

মূলের অনুবাদ—হে ভারত, সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখাভিমুখী করে। রজোগুণ দেহীকে কর্মাসক্ত করে, আর তমোগুণ দেহীর বিবেক আবৃত করিয়া প্রমাদে সংযুক্ত করে। ৯

শ্রীধরীটীকা—রজসো লক্ষণং বন্ধকত্বঞ্চাহ—রজো ইতি। রজঃসংজ্ঞকং গুণং রাগাত্মকমনুরঞ্জনরূপং বিদ্ধি। অতএব তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্‌ তৃষ্ণা অপ্রাপ্তেঽর্থেঽ-

১ রজ্যতে বিষয়েষু পুরুষো অনেন ইতি রাগঃ কামো গর্বঃ।—মধুসূদন সরস্বতী। রঞ্জনা রাগো গৈরিকাদিবৎ—শংকরাচার্য্য।

ভিলাষঃ, সঙ্গঃ প্রাপ্তেঽর্থে প্রীতির্বিশেষণাসক্তিস্তয়োস্তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবো-যস্মাৎ তদ্রজো দেহিনং দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্মসু সঙ্গেনাসক্ত্যা নিতরাং বধ্নাতি। তৃষ্ণাসঙ্গাভ্যাং হি কর্মস্বাসক্তির্ভবতি। ৭

শ্রীধরীটীকা—তমসো লক্ষণং বন্ধকত্বংচাহ—তম ইতি। তমস্তু অজ্ঞানাজ্জাতং আবরণশক্তিপ্রধানাৎ প্রকৃত্যংশাদুদ্ভূতং বিদ্ধীত্যর্থঃ। অতঃ সর্বেষাং দেহিনাং মোহনং ভ্রান্তিজনকম্। অতএব, প্রমাদেন[১] আলস্যেন নিদ্রয়া চ তত্তমো দেহিনং নিবধ্নাতি। তত্র প্রমাদোঽনবধানম্, আলস্যমনুদ্যমঃ, নিদ্রা চিত্তস্যাবসাদো লয়ঃ। ৮

শ্রীধরী টীকা—সত্ত্বাদীনামেবং স্বকার্য্যকরণে সামর্থ্যাতিশয়মাহ—সত্ত্বমিতি। সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি। দুঃখশোকাদিকারণে সত্যপি সুখাভিমুখমেব দেহিনং করোতীত্যর্থঃ। এবং সুখাদিকারণে সত্যপি রজঃ কর্মণ্যেব সঞ্জয়তি। তমস্তু মহৎসঙ্গেনোৎপদ্যমানমপি জ্ঞানমাবৃত্য আচ্ছাদ্য প্রমাদে সঞ্জয়তি, মহদ্ভিরুপদিশ্যমানস্যার্থস্যানবধানে যোজয়তি। উত অপি আলস্যাদাবপি সংযোজয়তীত্যর্থঃ। ৯

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান রজোগুণের লক্ষণ ও বন্ধকত্ব বলিতেছেন। রজো নামক গুণ রাগাত্মক, অনুরঞ্জনরূপ (অনুরাগস্বরূপ) জানিবে। অতএব, ইহা তৃষ্ণা ও আসক্তির উৎপাদক। তৃষ্ণা, অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ ও সঙ্গ প্রাপ্ত বিষয়ে প্রীতি, অধিক আসক্তি। উক্ত তৃষ্ণা ও সঙ্গের উৎপত্তি যাহা হইতে হয়, তাহা রজোগুণ। উহা দেহীকে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট কর্মসমূহের আসক্তিতে নিরন্তর বদ্ধ করে। ইহার অর্থ, তৃষ্ণা ও সঙ্গ দ্বারাই কর্মে আসক্তি জন্মে। ৭

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান তমোগুণের লক্ষণ ও বন্ধকত্ব বলিতেছেন। কিন্তু তমোগুণ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ, তমোগুণ আবরণশক্তিপ্রধান প্রকৃত্যংশ হইতে উদ্ভূত জানিবে। অতএব ইহা সকল দেহীর মোহন, ভ্রান্তিজনক। সুতরাং প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার সহিত সেই

তমোগুণ দেহীকে দেহে আত্মাকে আবদ্ধ করে। এখানে প্রমাদ অর্থে অনবধানতা, আলস্য অর্থে অনুদ্যম ও নিদ্রা অর্থে অবসাদহেতু চিত্তের লয়। ৮

টীকার অনুবাদ—সত্বাদি ত্রিগুণেরই উক্তরূপ স্ব স্ব কার্য্যকরণের নিমিত্ত অতিশয় সামর্থ্য আছে—ইহাই ভগবান বলিতেছেন। সত্বগুণ দেহীকে সুখে সংশ্লিষ্ট করে। ইহার অর্থ, দুঃখ-শোকাদির কারণ সত্বেও দেহীকে সুখাভিমুখীই করে এবং সুখাদির কারণ থাকিলেও রজোগুণ দেহীকে কর্মে আকৃষ্ট করে। আর তমোগুণ মহৎসঙ্গে উৎপদ্যমান জ্ঞানকেও আবৃত, আচ্ছাদিত করিয়া প্রমাদে সংযোজিত করে। ইহার অর্থ, মহৎ ব্যক্তি কর্তৃক উপদিশ্যমান বিষয়ে অমনোযোগিতাতে নিবদ্ধ করে এবং অলসতাদিতেও আবদ্ধ করে। ৯

১ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্ত মন্তব্য করেন, দুর্লভস্যাপি চিরতরসঞ্চিতপুণ্য-শতলব্ধস্যাপবর্গপ্রাপ্ত্যেকৈককারণস্য মানুষ্যকস্য বৃথাতিবাহনং প্রমাদঃ। তথাভ্যুক্তম্—

'আয়ুষঃ ক্ষণ একোঽপি সর্বরত্নৈর্নলভ্যতে।
স বৃথা নীয়তে যেন স প্রমাদী নরাধমঃ॥'

ইতি যথা বা শ্রীমদ্ভাগবতে—

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্‌কুটুম্বভরণেন বা॥
দেহাপত্যকলত্রাদিষাত্মসৈন্যেষসৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥

তথা—

'কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ।
বরং মুহূর্তং বিদিতং ঘটতে শ্রেয়সে যতঃ।
অয়মেব প্রমাদঃ॥'

তত্রৈকাদশস্কন্ধে আত্মহত্যাশব্দবাচ্যো নির্ণীতো ভগবতা যথা—

'নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥'
ইতি। আলস্যং শুভকরণীয়েষু। নিঃশেষেণ দ্রাণং কুৎসিতা গতির্নিদ্রা।"

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০
সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২

অন্বয়—ভারত, রজঃ তমঃ চ অভিভূয় সত্ত্বং ভবতি। সত্ত্বং তমঃ চ [অভিভূয়] রজঃ [প্রাদুর্ভবতি]। তথা সত্ত্বং রজঃ চ [অভিভূয়] তমঃ [প্রাদুর্ভবতি]। ১০

অন্বয়—যদা অস্মিন্ দেহে সর্বদ্বারেষু জ্ঞানং উপজায়তে, তদা সত্ত্বং উত বিবৃদ্ধং ইতি বিদ্যাৎ। ১১

অন্বয়—ভরতর্ষভ, লোভঃ প্রবৃত্তিঃ কর্মণাম্ আরম্ভঃ অশমঃ স্পৃহা এতানি [চিহ্নানি] রজসি বিবৃদ্ধে [সতি] জায়ন্তে। ১২

মূলের অনুবাদ—হে ভারত, সত্ত্ব গুণ রজঃ ও তম গুণদ্বয়কে অভিভবান্তে প্রবল হয়। রজোগুণ সত্ত্ব ও তম গুণদ্বয়কে এবং তমোগুণ সত্ত্ব ও রজ গুণদ্বয়কে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়। ১০

মূলের অনুবাদ—যখন এই দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞানরূপ প্রকাশ[১] আবির্ভূত হয়, তখনই সত্ত্বগুণ বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে জানিবে। ১১

মূলের অনুবাদ—হে ভরতশ্রেষ্ঠ, লোভ, প্রবৃত্তি,[২] কর্মচেষ্টা, অস্থিরতা, স্পৃহা—এই সকল লক্ষণ রজোগুণ বৃদ্ধি পাইলে দেখা যায়। ১২

শ্রীধরী টীকা—তত্র হেতুমাহ—রজ ইতি। রজস্তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয়

১ অন্তঃকরণের বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশই জ্ঞান—শংকরাচার্য। শব্দাদির যাথাত্ম্য প্রকাশরূপ জ্ঞান—বলদেব বিদ্যাভূষণ

২ প্রকর্ষেণ বর্তনং চেষ্টা—হনূমৎ স্বামী। নিরন্তরং প্রযত্নমানতা—মধুসূদন সরস্বতী।

তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি অদৃষ্টবশাদুদ্ভবতি। ততঃ স্বকার্য্যে সুখজ্ঞানাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ। এবং রজোঽপি সত্ত্বং তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয় উদ্ভবতি। ততঃ স্বকার্য্যে তৃষ্ণাকর্মাদৌ সংযোজয়তি। এবং তমোঽপি সত্ত্বং রজশ্চোভাবপি গুণাবভিভূয় উদ্‌ভবতি। ততশ্চ স্বকার্য্যে প্রমাদালস্যাদৌ সংযোজয়তীত্যর্থঃ। ১০

শ্রীধরী টীকা—ইদানীং সত্ত্বাদীনাং বিবৃদ্ধানাং লিঙ্গান্যাহ—সর্বদ্বারেষ্বিতি ত্রিভিঃ। অস্মিন্নাত্মনো ভোগায়তনদেহে সর্বেষ্বপি দ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু যদা শব্দাদি জ্ঞানাত্মকঃ প্রকাশ উপজায়তে উৎপদ্যতে, তদা অনেন প্রকাশলিঙ্গেন সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ জানীয়াৎ। উতশব্দাৎ সুখাদিলিঙ্গেনাপি জানীয়াদিত্যুক্তম্। ১১

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ লোভ ইতি। লোভো ধনাদ্যাগমে বহুধা জায়মানেঽপি পুনঃ পুনর্বর্দ্ধমানোঽভিলাষঃ, প্রবৃত্তির্নিত্যং কুর্বদ্রূপতা, কর্মণামারম্ভো গৃহাদিনির্মাণোদ্যমঃ অশম ইদং কৃত্বেদং করিষ্যামীত্যাদিসংকল্পবিকল্পানুপরমঃ, স্পৃহা উচ্চাবচেষু দৃষ্টমাত্রেষু বস্তুষু ইতস্ততো জিঘৃক্ষা, রজসি বিবৃদ্ধে সতি এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে। এতৈর্লিঙ্গৈ রজোগুণস্য বৃদ্ধিং বিদ্যাদিত্যর্থঃ। ১২

টীকার অনুবাদ—উক্ত বিষয়ের কারণ ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। রজঃ ও তমো গুণদ্বয়কে অভিভূত, তিরস্কৃত করিয়া সত্ত্বগুণ উদ্ভূত হয়, জীবের অদৃষ্টবশে উৎপন্ন হয়। ইহার অর্থ, তদনন্তর সত্ত্বগুণ স্বীয় কার্য্য সুখ ও জ্ঞান প্রভৃতিতে জীবকে সংযোজিত করে। আর রজোগুণ সত্ত্ব ও তম গুণদ্বয়কে অভিভব করিয়া উদ্ভূত হয়। তখন উহা স্বীয় কার্য্য বিষয়-তৃষ্ণা কর্ম প্রভৃতিতে জীবকে সংযোজিত করে। আর তমো গুণ সত্ত্ব ও রজঃ উভয় গুণকে অভিভূত করিয়া উৎপন্ন হয়। ইহার অর্থ, তখন উহা স্বকার্য্য প্রমাদ, আলস্য প্রভৃতিতে দেহীকে সংযুক্ত করে। ১০

টীকার অনুবাদ—ইদানীং সত্ত্বাদিগুণের বিশেষ বৃদ্ধির লক্ষণসমূহ তিন শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন। আত্মার এই ভোগায়তন শরীরে কর্ণাদি দ্বারসমূহে যখন শব্দাদি জ্ঞানময় প্রকাশ উৎপন্ন হয়, তখন সেই প্রকাশরূপ

লক্ষণ দ্বারা সত্ত্বগুণ বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বলিয়া জানিবে। 'উত' শব্দ দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, সুখাদি চিহ্ন দ্বারাও সত্ত্বগুণ সমৃদ্ধ বলিয়া জানিবে। ১১

টীকার অনুবাদ—ভগবান আরও বলিতেছেন। ধনাদির আগম বহুরূপে জায়মান হইলেও পুনঃ পুনঃ তৎবৃদ্ধির অভিলাষই লোভ। সর্বদা কর্মে লাগিয়া থাকা, নানা কর্মের আরম্ভ ও মহাগৃহ (অট্টালিকা) প্রভৃতি নির্মাণের উদ্যমই প্রবৃত্তি। এই কার্য্য করিয়া এই কার্য্য করিব—ইত্যাদি সংকল্প ও বিকল্পের অনুকরণ বা অনুপশমকে অশম বলে। উত্তম বা অধম বস্তুর দর্শনমাত্রই ইতস্ততঃ উহার সংগ্রহেচ্ছাই স্পৃহা। রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন হয়। ইহার অর্থ, এই সকল চিহ্ন দ্বারা রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে জানিবে। ১২

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫

অন্বয়—কুরুনন্দন, অপ্রকাশঃ অপ্রবৃত্তিঃ চ প্রমাদঃ মোহঃ এব চ, এতানি [লিঙ্গানি] তমসি বিবৃদ্ধে [সতি] জায়ন্তে। ১৩

অন্বয়—যদা তু সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে [সতি] দেহভৃৎ প্রলয়ং যাতি, তদা উত্তম-বিদাম্ অমলান্ লোকান্ প্রতিপদ্যতে। ১৪

অন্বয়—রজসি [প্রবৃদ্ধে সতি] প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে, তথা তমসি [প্রবৃদ্ধে সতি] প্রলীনঃ মূঢ়যোনিষু জায়তে। ১৫

মূলের অনুবাদ—হে কুরুনন্দন, বিবেকভ্রংশ, কর্মে অনুদ্যম, অনবধানতা

বা কর্তব্য বিস্মৃতি এবং বুদ্ধিভ্রম বা আচ্ছন্নভাব প্রভৃতি লক্ষণ তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে দেখা যায়। ১৩

মূলের অনুবাদ—যখনই সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায়, তখন জীব মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে হিরণ্যগর্ভাদি উপাসকগণের প্রকাশময় লোকসমূহ লাভ করে। ১৪

মূলের অনুবাদ—রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে জীব কর্মাসক্ত মনুষ্যলোকে জন্মলাভ করে। সেইরূপ তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত ব্যক্তি পশ্বাদি মূঢ় যোনিতে জাত হয়। ১৫

শ্রীধরীটীকা—কিঞ্চ অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশো বিবেকভ্রংশঃ, অপ্রবৃত্তিরনুদ্যমঃ, প্রমাদঃ কর্তব্যার্থানুসন্ধানরাহিত্যং, মোহো মিথ্যাভিনিবেশঃ, তমসি প্রবৃদ্ধে এতানি লিঙ্গানি চিহ্নানি জায়ন্তে, এতৈস্তমসো বৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ। ১৩

শ্রীধরীটীকা—মরণসময় এব বিবৃদ্ধানাং সত্ত্বাদীনাং ফলবিশেষমাহ—যদেতি দ্বাভ্যাম্। সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে সতি যদা জীবো মৃত্যুং প্রাপ্নোতি তদা উত্তমান্ হিরণ্যগর্ভাদীন্ বিদন্তি উপাসত ইত্যুত্তমবিদস্তেষাং যে অমলাঃ প্রকাশময়া লোকাঃ[২] সুখোপভোগস্থানবিশেষাস্তান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি। ১৪

শ্রীধরীটীকা—কিঞ্চ রজসীতি। রজসি প্রবৃদ্ধে সতি মৃত্যুং প্রাপ্য কর্মাসক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে। তথা তমসি প্রবৃদ্ধে সতি প্রলীনো মৃতো মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে। ১৫

টীকার অনুবাদ—ভগবান আরও বলিতেছেন, অপ্রকাশ, বিবেকভ্রংশ। অপ্রবৃত্তি, অনুদ্যম। প্রমাদ, কর্তব্যবিষয়ে অনুসন্ধানরাহিত্য। মোহ, মিথ্যাভিনিবেশ। তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে এই সকল চিহ্ন প্রকাশ পায়। ইহার অর্থ, এই চিহ্নসমূহ দ্বারা তমোগুণের বৃদ্ধি জানিবে। ১৩

টীকার অনুবাদ—মরণ সময়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সত্ত্বাদিগুণের বিশেষ ফল ভগবান

---

২ মলরহিতান্ রজস্তমসোরন্যতরস্তোত্তবো মলং তেন রহিতানাগমসিদ্ধান্ ব্রহ্মলোকাদীনিত্যর্থঃ। —আনন্দগিরি

দুই শ্লোকে বলিতেছেন। সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে যদি জীব মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উত্তম, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি উপাসনা করেন যাঁহারা, তাঁহারা উত্তমবিৎ[১] তাঁহাদের অমল, প্রকাশময় লোকসমূহ যাহা সুখভোগের বিশেষ স্থান তাহা প্রাপ্ত হন। ১৪

টীকার অনুবাদ—ভগবান আরও বলিতেছেন। রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে জীব কর্মাসক্ত মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। আর তমোগুণের বৃদ্ধিকালে প্রলীন, মৃত ব্যক্তি পশ্বাদি মূঢ় যোনিতে জাত হয়। ১৫

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥ ১৬
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥ ১৭
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৮

অন্বয়—সুকৃতস্য কর্মণঃ নির্মলং সাত্ত্বিকং ফলম্ আহুঃ, রজসঃ তু দুঃখং ফলং, তমসঃ অজ্ঞানং ফলম্। ১৬

অন্বয়—সত্ত্বাৎ জ্ঞানং সঞ্জায়তে, রজসঃ লোভঃ এব চ [সঞ্জায়তে], তমসঃ অজ্ঞানম্ প্রমাদমোহৌ এব চ ভবতঃ। ১৭

অন্বয়—সত্ত্বস্থাঃ ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি, রাজসাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি। জঘন্যগুণবৃত্তস্থাঃ তামসাঃ অধঃ গচ্ছন্তি। ১৮

মূলের অনুবাদ—সাত্ত্বিক কর্মের ফল নির্মল, রাজস কর্মের ফল দুঃখ ও তামস কর্মের ফল অজ্ঞান। ইহা কপিলাদি মুনিগণ বলেন। ১৬

মূলের অনুবাদ—সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে। রজোগুণ হইতে লোভ হয়। তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান জাত হয়। ১৭

---

১ মহদাদি তত্ত্ববিৎ—শংকরাচার্য্য

মূলের অনুবাদ—সত্ত্বগুণে অবস্থিত ব্যক্তিগণ ঊর্ধলোকে গমন করেন। রজঃগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ নরলোকেই অবস্থান করেন। নিকৃষ্টগুণসম্পন্ন তামস ব্যক্তিগণ অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ১৮

শ্রীধরী টীকা—ইদানীং সত্ত্বাদীনাং স্বানুরূপকর্মদ্বারেণ বিচিত্রফলহেতুত্ব মাহ—কর্মণ ইতি। সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্য কর্মণঃ সাত্ত্বিকং সত্ত্বপ্রধানং নির্মলং প্রকাশবহুলং সুখং ফলমাহুঃ কপিলাদয়ঃ। রজস ইতি রাজসস্য কর্মণ ইত্যর্থঃ। কর্মফলকথনস্য প্রাকৃতত্বাৎ তস্য দুঃখং ফলমাহুঃ। তমস ইতি তামসস্য কর্মণ ইত্যর্থঃ। তস্যাজ্ঞানং মূঢ়ত্বং ফলমাহুঃ। সাত্ত্বিকাদিকর্মলক্ষণংচ "নিয়তং সঙ্গরহিতমি"ত্যাদিনাষ্টাদশাধ্যায়ে বক্ষ্যতি। ১৬

শ্রীধরী টীকা—তত্রৈব হেতুমাহ—সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাজ্জ্ঞানং সঞ্জায়তে অতঃ সাত্ত্বিকস্য কর্মণঃ প্রকাশবহুলং সুখং ফলং ভবতি। রজসো লোভো জায়তে। তস্য চ দুঃখহেতুত্বাত্তৎপূর্বকস্য কর্মণো দুঃখং ফলং ভবতি। তমসস্তু প্রমাদমোহাজ্ঞানানি ভবন্তি। ততস্তামসস্য কর্মণোঽজ্ঞানপ্রাপকং ফলং ভবতীতি যুক্তমেবেত্যর্থঃ। ১৭

শ্রীধরী টীকা—ইদানীং সত্ত্বাদিবৃত্তিশীলানাং ফলভেদমাহ—ঊর্দ্ধমিতি। সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্ববৃত্তিপ্রধানা ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি। সত্ত্বোৎকর্ষতারতম্যাৎ উত্তরোত্তরশতগুণানন্দান্ মনুষ্যগন্ধর্বপিতৃদেবাদিলোকান্ সত্যলোকপর্য্যন্তান্ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। রাজসাস্তু তৃষ্ণাদ্যাকুলা মধ্যে তিষ্ঠন্তি মনুষ্যলোক এবোৎপদ্যন্তে। জঘন্যোঽতি নিকৃষ্টস্তমোগুণস্তস্য বৃত্তিঃ প্রমাদমোহাদিস্তত্র স্থিতা অধো গচ্ছন্তি। তমোবৃত্তিতারতম্যাত্তমিস্রাদিষু নিরয়েষু উৎপদ্যন্তে। ১৮

টীকার অনুবাদ—এখন সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের স্বানুরূপ কর্ম দ্বারা যে বিচিত্র ফলহেতুত্ব তাহাই ভগবান বলিতেছেন। সুকৃত, সাত্ত্বিক কর্মের সাত্ত্বিক, সত্ত্ব প্রধান নির্মল, প্রকাশবহুল সুখরূপ ফল—ইহা কপিলাদি ঋষিগণ বলেন। রজসঃ শব্দের অর্থ রাজস কর্মের। কর্মফল কথনের প্রাকৃতত্ব হেতু রাজস কর্মের দুঃখরূপ ফল উক্ত ঋষিগণ বলেন। তমসঃ শব্দের অর্থ তামস

কর্ম। তাহার ফল অজ্ঞান, মূঢ়ত্ব ঋষিগণ বলেন। সাত্ত্বিকাদি কর্মের লক্ষণ অষ্টাদশ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোক হইতে 'নিয়ত সঙ্গরহিত কর্ম' ইত্যাদি দ্বারা ভগবান বলিবেন। ১৬

টীকার অনুবাদ—উক্ত বিষয়ের কারণ ভগবান বলিতেছেন। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব সাত্ত্বিক কর্মের ফল প্রকাশবহুল সুখ। রজোগুণ হইতে লোভ জন্মে, এবং লোভ দুঃখহেতু বলিয়া লোভপূর্বক কর্মের ফল দুঃখই হয়। আর তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। ইহার অর্থ তামস কর্মের অজ্ঞানপ্রাপক ফল হয়—ইহা যুক্তিযুক্ত। ১৭

টীকার অনুবাদ—সম্প্রতি সত্ত্বাদিবৃত্তিশীল ব্যক্তিগণের ফলভেদ কিরূপ হয়, তাহাই ভগবান বলিতেছেন। সত্ত্বস্থ, সত্ত্ব বৃত্তিপ্রধান ব্যক্তিগণ ঊর্ধ্বলোকে গমন করে। ইহার অর্থ, সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ ও তারতম্য অনুসারে মনুষ্যলোক গন্ধর্বলোক, দেবলোক, এমন কি সত্যলোক পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হয়। মনুষ্যলোকে যত সুখ আছে, তাহার শতগুণ গন্ধর্বলোকে বিদ্যমান। আবার গন্ধর্বলোক হইতে শতগুণ সুখ পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে শতগুণ সুখ দেবলোকে এবং দেবলোক হইতে শতগুণ সুখ সত্যলোকে লাভ হয়। রজোগুণী ব্যক্তিগণ তৃষ্ণাদি দ্বারা আকুল হন ও মধ্যলোকে থাকেন, মনুষ্যলোকেই উৎপন্ন হন। জঘন্য, নিকৃষ্ট তমোগুণ। তাহার বৃত্তি প্রমাদ, মোহ প্রভৃতি। তাহাতে স্থিত ব্যক্তিগণ অধোলোকে গমন করে। তমো বৃদ্ধির তারতম্য অনুসারে তামিস্রাদি নিরয়ে, নরকে তাহারা উৎপন্ন হয়। ১৮

১ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় উপনিষদ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত আনন্দ তত্ত্বের মীমাংসা এখানে প্রতিধ্বনিত। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টম অনুবাকে আছে—'সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধুযুবাঽধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ স একো মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দাঃ স একো দেবগন্ধর্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধর্বাণামানন্দাঃ, স একঃ পিতৄণাং চিরলোকলোকানামানন্দাঃ স এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ, স একঃ কর্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ। যে কর্মণা

দেবানপিযন্তি। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্মদেবানাং দেবানামানন্দাঃ, স একো দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ, স একো ইন্দ্রস্যানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ, স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য।"

অনুবাদ—উক্ত ব্রহ্মানন্দের এই সুবিদিত বিচারণা বা স্বরূপ নির্ণয় হইতেছে। ব্রহ্মানন্দ লৌকিক আনন্দ সদৃশ অথবা নির্বিষয়ানন্দ—এই জিজ্ঞাসার মীমাংসা তৈত্তিরীয় শ্রুতিবাক্যে পাওয়া যায়। যদি কেহ বয়সে যুবা হয় এবং শুধু যুবা নয়, সে যদি সচ্চরিত্র তরুণ ও অধীতবেদ, সর্বোত্তম শাসক, সুদৃঢ়শরীরযুক্ত ও বলবত্তম হয় এবং যদি উপভোগ্য বস্তুসমূহে পরিপূর্ণা সমগ্র ধরণী তার অধীন হয় তবে তাহার যা আনন্দ তাহা একটি মানুষের পক্ষে সম্ভাব্য প্রকৃষ্ট বা চরম আনন্দ। একটি মানুষের সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে যে আনন্দ হয় যে সকল মানুষ কর্ম ও উপাসনা দ্বারা গন্ধর্ব হইয়াছেন তাহাদের এবং অকামহত বেদজ্ঞের একটি আনন্দ হয়। মনুষ্যগন্ধর্বদিগের উক্ত আনন্দ শতগুণিত হইলে যাঁহারা জাতিতেই গন্ধর্ব সেই দেবগন্ধর্বদিগের এবং অকামহত বেদজ্ঞের একটি আনন্দ হয়। দেবগন্ধর্বদিগের সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে চিরস্থায়ী লোকাধিষ্ঠিত পিতৃগণের এবং অকামহত বেদজ্ঞের একটি আনন্দ হয়। চিরলোকবাসি পিতৃগণের আনন্দ শত গুণিত হইলে যাঁহারা স্মার্তকর্মের উৎকর্ষহেতু দেবরূপে জন্মিয়াছেন তাঁহাদের এবং মানবীয় বিষয় ভোগের বাসনারহিত বেদজ্ঞের একটি আনন্দ হয়। আজানজ দেবগণের সেই আনন্দ শত গুণে বর্ধিত হইলে যাঁহারা বৈদিক কর্মদ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন তাঁহাদের এবং অকামহত বেদজ্ঞের একটি আনন্দ হয়। কর্মদেব-দেবগণের সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে দেবগণের এবং নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ হয়। যজ্ঞাহুতিভোজী তেত্রিশটি দেবতার আনন্দ শতগুণিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্রের একটি আনন্দ হয়। ইন্দ্রের সেই আনন্দ শতগুণে বর্ধিত হইলে দেবগুরু বৃহস্পতির ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ হয়। বৃহস্পতির আনন্দ শতগুণে বর্ধিত হইলে ত্রৈলোক্যশরীরী বিরাট পুরুষ প্রজাপতির ও নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ হয়। প্রজাপতির সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে সমষ্টিব্যষ্টিরূপ সংসারমণ্ডলব্যাপী হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার এবং নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ হয়।

হিরণ্যগর্ভ ও তদুপাসকের আনন্দই সংসারমণ্ডলে সর্বোত্তম। ইহাও বিষয় বিষয়ী বিভাগশূন্য পরমানন্দে একীভূত হয়। ভিন্ন ভিন্ন লোকে বা দেহে ভোগতৃষ্ণা যতই ক্ষীণ হয় ততই আনন্দ বাড়ে। নানা ঊর্দ্ধলোকে যত আনন্দ আছে তাহা নিষ্কামপুরুষ কেবল বাসনা ত্যাগ দ্বারাই ইহলোকে পাইতে পারেন। তাঁহার পক্ষে কোন ঊর্দ্ধলোকে গমন নিষ্প্রয়োজন। যিনি শ্রোত্রিয় তিনি শ্রৌতধর্ম আচরণ করিয়া ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন। আবার তিনিই নিষ্কাম হইলে নিরতিশয় আনন্দের অধিকারী হন। যিনি বেদের শাখাবিশেষ কল্প সূত্র কিংবা নিরুক্তাদি ষড়ঙ্গসহ বেদাধ্যয়ন করিয়া ষট্‌কর্মে নিরত থাকেন, সেই ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে শ্রোত্রিয় বলা হয়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণে ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ এইভাবে বর্ণিত—"স যে মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবত্যন্যেষামধিপতিঃ সর্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দোঽথ যে শতং মনুষ্যাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দোঽথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দা স একো গন্ধর্বলোক আনন্দোঽথ যে শতং গন্ধর্বলোক আনন্দাঃ

স একঃ কর্মদেবানামানন্দো যে কর্মণা দেবত্বমভিসম্পদ্যন্তেঽথ যে শতং কর্মদেবানামানন্দাঃ স একঃ আজানদেবানামানন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথ। যে শতমাজানদেবানামানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথৈষ এব। পরম আনন্দ এষ ব্রহ্মলোকঃ।"

অনুবাদ—যে আনন্দমাত্রা আস্বাদনে ব্রহ্মাদি জীবগণ জীবন ধারণ করেন, তদবলম্বনে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য পরমাত্মার উপদেশ সম্রাট জনককে দিতেছেন। মনুষ্যগণের মধ্যে যে অবিকলাঙ্গ, ভোগোপকরণসম্পন্ন, অন্যান্য মানুষের অধিপতি ও মানুষলভ্য সর্ববিধ ভোগে সর্বাধিক অধিকারী হন তিনি মানবীয় আনন্দের চরম নিদর্শন। এখানে মানুষকেই আনন্দ বলা হইয়াছে। ইহার কারণ বস্তুতঃ বিশ্বজগৎ এক আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই বিবর্তমাত্র, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু নাই। আবার মানুষদিগের যাহা একশত আনন্দ, যাহারা শ্রাদ্ধাদিকর্মদ্বারা পিতৃলোক জয় করিয়াছেন সেই লব্ধলোক পিতৃগণের একটি আনন্দ হয়। লব্ধলোক পিতৃগণের যাহা একশত আনন্দ তাহা গন্ধর্বলোকের একটি আনন্দ। গন্ধর্বলোকের আনন্দ শতগুণে বর্ধিত হইলে কর্মদেবগণের একটি আনন্দ হয়। কর্মদেবগণের একশত আনন্দ আজানদেবগণের একটি আনন্দের সমান। অধীতবেদ, পাপশূন্য, বীতস্পৃহ পুরুষও অনুরূপ আনন্দ উপভোগ করেন। আজানদেবগণের একশত আনন্দ প্রজাপতিলোকের একটি আনন্দের তুল্য হয়। যিনি শ্রোত্রিয় নিষ্পাপ ও নিষ্কাম তাঁহার আনন্দও অনুরূপ। প্রজাপতিলোকের একশত আনন্দ হিরণ্যগর্ভের একটি আনন্দের সমান। যিনি শ্রোত্রিয় নিষ্পাপ ও অকামহত তিনিই অনুরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হন।

শ্রোত্রিয়ত্ব ও নিষ্পাপত্ব সর্বভূমিতেই সমান হইলেও নিষ্কামত্বের উৎকর্ষহেতু শ্রেষ্ঠতর লোক লাভ হয়।

মাকড়দহের মহাপুরুষ ভৈরবানন্দ পরমহংস যোগজ দর্শনের আলোকে উল্লিখিত লোকতত্ত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করেন—গন্ধর্বলোক স্বর্গলোকের তমোস্তরের সমান্তরাল ভূমি হইতে শিবলোকের তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। যেমন স্বর্গলোকের দেবগণ যখন ইচ্ছা করেন, সৃষ্টিকর্তার লোকে যাইতে পারেন, তেমন গন্ধর্বগণ স্বেচ্ছানুসারে শিবলোকে গমনে সমর্থ। ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষের শেষ সীমায় পিতৃলোকের তমোস্তর বা নরকাদি অবস্থিত। পিতৃলোকের সত্ত্ব স্তর চন্দ্রলোকের সত্ত্ব স্তরের সমভূমিতে বিদ্যমান। চন্দ্রলোক অন্তরীক্ষের শেষ সীমায় আরম্ভ ও সূর্যলোকের তমোস্তরের নীচে শেষ। পিতৃলোক ও চন্দ্রলোকের তমোস্তর উভয়ই সমভূমিতে বিরাজিত। যে কোন উর্দ্ধলোকের অধিবাসীকে জন্ম লইতে হইলে চন্দ্রলোকে আসিতে হয়। যে মানুষ সঙ্গীতাদি বিদ্যালাভান্তে সাধনপূর্বক ইষ্টসিদ্ধি প্রাপ্ত হন, তিনি গন্ধর্বলোকেই গমন করেন ও মানুষ্যগন্ধর্বনামে অভিহিত হন। স্বর্গলোকের তমোস্তর ও রজোস্তরের অধিবাসী যে দেবতা সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ইষ্ট সিদ্ধি লাভ করেন, তিনিই দেবগন্ধর্ব হন। গন্ধর্বলোকের তমোস্তরে মনুষ্যগন্ধর্ব আর সত্ত্বস্তরে দেবগন্ধর্ব বাস করেন। ইন্দ্রদেবের রাজসভাকে দেবলোক বলে। দেবলোকের পশ্চিমাংশ বরুণলোক, দক্ষিণাংশ যমলোক, পূর্বাংশ সূর্য্যলোক ও উত্তরাংশ চন্দ্রলোক বা সোমলোক। স্বর্গলোকের অন্য নাম ইন্দ্রলোক। ইন্দ্রলোকের অগ্নিকোণে অগ্নিলোক, বায়ুকোণে বায়ুলোক, ঈশানকোণে রুদ্রলোক ও নৈঋত কোণে জ্যোতিঃলোক। বৃহস্পতিলোক প্রভৃতি নবগ্রহলোক সূর্য্যলোকের নিম্নে

অবস্থিত। প্রজাপতিলোক স্বর্গলোকের সপ্তস্তরের ঊর্দ্ধে বিদ্যমান। যখন ব্রহ্মা তমোগুণে অবস্থিত হইয়া সৃষ্টি করেন, তখন তিনি প্রজাপতি। যখন তিনি রজোগুণে থাকিয়া সৃষ্টির সংকল্প করেন, তখন তিনি হিরণ্যগর্ভ। আর যখন তিনি সত্ত্বগুণে সমারূঢ় হন, তখন তিনি চতুর্মুখ সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্বচালক। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণানুসারে ব্রহ্মা এই তিন মূর্তি ধারণ করেন।

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টাঽনুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ ১৯
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥ ২০

অর্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে॥ ২১

অন্বয়—যদা দ্রষ্টা গুণেভ্যঃ পরম্ অন্যং কর্তারম্ ন অনুপশ্যতি, গুণেভ্যঃ চ পরং বেত্তি, সঃ মদ্ভাবম্ অধিগচ্ছতি। ১৯ [তথা] এতান্ দেহসমুদ্ভবান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য জন্মমৃত্যুজরা-দুঃখৈঃ বিমুক্তঃ [সন্] দেহী অমৃতম্ অশ্নুতে। ২০

অন্বয়—অর্জুনঃ উবাচ, প্রভো, কৈঃ লিঙ্গৈঃ [দেহী] এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ ভবতি? [সঃ] কিমাচারঃ? কথং চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ততে। ২১

মূলের অনুবাদ—যখন দ্রষ্টা[১] ত্রিগুণ হইতে ভিন্ন কর্তাকে দেখেন না এবং গুণাতীত ব্রহ্ম সত্ত্বাকে জানিতে পারেন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ১৯

---

১ দ্রষ্টা শব্দ পাতঞ্জল যোগসূত্রে সমাধিপাদে তৃতীয় শ্লোকে এইরূপে ব্যবহৃত। সমাধিতে দ্রষ্টা বা সাংখ্যোক্ত পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করেন। বিষয়াভাব হেতু সমাধিতেই পুরুষের স্বরূপ প্রতিষ্ঠা হয়, যেমন কৈবল্যে। ব্যুত্থিত অবস্থায় চিত্তবৃত্তিযুক্ত হওয়ায় পুরুষ বিষয়দর্শী বলিয়া কল্পিত হন। সাংখ্যোক্ত পুরুষ চিতিশক্তি। আর ব্রহ্মপুরুষ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সাংখ্যে পুরুষের বহুত্ব ও বেদান্তে পুরুষের একত্ব স্বীকৃত। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও বেদান্তোক্ত মায়া একার্থবোধক নহে।

মূলের অনুবাদ—যখন জীব দেহোৎপত্তির বীজভূত এই তিনগুণকে অতিক্রম করিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয় তখন মোক্ষলাভ করে। ২০

মূলের অনুবাদ—অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো, কিরূপ লক্ষণ দ্বারা দেহী এই তিনগুণ হইতে মুক্ত হন, কিরূপ আচারবান্ হন এবং কি প্রকারে এই গুণত্রয় অতিক্রম করেন ? ২১

শ্রীধরী টীকা—তদেবং প্রকৃতিগুণসঙ্গকৃতং সংসারং প্রপঞ্চমুক্ত্বা ইদানীং তদ্বিবেকতো মোক্ষং দর্শয়তি—নান্যমিতি। যদা তু দ্রষ্টা বিবেকী ভূত্বা বুদ্ধ্যাদ্যাকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যোঽন্যং কর্তারং নানুপশ্যতি, অপি তু গুণা এব কর্মাণি কুর্বন্তীতি পশ্যতি, গুণেভ্যশ্চ পরং ব্যতিরিক্তং তৎ—সাক্ষিণমাত্মানং বেত্তি স তু মদ্ভাবং[১] ব্রহ্মত্বমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। ১৯

শ্রীধরী টীকা—ততশ্চ গুণকৃতসর্বানর্থনিবৃত্ত্যা কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—গুণানিতি। দেহাদ্যাকারঃ সমুদ্ভবঃ পরিণামো যেষাং তে দেহসমুদ্ভবাঃ তানেতান্ ত্রীনপি গুণানতীত্যাতিক্রম্য তৎকৃতৈর্জন্মাদিভির্বিমুক্তঃ সন্নমৃতমশ্নুতে পরমানন্দং প্রাপ্নোতি[২]। ২০

১ ব্রহ্মাত্মতামসৌ প্রাপ্নোতি। ব্রহ্ম ভাবোঽস্যাবিবক্ষিত ইত্যর্থ—আনন্দগিরি।

২ টীকাকার শংকরানন্দ সরস্বতী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় মন্তব্য করেন, তানেতানুক্তলক্ষণান্ ত্রীন্ সত্ত্বাদিগুণান্ গুণকর্মজাংশ্চাঽবিদ্যাকামাদীনতীত্য প্রত্যগ্‌বৃত্ত্যা সর্বমিদমহং চ ব্রহ্মৈবেতি সর্বত্র ব্রহ্মমাত্রদর্শনাগ্নিনা গুণানগুণকার্য্যভূতানহংমমেদমিত্যাদিবিপরীতপ্রত্যয়ান্ সর্বান্ নিদহ্য সত্তামাত্রাত্মকো ভূত্বা জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্দেহসম্বন্ধসম্ভাবিতৈর্বিমুক্তঃ জন্মাদিদুঃখৈরস্পৃষ্টঃ সন্নমৃতং বিদেহকৈবল্যমশ্নুতে নিত্যাখণ্ডানন্দৈকরসাদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মনা তিষ্ঠতীত্যর্থঃ।

ইহার অর্থ, পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত সত্ত্বাদিগুণ এবং গুণ ও কর্ম হইতে উৎপন্ন অবিদ্যা, কাম প্রভৃতি দোষ উল্লংঘন পূর্বক প্রত্যক্ বৃত্তি দ্বারা এই দৃশ্য জগৎ ও আমি ব্রহ্মমাত্রই। এইরূপ সর্বত্র ব্রহ্মমাত্র দর্শনরূপ দিব্য অগ্নিদ্বারা ত্রিগুণ ও তৎ কার্য্যভূত আমি, আমার ইত্যাদি সম্পূর্ণ বিপরীত প্রত্যয়সমূহকে দগ্ধীভূত করিয়া সত্ত্বামাত্রাত্মক হইয়া ব্রহ্মবিৎ দেহের সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন জন্ম, মৃত্যু ও জরারূপ দুঃখ হইতে বিমুক্ত, জন্মাদি দুঃখ কর্তৃক অস্পৃষ্ট হইয়া বিদেহ কৈবল্য সম্ভোগ করেন এবং নিত্য অখণ্ডানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত থাকেন, ইহাই তাৎপর্য্য।

শ্রীধরী টীকা—গুণানেতানতীত্য অমৃতমশ্নুত ইত্যেতচ্ছ্রুত্বা, গুণাতীতস্য লক্ষণমাচারং গুণাত্যয়োপায়ংচ সম্যগ্‌ বুভুৎসুঃর্জুন উবাচ—কৈরিতি। হে প্রভো কৈর্লিঙ্গৈঃ কীদৃশৈরাত্মন্যুৎপন্নৈশ্চিহ্নৈঃ গুণাতীতো দেহী ভবতীতি লক্ষণপ্রশ্নঃ। ক আচার যস্যেতি কিমাচারঃ। কথং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ; কথং চ কেনোপায়েনৈতানপি ত্রীন্ গুণানতীত্য বর্ত্ততে; তৎ কথয়েতি। ২১

টীকার অনুবাদ—এইরূপে প্রকৃতির গুণসঙ্গই সংসার প্রপঞ্চের কারণ হয়। ইহা বলিয়া তদ্ব্যতিরেকে মোক্ষপ্রাপ্তি ভগবান দেখাইতেছেন। কিন্তু যখন দ্রষ্টা, পুরুষ বিবেকী হইয়া বুদ্ধ্যাদি আকারে পরিণত গুণ ব্যতীত অন্যকে কর্তারূপে দেখেন না, পরন্তু গুণত্রয়ই সর্বকর্ম করে, ইহা দেখে এবং গুণত্রয়ের অতীত, ব্যতিরিক্ত সাক্ষীস্বরূপ আত্মাকে জ্ঞাত হন, তখন তিনি মদ্‌ভাব, ব্রহ্মত্ব অধিগত, প্রাপ্ত হন। ১৯

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, অনন্তর সর্ব্বাদি গুণকৃত অনর্থসমূহের নিবৃত্তি দ্বারা মানব কৃতার্থ হয়। দেহাদি আকারে সমুদ্ভব, পরিণাম যাহাদের তাহারা দেহসমুদ্ভব। সেই গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া তৎকৃত জন্ম, জরা ও মৃত্যুরূপ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত, পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়। ২০

টীকার অনুবাদ—এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিলে মানুষ অমৃত আস্বাদ করে। ইহা শুনিয়া গুণাতীতের লক্ষণ ও আচার ও গুণাতিক্রমের উপায় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভেচ্ছু হইয়া অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—হে প্রভো, আত্মাতে উৎপন্ন কীদৃশ লিঙ্গ বা চিহ্ন দ্বারা দেহী গুণাতীত হয়? ইহাই লক্ষণ বিষয়ে প্রশ্ন। তাঁহার আচার কিরূপ? ইহার অর্থ, গুণাতীত কিরূপে অবস্থান করেন? কি প্রকারেই বা এই গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া জ্ঞানী বিরাজ করেন? ইহার অর্থ, তৎসমুদয় আমাকে বলুন। ২১

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশংচ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাংক্ষতি ॥ ২২
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি* নেঙ্গতে ॥ ২৩
সমদুঃখসুখস্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪
মানাপমানয়োস্তুল্য স্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, পাণ্ডব, প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহম্ এব চ, [এতানি] সম্প্রবৃত্তানি [সন্তি], যঃ ন দ্বেষ্টি, নিবৃত্তানি [সন্তি] ন কাংক্ষতি, যঃ উদাসীনবৎ আসীনঃ গুণৈঃ ন বিচাল্যতে, গুণাঃ [গুণেষু] বর্ত্তন্তে ইতি এবং যঃ অবতিষ্ঠতি,[১] ন চ ইঙ্গতে যঃ সমদুঃখসুখস্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্ম-কাঞ্চনঃ তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ ধীরঃ তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ যঃ মানাপমানয়ো তুল্যঃ, মিত্রারি-পক্ষয়ঃ তুল্যঃ সর্বারম্ভপরিত্যাগী সঃ গুণাতীতঃ উচ্যতে। ২২—২৫

মূলের অনুবাদ—শ্রীভগবান বলিলেন, হে পাণ্ডব, যিনি জ্ঞান, কর্ম ও মোহ সমুদিত হইলে দ্বেষ করেন না এবং উহারা নিবৃত্ত হইলে আকাংক্ষা করেন না, তিনিই গুণাতীত। ২২

মূলের অনুবাদ—যিনি সাক্ষীরূপে অবস্থিত হইয়া গুণসৃষ্ট সুখ-দুঃখাদি দ্বারা বিচলিত হন না এবং গুণত্রয় স্বকার্য্য করিতেছে জানিয়া চঞ্চল হন না, তিনিই গুণাতীত। ২৩

মূলের অনুবাদ—যিনি দুঃখে ও সুখে সমভাবযুক্ত, আত্মস্বরূপে অবস্থিত

---

* যোঽনুতিষ্ঠতীতি বা পাঠঃ।

১ শুদ্ধ ইব বর্ততে।—নীলকণ্ঠ সূরী, অব পূর্বস্থিতিস্তেরাত্মনেপদে প্রযোক্তব্যে। কথং পরস্মৈপদম্?—আনন্দগিরি। ছন্দোভঙ্গভয়াৎ পরস্মৈপদ প্রয়োগ ইতি।—শংকরাচার্য্য।

মৃৎখণ্ড, পাষাণ ও সুবর্ণে সমজ্ঞানান্বিত, প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে তুল্যবুদ্ধিবিশিষ্ট, ধৈর্য্যশীল এবং নিন্দা ও প্রশংসাতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, তিনি গুণাতীত। ২৪

মূলের অনুবাদ—যিনি সম্মান ও অপমানে সমবোধ করেন, মিত্র ও শত্রুপক্ষে সমবুদ্ধিসম্পন্ন এবং দৃষ্টাদৃষ্টার্থ সর্ব কর্ম পরিত্যাগী, তিনি গুণাতীত[৩] বলিয়া কথিত হন। ২৫

শ্রীধরী টীকা—"স্থিতপ্রজ্ঞস্য কাভাষা" ইত্যাদিনা দ্বিতীয়াধ্যায়ে পৃষ্টমপি দত্তোত্তরমপি পুনর্বিশেষবুভুৎসয়া পৃচ্ছতীতি জ্ঞাত্বা প্রকারান্তরেণ তস্য লক্ষণাদিকং শ্রীভগবানুবাচ—প্রকাশংচেত্যাদিষড়্ভিঃ। তত্রৈকেন লক্ষণমাহ। প্রকাশংচেতি প্রকাশংচ সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্নিতি পূর্বোক্তং সত্ত্বকার্য্যং, প্রবৃত্তিংচ[১] রজঃ-কার্য্যং, মোহংচ তমঃকার্য্যম্। উপলক্ষণমেতৎ সত্ত্বাদীনাম্। সর্বাণপি কার্য্যাণি যথাযথং সম্প্রবৃত্তানি স্বতঃ প্রাপ্তানি সন্তি দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি, নিবৃত্তানি চ সন্তি সুখবুদ্ধ্যা ন কাঙ্ক্ষতি, গুণাতীতঃ[২] স উচ্যতে ইতি চতুর্থে-

৩ ত্রিগুণের অতীত হইলে মনোনাশ বা চিত্তক্ষয় ঘটে। গুণত্রয়ের সমবায়ে মন বা চিত্ত সৃষ্ট হয়। গুণরাজ্য অতিক্রান্ত হইলে চিত্ত লয় হয়। উক্ত মর্মে শাস্ত্র বলেন,

"চিত্তঃকারণমর্থানাং তস্মিন্ অস্তি জগৎ ত্রয়ম্।
তস্মিন্ ক্ষীণে জগৎ ক্ষীণং তৎ চিকিৎস্যং প্রযত্নতঃ॥

বিষয়ের কারণ চিত্ত। তাহাতেই ত্রিজগৎ বর্তমান রহিয়াছে। সেই চিত্ত ক্ষীণ হইলে দৃশ্য জগৎ ক্ষীণ হয়। সেই চিত্তক্ষয়ের চিকিৎসার্থ প্রযত্ন বিধেয়।

১ রজঃ কার্য্য প্রবৃত্তি দ্বিবিধা—অনুকূলা প্রতিকূলা চেতি। তত্র মূঢ়ো জাগরণে প্রতিকূল প্রবৃত্তিং দ্বেষ্টি, অনুকূল প্রবৃত্তিং কাংক্ষতি। গুণাতীতস্য তু অনুকূলা প্রতিকূলাধ্যাসাভাবা দ্বেষকাংক্ষেণ স্তু ইতি।—শংকরাচার্য্য।

২ টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরি মন্তব্য করেন, "সোঽয়ং নিত্যসমাধিস্থো ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠঃ যং প্রকৃত্য শ্রীভাগবতে স্মর্য্যতে "দেহং চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা সিদ্ধো ন পশ্যতি ইতি। অত্র বাসিষ্ঠে সপ্তযোগভূময় উক্তা—

জ্ঞানভূমি শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা সমুদাহৃতা। বিচারণা দ্বিতীয়া তু তৃতীয়া তনু-মানসা। সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাত্ততো সংসক্তিনামিকা। পদার্থাভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্যগা স্মৃতা, ইতি। তত্রষপোক্তা সাধনসংপৎ মুমুক্ষান্তা প্রথমা। শ্রবণমননাখ্য বিচারাত্মিকা দ্বিতীয়া। নিদিধ্যাসন রূপা তৃতীয়া। এতা সাধনভূময়ঃ। সত্তাপত্তির্ব্রহ্ম সাক্ষাৎকাররূপা চতুর্থী ফলভূতা যস্যাং যোগী কৃতার্থোঽপি জীবন্মুক্তি সুখং পূর্ণকং নানুভবতি। পরাস্তিস্রো জীবন্মুক্তেরবান্তরভেদাঃ। তত্রাপি পঞ্চম্যাং ভূমৌ স্বয়ং স্থিতঃ স্বয়মেব ব্যুত্তিষ্ঠতি। ষষ্ঠ্যাং পরপ্রযত্নেন সপ্তম্যাং তু ন স্বতঃ পরতো বা ব্যুত্তিষ্ঠতি।

নান্বয়ঃ। ২২ তদেবং স্বসংবেদ্যং তস্য লক্ষণমুক্ত্বা পরসংবেদ্যং তস্য লক্ষণং বক্তুং কিমাচার ইতি দ্বিতীয় প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—উদাসীনবদিতি ত্রিভিঃ। উদাসীনবৎ সাক্ষিতয়া আসীনঃ স্থিতঃ সন্ গুণৈর্গুণকার্যৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ যো ন বিচাল্যতে স্বরূপান্ন প্রচ্যবতে, অপি তু গুণা এব স্বকার্যেষু বর্ত্তন্তে, এতৈর্মম সম্বন্ধ এব নাস্তীতি বিবেকজ্ঞানেন যস্তূষ্ণীমবতিষ্ঠতি। পরস্মৈপদমার্ষম্। নেঙ্গতে ন চলতি। ২৩ অপি চ সমেতি। সমে সুখদুঃখে যস্য। যতঃ স্বস্থঃ স্বরূপ এব স্থিতঃ। অতএব সমানি লোষ্টাশ্মকাঞ্চনানি যস্য। তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃখ-হেতুভূতে যস্য। ধীরো ধীমান্। তুল্যা নিন্দা চ আত্মনঃ স্তুতিশ্চ যস্য।২৪ অপি চ মানাপমানয়োরিতি। মানে অপমানে চ তুল্যঃ, মিত্রপক্ষে অরিপক্ষে চ তুল্যঃ, সর্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থানারম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য। স এবম্ভূতাচার-যুক্তো গুণাতীত উচ্যতে। ২৫

টীকার অনুবাদ—দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫৪ শ্লোকে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে 'স্থিত প্রজ্ঞের কি লক্ষণ' ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করায় ভগবান তাহার উত্তরও দিয়াছিলেন। পুনরায় তাহা বিশেষরূপে জানিবার অভিপ্রায়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ইহা ভাবিয়া ভগবান প্রকারান্তরে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণাদি ছয় শ্লোকে বলিতেছেন। তন্মধ্যে এই এক শ্লোকে উহার লক্ষণ বলিতেছেন। প্রকাশ, সত্ত্বগুণের কার্য্য এই দেহের সর্বদ্বারে দেখা যায়। ইহা পূর্বে একাদশ শ্লোকে কথিত হইয়াছে এবং প্রবৃত্তি, রজোগুণের কার্য্য। আর মোহ, তমোগুণের কার্য্য। ইহার দ্বারা গুণত্রয়ের সর্বকার্য্য উপলক্ষিত। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের কার্য্যসমূহ যথাযথ সংপ্রবৃত্ত স্বতঃ প্রাপ্ত হইলে দুঃখবুদ্ধিতে যিনি দ্বেষ করেন না এবং নিবৃত্ত হইলে সুখবুদ্ধিতে আকাংক্ষা করেন না তিনিই গুণাতীত। এই রূপে চতুর্থ শ্লোকের সহিত ইহার অন্বয় হইবে। ২২

টীকার অনুবাদ—এইরূপে গুণাতীতের স্বসংবেদ্য (নিজবোধগম্য) লক্ষণ বলিয়া পরসংবেদ্য (অন্যের বোধগম্য) লক্ষণ– তাঁহার আচার কিরূপ—এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর তিন শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন। উদাসীনবৎ, সাক্ষীরূপে

আসীন, অবস্থিত হইয়া। তিন গুণ, তিনগুণের কার্য্য সুখ দুঃখাদি দ্বারা যিনি বিচলিত, আত্মস্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন না। সত্ত্বাদি গুণত্রয় স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। ইহাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই—এইরূপ বিবেক জ্ঞান দ্বারা যিনি মৌন ভাবে অবস্থান করেন, চঞ্চল হন না। অবতিষ্ঠতি এই ক্রিয়া পরস্মৈপদ ব্যবহার আর্ষ প্রয়োগ। ২৩

টীকার অনুবাদ—ভগবান আরও বলিতেছেন। সুখে ও দুঃখে যাঁহার সমান ভাব। যেহেতু স্বস্থ, আত্মস্বরূপেই অবস্থিত, অতএব লোষ্ট্রে, পাষাণে ও সুবর্ণে সমজ্ঞান যাঁহার। সুখ দুঃখের কারণভূত প্রিয় ও অপ্রিয় সম্বন্ধে তুল্য বুদ্ধি যাঁহার। ধীর, ধীমান্। এবং আত্মনিন্দা ও আত্মস্তুতিতে সমবোধ যাঁহার তিনিই গুণাতীত। ২৪

টীকার অনুবাদ—ভগবান আরও বলিতেছেন। যিনি সম্মানে ও অপমানে তুল্য আর মিত্রপক্ষে ও শত্রুপক্ষে সমভাব এবং সমস্ত দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বিষয়ে আরম্ভ, উদ্যম পরিত্যাগ করাই স্বভাব যাঁহার তিনি। উক্তরূপ আচারযুক্ত ব্যক্তিই ত্রিগুণাতীত কথিত হন। ২৫

মাংচ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ২৬
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—যঃ চ মাম্ অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে, সঃ এতান্ গুণান্ সমতীত্য ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ২৬

অন্বয়—[যস্মাৎ] অহং হি ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা [তথা] অব্যয়স্য অমৃতস্য চ শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য ঐকান্তিকস্য চ সুখস্য চ প্রতিষ্ঠা। ২৭

মূলের অনুবাদ—আর যিনি আমাকে ঐকান্তিক ভক্তিযোগসহকারে উপাসনা করেন, তিনি এই তিনগুণ সম্যক্‌রূপে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব[১] লাভের যোগ্য হন। ২৬

মূলের অনুবাদ—যেহেতু আমিই ব্রহ্মের প্রতিমা[২] বা ঘনীভূত ব্রহ্মমূর্তি, অব্যয় মোক্ষের প্রতিষ্ঠা, সনাতন ধর্মের আশ্রয় ও অখণ্ড আনন্দের উৎস, সেই হেতু মদ্ভক্তবৃন্দ নিঃসন্দেহে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ২৭

ভগবান ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে গুণত্রয় বিভাগযোগ নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

১ মহাভারতের শান্তি পর্বে ১৮৭ অধ্যায়ে আছে, আত্মা ত্রিগুণ সংযুক্ত হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ হন এবং ত্রিগুণ বিমুক্ত হইলে পরমাত্মা বলিয়া কীর্তিত হন। মনুষ্য সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন পূর্বক আত্মনিষ্ঠ ও ধ্যানমগ্ন হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হন। গুণত্রয় দেহ প্রাপ্তির মূলবীজ। সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিলে মোক্ষ মার্গ উদ্‌ঘাটিত হয়।

২ হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে ১৭২ অধ্যায়ে পাওয়া যায়—

তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্বং বিভজতে জগৎ।
মমৈব তদ্‌ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত॥

সেই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম সমস্ত জগৎকে বিভাগ করেন। হে ভারত (অর্জুন), সেই ঘন জ্যোতি আমারই তেজস্বরূপ জানিবে।

মহাভারতে শান্তিপর্বে ২৮০ অধ্যায়ে আছে, যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিতামহ, পুরাকালে সনৎ কুমার বৃত্রাসুরের নিকট যে নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন, এই কৃষ্ণই কি সেই ভগবান নারায়ণ? ভীষ্মদেব কহিলেন, "হে ধর্মরাজ, সেই সর্বাশ্রয় চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্ম অপরিসীম তেজ প্রভাবে নানা রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই মহাত্মা কেশব তাঁহারই অষ্টমাংশ স্বরূপ এবং এই ত্রিলোক তাঁহার অষ্টমাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রলয় কালে ইনি প্রলীন হন না, সলিল শয্যায় শয়ন করেন।

মহাভারতে শান্তিপর্বে ৩২৬ অধ্যায়ে বাসুদেব অর্জুনকে বলিতেছেন, পরমাত্মা সগুণ নির্গুণ। তাঁহার প্রসাদে ব্রহ্মা ও ক্রোধে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি অষ্টাদশ গুণযুক্ত সত্ত্বস্বরূপ ও আমার উৎপত্তিস্থান।

শ্রীধরী টীকা—কথংচৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্তত ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—মাংচেতি। চ শব্দোঽবধারণার্থঃ। মামেব পরমেশ্বরং শ্রীনারায়ণমব্যভিচারেণ একান্তেন ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে, স এতান্ গুণান্ সমতীত্য সম্যগতিক্রম্য ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি। ২৬

শ্রীধরী টীকা—তত্র হেতুমাহ—ব্রহ্মণোহীতি। হি যস্মাৎ ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা প্রতিমা, ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহম্। যথা ঘনীভূতঃ প্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডল তদ্বদেবেত্যর্থঃ। তথা অব্যয়স্য নিত্যস্য অমৃতস্য মোক্ষস্য চ নিত্যমুক্তত্বাৎ। তথা তৎসাধনস্য শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য, শুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বাৎ। তথা ঐকান্তিকস্য অখণ্ডিতস্য সুখস্য চ প্রতিষ্ঠাহং, পরমানন্দরূপত্বাৎ। অতো মৎসেবিনো মদ্ভাবস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাদ্ যুক্তমেবোক্তং 'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত' ইতি। ২৭

কৃষ্ণাধীন গুণাসঙ্গ প্রসঞ্জিতভবাম্বুধিম্।
সুখং তরতি তদ্ভক্ত ইত্যভাষি চতুর্দশে॥ *

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীধর স্বামিকৃতটীকায়াং সুবোধিন্যাং চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

টীকার অনুবাদ—কিরূপে এই তিনগুণ অতিক্রম করা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিতেছেন। এই শ্লোকস্থ চ শব্দের অর্থ অব-ধারণ। আমাকেই, পরমেশ্বরকে অব্যভিচার, একান্ত ভক্তিযোগদ্বারা যিনি সেবা করেন, তিনি এই তিনগুণ সম্যক্‌রূপে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব বা মোক্ষলাভে সমর্থ হন। ২৬

টীকার অনুবাদ—ইহার কারণ ভগবান বলিতেছেন। যেহেতু আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা প্রতিমা, আমি ঘনীভূত ব্রহ্মমূর্তি। ইহার অর্থ, যেমন সূর্য্যমণ্ডল ঘনীভূত জ্যোতিঃপ্রকাশ, তদ্রূপ আমিও (অবতার ও) ঘনীভূত ব্রহ্মমূর্তি। আমি নিত্যমুক্ত বলিয়া নিত্য অমৃতের, মোক্ষের প্রতিষ্ঠা। শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ বলিয়া আমি মোক্ষের সাধনরূপে শাশ্বত ধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং ঐকান্তিক, অখণ্ডিত সুখেরও আশ্রয়, আমি পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া।

অতএব মৎসেবকগণের মদ্ভাবপ্রাপ্তির অবশ্যম্ভাবিত্বনিমিত্ত তাঁহারা ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন। ইহা যুক্তিযুক্তই বলা হইয়াছে। ২৭

শ্রীকৃষ্ণের অধীন সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রতি আসক্তি দ্বারা প্রসঞ্জিত (সংঘটিত) এই যে ভবসাগর তাহা কৃষ্ণভক্তগণ অনায়াসে উত্তীর্ণ হন। ইহাই ভগবান চতুর্দশ অধ্যায়ে বলিলেন।

শ্রীধর স্বামীকৃত সুবোধিনী টীকার চতুর্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তম যোগ

শ্রীভগবান্ উবাচ

ঊর্দ্ধমূলমধঃ শাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥২

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥৩

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥৪

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, ঊর্দ্ধমূলম্ অধঃশাখম্ অব্যয়ম্ অশ্বত্থং প্রাহুঃ, ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি তং যঃ বেদ সঃ বেদবিৎ। ১

অন্বয়—তস্য গুণপ্রবৃদ্ধাঃ বিষয়প্রবালাঃ শাখাঃ অধঃ ঊর্দ্ধং চ প্রসৃতাঃ, মনুষ্যলোকে কর্মানুবন্ধীনি মূলানি অধঃ চ অনুসন্ততানি। ২

ইহ অস্য রূপং ন উপলভ্যতে, তথা ন অন্তঃ, ন আদিঃ ন চ সম্প্রতিষ্ঠা [উপলভ্যতে]। ৩

অন্বয়—এনং সুবিরূঢ়মূলম্ অশ্বত্থং দৃঢ়েন অসঙ্গশস্ত্রেণ ছিত্ত্বা ততঃ তৎপদং পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতাঃ ভূয়ঃন নিবর্তন্তি, যতঃ এষা পুরানী প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা, তং এব চ আদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে। ৪

মূলের অনুবাদ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এই সংসাররূপ অশ্বত্থের মূল ঊর্ধে ও শাখা অধোদিকে বিস্তৃত। জ্ঞানিগণ এই সংসার বৃক্ষকে অনাদি বলিয়া থাকেন। বেদসমূহ এই অশ্বত্থের পত্রাবলী। যিনি এই সংসার বৃক্ষকে[১] জানিতে পারেন, তিনিই বেদবেত্তা হন। ১

মূলের অনুবাদ—এই সংসার বৃক্ষে বিষয়রূপ পল্লবসমূহ ত্রিগুণ প্রভাবে

---

১ কঠশ্রুতিতে আছে, "ঊর্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।" পুরাণও বলেন—

অব্যক্ত মূল প্রভবস্তস্যৈবানুগ্রহোত্থিতঃ।
বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ॥
মহাভূতবিশাখশ্চ বিষয়ৈঃ পত্রবাংস্তথা।
ধর্মাধর্মসুপুষ্পশ্চ সুখদুঃখ ফলোদয়ঃ॥
আজীব্যঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ।
এতদ্ ব্রহ্মবনং চৈব ব্রহ্মা চরতি নিত্যশঃ॥
এতচ্ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ জ্ঞানেন পরমাঽসিনা।
ততশ্চাত্মরতিং প্রাপ্য যস্মান্নাবর্ততে পুনঃ॥

অব্যক্ত বা অব্যাকৃত বা মায়োপাধিক ব্রহ্ম এই সংসার বৃক্ষের মূল বা কারণ। এই অব্যক্তের অনুগ্রহে উক্ত বৃক্ষ বর্ধিত হইয়াছে। বৃক্ষের শাখা স্কন্ধদেশ হইতে উৎপন্ন হয়। সংসাররূপ বৃক্ষের নানাবিধ পরিণাম বুদ্ধি হইতেই ঘটে। সেই সাধর্ম্য হেতু বুদ্ধিই ইহার স্কন্ধ। ইন্দ্রিয়ের ছিদ্রসমূহই ইহার কোটর। আকাশাদি পঞ্চভূত ইহার শাখা, রূপ রসাদি পঞ্চ বিষয় ইহার পত্র, সুখ ও দুঃখ ইহার ফল, পরমাত্মা কর্তৃক অধিষ্ঠিত বলিয়া সংসারকে ব্রহ্মবৃক্ষ বলা হয়। আত্মজ্ঞান ব্যতীত ইহা সংছিন্ন হয় না বলিয়া ইহা সনাতন। এই সনাতন ব্রহ্ম বৃক্ষ সর্বশ্রেণীর উপজীব্য। এই ব্রহ্মবন জীবরূপী ব্রহ্মের ভোগ্য, আবার ব্রহ্ম এই বৃক্ষে জীবকে ফল ভোগ করিতে দেখেন। অথচ স্বয়ং ফল ভোগে নির্লিপ্ত থাকেন। এই সংসারবৃক্ষরূপ সংছেদনাস্ত্রে 'আমি ব্রহ্ম' এই দৃঢ়জ্ঞান দ্বারা ইহাকে কর্তন করিয়া আত্মরতি, আত্মক্রীড় হওয়াই মোক্ষ। মোক্ষলাভ করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। "আদাবন্তেঽপি যন্নাস্তি বর্তমানেঽপি তত্তথা।" যাহার আদি বা অন্ত নাই তাহা বর্তমানেও নাই। ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হইলে সংসারের নশ্বরত্ব উপলব্ধ হয়।

সমৃদ্ধ এবং উক্তরূপ পল্লবযুক্ত শাখাসমূহ অধঃ ও উর্ধদেশে বিস্তৃত। মর্তলোকে ধর্মাধর্মরূপ মূলসমূহ নিম্ন দিকেই বিশেষভাবে প্রসারিত হইয়াছে। এই সংসারে উক্ত বৃক্ষের স্বরূপ উপলব্ধ হয় না এবং উহার আদি বা অন্ত বা স্থিতি জানা যায় না। এই সুদৃঢ়মূল অশ্বত্থকে[১] তীব্র বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা ছেদনপূর্বক ব্রহ্মকে জানিতে হয়। ২—৩

মূলের অনুবাদ—সংসারে বৈরাগ্য লভান্তে সেই ব্রহ্মপদ অনুসন্ধান করিতে হইবে। উল্লিখিত ব্রহ্মপদে প্রবিষ্ট হইলে পুনরায় ইহলোকে পুনর্জন্ম হয় না। 'আমি সেই আদি পুরুষের শরণ গ্রহণ করিতেছি' এই বুদ্ধিতে সম্যক আরূঢ় হইয়া ব্রহ্মপদ অন্বেষণ করিতে হইবে। উক্ত ব্রহ্ম হইতেই এই চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে।৪

শ্রীধরীটীকা—"বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ স্ফুটম্।
বৈরাগ্যোপস্কৃতং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেঽদিশৎ॥"

পূর্বাধ্যায়ান্তে 'মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে' ইত্যাদিনা পরমেশ্বরমেকান্তভক্ত্যা ভজতস্তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবো ভবতি ইত্যুক্তং, নচৈকান্তভক্তির্জ্ঞানং বাঽবিরক্তস্য সম্ভবতীতি বৈরাগ্যপূর্বকং জ্ঞানমুপদেষ্টু-কামঃ প্রথমং তাবৎ সার্ধশ্লোকাভ্যাং সংসার স্বরূপং বৃক্ষরূপকালঙ্কারেণ বর্ণয়ন্—শ্রীভগবানুবাচ ঊর্দ্ধমূলমিতি। ঊর্দ্ধমুত্তমঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যামুৎকৃষ্টঃ পুরুষোত্তমো মূলং যস্য তম্। অধ ইতি ততোঽর্বাচীনাঃ কার্যোপাধয়ো হিরণ্যগর্ভাদয়ো গৃহ্যন্তে, তে তু শাখা ইব শাখা যস্য তম্। বিনশ্বরত্বেন শ্বঃ প্রভাতপর্যন্তমপি ন স্থাস্যতীতি বিশ্বাসানর্হত্বাদশ্বত্থং প্রাহুঃ। প্রবাহরূপেণা-

১ নশ্বোঽপি স্থাতেঽশ্বত্থঃ। তং ক্ষণপ্রধ্বংসিনমশ্বত্থম্। যদ্বা বিনশ্বরত্বেন শ্বঃ প্রভাতপর্যান্তমপি স্থাস্যতীতি বিশ্বাসানর্হত্বাদশ্বত্থং প্রাহুঃ। শ্ব বা প্রভাত পর্যান্ত থাকিবে কিনা তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অশ্বত্থ ক্ষণস্থায়ী, আজ আছে, কাল থাকিবে না বা কাল ছিল, আজ নাই। এই জগদ্বৃক্ষের স্থিতিকাল ব্রহ্মার রাত্রিকালে এই বৃক্ষ নষ্ট বা লীন হয়। ব্রহ্মার একদিনের পরবর্তী প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ইহা থাকে না। আবার ব্রহ্মার নিদ্রাভঙ্গে প্রাতঃকালে পুনরায় উৎপন্ন হয়।

বিচ্ছেদাদব্যয়ং চ প্রাহু "ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্—শাখ[১] এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" ইত্যাদ্যা শ্রুতয়ঃ। ছন্দাংসি[২] বেদা যস্য পর্ণানি, ধর্মাধর্মপ্রতিপাদনদ্বারেণ ছায়াস্থানীয়ৈঃ কর্মফলৈঃ সংসারবৃক্ষস্য[৩] সর্বজীবাশ্রয়নীয়ত্বাপাদনাৎ পর্ণস্থানীয়া বেদাঃ। যস্তমেবম্ভূতমশ্বত্থং বেদ স এব বেদার্থবিৎ। সংসার প্রপঞ্চবৃক্ষস্য মূলমীশ্বরঃ শ্রীনারায়ণঃ, ব্রহ্মাদয়স্তদংশাঃ শাখাস্থানীয়াঃ, স চ সংসারবৃক্ষো বিনশ্বরঃ প্রবাহরূপেণ 'নিত্যশ্চ বেদোক্তৈঃ কর্মভিঃ সেব্যতা-মাপাদিতশ্চ ইত্যেতাবানেব হি বেদার্থঃ। অতএব বিদ্বান্ বেদবিদিতি স্তূয়তে। ১

শ্রীধরীটীকা—কিংচ অধশ্চেতি। হিরণ্যগর্ভাদয়ং কার্যেপগাধায়ো জীবাঃ শাখাস্থানীয়ত্বেনোক্তাঃ তেষু চ যে দুষ্কৃতিনস্তেঽধঃ পশ্বাদিযোনিষু প্রসৃতাঃ

---

১ ভাষ্যকার শংকরাচার্য্য বলেন, যথা বৃক্ষস্য পরিরক্ষণার্থানি পর্ণানি তথা বেদাঃ সংসারবৃক্ষ পরিরক্ষণার্থা ধর্মাধর্ম তদ্ধেতু ফলপ্রকাশনর্থাত্বাৎ। ইহার অর্থ, যেরূপ পত্রসমূহ বৃক্ষের রক্ষার হেতু হয়, তদ্রূপ ঋগাদি বেদত্রয় সংসার বৃক্ষের পরিরক্ষক। যেহেতু বেদদ্বারাই ধর্ম ও অধর্মের কারণ ও ফল প্রকাশিত হইয়া থাকে। সংসার অশ্বত্থ।

২ এই সংসার বৃক্ষ অধঃশাখা। ইহার শাখাসমূহ অধোদিকে বিস্তৃত। স্বর্গ, নরক, তির্যাক্ ও প্রেতাদি দেহ প্রাপ্তিরূপ শাখাসমূহ দ্বারা ইহা অবাক্শাখঃ। ভূঃ, ভুব, স্বঃ, মহ, জন, তপঃ ও সত্য এই সপ্তলোকের অধিবাসী ব্রহ্মাদি ভূতরূপ পক্ষিগণ এই সংসাররূপ অশ্বত্থে নীড় নির্মাণ করিয়াছেন। যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাহা আছে এই ভাণ্ডে। এই বৃক্ষাকার কলেবর ব্রহ্মাণ্ড সদৃশ। যেমন সংসার অশ্বত্থ ঊর্দ্ধমূল তেমনি এই দেহবৃক্ষও ঊর্দ্ধমূল ও অধঃশাখ। এই দেহবৃক্ষের মূল শিরোদেশে মেরুশিখরে বা সহস্রারে অবস্থিত। শিবসংহিতায় ১ দ্বিতীয় পটলে আছে—

দেহেঽস্মিন্ বর্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপ সমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্বাণি দেহতঃ॥

৩ গীতা ভাষ্যের টীকাকার আনন্দগিরি মন্তব্য করেন—"অব্যক্তব্যাকৃতঃ তদেব মূলঃ তস্মাৎ প্রভবনং প্রভাবা যস্য স তথা তস্যৈব মূলস্যাব্যক্তস্যানুগ্রহাদতিদৃঢ়ত্বাদুত্থিতঃ সংবর্ধিতঃ। বৃক্ষস্য হি শাখাঃ স্কন্ধাৎউদ্ভবন্তি সংসারস্য চ বুদ্ধেঃ সকাশাৎ নানাপরিণামা জায়ন্তে তেন বুদ্ধিরেব স্কন্ধস্তন্ময়স্তৎ

বিস্তারং গতাঃ, সুকৃতিনশ্চোর্দ্ধং দেবাদিযোনিষু প্রসৃতাঃ, তস্য সংসারবৃক্ষস্য শাখাঃ কিংচ গুণৈঃ সত্ত্বাদিবৃত্তিভির্জলসেচনৈরিব যথাযথং প্রবৃদ্ধা বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ। কিংচ বিষয়া রূপাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবস্থানীয়া যাসাং তাঃ,প্রশাখাস্থানীয়াভীরিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ সংযুক্তত্বাৎ। কিংচ অধশ্চ চ শব্দাৎ উর্দ্ধং চ মূলানি অনুসন্ততানি বিরূঢ়ানি। মুখ্যং মূলমীশ্বর এক এব। ইমানি অবান্তরমূলানি তত্তদ্ভোগ বাসনালক্ষণানি। তেষাং কার্য্যমাহ। মনুষ্যলোকে কর্মানুবন্ধীনি কর্মএবানুবন্ধি অনন্তরভাবি যেষাং তানি উর্দ্ধাধোলোকেষু যদুপভুক্তং তত্তদ্ভোগবাসনাদিভির্হি কর্মক্ষয়েণ মনুষ্যলোকং প্রাপ্তানাং তত্তদনুরূপেষু কর্মসু প্রবৃত্তির্ভবতি। এতস্মিন্নেব হি কর্মাধিকারো নান্যেষু লোকেষু। অতো মনুষ্যলোক[১] ইত্যুক্তম্।২

শ্রীধরী টীকা—কিংচ ন রূপমিতি। ইহ সংসারে স্থিতৈঃ প্রাণিভিরস্য সংসারবৃক্ষস্য তথা উর্দ্ধমূলত্বাদিপ্রকারেণ রূপং নোপলভ্যতে। ন চান্তোঽবসানমপর্য্যন্তত্বাৎ। ন চাদিরনাদিত্বাৎ। ন চ সম্প্রতিষ্ঠা স্থিতিঃ কথং তিষ্ঠতীতি নোপলভ্যতে। যস্মাদেবম্ভূতোঽয়ং সংসারবৃক্ষো

প্রচুরোঽয়ং সংসারতরুরিন্দ্রিয়াণামন্তরাণি ছিদ্রানি কোটরানি যস্য স তথা। মহান্তি ভূতানি পৃথিব্যাদীন্ আকাশান্তানি বিশাখাঃ স্তম্ভাঃ যস্য স তথা। আজীব্যস্তমুপজীব্যোঽয়ং ব্রহ্মণাধিষ্ঠিতো বৃক্ষো ব্রহ্মবৃক্ষস্তথাপি জ্ঞানং বিনা ছেত্তুমশক্যতয়া সনাতনঃ চিরন্তনঃ। এতচ্চ ব্রহ্মণঃ পরস্যাত্মনো বনং বননীয়ং সংভজনীয়মত্র হি ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিতং বৃক্ষস্য তস্য সংসারাখ্যস্য তদেব ব্রহ্ম সারভূতমথবাস্য অনবচ্ছিন্নস্য সংসারমণ্ডলস্য তদেতৎ ব্রহ্মবনমিব বনং বননীয়ং সংভজনীয়ং ন হি ব্রহ্মাতিরিক্তং সংসারস্যাস্পদমস্তি ব্রহ্মৈব অবিদ্যায়া সংসরতি ইতি অভ্যুপগমাৎ ইত্যর্থঃ। অহং ব্রহ্মেতি দৃঢ়জ্ঞানেনোক্তং সংসারবৃক্ষং ছিত্বা প্রতিবন্ধকাভাবাৎ আত্মনিষ্ঠো ভূত্বা পুনরাবৃত্তিরহিতং কৈবল্যং প্রাপ্নোতি"।

১ বিশেষতঃ অত্র হি মনুষ্যাণাং কর্মাধিকার প্রসিদ্ধঃ।—শংকরাচার্য্য। কর্মবৃৎপত্ত্যা প্রাণিনিকায়ো লোকঃ। মনুষ্য চাসৌ লোকশ্চেতি অধিকৃতো ব্রাহ্মণাদি বিশিষ্টো দেহো মনুষ্যলোকঃ—আনন্দগিরি। লোক্যতে ইতি লোকঃ মনুষ্যাণাং লোকঃ মনুষ্যলোকঃ ভূর্লোক ইতি বা—ভাষ্যোৎকর্ষ দীপিকা।

দুরুচ্ছেদ্যোঽনর্থকরশ্চ, তস্মাদেনং দৃঢ়েন বৈরাগ্যেণ শস্ত্রেণ ছিত্ত্বা তত্ত্বজ্ঞানে যতেতেত্যাহ—অশ্বত্থমেনমিতি সার্দ্ধেন। এনমশ্বত্থং সুবিরূঢ়মূলম্ অত্যন্ত বদ্ধমূলং সন্তম্ অসঙ্গঃ সঙ্গরাহিত্যম্ অহংমমতাত্যাগস্তেন শস্ত্রেন দৃঢ়েণ সম্যগ্বিচারেণ ছিত্ত্বা পৃথক্কৃত্য।৩

শ্রীধরীটীকা—তত ইতি। ততস্তস্যমূলভূতং তৎপদং বস্তু বৈষ্ণবং পদং পরিমার্গিতব্যম্ অন্বেষ্টব্যম্। কীদৃশম্? যস্মিন্ গতা যৎপদং প্রাপ্তা সন্তো ভূয়ো ন নিবর্ত্তন্তি। নাবর্তন্ত ইত্যর্থঃ। অন্বেষণ প্রকারমেবাহ। যত এষা পুরাণী চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তিং প্রসৃতা বিস্তৃতা 'তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে' শরণং ব্রজামি ইত্যেবমেকান্তভক্ত্যা অন্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ।৪

টীকার অনুবাদ—বৈরাগ্য ব্যতীত জ্ঞান বা ভক্তি হয় না—ইহা স্ফুট, ব্যক্ত হইল। এই জন্য ভগবান পঞ্চদশ অধ্যায়ে বৈরাগ্য সহিত জ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন। পূর্ব অধ্যায়ের শেষে উক্ত হইয়াছে যে, ঈশ্বরের নৈষ্ঠিকী ভক্তি দ্বারা ভজনশীল ব্যক্তিগণ তৎ কৃপায় প্রাপ্ত জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মভাব লাভ করেন, আমাকে অব্যভিচারী ভক্তিযোগ দ্বারা যাহারা সেবা করে ইত্যাদি বাক্যে। কিন্তু অবিরক্ত বৈরাগ্যহীন ব্যক্তির শ্রদ্ধা ভক্তি বা শুদ্ধ জ্ঞান লাভ অসম্ভব বলিয়া বৈরাগ্যপূর্বক জ্ঞানের উপদেশ দানের ইচ্ছা প্রথমতঃ সার্ধ শ্লোক দ্বারা সংসাররূপ বৃক্ষকে রূপকালঙ্কারে বর্ণনা করিয়া ভগবান বলিতেছেন, এই সংসারবৃক্ষ ঊর্ধমূল[১]। ঊর্ধ, উত্তম ক্ষর ও অক্ষর

১ শ্রীরামদয়াল মজুমদার সম্পাদিত গীতায় ঊর্ধমূল শব্দের এই ছয় প্রকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।—(১) ভাষ্যকার শংকরাচার্য্য বলেন, কাল হইতে ও সূক্ষ্মত্ব কারণত্ব, নিত্যত্ব, ও মহত্ত্ব হেতু ঊর্ধ অর্থে অব্যক্ত মায়া শক্তিমান ব্রহ্ম। ইহা কারণ বলিয়া কাল হইতেও সূক্ষ্ম, আবার কার্যাপেক্ষা নিয়ত পূর্বভাবি বলিয়া ইহা কারণ। সুতরাং মায়াশক্তিযুক্ত ব্রহ্মই সংসারবৃক্ষের মূল। কঠশ্রুতিতেও সংসার বৃক্ষকে ঊর্ধমূল, নিম্নশাখ ও সনাতন অশ্বত্থ বলিয়াছে। ইহার দ্বিতীয় অর্থ মধুসূদন সরস্বতী এইরূপ করিয়াছেন। স্বপ্রকাশ পরমানন্দরূপ বলিয়া ব্রহ্মই উৎকৃষ্ট মূল কারণ, অথবা সর্বদা বাধ সত্ত্বেও অবাধিত বলিয়া ঊর্ধ। সমস্ত জগৎভ্রমের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই মায়াযোগে এই সংসার বৃক্ষের মূল।

পুরুষদ্বয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরুষোত্তম মূল যাহার তাহাকে। অধঃ, অর্বাচীন, কার্যোপাধিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি গৃহীত। ইহারা বৃক্ষের তুল্য শাখা যাহার তাহাকে অশ্বত্থ বলে। উহা নশ্বর বলিয়া শ্ব, আগামী প্রভাত পর্যন্তও থাকিবে না, এইজন্য বিশ্বাসের অযোগ্য। প্রবাহরূপে ইহার বিচ্ছেদ না থাকায় এই সংসারকে অব্যয় বলে। কঠোপনিষদে (২।৩) আছে, এই সংসাররূপ অশ্বত্থ ঊর্ধ্বমূল, অধঃশাখ ও সনাতন। উক্ত মর্মে অন্যান্য শ্রুতিবাক্যও পাওয়া যায়। ছন্দসমূহ,[১] বেদসমূহ পর্ণ যাহার তাহা। ধর্ম

ইহার তৃতীয় অর্থ নীলকণ্ঠ সূরী মতে এইরূপ, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই ভূতসমূহ জন্মিতেছে।—শ্রুতিপ্রসিদ্ধ মানুষ আনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর শতগুণে বর্ধিত আনন্দ সোপান পংক্তির উপরিস্থিত পরমানন্দরূপ অদ্বয় ব্রহ্মই ঊর্ধ্ব। ইহাই সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল কারণ বলিয়া সংসার বৃক্ষ ঊর্ধ্বমূল।

চতুর্থ অর্থ শ্রীধর স্বামীর টীকায় প্রদত্ত। পঞ্চম অর্থ ভাষ্যকার রামানুজ এইভাবে দিয়াছেন। সর্বলোকের উপরে অধিষ্ঠিত চতুর্মুখ ব্রহ্মাই সংসারের আদি বা স্রষ্টা বলিয়া সংসার বৃক্ষের ঊর্ধ্বমূলত্ব।

ষষ্ঠ অর্থ বলদেব বিদ্যাভূষণ কর্তৃক প্রদত্ত। ঊর্ধ্বে সর্বোপরি সত্যলোক প্রধান বীজোথ প্রথম প্ররোহরূপ মহত্তত্ত্বাত্মক চতুর্মুখ ব্রহ্মারূপ মূল যাহার তাহাই ঊর্ধমূল। তাঁহার মতে ঊর্ধ অর্থে সত্যলোক এবং প্রধান অর্থে অব্যক্ত। সুতরাং সত্যলোকে অব্যক্তরূপ বীজ হইতে উত্থিত প্রথম অঙ্কুর মহত্তত্ত্ব ও মহত্তত্ত্বাত্মক চতুর্মুখ ব্রহ্মাই ইহার মূল। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে ভগবান রামচন্দ্র স্থূলদেহকে কর্মবৃক্ষ বলিয়াছেন। এই কর্মবৃক্ষ সংসার কাননে উৎপন্ন হয়। হস্তপদাদি ইহার শাখা। প্রাক্তন কর্ম এই দেহ বৃক্ষের মূল বীজ; সুখ দুঃখ ইহার ফল। অল্পকালের জন্য এই বৃক্ষ যৌবন শোভায় মনোহর হয়। বার্ধক্য কুসুমে ইহা বিকশিত হইয়া থাকে। প্রতিক্ষণে ইহা কালরূপ উদ্ধত মর্কট দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। নিদ্রারূপ হেমন্ত ঋতুতে ইহার স্বপ্নরূপ পত্র সমূহ সংকুচিত হয়। বার্ধক্য রূপ শরৎকালে এই দেহ বৃক্ষের পত্রসমূহ ঝরিয়া পড়ে। সর্বচেতন ব্রহ্মমূল এবং ব্রহ্মের আর মূল নাই। কারণ ব্রহ্ম অনাখ্য, অনন্ত, শুদ্ধ ও সত্যস্বরূপ। পদ্মপুরাণ বলেন, "অশ্বত্থরূপ ভগবান বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।" ইহার অর্থ, পার্বতীর অভিসম্পাতে বিষ্ণু অশ্বত্থরূপ ধারণ করিয়াছিলেন এইজন্য গীতাতেও ভগবান বলিয়াছিলেন "বৃক্ষ সমূহের মধ্যে আমি অশ্বত্থ।"

১ শ্রুতি বলেন, বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকাম ঐন্দ্রমেকাদশ কপালং নির্বপেৎ প্রজাকাম।

ও অধর্ম প্রতিপাদন দ্বারা, ছায়াস্থানীয় কর্মফল সমূহ দ্বারা সংসারবৃক্ষ সর্বজীবের আশ্রয়নীয় রূপে প্রতিপাদন করে বলিয়া বেদসমূহ সংসারবৃক্ষের পর্ণস্থানীয়। যিনি সেই এবম্ভূত অশ্বত্থকে জানেন তিনিই বেদার্থজ্ঞ। সংসার প্রপঞ্চরূপ বৃক্ষের মূল ঈশ্বর, শ্রীনারায়ণ। তাঁহার অংশ ব্রহ্মাদি উহার শাখাস্থানীয়। সেই সংসারবৃক্ষ বিশেষরূপে নশ্বর ও প্রবাহরূপে অনন্ত ও বেদবিহিত কর্ম দ্বারা উহার সেব্যত্ব প্রতিপাদিত হয়; ইহাই বেদার্থ বা তাৎপর্য। অতএব, এইরূপ জ্ঞানযুক্ত পুরুষই বেদবিৎরূপে স্তুত হন। ১

টীকার অনুবাদ—আরও ভগবান বলিতেছেন, হিরণ্যগর্ভাদি কার্যোপাধিবিশিষ্ট জীবগণ শাখাস্থানীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা দুস্কৃতিশালী তাহারা অধঃশাখা, পশ্বাদিনিম্নযোনিসমূহে প্রসৃত, বিস্তার প্রাপ্ত। আর যাহারা সুকৃতিসম্পন্ন তাহারা ঊর্ধশাখা, দেবাদি উচ্চ যোনিতে প্রসৃত, বিস্তৃত। তাহারাও সংসারবৃক্ষের শাখা। উক্ত শাখাসমূহ সত্বাদিগুণের বৃত্তিরূপ জড় চেতন দ্বারা যথাযথরূপে প্রবৃদ্ধ, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে আর শাখাগ্রস্থানীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহের সহিত সংযুক্ত বলিয়া রূপরসাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ প্রবাল, কিশলয় বা নবপল্লব স্বরূপ। এই স্থলে অধঃ শব্দে যুক্ত চ শব্দ দ্বারা ঊর্ধভাগে ও মূলসকল অনুসন্তত, সুবিরূঢ় বা সুবিস্তৃত। ঈশ্বরই এই বৃক্ষের মুখ্য মূল। কিন্তু এই অন্তরাল, অবান্তরমূলগুলিই ভোগবাসনা স্বরূপ। তাহাদের কার্য্য ভগবান বলিতেছেন—নরলোকে কর্মমাত্রেই অনুবন্ধি, উত্তরকাল ভাবি যাহাদের তাহারা। এই মূলগুলি অনুবদ্ধ, উত্তর ফল কর্ম। সমস্ত ঊর্ধলোকে ও অধলোকে উপভুক্ত ভোগনিচয় তত্তৎ ভোগবাসনা দ্বারা কর্মক্ষয়ে নরলোক প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সেই সেই

ইহার অর্থ, ঐশ্বর্য্যকামী পুরুষ বায়ু দৈবত, শ্বেত ছাগদ্বারা যজ্ঞ করিবেন। প্রজাকামী পুরুষ ইন্দ্র দৈবত একাদশ কপালাত্মক যজ্ঞ করিবেন। এই সকল কর্ম প্রতিপাদক বেদবাক্য সংসারবর্ধক বলিয়া ইহার সংসার বৃক্ষের পর্ণস্বরূপ।—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। ভাষ্যকার রামানুজ বলেন বেদো হি সংসার বৃক্ষস্য ছেদনোপায়ং বদতি। ছেত্তস্য বৃক্ষস্য স্বরূপজ্ঞানং ছেদনোপায় জ্ঞানোপযোগীতি বেদবিদিত্যুচ্যতে।

বাসনারূপ কর্মে প্রবৃত্তি জন্মে। ইহার অর্থ, উর্ধলোকে ও অধলোকে সেই সেই ভোগবাসনা উপভোগ করিয়া আবার যখন তাহারা মর্তলোকে জন্মগ্রহণ করে, তখন সেই সেই বাসনারূপ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। একমাত্র মর্তলোকেই কর্মাধিকার আছে, অন্য লোকে নাই। সেই জন্য মর্ত্য-লোকের কথাই ভগবান বলিলেন।২

টীকার অনুবাদ—শ্রীভগবান আরও বলিতেছেন, এই সংসারে অবস্থিত প্রাণিগণ দ্বারা এই সংসারবৃক্ষের উর্ধমূলত্বাদি প্রকারে যে স্বরূপ তাহা উপলব্ধ হয় না। এবং ইহার অন্ত, অবসান উপলব্ধ হয় না, যেহেতু সংসার অপর্য্যন্ত, অন্তহীনা ইহার আদিও উপলব্ধ হয় না, যেহেতু সংসার অনাদি। এবং ইহার সম্প্রতিষ্ঠা, স্থিতি অর্থাৎ কি ভাবে ইহা আছে তাহাও উপলব্ধ হয় না। যেহেতু উক্তরূপ সংসারবৃক্ষ দুরবচ্ছেদ্য ও অনর্থকর, সেই হেতু ইহাকে দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভে প্রযত্ন কর। ইহাই সার্ধশ্লোকদ্বারা ভগবান বলিতেছেন। এই অশ্বত্থ সুবিরূঢ়মূল অত্যন্ত বদ্ধমূল বলিয়া অসঙ্গ, সঙ্গরাহিত্য, আমিও আমার ভাব ত্যাগরূপ দৃঢ়শস্ত্র সম্যক বিচার দ্বারা ছেদন, পৃথক্ করিতে হইবে।৩

টীকার অনুবাদ—তদনন্তর সেই সংসারের মূলভূত তৎ পদ, বিষ্ণুপদ বা ব্রহ্মপদ বা শিবপদ অন্বেষণ করিতে হইবে। সেই বিষ্ণুপদ কিরূপ? যে পদ প্রাপ্ত হইলে পুনরায় সংসারে আবর্তন করিতে হয় না ইহাই ভাবার্থ। উক্ত পদ অন্বেষণের উপায় ভগবান বলিতেছেন। যাহা হইতে এই পুরানী, চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি প্রসৃত, বিস্তৃত হইয়াছে, সেই আদি পুরুষের প্রপন্ন হইলাম, শরণ লইলাম। এইরূপ একান্ত ভক্তি সহকারে সেই বিষ্ণুপদ অন্বেষণ করিতে হইবে। ইহাই তাৎপর্য্য।৪

নির্মানমোহাঃ জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ*
গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫

অন্বয়—নির্মানমোহাঃ জিতসঙ্গদোষাঃ অধ্যাত্মনিত্যাঃ বিনিবৃত্তকামাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ বিমুক্তাঃ অমূঢ়াঃ তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি। ৫

মূলের অনুবাদ—যে বিবেকী পুরুষগণ মানমুক্ত, মোহশূন্য ইন্দ্রিয়াসক্তি-বর্জিত, আত্মচিন্তায় সমাহিত ও কামনারহিত সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বাতীত, তাঁহারাই এই ব্রহ্মপদ[১] প্রাপ্ত হন। ৫

শ্রীধরী টীকা—তৎ প্রাপ্তৌ সাধনান্তরানি দর্শয়ন্নাহ নির্মানেতি। নির্গতৌ মানমোহৌ অহঙ্কারমিথ্যাভিনিবেশৌ যেভ্যস্তে, জিতঃ পুত্রাদিসঙ্গরূপো দোষো যৈস্তে, অধ্যাত্মে আত্মজ্ঞানে নিত্যাঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ বিশেষণ নিবৃত্তঃ কামো যেভ্যস্তে সুখদুঃখহেতুত্বাৎ সুখদুঃখসংজ্ঞানি শীতোষ্ণাদীনি দ্বন্দ্বানি তৈর্বিমুক্তা, অতএবামূঢ়াঃ নিবৃত্তাবিদ্যাঃ সন্তস্তদব্যয়ং পদং বৈষ্ণবং গচ্ছন্তি।৫

টীকার অনুবাদ—ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনান্তর সমূহ দেখাইয়া ভগবান বলিতেছেন। নির্গত মান, অহঙ্কার ও মোহ, মিথ্যাভিনিবেশ যাঁহাদের অন্তর হইতে তাঁহারা। পুত্রাদি সঙ্গরূপ দোষ বিজিত যাঁহাদের দ্বারা তাঁহারা। অধ্যাত্মে, আত্মজ্ঞানে নিত্য, পরিনিষ্ঠিত (নিষ্ঠাবান) এবং বিশেষরূপে নিবৃত্ত হইয়াছে কামনা যাঁহাদের তাঁহারা। সুখ ও দুঃখের হেতু বলিয়া সুখদুঃখ নামক শীতোষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সমূহ হইতে যাঁহারা বিমুক্ত অতএব অমূঢ়, অবিদ্যারহিত হইয়া সেই অব্যয় বিষ্ণুপদ বা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। ৫

১ ভাষ্যকার শংকরাচার্য্য ও টীকাকার আনন্দগিরি উভয়ের মতে ইহা বৈষ্ণব পদ।

* নীলকণ্ঠ সুরীধৃত পাঠান্তর সুখদুঃখ সঞ্জৈঃ।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।

যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬

অন্বয়—যৎ [পদং] গত্বা [যোগিনঃ] ন নির্বতন্তে তৎ, [পদং] সূর্য্যঃ ন ভাসয়তে ন শশাংকঃ ন পাবকঃ [ভাসয়তে], তৎ মম পরমং ধাম। ৬

মূলের অনুবাদ—সেই ব্রহ্মপদকে সূর্য বা চন্দ্র বা অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না। এবং যাহা প্রাপ্ত হইলে যোগিগণ সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হন না তাহাই আমার পরমধাম বা ব্রহ্মধাম। ৬

শ্রীধরীটীকা—তদেব গন্তব্যং পদং বিশিনষ্টি—ন তদিতি। যৎ পদং সূর্য্যাদয়ো ন প্রকাশয়ন্তি, যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনঃ, তদ্ধাম স্বরূপং পরমং মম। অনেন সূর্য্যাদি প্রকাশবিষয়ত্বেন জড়ত্বণীতোষ্ণাদিদোষপ্রসঙ্গো নিরস্তঃ।৬

টীকার অনুবাদ—সেই গন্তব্য ব্রহ্মপদের[১] স্বরূপ ভগবান বিশেষভাবে বর্ণনা করিতেছেন। সেই পদকে সূর্যাদি প্রকাশ করিতে পারে না, যে পদ পাইয়া যোগিগণ ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হয় না তাহাই আমাব পরম ধাম,

১ পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গী মজ্জাগত হইলে যোগী ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন। তখন তিনি অনুভব করেন, এই স্থূলদেহে, এই বিশ্বজগৎ এবং জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব সমস্তই মায়াকল্পিত। উক্ত মর্ম এই শ্রুতিবাক্যে প্রকটিত।

মযি জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্তুতো ন হি।

ইতি যস্তু বিজানাতি স মুক্তো নাত্র সংশয ॥

জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব মায়িক বা মিথ্যা বলিযা উপলব্ধি না করিলে ব্রহ্মবোধ জন্মে না। এই ব্রহ্মবোধই অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে বিমোক্ষ বা বিমুক্তি নামে অভিহিত। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে আছে, যেমন চিত্রকর চিত্রমধ্যে মিথ্যা তরঙ্গসংকুলাতরঙ্গিণীকে চিত্রিত করে সেইরূপ কল্পয়িতাও ব্রহ্মে জগতের কল্পনা করেন মাত্র। যেমন মৃত্তিকাপিণ্ডে কল্পিত ভাণ্ডরাশি নিহিত আছে বলিয়া কল্পয়িতা ভাবনা করেন সেইরূপ কল্পয়িতার ভাবনাতেও ব্রহ্মেও এই জগদ্ভ্রম বিদ্যমান। ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধ হইলে এই জগদ্ভ্রম অপসৃত হয।

স্বরূপ। ইহার দ্বারা উক্ত ধাম সূর্য্যাদিরও প্রকাশের বিষয় নহে বলিয়া উহাতে জড়ত্ব ও শীতোষ্ণাদি দোষের প্রসঙ্গ নিরস্ত হইল। ৬

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭

অন্বয়—মম এব সনাতনঃ অংশ জীবভূতঃ [সন্] প্রকৃতিস্থানি মনঃ ষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি জীবলোকে [ভোগার্থং] কর্ষতি। ৭

মূলের অনুবাদ—এই সংসারে যাহা জীবরূপে প্রসিদ্ধ ও নিত্য সেই জীব মদংশে[১] উৎপন্ন। সেই জীব প্রলয়ান্তে ষষ্ঠ স্থানীয় মন সহ ইন্দ্রিয়াদিকে সংসারে আকর্ষণ করে। ৭

শ্রীধরী টীকা—নন্থ চ তদীয়ং ধাম প্রাপ্তাঃ সন্তো যদি ন নিবর্তন্তে, তর্হি "সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে" ইত্যাদি শ্রুতে সুষুপ্তিপ্রলয় সময়ে তৎ প্রাপ্তি সর্বেষামস্তীতি কো নাম সংসারী স্যাদিত্যাশঙ্ক্য সংসারিণং দর্শয়তি—মমৈবেতি পঞ্চভিঃ। মমৈবাংশো[২] যোঽয়মবিদ্যয়া জীবভূতঃ সনাতনঃ সর্বদা সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধঃ অসৌ সুষুপ্তি প্রলয়ঃ প্রকৃতৌ লীনতয়া

---

১ পরমাত্মাই বিবিধ উপাধি কর্তৃক পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীব নাম ধারণ করেন। উপাধি পরিচ্ছেদেও জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই থাকে। ভাষ্যকার শংকরাচার্য্য বলেন, যথা জলসূর্য্যকঃ সূর্য্যাংশো জল-নিমিত্তাপায়ে সূর্য্যমেব গত্বা ন নিবর্ততে, তথা অযমপ্যংশঃ তেনৈব আত্মনা সংগচ্ছতি ইত্যেবম্। যথা বা ঘটাদ্যুপাধি পরিচ্ছিন্নো ঘটাকাশঃ আকাশাংশঃ সন্ ঘটাদি নিমিত্তাপায়ে আকাশং প্রাপ্য ন নিবর্ততে ইত্যেবম্।

২ অভিনব গুপ্তাচার্য্য কর্তৃক ইহা এইভাবে ব্যাখ্যাত ব্রহ্মণঃ, এবায়মংশ ইত্যজ্ঞানধর্মতয়া পরিপূর্ণস্য অসংবেদনাৎচেতনতানিবৃত্তেঃ চাংশত্বমুপচরিতং পুনর্বস্তুতঃ অংশবত্ত্বোপপদ্যতে। "প্রদেশোঽপি ব্রহ্মণঃ সার্বরূপামনতিক্রান্ত" ইতি শ্রুতেঃ। এষৈব চোপচারিকতা যথাবসরং যোজনীয়েতি ন বিপ্রতিপত্তব্যম্। "বস্তুতস্তুজীবস্যনাংশত্বং পরমাত্মা তাবৎমাত্রতায়া দর্শিতত্বাৎ। বস্তুতো নিরংশস্যাপি নিরবয়বস্য পরমাত্মনঃ কল্পনয়া জীবাংশো ভবিষ্যতি"—আনন্দগিরি।

স্থিতানি মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানীন্দ্রিয়ানি পুনর্জীবলোকে সংসারে ভোগার্থমাকর্ষতি। তেচ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্য চোপলক্ষণার্থম্। অয়ম্ভাবঃ—সত্যং সুষুপ্তিপ্রলয়োরপি মদংশত্বাৎ সর্বস্যাপি জীবমাত্রস্য ময়ি লয়াদস্ত্যেব মৎপ্রাপ্তিঃ তথাপ্যবিদ্যয়াবৃতস্য সানুশয়স্য সপ্রকৃতিকে ময়ি লয়ো ন তু শুদ্ধে। তদুক্তম্—"অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্তী" ত্যাদিনা। অতশ্চ পুনঃ সংসারায় নির্গচ্ছন্নবিদ্বান্ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি স্বোপাধিভূতানীন্দ্রিয়াণ্যাকর্ষতি বিদুষাং তু শুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্তের্নাবৃত্তিরিতি ।৭

টীকার অনুবাদ—যদি তোমার ধাম প্রাপ্ত হইয়া যোগিগণ পুনরাবৃত্ত না হন, তবে 'সতে' ব্রহ্মে একীভূত হইলে তাহারা জানিতে পারে না যে, আমরা ব্রহ্ম সম্পন্ন হইয়াছি।' এই ছান্দোগ্য শ্রুতিবাক্য (৬।৯।২) অনুসারে সুষুপ্তি ও প্রলয় সময়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সকলেরই হয়। তাহা হইলে সংসারী কে কে হইল। ইহা আশঙ্কা করিয়া ভগবান তাহা পঞ্চ শ্লোকে দেখাইতেছেন। আমারই অংশ যাহা অবিদ্যা দ্বারা জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সনাতন হইয়াও সর্বদা সংসারীরূপে প্রসিদ্ধ। এই জীব সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীন, মনই ষষ্ঠ যাহাদের সেই পঞ্চেন্দ্রিয়কে পুনরায় জীবলোকে, সংসারে বিষয়-ভোগার্থ আকর্ষণ করে। উক্ত শ্লোকে ইন্দ্রিয় শব্দ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণের উপলক্ষণার্থ ব্যবহৃত। ইহার ভাবার্থ এইরূপ—সত্য বটে সুষুপ্তি ও প্রলয় সময়ে মদংশ হেতু সর্বপ্রাণীরই আমাতে লয়প্রাপ্ত হওয়ায় মৎপ্রাপ্তিই ঘটে, তথাপি অবিদ্যাবৃত অনুশয়যুক্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট আমাতে লয়, কিন্তু আমার বিশুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপে লয় হয় না। উক্ত মর্মে কথিত হইয়াছে, অব্যক্ত হইতে সকলই ব্যক্ত হয় ইত্যাদি। অতএব, পুনরায় সংসারের জন্য নির্গত হইয়া অবিদ্বান্ বা অজ্ঞানী প্রকৃতিতে লীনভাবে অবস্থিত স্বীয় উপাধিভূত ইন্দ্রিয়সমূহকে আকর্ষণ করে; কিন্তু ব্রহ্মবিদ্গণের শুদ্ধস্বরূপ হেতু পুনরাবৃত্তি হয় না। ৭

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮

অন্বয়—ঈশ্বরঃ যৎ শরীরম্ অবাপ্নোতি, যৎ চ অপি উৎক্রামতি, [তদা পূর্বস্মাৎ শরীরাৎ] বায়ুঃ আশয়াৎ গন্ধান্ ইব এতানি গৃহীত্বা সংযাতি। ৮

মূলের অনুবাদ—পুষ্পাদি আধার হইতে বায়ু যেমন গন্ধসমূহকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ দেহাদির প্রভু জীবাত্মা যে দেহ প্রাপ্ত হয় ও যে দেহ হইতে উৎক্রমণ করে তখন এই ছয় ইন্দ্রিয়কে গ্রহণপূর্বক গমন করে। ৮

শ্রীধরী টীকা—তান্যাকৃষ্য কিংকরোতীত্যাহ—শরীরমিতি। যদা শরীরান্তরং কর্মবশাদবাপ্নোতি যতশ্চ শরীরাদুৎক্রামতি ঈশ্বরো দেহাদীনাং স্বামী তদা পূর্বস্মাৎ শরীরাদেতানি গৃহীত্বা তচ্ছরীরান্তরং সম্যগ্ যাতি। শরীরে সত্যপি ইন্দ্রিয়গ্রহণে দৃষ্টান্তঃ। আশয়াৎ স্বস্থানাৎ কুসুমাদেঃ সকাশাৎ গন্ধান্ গন্ধবতঃ সূক্ষ্মানংশান্ গৃহীত্বা বায়ুর্যথা গচ্ছতি তদ্বৎ। ৮

টীকার অনুবাদ—সেই ইন্দ্রিয়সমূহ আকর্ষণ করিয়া জীব কি করেন? যখন জীব কর্মবশে অন্যদেহ প্রাপ্ত হয় ও যে শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, ঈশ্বর দেহাদির প্রভু পূর্ব দেহ হইতে এই সকল ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিয়া সেই অন্য দেহে সম্যক্‌রূপে প্রবেশ করে। শরীর থাকিলেই ইন্দ্রিয়গ্রহণ অনিবার্য—ইহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন। আশয়, স্বস্থান কুসুমাদির নিকট হইতে গন্ধ সমূহকে গন্ধযুক্ত সূক্ষ্মাংশ সমূহকে গ্রহণ করিয়া বায়ু যেমন গ্রহণ করে তদ্রূপ।৮

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯

অন্বয়—অয়ং [জীবঃ] শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণম্ এব চ মনঃ চ অধিষ্ঠায় বিষয়ান্ উপসেবতে। ৯

মূলের অনুবাদ—এই জীব চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্, জিহ্বা ও নাসিকা এবং মন আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয়পঞ্চক উপভোগ করে। ৯

শ্রীধরী টীকা—তান্যেবেন্দ্রিয়ানি দর্শয়ন্ যদর্থং গৃহীত্বা গচ্ছতি তদাহ-শ্রোত্রমিতি শ্রোত্রাদীনি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি মনশ্চান্তঃকরণমধিষ্ঠায় আশ্রিত্য শব্দাদীন্ বিষয়ানয়ং জীব উপভুঙ্‌ক্তে। ৯

টীকার অনুবাদ—সেই ইন্দ্রিয়সমূহকে দেখাইয়া যে জন্য জীব তাহা-দিগকে গ্রহণ করিয়া গমন করে, তাহা ভগবান বলিতেছেন। শ্রোত্র চক্ষু ত্বক্ জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয় এবং অন্তরেন্দ্রিয় মনকে অধিষ্ঠান, আশ্রয় করিয়া এই জীব শব্দাদি বিষয় ভোগ করে। ৯

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ১০

অন্বয়—উৎক্রামন্তং স্থিতম্ অপি [অবস্থিতম্ বিষয়ান্] ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং [জীবং] বিমূঢ়াঃ ন অনুপশ্যন্তি, জ্ঞানচক্ষুষঃ পশ্যন্তি। ১০

মূলের অনুবাদ—দেহান্তরে গমনশীল বা দেহে অবস্থিত বা বিষয়-ভোগরত বা ত্রিগুণসংযুক্ত জীবকে মূঢ় অজ্ঞগণ দেখিতে পায় না; কিন্তু জ্ঞান-চক্ষু * সম্পন্ন মহাপুরুষগণ তাঁহাকে দর্শন করেন। ১০

শ্রীধরী টীকা—নম্বু চ কার্য্যকারণসংঘাতব্যতিরেকেণ এবম্ভূতমাত্মানং সর্বেঽপি কিং ন পশ্যন্তি তত্রাহ উৎক্রামন্তমিতি। উৎক্রামন্তং দেহাদ্দেহান্তরং গচ্ছন্তম্। তস্মিন্নেব দেহে স্থিতং বা বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতমিন্দ্রিয়াদিযুক্তং জীবং বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি নালোকয়ন্তি। জ্ঞানমেব চক্ষুর্যেষাং তে বিবেকিনঃ পশ্যন্তি। ১০

* ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্তী আজ্ঞাচক্রে মন উঠিলে এই জ্ঞান চক্ষু বা দিব্য দৃষ্টি লাভ হয়। তখন জড় জগতের অন্তরালে সূক্ষ্মজগৎ দৃষ্ট হয় ও উর্দ্ধলোকের অধিবাসিগণকে উন্মুক্ত বা মুদ্রিত নয়নে দেখা যায়। তখন যোগী বা যোগিণী ত্রিকালজ্ঞ ও সর্বদর্শী হন। এই অর্থে সিদ্ধ সাধককে ত্রিনয়ন বলা হয়।

টীকার অনুবাদ—যদি বল, উক্ত রূপ আত্মাকে কার্যকারণ সংঘাত বা দেহেন্দ্রিয়াদি সংহতি হইতে ব্যতিরিক্ত, পৃথক্ বলিয়া সকলে দেখে না কেন—ইহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন, দেহ হইতে দেহান্তরে উৎক্রমনোন্মুখ, গমনোদ্যত অথবা সেই দেহে অবস্থিত অথবা বিষয়ভোগশীল অথবা ত্রিগুণান্বিত ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত জীবকে বিমূঢ় ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় না। কিন্তু জ্ঞানই চক্ষু যাঁহাদের সেই বিবেকিগণ তাঁহাকে দেখিতে পান। ১০

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥ ১১

অন্বয়—যতন্তঃ যোগিনঃ চ এনম্ আত্মনি অবস্থিতং পশ্যন্তি। যতন্তঃ অপি অকৃতাত্মানঃ অচেতসঃ এনং ন পশ্যন্তি। ১১

মূলের অনুবাদ—সাধনসম্পন্ন যোগিগণই এই আত্মাকে স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত দেখিয়া থাকেন। সাধনরত হইলেও অজিতেন্দ্রিয় বা অশুদ্ধচিত্ত[১] মূঢ়গণ এই আত্মাকে দেখিতে পায় না। ১১

শ্রীধরী টীকা—দুর্জ্ঞেয়শ্চায়ং যতো বিবেকিষ্বপি কেচিদেব পশ্যন্তি, কেচিন্ন পশ্যন্তীত্যাহ—যতন্ত ইতি। যতন্তো ধ্যানাদিভিঃ প্রযতমানা যোগিনঃ কেচিদেনমাত্মানমাত্মনি দেহেঽবস্থিতং বিবিক্তং পশ্যন্তি। শাস্ত্রাভ্যাসাদিভিঃ প্রযত্নং কুর্বাণা অপ্যকৃতাত্মানোঽবিশুদ্ধচিত্তা অতএবাচেতসো মন্দমতয় এনং ন পশ্যন্তি। ১১

টীকার অনুবাদ—এই আত্মা দুর্জ্ঞেয় বলিয়া বিবেকী পুরুষগণের মধ্যেও কেহ কেহ ইহাকে দেখিতে পান, কেহ কেহ ইহাকে দেখিতে পান

১ কঠ উপনিষদে (১।২।২৪) আছে—

নাবিরত দুশ্চরিতাৎ না শান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্ত মানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুযাৎ।

দুশ্চরিত্রতা, অশান্ততা, অসমাহিতত্ব বা বিষয়লাম্পট্য পরিত্যাগ না করিলে কেবল শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না।

না, ইহাই ভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন। ধ্যানাভ্যাস প্রভৃতি উপায়ে প্রযত্নশীল কেহ কেহ এই আত্মাকে স্বীয় দেহে বিবিক্তরূপে অবস্থিত দেখেন। শাস্ত্রাভ্যাসাদি দ্বারা প্রযত্ন করিলেও অকৃতাত্ম, অবিশুদ্ধচিত্ত অতএব মন্দমতি পুরুষগণ ইঁহাকে দেখিতে পান না। ১১

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ১২

অন্বয়—আদিত্যগতং যত্তেজঃ চন্দ্রমসি চ যৎ [তেজঃ] অগ্নৌ চ যৎ [তেজঃ] অখিলং জগৎ ভাসয়তে তৎ তেজঃ মামকং বিদ্ধি। ১২

মূলের অনুবাদ—যে তেজ সূর্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে বিরাজিত হইয়া সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে, সেই তেজও আমার জানিবে। ১২

শ্রীধরী টীকা—তদেবং "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য" ইত্যাদিনা পরমেশ্বরং পরং ধামোক্তং, তৎপ্রাপ্তানাং চাপুনরাবৃত্তিরুক্তা, তত্র চ সংসারিণোঽভাবমাশঙ্ক্য সংসারিস্বরূপং দেহাদিব্যতিরিক্তং দর্শিতম্ ইদানীং তদেব পরমেশ্বরং রূপমনন্তশক্তিত্বেন নিরূপয়তি--যদিত্যাদিচতুর্ভিঃ[১]। আদিত্যাদিষু স্থিতং যদনেকপ্রকারং তেজো বিশ্বং প্রকাশয়তি তৎ সর্বং তেজো মদীয়মেব জানীহি। ১২

টীকার অনুবাদ—এই অধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকে সূর্য সেই ধাম প্রকাশিত করিতে পারে না, ইত্যাদি বাক্যে পরমেশ্বরের পরম ধাম কথিত হইয়াছে এবং তদ্ধাম প্রাপ্ত সিদ্ধগণের অপুনরাবৃত্তি (অপুনর্জন্ম বা মোক্ষ) উক্ত হইয়াছে। তাহাতে সংসারীর অভাব আশঙ্কা করিয়া দেহাদি ব্যতিরিক্ত

১ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকের ব্যাখ্যারম্ভে মন্তব্য করেন—"যৎপদং সর্বস্যাবভাসকমপ্যাগ্ন্যাদিত্যাদিকং জ্যোতির্নাবভাসয়তে, যৎপ্রাপ্তশ্চ মুমুক্ষবঃ পুনঃসংসারাভিমুখা ন নিবর্তন্তে যস্য চ পদস্যোপাধিভেদমনুবিধীয়মানা জীবা ঘটাকাশাদয় ইবাকাশস্যাংশাস্তস্য পদস্য সর্বাত্মত্বং সর্বব্যবহারাস্পদত্বং চ বিবক্ষুশ্চতুর্ভিঃ শ্লোকৈর্বিভূতিসংক্ষেপমাহ ভগবান্।" "আদিত্যাদৌ তত্র তত্র স্থিতং ব্রহ্মচৈতন্যজ্যোতিঃ সর্বাবভাসকমিত্যর্থঃ।—আনন্দগিরি

সংসারীস্বরূপ উক্ত হইয়াছে। অধুনা এই চারি শ্লোকে অনন্তশক্তিত্বরূপে সেই পারমেশ্বর স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন। সূর্যাদি জ্যোতিষ্কে অনেক প্রকারে অবস্থিত যে তেজঃ বিশ্বকে প্রকাশিত করে, সেই সমস্ত তেজই মদীয় তেজ বলিয়া জানিবে। ১২

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩

অন্বয়—অহং চ ওজসা গাম্ আবিশ্য ভুতানি ধারয়ামি, [অহম্ এব] রসাত্মকঃ সোমঃ চ ভূত্বা সর্বাঃ ঔষধীঃ পুষ্ণামি। ১৩

মূলের অনুবাদ—আমি পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া বলরূপে সর্বভূতকে ধারণ করি এবং রসময় চন্দ্ররূপে ব্রীহিযবাদি শস্যসমূহকে পুষ্ট করি। ১৩

শ্রীধরী টীকা—কিংচ গামিতি। গাং পৃথিবীমোজসা বলেনাধিষ্ঠায় অহমেব চরাচরানি ভূতানি ধারয়ামি, অহমেব চ রসময়ঃ সোমো ভূত্বা ব্রীহ্যাদ্যোষধীঃ সর্বাঃ সর্বাঃ সংবর্ধয়ামি। ১৩

টীকার অনুবাদ—ভগবান্ আরও বলিতেছেন, পৃথিবীতে ওজঃ, বল দ্বারা অধিষ্ঠান করিয়া আমি স্থাবর ও জঙ্গম সর্বভূতকে ধাবণ করি। এবং আমিই রসময় সোম, চন্দ্র হইয়া ব্রীহিযবাদি সমস্ত ওষধিকে, শস্য-সমূহকে সংবর্ধন করিতেছি। ১৩

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥ ১৪

অন্বয়—অহং বৈশ্বানরঃ ভূত্বা প্রাণিনাং দেহম্ আশ্রিতঃ প্রাণাপান-সমাযুক্তঃ [সন্] চতুর্বিধম্ অন্নং পচামি। ১৪

মূলের অনুবাদ—আমি জঠরাগ্নি বৈশ্বানর[১] হইয়া প্রাণিগণের দেহকে

---

১ অনুগীতা বলেন, "পরমাত্মা অগ্নিস্বরূপ। উহাতে সমস্ত দেবতা প্রতিষ্ঠিত। বেদ উহার আজ্ঞা। উক্ত বেদ প্রভাবে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অত্যুত্তম ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। তমঃ ও রজো গুণদ্বয়

আশ্রয় করি এবং তদুদ্দীপক প্রাণ ও অপান বায়ুদ্বয় সহকারে প্রাণিগণের চতুর্বিধ ভুক্তান্ন[১] পরিপাক করি। ১৪

শ্রীধরী টীকা—কিংচ অহমিতি। বৈশ্বানরো জাঠরাগ্নির্ভূত্বা প্রাণিনাং দেহস্যান্তঃ প্রবিশ্য প্রাণাপানাভ্যাং তদুদ্দীপকাভ্যাং সহিতঃ প্রাণিভির্ভুক্তং ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং চোষ্যংচেতি চতুর্বিধমন্নং পচামি। তত্র যদ্দন্তৈরবখণ্ড্যাবখণ্ড্য ভক্ষ্যতে অপূপাদি তদ্ভক্ষ্যম্ যত্তু জিহ্বয়া বিলোড্য নিগীর্য্যতে পায়সাদি তদ্ভোজ্যং যত্তু জিহ্বায়াং নিক্ষিপ্য রসাস্বাদেন ক্রমশো নিগীর্য্যতে দ্রবীভূতং গুড়াদি তল্লেহ্যম্। যত্তু দংষ্ট্রাভির্নিষ্পীড্য রসাংশং নিগীর্য্যাবশিষ্টং ত্যজ্যতে ইক্ষুদণ্ডাদি তচ্চোষ্যমিতি চতুর্বিধভেদঃ। ১৪

টীকার অনুবাদ—ভগবান আরও বলিতেছেন, আমি বৈশ্বানর জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণিগণের দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া জঠরাগ্নির উদ্দীপক প্রাণ ও অপান বায়ুদ্বয় সহকারে প্রাণিগণ কর্তৃক ভুক্ত ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য ও ও চোষ্য—এই চারি প্রকার অন্ন পরিপাক করি। তন্মধ্যে যাহা দন্ত দ্বারা

যথাক্রমে সেই অগ্নিরূপী পরমাত্মার ধূম স্বরূপও ভস্ম স্বরূপ। দেবগণ সেই অগ্নিরূপী পরমাত্মাতে আহুতিরূপ অন্নাদি ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া থাকে। প্রাণ ও অপান দুই বায়ু হুতাশনরূপী পরমাত্মার আজ্য-ভাগদ্বয় স্বরূপ।" শংকরাচার্য্য কর্তৃক এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত—অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃপুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে।

১ উপনিষদে আছে, অন্নই ব্রহ্ম—অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

পূজয়েদশনং নিত্যং অদ্যাৎচৈতদকুৎসয়ন্।

দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্বশঃ॥

অন্নই জীবনধারণের মূল দ্রব্য—এই ভাবে অন্নকে ধ্যান করিবে। অন্নকে নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে। অন্ন দেখিয়া প্রহৃষ্ট ও প্রসন্ন হইবে। যদি কোন কারণে মনে উত্তাপ বা উদ্বেগ থাকে তাহা অন্ন দেখিয়া বর্জন করিবে। এই অন্ন যেন প্রতিদিন প্রাপ্ত হই—এই বলিয়া অন্নকে বন্দনা করিবে। শ্রুতিবাক্যে আছে, ভোক্তা বৈশ্বানর অগ্নি, ভোজ্য অন্নই সোম। এই দুইটি মিলিত হইলে অগ্নিসোম হয়। এই জগৎ অগ্নিসোমময়—এই দৃষ্টিভঙ্গী থাকিলে অন্ন দোষ হয় না।

খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষিত হয়, তাহাই ভক্ষ্য,—যেমন অপূপ, পিষ্টক প্রভৃতি। যাহা কেবল জিহ্বা দ্বারা বিলোড়ন করিয়া গিলিয়া ফেলিতে হয়, তাহাই ভোজ্য, যেমন পায়স প্রভৃতি। যাহা জিহ্বাতে নিক্ষেপ করিয়া রসাস্বাদন পূর্বক ক্রমশঃ গলাধঃকরণ করিতে হয়, তাহাই লেহ্য—যেমন দ্রবীভূত গুড় প্রভৃতি। যাহা বড় বড় দাঁত দিয়া নিপীড়ন করিয়া রসাংশ মাত্র গিলিয়া অবশিষ্ট ফেলিয়া দিতে হয় তাহাই চোষ্য যেমন ইক্ষুদণ্ড প্রভৃতি। ইহাই চারি প্রকার অন্নের ভেদ। ১৪

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫

অন্বয়—অহং সর্বস্য হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। [অতঃ] মত্তঃ স্মৃতি জ্ঞানম্ অপোহনং চ [ভবতি] সর্বৈঃ বেদৈঃ চ অহম্ এব বেদ্যঃ, বেদান্তকৃৎ বেদবিৎ চ অহম্ এব। ১৫

মূলের অনুবাদ—আমি ব্রহ্মাদিপুত্তিকান্ত সর্বপ্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তিতে সম্প্রবিষ্ট আছি। আমা হইতেই স্মৃতি ও জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং এতদুভয়ের বিলোপ ঘটে। সর্ব বেদে আমিই একমাত্র জ্ঞেয় বস্তু। আমিই বেদান্তার্থ প্রকাশক ও বেদার্থবেত্তা। ১৯

শ্রীধরী টীকা—কিংচ সর্বস্যেতি। সর্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি সম্যগন্তর্যামিরূপেণ প্রবিষ্টোঽহম্[১]। অতশ্চ মত্ত এব হেতোঃ প্রাণিমাত্রস্য পূর্বানুভূতার্থবিষয়া স্মৃতির্ভবতি। জ্ঞানংচ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং ভবতি অপোহনঞ্চ। তয়োঃ প্রমোষো ভবতি। বেদৈশ্চ সর্বৈস্তত্তদ্দেবতাদিরূপেণবাহমেব বেদ্যঃ। বেদান্তকৃৎ তৎ সম্প্রদায় প্রবর্তকশ্চ জ্ঞানদো গুরুরহমিত্যর্থঃ। বেদবিদেব চ বেদার্থবিদপ্যহমেব। ১৫

---

১ উক্ত মর্মে শ্রুতি বলেন, অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিষ্ট নাম রূপে ব্যাকরবাণি

টীকার অনুবাদ—ভগবান আরও বলিতেছেন, আমি সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছি। অতএব, আমার জন্যই প্রাণীমাত্রের পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতি হয় এবং আমা হইতেই বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ জনিত জ্ঞান হইয়া থাকে। উক্ত স্মৃতি ও জ্ঞানের অপোহন, প্রমোষ (বিলোপ) ঘটে এবং সর্ব বেদ দ্বারা, তত্তৎ বেদপ্রতিপাদ্য দেবতারূপে আমিই বেদ্য। ইহার অর্থ, আমিই বেদান্তকৃৎ, বেদান্তসম্প্রদায় প্রবর্তক, জ্ঞানদাতা গুরু এবং বেদবিৎ, বেদার্থজ্ঞও আমিই।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬

অন্বয়—ক্ষরঃ অক্ষরঃ চ দ্বৌ এব ইমৌ পুরুষৌ [ইহ] লোকে প্রসিদ্ধৌ তত্র সর্বাণি ভূতানি ক্ষরঃ, কূটস্থঃ অক্ষরঃ উচ্যতে। ১৬

মূলের অনুবাদ—ক্ষরপুরুষ[৩] ও অক্ষর পুরুষ[১] ইহলোকে[২] প্রসিদ্ধ।

৩ ক্ষরঃ ক্ষরতীতি ক্ষরো বিনাশী একোরাশিঃ। অপরঃ পুরুষো অক্ষরঃ তদ্বিপরীতঃ ভগবতো মায়াশক্তি ক্ষরাখ্যস্য পুরুষস্য উৎপত্তিবীজমনেকসংসারি জন্তুকামকর্মাদি সংস্কারাশ্রয়ঃ অক্ষর পুরুষ উচ্যতে।—শংকরাচার্য্য। অথবা ক্ষরতীতি ক্ষরো বিনাশী কার্য্যরাশিরেক পুরুষ। ন ক্ষরতী অক্ষরো বিনাশরহিতঃ। ক্ষরাখ্যস্য পুরুষস্য উৎপত্তিবীজং ভগবতো মায়াশক্তিঃ দ্বিতীয়ঃ পুরুষঃ।—মধুসূদন সরস্বতী। আচার্য্য রামানুজ বলেন, তত্র ক্ষর শব্দঃ নির্দিষ্ট পুরুষো জীব শব্দাভিলপণীয় ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত ক্ষরণস্বভাবাচিৎ সংসৃষ্ট সর্বভূতানি। অত্রাচিৎ সংসর্গৈকোপাধিনা পুরুষ ইত্যেক নির্দেশঃ অক্ষরশব্দ-নির্দিষ্টঃ কূটস্থোঽচিৎসংসর্গবিযুক্তঃ স্বেন রূপেণাবস্থিতো মুক্তাত্মা। স ত্বচিৎসংস ভাবাৎ অচিৎপরিণাম-বিশেষ-ব্রহ্মাদি-দেহ-সাধারণো ন ভবতীতি কূটস্থ ইত্যুচ্যতে। অত্রাপ্যেক নির্দেশোঽচিদ্বিয়োগরূপৈকোপাধিনাভিহিতঃ পূর্বমনাদৌ কালে মুক্ত এক এব।"

শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন, "শরীর ক্ষরণাৎ ক্ষরোনেকাবস্থো বদ্ধঃ। অচিৎ-সংসর্গৈকধর্মসম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দিষ্টঃ। অক্ষরস্তদভাবাদেকাবস্থো মুক্তঃ। অচিৎ বিয়োগৈকধর্মসম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দিষ্টঃ সর্বাণি ব্রহ্মাদিস্তম্বান্তানি ভূতানি ক্ষরঃ। কূটস্থঃ সদৈকাবস্থো মুক্তস্ত্বক্ষরঃ একত্বনির্দেশঃ প্রাগুক্তযুক্ত্যা বোধ্যঃ।" শ্রীমৎ নীলকণ্ঠসূরী বলেন, "সর্বশাস্ত্র হৃদয়ং সংগৃহ্নাতি দ্বাবিতি। ক্ষরো বিনাশী সর্বাণি ভূতানি প্রাণবন্তি কর্মক্ষয়ে সুপ্তিপ্রলয়কৈবল্যাদৌ উপাধিনাশমনু বিনাশশীলো জীব ব্রহ্মপ্রতিবিম্বভূতো জলার্কোপমঃ—"বিজ্ঞানঘন এব এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় অন্যেবানুবিনশ্যতি ইতি শ্রুতেঃ। কূটস্থো নির্বিকারো মায়োপাধিক্ষরঃ, তদুপাধেরকর্মজত্বেন নাশাসম্ভবাৎ উপাধিদোষেণাবশীকৃতত্বাচ্চাসৌ ন ক্ষরতি স্বরূপান্ন চ্যবত ইত্যক্ষরঃ।" ইতি।

২ চতুর্দশ ভুবনাত্মক জড়প্রপঞ্চ—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

তন্মধ্যে ক্ষরপুরুষ ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্বভূত এবং কূটস্থ চেতন ভোক্তাই অক্ষর পুরুষ নামে কথিত হন। ১৬

শ্রীধরী টীকা—ইদানীং "তদ্ধাম পরমং মম, ইতি যদুক্তং তৎ স্বকীয়ং সর্বোত্তমত্বং, তৎ দর্শয়তি দ্বাবিতি ত্রিভিঃ ক্ষরশ্চ অক্ষরশ্চেতি দ্বাবিমৌ। পুরুষৌ লোকে প্রসিদ্ধৌ তাবেবাহ। তত্র ক্ষরঃ পুরুষো নাম সর্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তানি শরীরাণি, অবিবেকিলোকস্য শরীরেষ্বেব পুরুষত্ব প্রসিদ্ধেঃ। কূটঃ শিলারাশিঃ। পর্বত ইব দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থশ্চেতনো ভোক্তা। স তু অক্ষরঃ পুরুষ ইত্যুচ্যতে বিবেকিভিঃ। ১৬

টীকার অনুবাদ—ইদানীং সপ্তম শ্লোকোক্ত তাহাই আমার পরম ধাম, এই বাক্যে কথিত স্বকীয় পুরুষোত্তমত্ব তিনটি শ্লোকে ভগবান দেখাইতেছেন। ইহলোকে ক্ষর ও অক্ষর দুই পুরুষ প্রসিদ্ধ আছেন। তাহাদের সম্বন্ধেই ভগবান বলিতেছেন, ক্ষর পুরুষই[১] সর্বভূত ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্যন্ত শরীর সমূহ, যেহেতু অবিবেকী লোকে শরীর সমূহে পুরুষত্বের প্রসিদ্ধি আছে। কূট, শিলারাশিময় পর্বততুল্য। দেহ-সমূহ বিনষ্ট হইলেও নির্বিকারত্ব হেতু যিনি বিদ্যমান থাকেন তিনি কূটস্থ, চেতন ভোক্তা। সেই চেতন ভোক্তাই বিবেকিগণ কর্তৃক অক্ষর নামে কথিত হন। ১৬

১ শ্রীমৎ শংকরাচার্যের মতে কার্যোপাধিযুক্ত ভৌতিক বিনশ্বর পদার্থমাত্রই ক্ষরপুরুষ এবং কারণোপাধিযুক্ত অবিনশ্বর মায়াশক্তিই অক্ষরপুরুষ।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭

অন্বয়—অন্যঃ তু উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ, যঃ ঈশ্বরঃ অব্যয়ঃ চ [সন্] লোকত্রয়ম্ আবিশ্য বিভর্তি। ১৭

মূলের অনুবাদ—ক্ষর ও অক্ষর পুরুষদ্বয় হইতে ভিন্ন উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম পরমাত্মা বলিয়া শ্রুতিশাস্ত্রে কথিত হন। তিনি অব্যয় ঈশ্বর[১] হইয়াও ত্রিভুবনের অন্তরে প্রবেশপূর্বক সকলকে পালন করিতেছেন। ১৭

শ্রীধরী টীকা—যদর্থমেতৌ লক্ষিতৌ তমাহ—উত্তম ইতি। এতাভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যামন্যো বিলক্ষণস্তু উত্তমঃ পুরুষ। বৈলক্ষণ্যমেবাহ পরমশ্চাসাবাত্মেতি চোদাহৃতঃ উক্তঃ শ্রুতিভিঃ। আত্মত্বেন ক্ষরাদচেতনাদ্বিলক্ষণঃ পরমত্বেনাক্ষরাচ্চেতনাদ্ ভোক্তুর্বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ। পরমাত্মত্বমেব দর্শয়তি—যো লোকত্রয়মিতি। য ঈশ্বরঃ ঈশনশীলঃ, অব্যয়শ্চ নির্বিকার এব সন্ লোকত্রয়ং কৃৎস্নমাবিশ্য বিভর্তি পালয়তি। ১৭

টীকার অনুবাদ—যেজন্য ক্ষর ও অক্ষর পুরুষদ্বয় লক্ষিত হইয়াছে, তাহা ভগবান বলিতেছেন। এই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে বিলক্ষণ (পৃথক্) উত্তম পুরুষ। তাঁহার বৈলক্ষণ্য (পার্থক্যই) ভগবান বলিতেছেন যে, তিনি পরম ও আত্মা বলিয়া শ্রুতিতে কথিত হইয়াছেন। ইহার অর্থ তিনি আত্মা বলিয়া অচেতন ক্ষর পুরুষ হইতে বিলক্ষণ ও পরম (শ্রেষ্ঠ) বলিয়া চেতন অক্ষর ভোক্তাহইতে বিলক্ষণ। তাঁহার পরমাত্মত্বই দেখাই-

১ এই সম্বন্ধে বায়ুপুরাণ (১।৪৮।৫২) বলেন,

'পৃষ্টেন মুনিভিঃ পূর্বং নৈমিষীয়ৈর্মহাত্মভিঃ।
মহেশ্বরঃ পরোঽব্যক্তশ্চতুর্বাহুশ্চতুর্মুখঃ॥
অচিন্ত্যশ্চাপ্রমেয়শ্চ স্বয়ম্ভূর্হেতুরীশ্বরঃ।
অব্যক্তং কারণং যদ্‌যন্নিত্যং সদসদাত্মকম্॥
মহদাদি বিশেষান্তং সৃজতীতি বিনিশ্চয়ঃ।
অণ্ডং হিরণ্ময়ং চৈব বভূবাপ্রতিমং ততঃ॥
অণ্ডস্যাবরণং চাদ্ভিরপামপি চ তেজসা।
বায়ুনা তস্য নভসা নভো ভূতাদিনাবৃতম্॥
ভূতাদির্মহতা চৈব অব্যক্তেনাঽবৃতো মহান্।
অতোঽত্র বিশ্বদেবানামৃষীণাং চোপবর্ণিতম্॥

তেছেন, যিনি ঈশ্বর, ঈশনশীল ও অব্যয়, নির্বিকার হইয়াও ভূর্লোক ও ভুব র্লোক ও স্বর্লোকে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণী মাত্রকেই পালন করিতেছেন। ১৭

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৮

অন্বয়—যস্মাৎ অহং ক্ষরম্ অতীতঃ, অক্ষরাৎ অপি উত্তমঃ চ, অতঃ লোকে বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতঃ অস্মি। ১৮

মূলের অনুবাদ—আমি ক্ষর পুরুষের অতীতও অক্ষর পুরুষ হইতেও উত্তম বলিয়া সর্বলোকে ও বেদাদি শাস্ত্রে পুরুষোত্তম নামে প্রখ্যাত। ১৮

শ্রীধরী টীকা—এবম্ভূতং পুরুষোত্তমত্বমাত্মনো নামনির্বচনেন দর্শয়তি—যস্মাদিতি। যস্মাৎ ক্ষরং জড়বর্গমতিক্রান্তোঽহং নিত্যমুক্তত্বাৎ, অক্ষরাচ্চেতনবর্গাদপ্যুত্তমশ্চ নিয়ন্তৃত্বাৎ, অতো লোকে বেদে চ পুরুষোত্তম[১] ইতি প্রথিতঃ প্রখ্যাতোঽস্মি। তথাচ শ্রুতিঃ—"সর্বস্যয়েমাত্মা সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ সর্বমিদং প্রশাস্তি" ইত্যাদি। ১৮

১ যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহম্ সংসারমায়াবৃক্ষমশ্বত্থাখ্যামতিক্রান্তোঽহম্ অক্ষরাদপি সংসারবৃক্ষবীজভূতাদপি চোত্তম উৎকৃষ্টতম উর্ধতমো বাতঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যাম্ উত্তমত্বাদহম্ ভবামি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ প্রখ্যাতঃ পুরুষোত্তম ইত্যেবং মাং ভক্তজনাঃ বিদুঃ কবয়ঃ কাব্যাদিষু চেদং নাম নিবধ্নন্তি পুরুষোত্তম ইত্যনেন অভিধানেন অভিগৃণন্তি—শংকরাচার্য। আনন্দগিরি মন্তব্য করেন, "লোকবেদয়োর্ভগবতো নাম প্রসিদ্ধা সিদ্ধমপ্রপঞ্চত্বম্। অশ্বকর্ণাদিবৎ অসানামো রূঢ়ত্বাৎ অর্থবিশেষাভাবাৎ ভগবতোঽপি লৌকিকেশ্বরবৎ ঈশ্বরত্বং সাতিশয়মিতি ন।" মধুসূদন সরস্বতী মন্তব্য করেন—পরমাত্মা পুরুষোত্তম ইতি বেদে উদাহৃত এব। স উত্তমঃ পুরুষঃ ইতি শ্রুতেঃ। লোকে চ কবিকাব্যাদৌ, 'হরির্যথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ' স্মৃত' ইত্যাদি প্রসিদ্ধম্।

কারুণ্যতো নরবদাচরতঃ পরার্থান্ পার্থায়বোধিতবতো নিজমীশ্বরত্বম্।
সচ্চিৎ সুখৈকবপুষঃ পুরুষোত্তমস্য নারায়ণস্য মহিমা ন হি মানমেতি॥
কোচিৎ নিগৃহ্য করণাতি বিসৃজ্য ভোগমাস্থায় যোগমমলাত্মধিয়ো যতন্তে।
নারায়ণস্য মহিমানমনন্তপারমাস্বাদয়ন্নতমৃত সারমহং তু মুক্তঃ॥

টীকার অনুবাদ—স্বীয় নাম নির্বচন (নির্দেশ) দ্বারা উক্তরূপ পুরুষোত্তমত্ব ভগবান্ দেখাইতেছেন। যেহেতু ক্ষরকে, জড়বর্গকে অতিক্রম করিয়া আমি বিদ্যমান, নিত্যমুক্ত বলিয়া। এবং আমি নিয়ন্তা বলিয়া অক্ষর পুরুষ, চেতনবর্গ হইতেও উত্তম। এইজন্য সর্ব লোকেও চতুর্বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রথিত, প্রখ্যাত হই। উক্তমর্মে বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্য (৫।৬।১) বলেন, "এই আত্মা সর্বলোকের বশীকরণে সমর্থ, সর্বলোকের ঈশান, ঈশ্বর এবং তিনি সর্বলোককে শাসন করেন। ১৮

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯

অন্বয়—ভারত, যঃ এবম্ অসংমূঢ়ঃ [সন্] পুরুষোত্তমং মাং জানাতি, সঃ সর্বভাবেন মাং ভজতি, [ততশ্চ] সর্ববিৎ [ভবতি]। ১৯

মূলের অনুবাদ—হে ভারত, এইরূপে যিনি মোহমুক্ত হইযা আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন, সে যথার্থ প্রকারে আমাকে ভজনা করে ও তদ্রূপ ভজনের ফলে ব্রহ্মজ্ঞ হয়। ১৯

শ্রীধরী টীকা—এবম্ভূতেশ্বরস্য জ্ঞাতুঃ ফলমাহ—যো মামিতি। এবম্ উক্তপ্রকারেণাসম্মূঢ়ো নিশ্চিতমতিঃ সন্ যো মাং পুরুষোত্তমং জানাতি স সর্বভাবেন সর্বপ্রকারেণ মামেব ভজতি ততঃ সর্ববিৎ সর্বজ্ঞো ভবতি। ১৯

টীকার অনুবাদ—উক্তরূপ ঈশ্বরকে জানার ফল ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। পূর্বোক্ত প্রকারে অসংমূঢ়, নিশ্চিতমতি হইয়া যে আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানে, সে সর্বভাবে, সর্বপ্রকারে আমাকেই ভজনা করে এবং তদনন্তর সে সর্ববিদ্, সর্বজ্ঞ হয়। ১৯

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়াঽনঘ।
এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসুব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে পুরুষোত্তম যোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়—অনঘ, ভারত, ইতি গুহ্যতমম্ ইদং শাস্ত্রং ময়া উক্তম্। এতৎ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ কৃতকৃত্যঃ চ স্যাৎ। ২০

মূলের অনুবাদ—হে নিষ্পাপ অর্জুন, এই প্রকারে তত্ত্বপূর্ণ গীতাশাস্ত্র[২] তোমাকে বলিলাম। যে কোন ব্যক্তি এই মোক্ষ শাস্ত্রের অর্থবোধপূর্বক সম্যক্ জ্ঞানী ও কৃতার্থ হইবে। ২০

ভগবান ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে পুরুষোত্তম যোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীধরী টীকা—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি ইতীতি। ইত্যনেন প্রকারেণ গুহ্যতমমতিরহস্যং সম্পূর্ণং শাস্ত্রমেব ময়োক্তং ন পুনর্বিংশতিশ্লোকমধ্যায়মাত্রম্। হে অনঘ ব্যসনশূন্য অত এবৈতন্মদুক্তং শাস্ত্রং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ সম্যগ্‌জ্ঞানী কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ যোঽপি কোঽপি। হে ভারত, ত্বং কৃতকৃত্যোসীতি কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ। ২০

সংসারশাখিনং ছিত্ত্বা স্পষ্টং পঞ্চদশে প্রভুঃ।
পুরুষোত্তমযোগাখ্যে পরং পদমুপাদিশৎ ॥ *

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং সুবোধিন্যাং
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥

২ সর্বো হি গীতাশাস্ত্রার্থঃ অস্মিন্নধ্যায়ে সমাসেনোক্তঃ ন কেবলং গীতাশাস্ত্রার্থ এব কিন্তু সর্বশ্চ বেদার্থ ইহ পরিসমাপ্তঃ। যস্তং বেদ স বেদবিৎ, বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্য ইতি চোক্তম্—শংকরাচার্য্য

নাস্যব্যয়ো বিদ্যতে ইতি অব্যয়ঃ। ঈশ্বরঃ সর্বজ্ঞো নারায়ণাখ্য ঈশনশীলঃ—শংকরাচার্য্য। টীকায় আনন্দগিরি কর্তৃক এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত—সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরং চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ। নীলকণ্ঠসূরী মন্তব্য করেন, তথাপি অব্যয়ঃ সর্বজ্ঞত্বেন ঈশ্বর ধর্মেণ অল্পজ্ঞত্বেন জীবধর্মেণ বা ন ব্যেতি বর্ধতে ক্ষীয়তে বা ইত্যর্থঃ।

অভিনব গুপ্তাচার্য্যকৃত গীতার্থ সংগ্রহে এই সংগ্রহ শ্লোক উদ্ধৃত—

হিত্বাদ্বৈতং মহামোহীং কৃত্বা ব্রহ্মময়ং চিতিম্
লৌকিকে ব্যবহারেঽপি মুনি নিত্যং সমাবিশেৎ ॥

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান অধ্যায়ার্থের উপসংহার করিতেছেন। এই সংক্ষিপ্ত প্রকারে গুহ্যতম, রহস্যময় সম্পূর্ণ শাস্ত্রই মৎ কর্তৃক কথিত হইল। হে অনঘ, ব্যসন শূন্য। অতএব মৎ কথিত গীতা শাস্ত্র বুঝিয়া যে কোন সাধক বা সাধিকা বুদ্ধিমান্, সম্যক্ জ্ঞানী হইতে পারে এবং কৃতকৃত্য হইবে। ইহার ভাবার্থ, হে ভারত, তুমিও কৃতকৃত্য হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। ২০

বিভু শ্রীকৃষ্ণ সংসাররূপ শাখীকে (বৃক্ষকে) ছেদন করিয়া স্পষ্ট বাক্যে পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তম যোগ নামক পরম পদ সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন।

আচার্য্য শ্রীধর স্বামী কৃত গীতা টীকা সুবোধিনীর পুরুষোত্তম যোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

মধুসূদন সরস্বতী বর্তমান অধ্যায়ের ব্যাখ্যান্তে এই চার শ্লোকে কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন।—

শৈবাঃ সৌরাশ্চ গাণেশা বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ।
ভবন্তি জন্মনা সর্বে সোঽহমস্মি পরঃ শিবঃ॥
প্রমাণতো হি নির্ণীতং কৃষ্ণমাহাত্ম্যমদ্ভুতং
ন শক্নুবন্তি যে সোঢ়ুং তে মূঢা নিরয়ং গতাঃ॥
বংশীবিভূষিতকরাৎ নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎপরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥
চিদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুতিগিরাং
ব্রজস্ত্রীণাং হারং ভবজলধিপারং কৃতধিযাম্।
বিহন্তুং ভূভারং বিদধদবতারং মুহুরহো
মহো বারং বারং ভজত কুশলারম্ভকৃতিনঃ॥

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগ যোগ

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপঃ আর্জবম্॥ ১
অহিংসাসত্যমক্রোধস্ত্যাগশান্তিরপৈশুনম্।
দয়াভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা॥
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ ৩

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, ভারত, অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ জ্ঞান যোগব্যবস্থিতিঃ দানং দমঃ চ যজ্ঞ চ স্বাধ্যায়ঃ তপঃ আর্জবম্ অহিংসা, সত্যম্ অক্রোধঃ ত্যাগঃ শান্তিঃ অপৈশুনম্ ভূতেষু দয়া অলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীঃ অচাপলং তেজঃ, ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্ অদ্রোহঃ নাতিমানিতা [এতান্] দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতস্য ভবন্তি। ১—৩

মূলের অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, "হে ভারত, ভয়শূন্যতা[১], চিত্তশুদ্ধি[২], আত্মজ্ঞান সাধনে পরিনিষ্ঠা, দান, বহিরিন্দ্রিয় সংযম,

১ত্যক্ত পুত্রকলত্রাদিক একাকী নির্জনে বনে কথং সর্বপরিগ্রহশূন্যং জীবিষ্যামীতি ভয়রাহিত্যম্।
—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

২ চিত্তের ভগবত্তত্ত্ব স্ফূর্তিযোগ্যতা—মধুসূদন সরস্বতী। পরবঞ্চন মায়ানৃতাদি পরিবর্জনং—শংকরাচার্য। অত্রোক্ত মায়া শব্দের অর্থ আনন্দগিরি এইরূপ করিয়াছেন, হৃদয়ে অন্যথা কৃত্বা ব্যবহরণং মায়া, ইহাকেই ঠাকুর বলিয়াছেন, ভাবের ঘরে চুরি।

যজ্ঞানুষ্ঠান, ব্রহ্মযজ্ঞ বা জপযজ্ঞ, শারীরাদি তপস্যা[১], অবক্রতা, পরপীড়া বর্জন, যথার্থ ভাষণ, বিতাড়িত অবস্থাতেও ক্রোধাভাব, ঔদার্য, চিত্তোপরতি, পরদোষ প্রকাশ বর্জন, দীন জনে দয়া[২],লোভাভাব, অক্রুরতা, অকর্ম করনে লোকলজ্জা, ব্যর্থক্রিয়া রাহিত্য, প্রাগল্‌ভ্য, পরাভব সময়ে ক্রোধ রাহিত্য, দুঃখাদি দ্বারা অবসাদগ্রস্ত চিত্তের স্থৈর্য, বাহ্য ও আন্তর বিশুদ্ধি, প্রতিহিংসা শূন্যতা ও অতিপূজ্য ভাবরাহিত্য—এই ছাব্বিশ প্রকার দৈবী গুণ অভিজাত পুরুষ গণেরই লাভ হইয়া থাকে। ১—৩

শ্রীধরী টীকা—"আসুরীং সম্পদং ত্যক্ত্বা দৈবীমেবাশ্রিতা নরাঃ।
মুচ্যন্তে ইতি নির্ণেতুং তদ্বিবেকোঽথ ষোড়শে॥"

পূর্বাধ্যায়ান্তে "এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত" ইত্যুক্তং, তত্র ক এতত্তত্ত্বং বুধ্যতে, কো বা ন বুধ্যতে ইত্যপেক্ষায়াং তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারিণোঽনধিকারিণশ্চ বিবেকার্থং ষোড়শাধ্যায়স্যারম্ভঃ। নিরূপিতে হি কার্য্যার্থে চাধিকারিজিজ্ঞাসা ভবতি। তদুক্তং ভট্টৈঃ

"ভারো যো যেন বোঢ়ব্যঃ স প্রাগান্দোলিতো যদা।
তদা কস্তস্য বোঢ়েতি শক্যং কর্তুং নিরূপণম্॥

ইতি তত্রাধিকারিবিশেষণভূতাং দৈবীং সম্পদমাহ—শ্রীভগবানুবাচ—অভয়মিতি ত্রিভিঃ। অভয়ং ভয়াভাবঃ, সত্ত্বস্য চিত্তস্য সংশুদ্ধিঃসুপ্রসন্নতা,

---

১ ন তপস্তপ ইত্যাহুঃ ব্রহ্মচর্য্যম্ তপোত্তমম্।
ঊর্ধরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবো ন তু মানুষ॥

শুক্রধারণই উৎকৃষ্ট তপস্যা, উপবাসাদি প্রকৃত তপস্যা নহে। যিনি ঊর্ধরেতা হন, তিনি দেবতা, মানুষ নন।

২ মহাভারতের অনুগীতা পর্বে চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে ভগবান বাসুদেব মহর্ষি উতংককে বলিতেছেন, সর্বভূতে দয়ারূপ প্রধান ধর্ম আমার সর্বজ্যেষ্ঠ প্রিয়তম মানসপুত্র। সেই ধর্মরক্ষার্থ আমি ত্রিলোকমধ্যে ধর্মাত্মাদিগের নিকট নানারূপ পরিগ্রহ করিয়াছি ও করিতেছি।

জ্ঞানযোগে আত্মজ্ঞানোপায়ে ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠা, দানং স্বভোজ্যস্যান্না-দের্যথোচিতং সংবিভাগঃ, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ, যজ্ঞো যথাধিকারং দর্শপৌর্ণমাসাদিঃ, স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞাদি র্জপযজ্ঞ তপউত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণং শারীরাদি, আর্জ্জবমবক্রতা। ১

শ্রীধরী টীকা—কিংচ অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়াবর্জনং, সত্যং যথার্থভাষনম্, অক্রোধস্তাড়িতস্যাপি চিত্তে ক্ষোভানুৎপত্তিঃ, ত্যাগ ঔদার্য্যং, শান্তিশ্চিত্তোপরতিঃ, পৈশুনং পরোক্ষে পরদোষ প্রকাশনং, তদ্বর্জনমপৈশুনং, ভূতেষু দীনেষু দয়া, অলোলুপ্ত্বং লোভাভাবঃ, অবর্ণলোপস্ত্বার্ষঃ। মার্দবং মৃদুত্ব মক্রুরতা, হ্রীরকার্য্যপ্রবৃত্তৌ লোকলজ্জা, অচাপলং ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্যম্।২

শ্রীধরী টীকা—কিংচ তেজ ইতি। তেজঃ প্রাগল্ভ্যং, ক্ষমা পরিভবাদিসূৎপত্মমানেষু ক্রোধপ্রতিবন্ধঃ ধৃতির্দুঃখাদিভিরবসীদতঃ চিত্তস্য স্থিরীকরণং, শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধি অদ্রোহো জিঘাংসারাহিত্যম্, অতিমানিতা আত্মন্যতিপূজ্যত্বাভিমানস্তদভাবো নাতিমানিতা, এতান্য-ভয়াদিনি ষড়্বিংশতি প্রকারাণি দৈবীং সম্পদমভিজাতস্য ভবন্তি। দেবযোগ্যাং সাত্ত্বিকীং সম্পদমভিলক্ষ্য তদাভিমুখ্যেন জাতস্য ভাবি কল্যাণস্য পুংসো ভবন্তীত্যর্থঃ। ৩

টীকার অনুবাদ—আসুরী সম্পদ ত্যাগ করিয়া যে ভক্তগণ দৈবী সম্পদ আশ্রয় করেন, তাঁহারাই মুক্ত হন—ইহা নির্ণয় করিবার জন্য উভয় সম্পদের বিভেদ ষোড়শ অধ্যায়ে কথিত হইতেছে। পূর্ব অধ্যায়ের শেষে কথিত হইয়াছে, "হে ভারত, ইহা জানিয়া ইহলোকে ভক্তগণ জ্ঞানবান ও কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।" তাহাতে এই তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে, অথবা কে বুঝিতে পারে না—ইহা অপেক্ষা করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী ও অনধিকারী প্রভেদ নির্ণয়ার্থ ষোড়শ অধ্যায় আরম্ভ হইল। কার্য্যার্থ নিরূপিত হইলেই অধিকারী বিষয়ে জিজ্ঞাসা উঠে। তাই মীমাংসকাচার্য্য কুমারিল ভট্ট[১]

---

১ কুমারিল শংকরাচার্যের সমসাময়িক ও মীমাংসা দর্শনের ভাষ্যকার।

বলিয়াছেন, "যে ভার বাহিত হইবে, সেই ভারের বিষয় যদি পূর্বে আলোচিত হয়, তাহা হইলে কে উহার বাহক হইবে, তাহা নির্ণয় করা

তিনি কর্মকাণ্ডের পক্ষপাতী ও আচার্য শংকরের প্রতিদ্বন্দী ছিলেন এবং তুষানলে দেহ ত্যাগ করেন স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কুমারিলের প্রধান শিষ্য মণ্ডন মিশ্র বেদান্ত কেশরী শংকরাচার্য্যের সহিত তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্বক সুরেশ্বরাচার্য নামে অভিহিত হন। সুরেশ্বরাচার্য্য কৃত ব্রহ্মসিদ্ধি, নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি ও ভাষ্য বার্তিক বিখ্যাত বেদান্ত গ্রন্থ। কুমারিল খ্যাতনামা মীমাংসা বার্তিক প্রণেতা। তুতাত, তৌতাতিত, ভট্ট, ভট্টপাদ ও কুমারিল স্বামী নামেও ইনি প্রসিদ্ধ। ইনি আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র পদ্ধতি কারিকা, মীমাংসা তন্ত্র বার্তিক, মানব শ্রৌতসূত্র ভাষ্য, শ্লোক বার্তিক, লঘু বার্তিক, বা টুপটীকা, বৃহট্টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। কুমারিল জৈমিনী সূত্রের শবরভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম-পাদের যে বার্তিক রচনা করেন, তাহারই নাম শ্লোক বার্তিক। এই শ্লোক বার্তিকের অনেকগুলি টীকা আছে। যথা—পার্থ সারথি মিশ্র রচিত ন্যায়রত্নাকর, বিশ্বেশ্বরকৃত শিবার্কোদিয়, সুচরিত মিশ্র রচিত কাশিকা প্রভৃতি। শবর ভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ হইতে চতুর্থ অধ্যায়ের যে বার্তিক লিখিত হইয়াছে তাহার নাম মীমাংসা তন্ত্র বার্তিক বা তন্ত্র বার্তিক। পার্থ সারথি মিশ্র, কমলাকর, কোবিন্দ্রাচার্য, গোপাল ভট্ট ভবদেব, সোমেশ্বর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তন্ত্র কার্তিকের টীকা রচনা করিয়াছেন।

কুমারিল জৈমিনী সূত্রের পঞ্চম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ের যে সংক্ষিপ্ত টীকা প্রণয়ন করেন তাহার নাম টুপটীকা, তুব্‌দুষী বা লঘুবার্তিক। ভেঙ্কটেশ্বর দীক্ষিত বার্তিকাভরণ নামে লঘুবার্তিকের একটি টীকা লিখিয়াছেন। কুমারিল আচার্য্য শংকরের সমসাময়িক। আনন্দগিরিকৃত

সম্ভব। এই জন্য অধিকারীর বিশেষণ রূপ দৈবী সম্পদ্ ভগবান প্রথম তিন শ্লোকে বলিতেছেন। অভয় ভয়াভাব। সত্ত্বে, চিত্তে। সংশুদ্ধি. সুপ্রসন্নতা। জ্ঞানযোগে, আত্মজ্ঞান সাধনে। ব্যবস্থিতি, পরিনিষ্ঠা। দান, স্বীয় ভোজ্য অন্ন-ব্যঞ্জন প্রভৃতি দ্রব্যের যথোচিত সংবিভাগ। দম, চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম। যজ্ঞ স্বাধিকার অনুসারে দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি বৈদিক যজ্ঞ। স্বাধ্যায়, ব্রহ্মযজ্ঞ প্রভৃতি, অথবা জপযজ্ঞ। তপ, উত্তর (পরবর্তী) অধ্যায়ে বক্ষ্যমান শারীর ও বাচিক প্রভৃতি তপস্যা। আর্জব, অবক্রতা, ঋজুতা, সরলতা। ১

টীকার অনুবাদ—ভগবান আরও বলিতেছেন, অহিংসা, পরপীড়াবর্জন। সত্য, যথার্থ ভাষণ। অক্রোধ, কাহারও দ্বারা তাড়িত হইলেও চিত্তক্ষোভের অনুৎপত্তি। ত্যাগ, ঔদার্য্য (উদারতা)। শান্তি, চিত্তের উপরতি। পরদোষ প্রকাশন পৈশুন, তদ্বর্জন অপৈশুন। ভূতে দয়া, দীনের প্রতি দয়া। অলোলুপ্ত্ব[১] লোভাভাব। মার্দব, মৃদুত্ব, অক্রূরতা। হ্রী, অকর্ম করণে লোকলজ্জা। অচাপল, ব্যর্থক্রিয়ার অননুষ্ঠান। ২

'শঙ্কর বিজয়' গ্রন্থে ৫৫ প্রকরণে আছে, শংকর মল্লিকর্জুনে ভ্রমরাম্বা দেবী-দর্শন ও তথায় একমাস অবস্থানপূর্বক রুদ্রপুরে ভট্টপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ইতোপূর্বেই ভট্ট জৈন গুরুর নিকট উপদেশ লাভ করিয়া জৈনগুরু গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি সেই জৈনগুরুকেই পরাস্ত করিয়া বেদমার্গ প্রচার করেন। শংকরাচার্য আসিয়া দেখেন যে সেই গুরুবধ প্রায়শ্চিত্তের জন্য তুষানলে দগ্ধ হইতেছেন। মণ্ডন মিশ্র ছিলেন কুমারিলের ভাগিনীপতি। মাধবাচার্য কৃত শঙ্করবিজয় গ্রন্থানুসারে শংকরাচার্য, প্রয়াগতীর্থে কুমারিলের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

১ ইহা অলোলুপত্ব হইবে। এই শব্দে পবর্ণের অকার লোপ হওয়ায় ইহা অলোলুপ্ত্ব হইয়াছে। ইহা আর্ষপ্রয়োগ।

টীকার অনুবাদ—ভগবান্ আরও বলিতেছেন। তেজঃ, প্রাগল্ভ্য (তেজস্বিতা)। ক্ষমা, পরাভবের উপস্থিতিতে ক্রোধ হইলেও সেই ক্রোধকে বাধা দান। ধৃতি, দুঃখাদি দ্বারা অবসন্ন চিত্তকে স্থিরী করণ। শৌচ, বাহ্য ও আন্তর শুদ্ধি। অদ্রোহ, জিঘাংসারাহিত্য (প্রতিহিংসা শূন্যতা)। নাতিমানিতা আপনাতে অতি ক্ষুদ্রত্বের অভিমানই অতিমানিতা, তাহার অভাব। অভয় প্রভৃতি এই ছাব্বিশ প্রকার দৈবী সম্পদ্ অভিজাত নরনারী প্রাপ্ত হন। ইহার অর্থ, দেবযোগ্য সাত্ত্বিকী সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন ও যাঁহাদের জীবন ভাবি কল্যানময়, সেই পুরুষ সমূহ বা নারীগণ এই সকল সম্পদ প্রাপ্ত হন। ৩

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ*ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ৪

অন্বয়—পার্থ, দম্ভঃ দর্পঃ অভিমানঃ ক্রোধঃ পারুষ্যম্ অজ্ঞানং চ এব [এতান্] আসুরীং সম্পদম্ অভিজাতস্য [ভবন্তি]। ৪

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, ধর্মধ্বজিত্ব[১], ধনবিদ্যাদি হেতু অহঙ্কার, অভিমান[২], ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অবিবেক—এই ছয় দোষ আসুর সম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তির হইয়া থাকে। ৪

শ্রীধরী টীকা—আসুরীং সম্পদমাহ—দম্ভো ধর্মধ্বজিত্বং, দর্পো ধনবিদ্যাদি নিমিত্তশ্চিত্তস্যোৎসেক, অভিমানো ব্যাখ্যাত, ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ, পারুষ্যং নিষ্ঠুরত্বম্, অজ্ঞানমবিবেকঃ, আসুরীমিত্যুপলক্ষণম্। অসুরাণাং রাক্ষসানাং চ যা সম্পৎ তামাসুরীমভিলক্ষ্য জাতস্যৈতানি দম্ভাদীনি ভবন্তি ইত্যর্থঃ। ৪

* অনতিমানশ্চ ইতি বা পাঠঃ

১ ধর্মিত্বখ্যাপনার্থ ধর্মানুষ্ঠান—রামানুজাচার্য্য

২ অন্যকৃত সম্মাননাকাংক্ষিত্ব—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

টীকার অনুবাদ—ভগবান্ এই শ্লোকে আসুরী সম্পদ্ বর্ণনা করিতেছেন। দম্ভ, ধর্মধ্বজিত্ব। দর্প ধন ও বিদ্যা প্রভৃতি নিমিত্ত চিত্তের উৎসেক, অহঙ্কার। অভিমান পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ক্রোধ প্রসিদ্ধ বা প্রচলিত অর্থেই ব্যবহৃত। পারুষ্য, নিষ্ঠুরতা। অজ্ঞান, অবিবেক। আসুরী শব্দ দ্বারা রাক্ষসীও উপলক্ষিত। ইহার অর্থ, অসুরগণের ও রাক্ষসগণের যে স্বাভাবিক সম্পদ তাহা লক্ষ্য করিয়া যাহারা জাত হইয়াছে তাহারা দম্ভাদি ষড় দোষে দুষ্ট হয়। ৪

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥ ৫

দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায, আসুরী [সম্পদ্] নিবন্ধায় মতা। পাণ্ডব, মা শুচঃ, [যতস্ত্বং] দৈবীম্ সম্পদম্ অভিজাত অসি। ৫

মূলের অনুবাদ—হে পাণ্ডব, দৈবী সম্পদ্ মোক্ষদায়ক ও আসুর সম্পদ্ সংসার বন্ধন সৃষ্টি করে, ইহাই আমার অভিমত। তুমি শোক করিও না, কারণ তুমি দৈব সম্পদ লাভার্থ জন্মিয়াছ। ৫

শ্রীধরী টীকা—এতয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যং দর্শয়ন্নাহ—দৈবী সম্পদিতি। সম্পৎ তয়া যুক্তো ময়োক্তে তত্ত্বজ্ঞানেধিকারী, আসুর্য্যা সম্পদা যুক্তস্তু নিত্যং দৈবী যা সংসারীত্যর্থঃ। এতৎ শ্রুত্বা কিমহমত্রাধিকারী ন বেতি সন্দেহব্যাকুলচিত্তমর্জুনমাশ্বাসয়তি। হে পাণ্ডব, মাশুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ। যতস্ত্বং দৈবীং সম্পদমভিজাতোঽসি। ৫

টীকার অনুবাদ—এই উভয় সম্পদের কার্য দেখাইয়া ভগবান বলিতেছেন। যাহা দৈবী সম্পদ তৎসম্পন্ন সাধক মৎকর্তৃক উপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী হয়। ইহার অর্থ, আর যাহারা আসুরী সম্পদযুক্ত তাহারা নিত্য সংসারী হয়। ইহা শুনিয়া আমি দৈবী সম্পদের অধিকারী কিনা এই সন্দেহে অর্জুনের চিত্ত আকুলিত হওয়ায় ভগবান তাহাকে

আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন, 'হে পাণ্ডব, তুমি শোক করিও না; যেহেতু তুমি দৈবী সম্পদ লাভার্থ জন্মিয়াছ। ৫

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬

অন্বয়—পার্থ, অস্মিন্ লোকে দৈবঃ আসুরঃ চ দ্বৌ ভূত-সর্গৌ [স্তঃ]। দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ, আসুরং মে শৃণু। ৬

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, এই জগতে দৈব ও আসুর দ্বিবিধ ভূত সৃষ্ট হইয়াছে। দৈব সম্পদ্ বিস্তৃত ভাবে বলিয়াছি। এখন আসুর সম্পদের বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর। ৬

শ্রীধরী টীকা—আসুরী সম্পৎ সর্বাত্মনা বর্জয়িতব্যেত্যেতদর্থমাসুরীং সম্পদং প্রপঞ্চয়িতুমাহ—দ্বাবিতি। দ্বৌ দ্বি প্রকারৌ ভূতানাং সর্গৌ মে মদ্বচনাৎ শৃণু। আসুররাক্ষসপ্রকৃত্যোরেকীকরণেন দ্বাবিত্যুক্তম্। অতো 'রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতা' ইত্যাদিনা নবমাধ্যায়োক্ত প্রকৃতিত্রৈবিধ্যেনাবিরোধঃ। স্পষ্টমন্যৎ। ৬

টীকার অনুবাদ—আসুর সম্পদ্ সর্বতোভাবে বর্জনীয়—এতদর্থে ভগবান আসুরী সম্পদের বিস্তৃত বর্ণনা করিতেছেন। দুই প্রকার ভূত গণের সর্গ, সৃষ্টি আমার বাক্য হইতে শ্রবণ কর। আসুর ও রাক্ষস প্রকৃতিদ্বয়কে এক করিয়া ইহা উক্ত হইল। অতএব, নবম অধ্যায়ে রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি মোহিনী ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত ত্রিবিধ প্রকৃতির সহিত ইহার বিরোধ নাই। এই শ্লোকের অন্য অংশের অর্থ স্পষ্ট। ৬

প্রবৃত্তিংচ নিবৃত্তিংচ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ ৭

অন্বয়—আসুরাঃ জনা [ধর্মে] প্রবৃত্তিংচ নিবৃত্তিংচ ন বিদুঃ। [অতঃ] তেষু ন শৌচং ন চ আচারঃ ন অপি সত্যং বিদ্যতে। ৭

মূলের অনুবাদ- আসুর স্বভাববিশিষ্ট জনগণ ধর্মে প্রবৃত্তি ও অধর্মে নিবৃত্তি জানে না। তাহাদের মধ্যে শৌচ নাই, সদাচার নাই বা সত্য-নিষ্ঠাও নাই। ৭

শ্রীধরী টীকা—আসুরীং বিস্তরশো নিরূপয়তি—প্রবৃত্তিংচেত্যাদি-দ্বাদশভিঃ। ধর্মে প্রবৃত্তিং, অধর্মান্নিবৃত্তিং চাসুরস্বভাবা জনা ন জানন্তি। অতঃ শৌচমাচারঃ সত্যংচ তেষু নাস্ত্যেব। ৭

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোক হইতে বার শ্লোকে ভগবান বিস্তৃতভাবে আসুরী সম্পদ্ নিরূপণ করিতেছেন। আসুর স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ধর্মে প্রবৃত্ত আর অধর্মে নিবৃত্ত হইতে জানে না। অতএব তাহাদের মধ্যে শৌচ, আচার ও সত্যনিষ্ঠা নাই। ৭

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ৮

অন্বয়—[তে আসুরাঃ জনাঃ] জগৎ অসত্যম্ অপ্রতিষ্ঠম্ অনীশ্বরম্ অপরস্পরসম্ভূতং কিম্ অন্যৎ কামহৈতুকম্ আহুঃ। ৮

মূলের অনুবাদ—তাহারা বলে, জগৎ বেদাদিপ্রমাণশূন্য, ধর্মাধর্মরূপ ব্যবস্থাহীন, ঈশ্বররহিত ও স্ত্রী পুরুষ সংযোগে উৎপন্ন। ইহার অন্য কারণ নাই এবং ইহা কেবল কামভোগের নিমিত্ত বর্তমান। ৮

শ্রীধরী টীকা—ননু বেদোক্তয়োর্ধর্মাধর্ময়োঃ প্রবৃত্তিং নিবৃত্তিং চ কথং ন বিদুঃ, কুতো বা ধর্মাধর্ময়োরনঙ্গীকারে জগতঃ সুখদুঃখাদিব্যবস্থা স্যাৎ, কথং বা শৌচাচারাদিবিষয়ামীশ্বরাজ্ঞামতিবর্তেরন্, ঈশ্বরানঙ্গীকারে চ কুতো জগদুৎপত্তিঃ স্যাদত আহ—অসত্যমিতি। নাস্তি সত্যং বেদপুরাণাদিপ্রমাণং যস্মিংস্তাদৃশং জগদাহুঃ। বেদাদীনাং প্রামাণ্যং ন মন্যন্ত ইত্যর্থঃ। তদুক্তং "ত্রয়োবেদস্য কর্তারো ভণ্ডধূর্তনিশাচরাঃ" ইত্যাদি। অতএব নাস্তি

ধর্মাধর্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাহেতুর্যস্য তৎ স্বাভাবিকং জগদ্বৈচিত্র্যমাহুরিত্যর্থঃ। অতএব নাস্তীশ্বরঃ কর্তা ব্যবস্থাপকশ্চ যস্য তাদৃশং জগদাহুঃ। তর্হি কুতোঽস্য জগত উৎপত্তিং বদন্তীত্যত আহ—অপরস্পরসম্ভূতমিতি। অপরশ্চ পরশ্চেতি অপরস্পরম্ অপরস্পরতোঽন্যোন্যতঃ স্ত্রীপুরুষমিথুনাৎ সম্ভূতং জগৎ কিমন্যৎ কারণমস্য? নাস্ত্যন্যৎ কিঞ্চিৎ, কিন্তু কামহৈতুকম্। স্ত্রীপুরুষয়োঃ কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরস্যেত্যাহুঃ। ৮

টীকার অনুবাদ—যদি বল, বেদ বিহিত ধর্মে প্রবৃত্তি ও বেদনিষিদ্ধ অধর্মে নিবৃত্তি অসুর স্বভাব ব্যক্তি কি জন্য জানে না এবং ধর্ম ও অধর্ম অঙ্গীকার না করিলে জগতের সুখদুঃখাদি ব্যবস্থা কিরূপে হয় এবং তাহারা শৌচ, আচার প্রভৃতি বিষয়ে ঈশ্বরাজ্ঞা (বেদবিধি) কিরূপে অতিক্রম (লংঘন) করে? আর যদি তাহারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করে, তাহা হইলে জগতের উৎপত্তি কিরূপে হয়? অতএব, এই সকল আশংকার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন সত্য, বেদ, পুরাণাদি শাস্ত্র প্রমাণ যাহাতে নাই তাহারা জগতকে তাদৃশ বলে। ইহার অর্থ, তাহারাবেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করে না। মাধবাচার্য্যকৃত সর্ব দর্শন সংগ্রহে চার্বাকদের মত এইভাবে উক্ত হইয়াছে। তিন বেদের কর্তা ধূর্ত, ভণ্ড ও নিশাচর। অতএব ধর্মাধর্মরূপ প্রতিষ্ঠা, ব্যবস্থার কারণ যাহার তাদৃশ জগৎ তাহারা স্বীকার করে। ইহার অর্থ, তাহাদের মতে বিশ্ববৈচিত্র্য স্বাভাবিক; কোন ঐশ্বর কারণের অধীন নহে। অতএব তাহারা বলে, এই জগতের স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপক কোন ঈশ্বর নাই। তাহা হইলে কি হইতে এই জগতের উৎপত্তি হয়? এই জন্য তাহারা বলে, ইহা অপরস্পর সম্ভূত। অপর ও পর অপরস্পর, অন্যোন্য, নারী ও পুরুষের মিথুন হেতু এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা বলে, ইহার অন্য কারণ নাই; কিন্তু ইহা কামজাত, নারী পুরুষ উভয়ের কামই প্রবাহরূপে ইহার কারণ। ইহাই তাৎপর্য্য। ৮

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ ৯

অন্বয়—অল্পবুদ্ধয়ঃ এতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য নষ্টাত্মানঃ উগ্রকর্মাণঃ অহিতাঃ [ভূত্বা] জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি। ৯

মূলের অনুবাদ—লোকায়তিক চার্বাকগণের এই দৃষ্টি ভঙ্গী আশ্রয় করিয়া মলিনচিত্ত মন্দমতি ক্রূরকর্মা অমঙ্গলকারী ব্যক্তিগণ জগতের বিনাশার্থই জন্মগ্রহণ করে। ৯

শ্রীধরী টীকা—কিংচ এতামিতি। এতাং লোকায়তিকানাং দৃষ্টিং দর্শনমাশ্রিত্য নষ্টাত্মানো মলিনচিত্তাঃ সন্তোঽল্পবুদ্ধয়ো দৃষ্টার্থমাত্র মতয়ঃ, অতএব উগ্রং হিংস্রং কর্ম যেষাং তে অহিতা বৈরিণো ভূত্বা, জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি। উদ্ভবন্তীত্যর্থঃ। ৯

টীকার অনুবাদ—আর ও ভগবান্ বলিতেছেন। লোকায়তিক (নিরীশ্বরবাদী) চার্বাকগণের-এই দৃষ্টি, দর্শন আশ্রয় করিয়া নষ্টাত্ম মলীমসচিত্ত (নাস্তিক স্বভাব, মলিন হৃদয়) হইয়া অল্পবুদ্ধি, দৃষ্টার্থমাত্রমতি। অতএব উগ্র, হিংস্র কর্ম যাহাদের তাহারা বৈরী হইয়া জগতের ধ্বংসার্থ জন্মগ্রহণ করে—ইহাই তাৎপর্য্য। ৯

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১০

অন্বয়—দুষ্পূরং কামম্ আশ্রিত্য দম্ভমানমদান্বিতাঃ [সন্তঃ] চ মোহাৎ অসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বা অশুচিব্রতাঃ [সন্তঃ] [ক্ষুদ্রদেবতারাধনাদৌ] প্রবর্ত্তন্তে। ১০

মূলের অনুবাদ—তাহারা দুষ্পূরনীয় কামনা আশ্রয়পূর্ব্বক দম্ভ, মান ও

মদে প্রমত্ত হইয়া মোহবশে অসৎ আগ্রহ গ্রহণ করিয়া নিরয়[১] গমনোপযোগী দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ১০

শ্রীধরী টীকা—অপি চ কামমিতি। দুষ্পূরং পূরয়িতুমশক্যং কামমাশ্রিত্য দম্ভাদিভির্যুক্তাঃ সন্তঃ ক্ষুদ্র দেবতারাধনাদৌ প্রবর্তন্তে। কথম্? অসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বা অনেন মন্ত্রেণৈতাং দেবতামারাধ্য মহানিধীন্ সাধয়িষ্যামি ইত্যাদি দুরাগ্রহান্ মোহমাত্রেণ স্বীকৃত্য প্রবর্তন্তে। অশুচি-ব্রতা অশুচীনি মদ্য-মাংসাদিবিষয়াণি ব্রতানি যেষাং তে। ১০

টীকার অনুবাদ—আরও, তাহারা দুষ্পূর, যাহা পূর্ণ করা অসম্ভব, কামনাকে আশ্রয় করিয়া দম্ভাদিযুক্ত হইয়া ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনাদিতে প্রবৃত্ত হয়! কিরূপে? অসৎ গ্রাহসমূহকে গ্রহণ করিয়া, এই মন্ত্রদ্বারা এই দেবতাকে আরাধনা করিয়া মহানিধি সমূহ (নানা ধনরত্ন) সাধন, লাভ করিব ইত্যাদি দুরাগ্রহকে মোহবশে স্বীকার করিয়া উক্ত কার্যে প্রবৃত্ত হয়। অশুচি মদ্যমাংসাদি দ্রব্য ব্রত, সেব্য (ভোগ্য) যাহাদের তাহারা অশুচি ব্রত। ১০

---

১ নরকে বৈতরণী নদী প্রবাহিতা। বৈতরণীনদীর বর্ণনা কালিকা পুরাণে এইরূপ প্রদত্ত।—

নদী বৈতরণী নাম দুর্গন্ধারুধিরাবহা।
তপ্ততোয়া মহাবেগা অস্থিকেশ তরঙ্গিণী॥
যমদ্বারং সমাবৃত্য যোজনদ্বয় বিস্তৃতা।
নিম্নং বহতি সম্পূর্ণা ভীষয়ানান্তী জগৎত্রয়ম্॥

বৈতরণী নদী দুর্গন্ধপূর্ণা ও রক্তস্রোতা। ইহার জল অতি উষ্ণ ও স্রোত প্রচণ্ড। ইহার তরঙ্গ অস্থিকেশময়। উক্ত নদী অতিক্রম করা সাধ্যাতীত। ইহা সর্বদা ঊর্দ্ধগামী বাষ্প দ্বারা আকাশচারী প্রাণিগণকে স্বীয় জলে নিক্ষিপ্ত করে। এইজন্য দেবগণও ভয়ে ইহার ঊর্দ্ধস্থ আকাশ পথ দিয়া গমন করেন না।

চিন্তামপরিমেয়াংচ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থ সঞ্চয়ান্॥ ১২

অন্বয়—প্রলয়ান্তাম্ অপরিমেয়াং চিন্তাম্ উপাশ্রিতাঃ [সন্তঃ] কামোপভোগপরমাঃ এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ [অতএব] আশাপাশশতৈঃ বদ্ধাঃ কামক্রোধ-পরায়ণাঃ [সন্তঃ] কামভোগার্থম্ অন্যায়েন অর্থসঞ্চয়ান্ ঈহন্তে। ১১—১২

মূলের অনুবাদ—তাহারা মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া কাম ভোগকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া নিশ্চয় করে। ১১

শত শত আশারূপ পাশে আবদ্ধ ও কামক্রোধপরায়ণ ব্যক্তিগণ কামনা সম্ভোগের নিমিত্তই অসৎ উপায়ে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। ১২

শ্রীধরী টীকা—কিংচ চিন্তামিতি। প্রলয়ো মরণমেবান্তো যস্যাস্তাম্। অপরিমেয়াং পরিমাতুমশক্যাং চিন্তামাশ্রিতাঃ। নিত্যচিন্তাপরায়ণা ইত্যর্থঃ। কামোপভোগ এব পরমো যেষাং তে, এতাবদিতি কামোপভোগ এব পরমঃ পুরুষার্থো নান্যদস্তীতি কৃতনিশ্চয়া, অর্থসঞ্চয়ানীহন্ত ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তথা চ বার্হস্পত্যসূত্রং—'কামএবৈকঃ পুরুষার্থ ইতি, চৈতন্যবিশিষ্টঃ কামঃ পুরুষঃ" ইতি চ। ১১

অতএব আশেতি। আশা এব পাশাস্তেষাং শতানি তৈর্বদ্ধা ইতস্তত আকৃষ্যমাণাঃ, কামক্রোধৌ পরময়নমাশ্রয়ো যেষাং তে, কামভোগার্থমন্যায়েন চৌর্য্যাদিনার্থানাং সঞ্চয়ান্ রাশীনীহন্তে ইচ্ছন্তি। ১২

টীকার অনুবাদ—আরও বলিতেছেন। প্রলয়, মরণ তাহাই অন্ত যাহার সেই অপরিমেয়, পরিমাণ করিতে পারা যায় না, এইরূপ চিন্তাকে তাহারা আশ্রয় করে। ইহার অর্থ, নিত্য চিন্তাপর। কামোপভোগই পরম পুরুষার্থ যাহাদের তাহারা কামোপভোগপরম। কামোপভোগ ব্যতীত

অন্য নিশ্চয় যাহাদের নাই তাহারা অসৎ উপায়ে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। এইরূপ উত্তর (পরবর্তী) শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। উক্ত মর্মে বৃহস্পতি কৃত ধর্মসূত্রে আছে, কামনা সম্ভোগই কেবল পুরুষার্থ, আর চৈতন্যবিশিষ্ট কায়, দেহ পুরুষ শব্দ বাচ্য। ১১

টীকার অনুবাদ—অতএব আশারূপ শত শত পাশদ্বারা তাহারা বদ্ধ, ইতস্ততঃ আকৃষ্যমাণ। কাম ও ক্রোধ পরম অয়ন, আশ্রয় যাহাদের তাহারা কামক্রোধপরায়ণ। কাম ভোগের জন্য চৌর্য্যাদি অন্যায় উপায়ে তাহারা অর্থরাশি সঞ্চয়ের ইচ্ছা করে। ১২

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞান বিমোহিতাঃ॥ ১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ ১৬

অন্বয়—অদ্য ময়া ইদম্ লব্ধম্, ইদম্ মনোরথম্ প্রাপ্স্যে, ইদম্ অস্তি, পুনঃ মে ইদম্ অপি ধনম্ ভবিষ্যতি, অসৌ শত্রুঃময়া হতঃ, অপরান চ অপি হনিষ্যে। অহম্ ঈশ্বরঃ অহম্ ভোগী, অহম্ সিদ্ধঃ, বলবান্ সুখী চ, [অহম্] আঢ্যঃ অভিজনবান্ অস্মি, ময়া সদৃশঃ কঃ অন্যঃ অস্তি, [অহং] যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ মোহজালসমাবৃতাঃ কামভোগেষু প্রসক্তাঃ [সন্তঃ] অশুচৌ নরকে পতন্তি। ১৩–১৫

মূলের অনুবাদ—আজ আমি ইহা লাভ করিলাম। আমার এই মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। ইহা আমার আছে, পুনরায় এই ধন ও লাভ হইবে। ১৩

এই শত্রু মৎকর্তৃক নিহত হইয়াছে এবং অন্যান্য শত্রুকেও আমি বিনাশ করিব। আমি বহুপ্রাণীর অধিপতি। আমি ভোগী, সিদ্ধসংকল্প, বলবান ও সুখী। ১৪

আমি ধনবান ও কুলীন। আমার তুল্য আর কে আছে? আমি যজ্ঞ করিব, আমি দান করিব। এইরূপ অমূলক অভিমানে তাহারা বিমোহিত হয়। ১৫

তাহাদের চিত্ত বিবিধ কল্পনায় বিভ্রান্ত, মোহজালে সংবদ্ধ ও বিষয় ভোগে অভিনিবিষ্ট হওয়ায় তাহারা ক্লেশাকীর্ণ কুম্ভীপাকাদি নরকে পতিত হয়। ১৬

শ্রীধরী টীকা—তেষাং মনোরথং কথয়ন্ নরকপ্রাপ্তিমাহ—ইদমদ্যেতি চতুর্ভিঃ। প্রাপ্স্যে প্রাপ্স্যামি মনোরথং মনসঃ প্রিয়ম্। শেষং স্পষ্টম্। এষাং ত্রয়াণাং শ্লোকানামিত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো নরকে পতন্তীতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। ১৩

কিংচ অসাবিতি। সিদ্ধঃ কৃতকৃত্যঃ। স্পষ্টমন্যৎ। ১৪

কিংচ আঢ্য ইতি। আঢ্যো ধনাদিসম্পন্ন, অভিজনবান্ কুলীনঃ যক্ষ্যে যোগাদ্যনুষ্ঠানেনাপি দীক্ষিতান্তরেভ্যঃ সকাশান্মহতীং প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্স্যামি দাস্যামি স্তাবকেভ্যশ্চ। মোদিষ্যে হর্ষং প্রাপ্স্যামি ইত্যেবমজ্ঞানেন বিমোহিতাঃ মিথ্যাভিনিবেশং প্রাপিতাঃ। ১৫

এবম্ভূতা যৎ প্রাপ্নুবন্তি তচ্ছৃণু-অনেকেতি। অনেকেষু মনোরথেষু প্রবৃত্তং চিত্তমনেকচিত্তং তেন বিভ্রান্তাঃ বিক্ষিপ্তাঃ তেনৈব মোহময়েন জালেন সমাবৃতাঃ, মৎস্যা ইব সূত্রময়েন জালেন যন্ত্রিতাঃ এবং কামভোগেষু সক্তা অভিনিবিষ্টাঃ সন্তঃ অশুচৌ কশ্মলে নরকে পতন্তি। ১৬

টীকার অনুবাদ— তাহাদের মনোরথ বর্ণন করিয়া চারি শ্লোকে তাহাদের নরক প্রাপ্তির কথা ভগবান বলিতেছেন। অদ্য আমি এই ধন পাইব। মনোরথ, মনের প্রিয় সংকল্প। অন্য অংশের অর্থ স্পষ্ট। এই তিন শ্লোকের সহিত ষোড়শ শ্লোকোক্ত তাহারা অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া নরকে পতিত হয়—এই বাক্যাংশ অন্বিত হইবে। ১৩

ভগবান্ আরও বলিতেছেন। সিদ্ধ, কৃতকৃত্য। অন্য অংশের অর্থ স্পষ্ট। ১৪

ভগবান্ আরও বলিতেছেন। আঢ্য, ধনাদি সম্পন্ন। অভিজনবান্, কুলীন। যাগাদি অনুষ্ঠান দ্বারাও অন্য দীক্ষিতগণ (যাজকবৃন্দ) অপেক্ষা মহতী প্রতিষ্ঠা পাইব। স্তাবক (চাটুকার) ও নট প্রভৃতি ব্যক্তিকে ধনাদি দান করিব। আমি আমোদ করিব, হর্ষ পাইব, এইরূপ অজ্ঞানে বিমোহিত, মিথ্যা অভিনিবেশ প্রাপ্ত হয়। ১৫

উক্তরূপ মিথ্যাভিনিবেশে অভিভূত জনগণ যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহা শ্রবণ কর। অনেক মনোরথে প্রবৃত্ত চিত্ত অনেকচিত্ত, তাহার দ্বারা বিভ্রান্ত, বিক্ষিপ্ত। তাহার দ্বারাই মোহময় জালে সমাবৃত, মৎস্যসমূহ তুল্য সূত্রময় জালে যন্ত্রিত, আবর্ত এবং নানা কামভোগে প্রসক্ত, অভিনিবিষ্ট হইয়া তাহারা অশুচি, ক্লেশময় নরকে পতিত হয়। ১৬

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্॥ ১৭

অন্বয়—আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ ধনমান মদান্বিতাঃ [সন্তঃ] তে দম্ভেন [ন তু শ্রদ্ধয়া] নাম যজ্ঞৈঃ অবিধিপূর্বকম্ যজন্তে। ১৭

মূলের অনুবাদ—তাহারা আত্মশ্লাঘাকারী, অনম্র এবং ধনজন্য অভিমানে ও অহঙ্কারে অতি স্ফীত হইয়া দম্ভ সহকারে অবিধিপূর্বক নাম মাত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করে। ১৭

শ্রীধরী টীকা—যক্ষ্য ইতি চ যস্তেষাং মনোরথ উক্তঃ স কেবলং দম্ভাহঙ্কারাদিপ্রধান এব ন তু সাত্ত্বিক ইত্যভিপ্রায়েণাহ—আত্মেতি দ্বাভ্যাম্। আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ পূজ্যতাং নীতাঃ ন তু সাধুভিঃ কৈশ্চিৎ। অতএব স্তব্ধা অনম্রাঃ' ধনেন যো মানো মদশ্চ তাভ্যামন্বিতঃ সন্তো নামমাত্রেণ যে যজ্ঞাস্তে নামযজ্ঞাঃ। যদ্বা'দীক্ষিতঃ সোমযাজী' ত্যেবমাদিনা নামমাত্র প্রসিদ্ধয়ে যে যজ্ঞাস্তৈর্যজন্তে। কথং? দম্ভেন ন তু শ্রদ্ধয়া। অবিধি-পূর্বকঞ্চ যথা ভবতি তথা। ১৭

টীকার অনুবাদ—আমি যজ্ঞ করিব ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা অন্য যাজক অপেক্ষা অধিক সুনাম পাইব—তাহাদের এই যে মনোরথ পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা কেবল দম্ভাহংকার প্রধান মাত্র, সাত্ত্বিক ভাব নহে। তাহাদের এই অভিপ্রায় ভগবান্ দুই শ্লোকে বলিতেছেন। নিজ দ্বারাই সম্ভাবিত, পূজ্যতা প্রাপ্ত, কিন্তু কোন সাধু ব্যক্তি কর্তৃক সম্মানিত নহে। এই হেতু স্তব্ধ, অনম্র। ধন দ্বারা যে মান ও দম্ভ জন্মে তদুভয় সমন্বিত হইয়া তাহারা নাম মাত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করে। অথবা দীক্ষিত সোমযাজী ইত্যাদি নামমাত্র প্রসিদ্ধির জন্য যজ্ঞ করে। কিরূপে তাহারা যজ্ঞ করে? দম্ভ সহকারে, শ্রদ্ধাসহ নহে। অবিধিপূর্বক যজ্ঞ করিলে যেরূপ হয় তাহাদের যজ্ঞ সেইরূপ হয়। ১৭

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধংচ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮

অন্বয়—[এতে পূর্বোক্তাঃ] অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ [সন্তঃ] আত্মপরদেহেষু মাং প্রদ্বিষন্তঃ অভ্যসূয়কাঃ [ভবন্তি]। ১৮

মূলের অনুবাদ—তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ আশ্রয় করিয়া স্বদেহে ও পরদেহে চিদংশ রূপে অবস্থিত আমাকে[১] বিশেষভাবে দ্বেষ করিয়া সন্মার্গবর্তী জনগণের দোষদর্শী হয়। ১৮

১ স্বদেহেষু পরদেহেষু অবস্থিতং কারয়িতারং পুরুষোত্তমম্—রামানুজাচার্য্য। আত্মাদেহে

শ্রীধরী টীকা—অবিধিপূর্বকত্বমেব প্রপঞ্চয়তি অহঙ্কারমিতি। অহঙ্কারাদীন্ সংশ্রিতা সন্তঃ আত্মপরদেহেষু স্বদেহে পরদেহেষু চ চিদংশেন স্থিতং মাং প্রদ্বিষন্তো যজন্তে দম্ভযজ্ঞেষু শ্রদ্ধায়া অভাবাদাত্মনো বৃথৈব পীড়া ভবতি তথা পশ্বাদীনামপ্যবিধিনা হিংসায়াং চৈতন্যদ্রোহমাত্রমেবাবশিষ্যত ইতি প্রদ্বিষন্ত ইত্যুক্তম্ অভ্যসূয়কাঃ সন্মার্গবর্তিনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ।১৮

টীকার অনুবাদ—তাহাদের যজ্ঞ কিরূপ অবিধিপূর্বক অনুষ্ঠিত হয় তাহাই ভগবান্ বিস্তৃত ভাবে এই শ্লোকে বলিতেছেন। অহঙ্কার, দর্প প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া তাহারা স্বদেহে পরদেহে চিদংশরূপে অবস্থিত আমাকে বিদ্বেষ করিয়া যজ্ঞ করে। দম্ভ দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞে শ্রদ্ধার অভাব হেতু বৃথাই স্বীয় পীড়া সৃষ্টি করে এবং পশু প্রভৃতিরও অবৈধ হিংসায় চৈতন্য দ্রোহমাত্র (আত্মপীড়া মাত্র) ফল লাভ হয়। এইজন্যই ভগবান্ তাহাদিগকে প্রকৃষ্ট দ্বেষকারী বলিলেন। তাহারা অভ্যসূয়ক, সন্মার্গবর্তীদের গুণে দোষারোপ করে। ১৮

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯

অন্বয়—অহং [মাং] দ্বিষতঃ তান্ ক্রূরান্ নরাধমান্ অশুভান্ সংসারেষু আসুরীষু যোনিষু অজস্রং ক্ষিপামি। ১৯

মূলের অনুবাদ—সেই সকল দ্বেষ পরবশ ক্রূর স্বভাব অসৎকর্মকারী নরাধমগণকে জন্মমৃত্যু মার্গ সংসারে ব্যাঘ্রসর্পাদি হিংস্র যোনিতে[১] আমি পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি। ১৯

জীবানাবিষ্টে ভগল্লীলাবিবগ্রে বাসুদেবাদি সমাখ্যে মনুষ্যত্বাদি ভ্রমাৎ মাং প্রদ্বিষন্তঃ তথা পরদেহেষু ভক্তদেহেষু প্রহ্লাদাদি সমাখ্যেষু সবদা আবির্ভূতং মা প্রদ্বিষন্ত ইতি যোজনা।—মধুসূদন সরস্বতী

১ যে যেমন কর্ম ও চিন্তা করে মৃত্যুকালে তাহার মনোভাব তদনুরূপ হয়। সেই মনোভাব অনুসারে সে উচ্চ বা নীচ যোনিতে জাত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।১০।৭) আছে—'অথ য

শ্রীধরী টীকা—তেষাং কদাচিদপ্যাসুরস্বভাবপ্রচ্যুতির্ন ভবতীত্যাহ—তানিতি দ্বাভ্যাম্। তানহং মাং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু জন্মমৃত্যুমার্গেষু, তত্রাপ্যাসুরীষ্বেবাতিক্রূরাসু ব্যাঘ্রাদিযোনিষুঅজস্রমনবরতং ক্ষিপামি। তেষাং পাপকর্মণাং তাদৃশং ফলং দদামীত্যর্থঃ। ১৯

টীকার অনুবাদ—কথনই তাহারা আসুর স্বভাব হইতে বিমুক্ত হয় না—ইহাই ভগবান দুই শ্লোকে বলিতেছেন। আমাকে দ্বেষকারী সেই ক্রূরগণকে জন্মমৃত্যু মার্গ সংসারে, তাহাতেও আবার অসুরস্বভাব অতি ক্রুর ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি হিংস্র যোনিতে অজস্র, অনবরত নিক্ষেপ করি। ইহার অর্থ, সেই পাপকর্মাদিগকে পাপানুসারে ফলদান করি। ১৯

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়াঃ জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০

অন্বয়—কৌন্তেয়, মূঢ়াঃ জন্মনি জন্মনি আসুরীং যোনিম্ আপন্না [সন্তঃ] মাম্ অপ্রাপ্য এব ততঃ অধমাং গতিং যান্তি। ২০

মূলের অনুবাদ—হে কুন্তীপুত্র, সেই মূঢ়গণ জন্মে জন্মে ব্যাঘ্রসর্পাদি আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয় এবং আমাকে না পাইয়া তদপেক্ষাও অধম গতি[১] লাভ করে। ২০

ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশোহ যত্তে কপূয়ান্ যোনিমাতত্মতেরন্ শ্ব যোনিং বা শূকর যোনিং বা চণ্ডাল যোনিং বা।' অনুশয়িগণ বা চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগত জীবগণের মধ্যে যাহারা অশুভকর্মা তাহারাও অবিলম্বে স্বকর্মানুসারেই কুৎসিত যোনি প্রাপ্ত হয়, কুকুর যোনি বা শূকর যোনি বা চণ্ডাল যোনি লাভ করে। যাহাদের মন আজ্ঞাচক্রের নীচে থাকে তাহারা অশুভ কর্মেই পুনঃ পুনঃ আকৃষ্ট হয় এবং অসৎ কর্মের ফলে ক্রূর ও নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যাঁহাদের মন আজ্ঞাচক্রে বা তদূর্ধ্বে উঠে তাহারা উচ্চকুলে জাত হন ও সিদ্ধিলাভ করেন।

১ একমাত্র নরদেহেই মোক্ষসাধন সম্ভব, তির্য্যগাদি দেহে নহে। নরদেহ লাভ করিয়া যিনি

শ্রীধরী টীকা—কিং চ আসুরীমিতি। তে চ মামপ্রাপ্যৈবেত্যেব-কারেণ মৎপ্রাপ্তিশংকা কুতস্তেষাং? মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং সন্মার্গমপ্রাপ্য ততোঽপ্যধমাং কৃমিকীটাদিযোনিং যান্তীত্যুক্তম্। শেষং স্পষ্টম্। ২০

টীকার অনুবাদ—আরও ভগবান বলিতেছেন। তাহারা আমাকে না পাইয়াই (এব) তদপেক্ষা আরও অধম কৃমি কীটাদি গতি প্রাপ্ত হয়। এই শ্লোকে এব কার দ্বারা সূচিত হয় যে, তাহাদের সৎপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পর্যন্ত কোথায়? ইহার কারণ সৎপ্রাপ্তির উপায় ভূত সন্মার্গ তাহারা আশ্রয় করে না। ২০

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ২১

অন্বয়—কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ ইদম্ ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারম্, [অতএব] আত্মনঃ নাশনম্। তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ। ২১

মূলের অনুবাদ—পূর্বোক্ত আসুর দোষসমূহের মূলীভূত কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিন রিপু নরকের দ্বার ভূত ও নীচ যোনি প্রাপক। সেই হেতু এই তিন দোষ সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ করিবে। ২১

শ্রীধরী টীকা—উক্তানামাসুরদোষাণাং মধ্যে সকলদোষমূলভূতং দোষত্রয়ং সর্বথা বর্জনীয়মিত্যাহ—ত্রিবিধমিতি। কামঃ ক্রোধো লোভশ্চ ইতীদং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারম্ অতএবাত্মনো নাশনং নীচযোনিপ্রাপকম্। তস্মাদেতত্ত্রয়ং সর্বাত্মনা ত্যজেৎ। ২১

টীকার অনুবাদ—উল্লিখিত আসুর দোষগুলির মধ্যে সর্বদোষের

মোক্ষসাধনে নিযুক্ত না হন তাঁহার অধোগতি অনিবার্য্য। উক্তমর্মে টীকাকার মধুসূদন কর্তৃক এই শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত—

ইহৈব নরক ব্যাধেশ্চিকিৎসাং ন করোতি যঃ।
গত্বা নিরৌষধং স্থান সরুজঃ কিং করিষ্যতি॥

ইহলোকে যে ব্যক্তি নরকব্যাধির চিকিৎসা না করে, নরকপ্রাপ্তি নিরোধার্থ সাধনশীল না হয় সেই রোগী ঔষধহীন স্থানে যাইয়া কি করিবে?

মূলীভূত দোষত্রয় সর্বথা বর্জনীয়—ইহাই ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি নরকের দ্বারতুল্য। অতএব ইহারা আত্মনাশন, নীচ যোনিপ্রাপক। সেই হেতু এই তিনটিকে সর্বপ্রকারে ত্যাগ করিবে। ২১

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২২

অন্বয়—কৌন্তেয়, এতৈঃ ত্রিভিঃ তমোদ্বারৈঃ বিমুক্ত নরঃ আত্মনঃ শ্রেয়ঃ আচরতি। ততঃ পরাং গতিং যাতি। ২২

মূলের অনুবাদ—হে কুন্তীপুত্র, নরকের দ্বারভূত এই দোষত্রয় হইতে বিমুক্ত হইয়া মানুষ শ্রেয়ঃ সাধনে তৎপর হয় ও মোক্ষ লাভ করে। ২২

শ্রীধরী টীকা—ত্যাগে চ বিশিষ্টং ফলমাহ—এতৈরিতি। তমসো নরকস্য দ্বারভূতৈরেতৈস্ত্রিভিঃ কামাদিভির্বিমুক্তো নর আত্মনঃ শ্রেয়ঃ সাধনং তপোযোগাদিকমাচরতি ততশ্চ মোক্ষং প্রাপ্নোতি। ২২

টীকার অনুবাদ—উক্ত দোষত্রয় ত্যাগের যে বিশেষ ফল হয়, তাহাই ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। নরকের দ্বারভূত কামাদি দোষত্রয় হইতে বিমুক্ত হইয়া মানুষ স্বীয় শ্রেয়োসাধক তপযোগাদি আচরণ করে ও তৎফলে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ২২

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ *।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩

অন্বয়—যঃ শাস্ত্রবিধিং উৎসৃজ্য কামকারতঃ বর্ততে, সঃ সিদ্ধিম্ ন অবাপ্নোতি। [অতঃ] ন সুখম্ ন চ পরাং গতিম্ [প্রাপ্নোতি]। ২৩

মূলের অনুবাদ—যে ব্যক্তি শাস্ত্রীয় বিধান[১] লঙ্ঘনপূর্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া কর্ম করে, সে তত্ত্বজ্ঞানলাভে সমর্থ হয় না এবং শান্তি ও মোক্ষপ্রাপ্ত হয় না। ২৩

* কামচারতঃ ইতি বা পাঠ

১ শংকরাচার্য্যের মতে বেদই শাস্ত্র এবং মধুসূদনমতে তদুপজীবি স্মৃতিপুরানাদি।

শ্রীধরী টীকা—কামাদি ত্যাগশ্চ স্বধর্মাচরণং বিনা ন ভবতীত্যাহ—য ইতি। শাস্ত্রবিধিং বেদবিহিতং ধর্মমুৎসৃজ্য যঃ কামকারতো যথেচ্ছং বর্ততে স সিদ্ধিং তত্ত্বজ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি। ন চ সুখমুপশমং ন চ পরাং গতিং মুক্তিং প্রাপ্নোতি। ২৩

টীকার অনুবাদ—শ্রীভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন, স্বধর্মাচরণ ব্যতীত কামাদি রিপুত্যাগও সম্ভব হয় না। শাস্ত্রবিধি, বেদবিহিত ধর্ম ত্যাগ করিয়া যে যথেচ্ছভাবে (স্বেচ্ছাচারের বশবর্তী হইয়া) কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না এবং সে সুখ উপশম (শান্তি) ও পরাগতি, মুক্তি প্রাপ্ত হয় না। ২৩

তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-
সংবাদে দৈবাসুর সম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—তস্মাৎ কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ শাস্ত্রম্ তে প্রমাণম্। শাস্ত্র-বিধানোক্তম্ জ্ঞাত্বা ইহ কর্তুম্ অর্হসি। ২৪

মূলের অনুবাদ—সেইহেতু কর্তব্যও অকর্তব্য নিরূপণে শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রই[১] তোমার প্রমাণ। সুতরাং এই কর্মাধিকারে বর্তমান থাকিয়া শাস্ত্রীয় বিধান জানিয়া তোমার কর্ম করা উচিত। ২৪

ভগবান্ ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ দৈবাসুর সম্পদ্বিভাগ যোগ নামক
ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

১ মহাভারতের শান্তিপর্বে ব্যাসদেব বলেন, শাস্ত্রই সাধুগণের চক্ষু। তাঁহারা শাস্ত্রালোকেই সমুদয় অবগত হইয়া থাকেন। অতএব শাস্ত্রানুশীলন সর্বজনের অবশ্য কর্তব্য। শাস্ত্রবুদ্ধির দ্বারাই

শ্রীধরী টীকা—ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ইদং কার্য্যমিদমকার্য্য-মিত্যস্যাং ব্যবস্থায়াং তে তব শাস্ত্রং[১] শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদিকমেব প্রমাণম্। অতঃ শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম জ্ঞাত্বা ইহ কর্মাধিকারে বর্তমানঃ যথাধিকারং কর্ম কর্তুমর্হসি। তন্মূলত্বাৎ সত্ত্বশুদ্ধিসম্যগ্‌জ্ঞানমুক্তীনামিত্যর্থঃ। ২৪

দেবদৈতেয়সম্পত্তি সংবিভাগেন ষোড়শে।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারস্তু সাত্ত্বিকস্যেতি দর্শিতম্॥*

ইতি শ্রীধর স্বামিকৃতটীকায়াং সুবোধিন্যাং ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান্ ফলিতার্থ-বলিতেছেন। ইহা কর্তব্য, ইহা অকর্তব্য—ইহার ব্যবস্থায়, নিরূপণে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি শাস্ত্রই তোমার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। অতএব শাস্ত্রবিধি[২] অনুসারে কর্তব্য

কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ণয় করা যায়। এইজন্য শাস্ত্রজ্ঞান প্রয়োজনীয়। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিলে সদ্‌বুদ্ধি পরিণত বা পরিপক্ক হয় না, বিবেক জন্মে না। ব্যাসদেব শ্রীমদ্‌ভাগবতে (১১।১৩-১৬) বলেন, সত্ত্ববৃদ্ধির জন্য পুরুষ ততদিন সাত্ত্বিক বৃত্তিরূপ নিবৃত্তি শাস্ত্রাদির উপাসনা করিবেন, যতদিন আত্মপ্রত্যক্ষ ও স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়রূপ উপাধিভঙ্গ না হয়।

১ যঃ শাস্তি বঃ ক্লেশরিপুনশেষান্
সন্ত্রায়তে দুর্গতিতো ভবাচ্চ।
তৎ শাসনাৎ ত্রাণগুণাচ্চ শাস্ত্রম্
এতৎ দ্বয়ং চাণ্যমেতেষু নাস্তি॥

* অভিনব গুপ্তাচার্য্যকৃত গীতার্থসংগ্রহে এই শ্লোক সংগৃহীত—

অবোধে স্বাত্মবুদ্ধ্যৈব কার্যাং নৈব বিচারয়েৎ।
কিন্তু শাস্ত্রোক্তবিধিনা শাস্ত্র বোধবিবর্দ্ধনম্॥

২ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'শাস্ত্রোক্ত নির্দেশ জানিয়া সাধনে নিমগ্ন হওয়া প্রয়োজন। সাধন ব্যতীত শাস্ত্রার্থ অবগত হওয়া যায় না। শুধু শাস্ত্রচর্চা করিলেও সিদ্ধিলাভ হয় না।' উক্ত মর্মে শাস্ত্রকার বলেন—

শব্দব্রহ্মাণি নিষ্ণাতঃ ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলং হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ॥

জানিয়া ইহলোকে কর্মাধিকারে বর্তমান তুমি যথাধিকার অনুসারে কর্ম কর। ইহার অর্থ, সত্ত্বশুদ্ধি ও সম্যগ্‌জ্ঞান ও মুক্তিলাভের মূলই কর্ম। ২৪

ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী সম্পত্তি সম্যগ্‌বিভাগ দ্বারা সাত্ত্বিক ব্যক্তিরই তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার প্রদর্শিত হইল।

আচার্য শ্রীধরস্বামীকৃত গীতা টীকা সুবোধিনীর ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

যিনি শাস্ত্রজ্ঞ অথচ ব্রহ্মধ্যান পরায়ণ নহেন তাঁহার শাস্ত্রপাঠ শ্রম মাত্র। যেরূপ বন্ধ্যা গাভীপালনে গোপালকের বৃথা শ্রম হয়।

অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।

যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যম্ হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥

শাস্ত্র অনেক, জ্ঞাতব্য বিষয়ও অগণ্য। আর আয়ু স্বল্প ও বিঘ্নবহুল। সুতরাং শাস্ত্রসার অবগত হইয়া সাধনে নিযুক্ত হওয়াই শ্রেয়স্কর, যেমন হংস জলমিশ্রিত দুগ্ধের দুগ্ধাংশ মাত্র গ্রহণ করে তদ্রূপ সর্বশাস্ত্রের গ্রহণ ও সাধনই কল্যাণকর।

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥১

অন্বয়—অর্জুন উবাচ, কৃষ্ণঃ যে তু শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ যজন্তে, তেষাং নিষ্ঠা কা? সত্ত্বং রজঃ আহুঃ তমঃ? ১

মূলের অনুবাদ—অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃষ্ণ, যাহারা শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ করিয়া, অথচ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দেবদেবীগণকে পূজা করে, তাহাদের নিষ্ঠা কিরূপ? ঐ নিষ্ঠা কি সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী?১

শ্রীধরী টীকা—"উক্তাধিকারহেতুনাং শ্রদ্ধা মুখ্যা তু সাত্ত্বিকী।
ইতি সপ্তদশে গৌণশ্রদ্ধাভেদস্ত্রিধোচ্যতে॥"

পূর্বাধ্যায়ান্তে 'যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ইত্যনেন শাস্ত্রোক্ত বিধিমুৎসৃজ্য কামকারেণ বর্তমানস্য জ্ঞানেঽধিকারো নাস্তীত্যুক্তম্। তত্র শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য কামকারং বিনা শ্রদ্ধয়া বর্তমানানাং কিমধিকারোঽস্তি নাস্তি বেতি বুভুৎসয়া অর্জুন উবাচ—য ইতি অত্র শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে ইত্যনেন শাস্ত্রার্থং বুদ্ধ্যা তমুল্লঙ্ঘ্য বর্তমানাশ্চ গৃহ্যন্তে, তেষাং শ্রদ্ধয়া যজনানুপপত্তেঃ। আস্তিক্যবুদ্ধির্হি শ্রদ্ধা। ন চাসৌ শাস্ত্রজ্ঞানবতাং শাস্ত্রবিরুদ্ধেঽর্থে সম্ভবতি। তানেবাধিকৃত্য 'ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা', 'যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্'ইত্যাদ্যুত্তরানুপপত্তেশ্চ। অতো নাত্র শাস্ত্রোল্লঙ্ঘিনো গৃহ্যন্তে, অপি তু ক্লেশবুদ্ধ্যা আলস্যাদ্বা

শাস্ত্রার্থজ্ঞানে প্রযত্নমকৃত্বা কেবলমাচারপরম্পরাবশেন শ্রদ্ধয়া কচিদ্দেবতারাধনাদৌ প্রবর্তমানা গৃহ্যন্তে। অতোঽয়মর্থঃ যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য দুঃখবুদ্ধ্যা আলস্যাদ্বা অনাদৃত্য কেবলমাচার প্রামাণ্যেন শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ সন্তো যজন্তে, তেষাংতু কা নিষ্ঠা ? কা স্থিতিঃ ? ক আশ্রয়ঃ ? তামেব বিশেষেণ পৃচ্ছতি, —কিং সত্ত্বম্ ? অহো কিংরজঃ ? অথবা তম ইতি ? তেষাং তাদৃশী দেবপূজাদিপ্রবৃত্তিঃ কিং সত্ত্ব সংশ্রিতাঃ ? রজঃ সংশ্রিতাঃ ? বা তমঃ সংশ্রিতা বেত্যর্থঃ। শ্রদ্ধায়া সাত্ত্বিকত্বাৎ, ক্লেশবুদ্ধ্যা আলস্যেন চ শাস্ত্রানাদরস্য চ রাজসতামসত্বাৎ ত্রেধা সন্দেহঃ। যদি সত্ত্বভাব সংশ্রিতাস্তর্হি তেষামপি সাত্ত্বিকত্বাদ্ যথোক্তাত্মজ্ঞানেঽধিকারঃ স্যাদন্যথা নেতি প্রশ্নতাৎপর্য্যার্থঃ। ১

টীকার অনুবাদ—উক্ত তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারের হেতু সমূহের মধ্যে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা মুখ্য বলিয়া সপ্তদশ অধ্যায়ে তিন প্রকার গৌণশ্রদ্ধার ভেদ কথিত হইতেছে। পূর্ব অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হন, তিনি মোক্ষ সাধনে সিদ্ধিলাভ করেন না। ইহার দ্বারা কথিত হইয়াছে, শাস্ত্রীয় বিধান বর্জন পূর্বক স্বেচ্ছাপরে বিদ্যমান ব্যক্তির আত্মজ্ঞানে অধিকার নাই। ইহাতে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ আচার ব্যতিরেকে শ্রদ্ধাপূর্বক কর্মানুষ্ঠানে প্রবর্তমান ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার আছে কি না—ইহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে 'শাস্ত্রবিধি লংঘন করিয়া যে যজ্ঞ করে' ইহার দ্বারা 'শাস্ত্রার্থ বুঝিয়াও যাহারা উল্লংঘন করে তাহারা গ্রহণীয় নহে', কারণ তাহাদের পক্ষে সশ্রদ্ধ যজন অনুপপন্ন, অযৌক্তিক। যেহেতু আস্তিক্য বুদ্ধিই শ্রদ্ধা এবং তাহা শাস্ত্র-জ্ঞানবান্ ব্যক্তির শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিষয়ে সম্ভব নহে। যেহেতু তাহাদিগকে গ্রহণ করিলে "শ্রদ্ধা তিন প্রকার হয়", "সাত্ত্বিকগণ দেবতাদিগকে যজন করেন" ইত্যাদি বক্ষ্যমান বিষয়ের সহিত তাহার অনুপপত্তি, অসঙ্গতি

ঘটে। অতএব এখানে শাস্ত্রবিধি উল্লংঘনকারিগণ গ্রহণীয় নহে। তবে যাহারা ক্লেশবুদ্ধিতে বা আলস্যবশে শাস্ত্রের অর্থবোধার্থ প্রযত্ন না করিয়া আচারপরম্পরাবশে শ্রদ্ধাপূর্বক কোন দেবতা আরাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই এই স্থলে গৃহীতা অতএব এই শ্লোকের অর্থ নিম্নোক্ত প্রকার হয়। যাহারা শাস্ত্রীয় বিধান উল্লংঘন করিয়া ক্লেশবোধে বা আলস্য প্রভাবে উহা অনাদর করিয়া কেবল আচার প্রামাণ্যবশে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যজন করে, তাহাদের কি নিষ্ঠা, কি স্থিতি, কি আশ্রয়? তাহাই বিশেষভাবে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহাদের ঐ নিষ্ঠা কি সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক? ইহার অর্থ, দেবপূজাদিতে তাহাদের তাদৃশী প্রবৃত্তি কি সত্ত্বাশ্রিত, রজঃ সংশ্রিত অথবা তমঃ সংশ্রিত? শ্রদ্ধার সাত্ত্বিকতা হেতু এবং ক্লেশবুদ্ধিতে ও আলস্যবশে শাস্ত্রবিধির প্রতি অনাদরে রাজসিকতা ও তামসিকতা নিমিত্ত ত্রিধা সন্দেহ হইয়াছে। যদি তাহাদের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক বলিয়া সন্দেহ হয়, আবার ক্লেশবুদ্ধি ও আলস্যহেতু শাস্ত্রবিধিতে অনাদর থাকায় তাহাদের রাজস বা তামস স্বভাব সূচিত হয়। প্রশ্নার্থের তাৎপর্য্য এই যে, যদি তাহাদের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক হয়, তবেই উল্লিখিত আত্মজ্ঞানে তাহাদের অধিকার থাকিতে পারে, নচেৎ নহে। ১

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥২

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, দেহিনাম্ [যা] শ্রদ্ধা [সা] সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চ ইতি ত্রিবিধা এব ভবতি সা স্বভাবজা, তাং শৃণু। ২

মূলের অনুবাদ—ভগবান উত্তর দিলেন, দেহিগণের সেই শ্রদ্ধা পূর্বজন্মের সংস্কারানুযায়ী হইয়া থাকে। উহা সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী তিন প্রকার হয়। তাহা শোন। ২

শ্রীধরী টীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—ত্রিবিধেতি। অয়মর্থঃ—শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞানতঃ প্রবর্তমানানাং পরমেশ্বরপূজাবিষয়া সাত্ত্বিকী একবিধৈব ভবতি শ্রদ্ধা। লোকাচারমাত্রেণ তু প্রবর্তমানানাং দেহিনাং যা শ্রদ্ধা সা তু সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চেতি ত্রিবিধা ভবতি। তত্র হেতুঃ—স্বভাবজা স্বভাবঃ পূর্বকর্মসংস্কারস্তস্মাজ্জাতা স্বভাবজা। স্বভাবমন্যথা কর্তুং সমর্থং হি শাস্ত্রোক্তং বিবেকজ্ঞানং তত্তু তেষাং নাস্তি। অতঃ কেবলং স্বভাবেনৈব ভবতীতি শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি। তামিমাং ত্রিবিধাং শ্রদ্ধাং শৃণু। তদুক্তং 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দনে'ত্যাদিনা। ২

টীকার অনুবাদ—ইহার উত্তর ভগবান্ এই শ্লোকে বলিলেন। শ্লোকের অর্থ এই যে, শাস্ত্রবিধি ও তত্ত্বজ্ঞান অনুসারে কর্মে প্রবৃত্ত জনগণের পরমেশ্বরের পূজা বিষয়ক একমাত্র সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাই হইয়া থাকে; কিন্তু লোকাচার অনুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত জনগণের যে শ্রদ্ধা তাহা সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। ইহার কারণ—তাহাদের শ্রদ্ধা স্বভাবজ-স্বভাব, পূর্ব সংস্কার, তাহা হইতে জাত। স্বভাব অন্যরূপ করিতে শাস্ত্রজনিত বিবেক জ্ঞানই সমর্থ। লোকাচার অনুযায়ী যাঁহারা কর্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের সেই জ্ঞান নাই। অতএব পূর্ব স্বভাব বা সংস্কার অনুযায়ী শ্রদ্ধা হয়ঃ তিন প্রকার সেই ত্রিবিধ শ্রদ্ধার বিষয় শ্রবণ কর। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একবিধই হইয়া থাকে। ২

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যৎ শ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩

অন্বয়—ভারত, সর্বস্য শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা ভবতি।
অয়ং পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ, যঃ যচ্ছ্রদ্ধঃ সঃ সঃ এব।৩

মূলের অনুবাদ—হে ভারত, সকলের শ্রদ্ধা[১] স্ব স্ব অন্তঃকরণের

[১] পতঞ্জলিকৃত যোগসূত্রের সমাধিপাদে বিংশ সূত্রে আছে, শ্রদ্ধাবীর্য-স্মৃতি সমাধিপূর্বক ইতরেষাম্।

অনুরূপ হইয়া থাকে। এই জীব শ্রদ্ধাময়[১]। যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত[২], তিনি সেইরূপই হন।৩

শ্রীধরী টীকা—নমু চ শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক্যেব সত্ত্বকার্য্যত্বেন ত্বয়ৈব ভগবতা উদ্ধবং প্রতি নির্দিষ্টত্বাৎ যথোক্তং—

"শমো দমস্তিতিক্ষেজ্যাতপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ।
তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদি
নির্বৃতিঃইত্যেতাঃ সত্ত্বস্য বৃত্তয়" ইতি।

অতঃ কথং তস্যাস্ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে? সত্যং। তথাপি রজস্তমোযুক্ত পুরুষাশ্রয়ত্বেন রজস্তমোমিশ্রিতত্বেন সত্ত্বস্য ত্রৈবিধ্যাৎ শ্রদ্ধায়া অপি ত্রৈবিধ্যং ঘটত ইত্যাহ—সত্ত্বেতি। সত্ত্বানুরূপা সত্ত্বতারতম্যানুসারিণী

মুমুক্ষু সাধকের সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা বা তত্ত্ব বিষয়ে উগ্র ইচ্ছা দ্বারা বীর্য্য বা প্রযত্ন লাভ হয়। ইহার ফলে স্মৃতি বা ধ্যান বা তত্ত্বস্মরণ, পরে সমাধি এবং সমাধি দ্বারা প্রজ্ঞার উৎকর্ষ হয়। প্রজ্ঞার দ্বারাই যথার্থ তত্ত্ব জানা যায়।

১ রামানুজমতে শ্রদ্ধা পরিণাম, শংকরমতে শ্রদ্ধা প্রায় ও শ্রীধরমতে শ্রদ্ধাবিকার।

২ শ্রদ্ধার তারতম্য অনুসারে সিদ্ধিরও পার্থক্য ঘটে। চতুর্বিংশতি জড়তত্ত্বের উপাসকগণই বিদেহ ও প্রকৃতিলয় বলিয়া অভিহিত। পঞ্চ মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই যোড়শ পদার্থের কোন একটিকে আত্ম ভাবনাদ্বারা উপাসনা করিয়া যাঁহারা সিদ্ধ হন তাঁহারা বিদেহ। আর প্রকৃতি অর্থে মূলা প্রকৃতি এবং মহৎ, অহংকার ও পঞ্চ তন্মাত্র। ভূত, ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতির উপাসকগণ সিদ্ধিলাভ পূর্বক মুক্তবৎ থাকেন। কিন্তু ইন্দ্রিয় উপাসকগণের মুক্তিকাল দশমম্বন্তর দশমন্বন্তরানিহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ। স্থূলভূত উপাসকগণের মুক্তিকাল শত মন্বন্তর—ভৌতিকন্তে শতংপূর্ণম্। অহংকার উপাসকগণের মুক্তিকাল সহস্র মন্বন্তর। মহত্তত্ত্ব উপাসকগণের মুক্তিকাল দশ সহস্র মন্বন্তর। এবং প্রকৃতি বা অব্যক্ত উপাসকের মুক্তিকাল লক্ষ মন্বন্তর আর আর নির্গুণ ব্রহ্মপুরুষের উপাসকগণ চিরকাল স্থায়ী মুক্তিলাভ করেন। উক্ত মর্মে বায়ুপুরাণে আছে—

বৌদ্ধা দশসহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ।
পূর্ণং শতসহস্রং তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ।
নির্গুণং পুরুষং প্রাপ্যকালসংখ্যা ন বিদ্যতে॥

সর্বস্য বিবেকিনোঽবিবেকিনো বা লোকস্য শ্রদ্ধা ভবতি। তস্মাদয়ং পুরুষো লৌকিকঃ শ্রদ্ধাময়ঃ শ্রদ্ধাবিকারঃ। ত্রিবিধয়া শ্রদ্ধয়া বিক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। তদেবাহ—'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ' যাদৃশী শ্রদ্ধা যস্য 'স এব সঃ' তাদৃশ্যা শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ এব স। যঃ পূর্বং সত্ত্বোৎকর্ষেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ পুরুষঃ স পুনস্তাদৃশসত্ত্বসংস্কারেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধয়া যুক্ত এব ভবতি। যস্তু রজস উৎকর্ষেণ রাজসশ্রদ্ধাযুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ এব ভবতি। যস্তু তমস উৎকর্ষেণ তামসশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ এব ভবতীতি লোকাচারমাত্রেণ প্রবর্তমানেম্বেবং সাত্ত্বিকরাজসতামসশ্রদ্ধাব্যবস্থা। শাস্ত্রজনিতবিবেকজ্ঞানযুক্তানাং তু স্বভাববিজয়েন সাত্ত্বিকী একৈব শ্রদ্ধেতি প্রকরণার্থঃ। ৩

টীকার অনুবাদ—ইহা সত্য যে, শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকই হয়, যেহেতু ভগবান উদ্ধবকে শ্রীমদ্‌ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে নির্দেশ দিয়াছেন—শম, দম, তিতিক্ষা, বিবেক, তপস্যা, সত্য, দয়া, স্মৃতি, তুষ্টি, ত্যাগ, অস্পৃহা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, দয়াদি ও আত্মনিবৃত্তি এইগুলি সত্ত্বগুণের কার্য্য বা সত্ত্ববৃত্তি। অতএব সেই শ্রদ্ধার ত্রিবিধতা কিরূপে সঙ্গত হয়? ইহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন, ইহা সত্য বটে, তথাপি রজঃ ও তমোগুণযুক্ত পুরুষের আশ্রয়ে সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণের সহিত সম্যক মিশ্রিত হওয়ায় সত্ত্ব ত্রিবিধ হয়। সেই হেতু শ্রদ্ধারও ত্রিবিধতা ঘটে। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, বিবেকী ও অবিবেকী সর্বজনের শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা, সত্ত্বগুণের তারতম্য অনুসারিণী হইয়া থাকে। সেই হেতু এই লৌকিক পুরুষ শ্রদ্ধাময়, শ্রদ্ধাবিকার, ত্রিবিধ শ্রদ্ধা দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হয়। ইহাই তাৎপর্য্য। এতদর্থে ভগবান বলিতেছেন, যে যেরূপ শ্রদ্ধাবান, যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা, সে তাদৃশ স্বভাব পায়। যে পূর্বে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষতা হেতু সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত ছিল সে উক্ত সংস্কারহেতু পুনরায় সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্তই হয়। যে পূর্বে রজোগুণের উৎকর্ষতা হেতু রাজসশ্রদ্ধাযুক্ত ছিল, সে পুনরায় উক্তরূপ রাজসশ্রদ্ধাযুক্ত হয় এবং তমোগুণের উৎকর্ষতা হেতু যে পূর্বে

তামস শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল, সে পুনরায় তামস শ্রদ্ধাসম্পন্নই হয়। এইজন্য লৌকিক আচার অনুযায়ী ধর্মসাধকের নিমিত্ত উক্ত প্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শ্রদ্ধার ব্যবস্থা মোক্ষশাস্ত্র দিয়াছেন। কিন্তু মোক্ষ-শাস্ত্রে জ্ঞানজনিত বিবেকবানের স্বভাব বিজয় নিমিত্ত একমাত্র সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাই হইয়া থাকে। বর্তমান প্রকরণের ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ৩

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪

অন্বয়—সাত্ত্বিকাঃ দেবান্ যজন্তে, রাজসাঃ যক্ষরক্ষাংসি, অন্যে তামসাঃ জনাঃ প্রেতান্ ভূতগণান্ চ যজন্তে। ৪

মূলের অনুবাদ—সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ রুদ্রাদি দেবগণের পূজা করেন; রাজসিকগণ কুবেরাদি[১] যক্ষ ও নৈঋতাদি রাক্ষসদিগকে এবং অন্যান্য তামসিক জনগণ প্রেত ও ভূতগণের[২] পূজা করে। ৪

শ্রীধরী টীকা—সাত্ত্বিকাদিভেদমেব কার্য্যভেদেন প্রপঞ্চয়তি—যজন্ত ইতি। সাত্ত্বিকা জনাঃ সত্ত্বপ্রকৃতীন্ দেবানেব যজন্তে পূজয়ন্তি। রাজসাস্তু রজঃ প্রকৃতীন্ যক্ষান্ রাক্ষসাংশ্চ যজন্তে। এতেভ্যোঽন্যেতু বিলক্ষণাস্তামসা জনাস্তামসানেব প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে। সত্ত্বাদি প্রকৃতীনাং তত্তদ্দেব-তানাং তু পূজাকর্চাভিস্তত্তৎ পূজকানাং সাত্ত্বিকত্বাদি জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ। ৪

টীকার অনুবাদ—সাত্ত্বিকাদি গুণভেদ তাহাদের কার্য্যভেদের দ্বারা ভগবান্ দেখাইতেছেন: সাত্ত্বিক নরগণ প্রকৃতি দেবগণের যজন, পূজন

১ ব্রহ্মাদি দেবপূজাকালে পূর্বদিক্রমে দক্ষিণাবর্তে ইন্দ্র, অগ্নি, যম নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের ও ঈশান—এই অষ্টদিকপালের পূজা করিতে হয়।

২ ব্রাহ্মণাদি স্বধর্মভ্রষ্ট হইলে মৃত্যুর পরে বায়বীয় দেহ ধারণ করিয়া উল্কা মুখ, কট কূটনাদি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। প্রতি গৃহে বহু বাস্তু প্রেত বাস করে। শ্মশানে অসংখ্য প্রেতাত্মা থাকে। প্রায় প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে এক বা একাধিক প্রেত ঘুরিয়া বেড়ায়। অধুনা শ্রাদ্ধাদি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয় না বলিয়া প্রেতগণ উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয় না। প্রেতলোক মর্তলোকের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে।

করেন। আর রাজস ব্যক্তিগণ রজঃ প্রকৃতি যক্ষগণ ও রাক্ষসগণকে পূজা করেন। এতদুভয় হইতে বিলক্ষণ, ভিন্ন তামস জনগণ তমঃ প্রকৃতি প্রেতগণও ভূতগণকে পূজা করে। ইহার অর্থ, সাত্ত্বিকাদি প্রকৃতি বিশিষ্ট সেই দেবতা সেই রাক্ষস ও প্রেতাদির পূজারুচির দ্বারা তাহাদের পূজকগণের সাত্ত্বিকাদি প্রকৃতি জানিতে হইবে। ৪

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥ ৫
কর্শয়ন্তঃ* শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ† ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ৬

অন্বয়—দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ যে অচেতসঃ জনাঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামম্ অন্তঃশরীরস্থং মাং চ কর্শয়ন্তঃ অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপঃ তপ্যন্তে তান্ আসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধি। ৫-৬

মূলের অনুবাদ—দাম্ভিক ও অহংকারী এবং কামনাযুক্ত, আসক্তি সম্পন্ন ও বলযুক্ত অবিবেকী জনগণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ভয়ংকর তপস্যা আচরণ করে। ৫

যে অবিবেকী ব্যক্তিগণ দেহস্থিত পঞ্চভূতকে এবং শরীরস্থ আত্মস্বরূপ আমাকে ক্লিষ্ট করিয়া তপস্যা করে,—তাহাদিগকে আসুর নিশ্চয় বলিয়া জানিবে। ইহার কারণ তাহাদের নিশ্চয় অসুরের ন্যায় অদ্ভুত। ৬

শ্রীধরী টীকা—রাজসতামসেষু পুনর্বিশেষান্তরমাহ—অশাস্ত্রবিহিতমিতি দ্বাভ্যাম্ শাস্ত্রবিধিমজানন্তোঽপি কেচিৎ প্রাচীন পুণ্যসংস্কারেণোত্তমাঃ সাত্ত্বিকা এব ভবন্তি। কেচিত্তুমধ্যমা রাজসা ভবন্তি। অধমাস্তু তামসা ভবন্তি। যে পুনরত্যন্তং মন্দভাগ্যাঃ গতানুগত্যা পাষণ্ডসঙ্গেন চ

* কর্ষয়ন্ত ইতি বা পাঠঃ।

† অচেতনমিতি অভিনব গুপ্তাদৃতঃ পাঠঃ।

তদাচারানুবর্তিনঃ সন্তোঽশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং ভয়ঙ্করং তপস্তপ্যন্তে কুর্বন্তি। তত্র হেতবঃ দম্ভাহঙ্কারাভ্যাং সংযুক্তাঃ তথা কমোঽভিলাষঃ, রাগ আসক্তিঃ, বলমাগ্রহঃ এতৈরন্বিতাঃ সন্তঃ, তানাসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ।৫

কিংচ কর্শয়ন্ত ইতি। শরীরস্থং প্রারম্ভকত্বেন দেহে স্থিতং ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং সমূহং কর্শয়ন্তঃ বৃথৈবোপবাসাদিভিঃ কৃশং কুর্বন্তোঽচেতসোঽবিবেকিনঃ মাংচ অন্তর্যামিতয়া অন্তঃ শরীরস্থং দেহমধ্যে স্থিতং মদাজ্ঞালঙ্ঘনেনৈব কর্শয়ন্তঃ সন্ত এবং যে তপশ্চরন্তি তানাসুরনিশ্চয়ান্ আসুরোঽতিক্রূরো নিশ্চয়ো যেষাং তান্ বিদ্ধি। ৬

টীকার অনুবাদ—পুনরায় রাজস ও তামসগণের মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য ভগবান্ দুই শ্লোকে বলিতেছেন। শাস্ত্রবিধি না জানিয়াও কেহ কেহ প্রাক্তন পুণ্য সংস্কার বশে যাহারা উত্তম, তাহারা সাত্ত্বিকই হয়। আর কেহ কেহ বা মধ্যম, তাহারা রাজস হয়। কিন্তু যাহারা অধম তাহারা তামস হইয়া থাকে। আবার যাহারা অতিশয় মন্দভাগ্য, তাহারা গতানুগতিকভাবে পাষণ্ড সংসর্গে পড়িয়া তদীয় আচারের অনুবর্তী হইয়া অশাস্ত্রীয় ঘোর, ভূতগণের ভয়ংকর তপস্যা করে। উহার কারণ, তাহারা দম্ভ ও অহংকার সংযুক্ত। এবং কাম, অভিলাষ। রাগ, আসক্তি ও বল, আগ্রহদ্বারা অন্বিত থাকে। তাহাদিগের নিশ্চয় আসুর বলিয়া জানিবে।—এই উত্তর শ্লোকের সহিত ইহার অন্বয় হইবে। ৫

ভগবান্ আরও বলিতেছেন। শরীরস্থ, শরীরের আরম্ভকরূপে শরীরে অবস্থিত। পৃথিব্যাদি ভূতের গ্রামকে, সমূহকে বৃথা উপবাসাদি দ্বারা কৃশ করিয়া অবিবেকিগণ অন্তর্যামীরূপে অন্তঃশরীরস্থ, দেহমধ্যে অবস্থিত আমাকে ও আমার আজ্ঞা লংঘন দ্বারা ক্লিষ্ট করিয়া যে তপশ্চরণ করে, তাহাদিগকে আসুর নিশ্চয় বলিয়া জানিবে। আসুর, অতি ক্রূর নিশ্চয় যাহাদের তাহারা আসুর নিশ্চয়। ৬

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ৭

অন্বয়—সর্বস্য অপি [যঃ] আহারঃ [সঃ] তু ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি, তথা যজ্ঞঃ তপঃ দানং চ ; তেষাম্ ইমং ভেদং শৃণু। ৭

মূলের অনুবাদ—সকল প্রাণীর আহার ও তিন প্রকারে[১] প্রিয় হয়। সেইরূপ যজ্ঞ, তপস্যা ও দান তিন প্রকার হইয়া থাকে। তাহাদের এই প্রভেদ শ্রবণ কর। ৭

শ্রীধরী টীকা—আহারাদিভেদাদপি সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুমাহ—আহারস্ত্বিত্যাদিত্রয়োদশভিঃ। সর্বস্যাপি জনস্য য আহারোঽন্নাদিঃ স তু যথাযথং ত্রিবিধঃ প্রিয়ো ভবতি। যথা যজ্ঞতপোদানানি চ ত্রিবিধানি ভবন্তি। তেষাং চ বক্ষ্যমাণং ভেদমিমং শৃণু। এতচ্চ রাজস তামসাহার-যজ্ঞাদিপরিত্যাগেণ সাত্ত্বিকাহার যজ্ঞাদিসেবয়া সত্ত্ববৃদ্ধৌ যত্নঃ কর্তব্য ইত্যেতদর্থং কথ্যতে। ৭

---

১ শ্রীমৎ রামানুজাচার্যও খাদ্যের নিম্নোক্ত ত্রিবিধ দোষ পরিহার করিতে বলিয়াছেন—জাতি দোষ, আশ্রয় দোষ ও নিমিত্ত দোষ। জাতি দোষের অর্থ নীচ কুলে জাত বা অসৎ কর্মে রত মানুষের হাতে অন্নগ্রহণ করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়। আশ্রয় দোষ অর্থে সংস্পর্শ দোষ। কাল ও স্থানের দোষেও অন্ন অশুদ্ধ হয়। সেইজন্য সাধকের পক্ষে শ্রাদ্ধ বাড়ীতে বা অশৌচগ্রস্ত ব্যক্তির হাতে খাওয়া নিষিদ্ধ। কারণ আহারশুদ্ধি হইলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়। উপনিষৎ বলিয়াছেন, 'অন্নই মন প্রাণ বুদ্ধিরূপে পরিণাম লাভ করে। ধর্মাচার পালন না করিলে ধর্ম সাধন নিষ্ফল হয়। মনু বলেন, 'আচারাৎ বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।' সদাচার হইতে ভ্রষ্ট হইলে ব্রাহ্মণও বেদপাঠ বা বৈদিক ক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত হন না। মনু স্মৃতিতে আছে—

অনভ্যাসেন তু বেদানামাচারস্য চ বর্জনাৎ।
আলস্যাৎ অন্নদোষাচ্চ কালো বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥

বেদপাঠ ও সদাচার বর্জন, অলসতা ও অন্নদোষহেতু কাল বিপ্রগণকে হিংসা করে। অশুদ্ধ অন্নাদি গ্রহণে আয়ুঃক্ষয় হয়, শরীর রোগগ্রস্ত হয় এবং অকালমৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

টীকার অনুবাদ—আহারাদির ভেদ হইতেও সাত্ত্বিকাদিগুণ ভেদ দেখাইবার জন্য ভগবান্ তের শ্লোকে বলিতেছেন। সকল লোকেরই যে অন্নাদি আহার, তাহা যথাযথ ত্রিবিধভাবে প্রিয় হয়। সেইরূপ যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানও ত্রিবিধ হইয়া থাকে। তাহাদের নিম্নোক্ত ভেদ শ্রবণ কর। ইহা হইতে রাজস ও তামস আহার এবং যজ্ঞাদি পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক আহার ও যজ্ঞাদি সেবা দ্বারা সত্ত্ববৃদ্ধির জন্য প্রযত্ন কর্তব্য। ইহাই বুঝাইবার জন্য ভগবান বলিলেন। ৭

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮

অন্বয়—আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য-সুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ হৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ [ভবন্তি]। ৮

মূলের অনুবাদ—যে সকল আহারআয়ু, উৎসাহ, শক্তি, রোগ-রাহিত্য, চিত্তপ্রসাদ ও অভিরুচি বৃদ্ধি করে এবং রসবান্ স্নেহযুক্ত ও যাহার সারাংশ দেহে চিরস্থায়ী হয় এবং যাহা দৃষ্টিমাত্রে প্রীতিকর, সেইগুলি সাত্ত্বিকগণের প্রিয় হয়। ৮

শ্রীধরী টীকা—তত্রাহারত্রৈবিধ্যমাহ—আয়ুরিতি ত্রিভিঃ। আয়ুর্জীবিতং, সত্ত্বমুৎসাহঃ বলং শক্তিঃ, আরোগ্যং রোগরাহিত্যং, সুখং চিত্তপ্রসাদঃ, প্রীতিরভিরুচিঃ,আয়ুরাদীনাং বিবর্দ্ধনাঃ বিশেষেণ বৃদ্ধিকারস্তে চ রস্যা রসবন্তঃ, স্নিগ্ধাঃ স্নেহযুক্তাঃ, স্থিরা দেহে সারাংশেন চিরকালাবস্থায়িনঃ, হৃদ্যাঃ দৃষ্টমাত্রা এব হৃদয়ঙ্গমাঃ, এবম্ভূতা আহারা ভক্ষ্যভোজ্যাদয়ঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়া। ৮

টীকার অনুবাদ——তন্মধ্যে আহারের ত্রিবিধতা ভগবান্ তিন শ্লোকে বলিতেছেন। আয়ু, জীবন। সত্ত্ব, উৎসাহ। বল, শক্তি। আরোগ্য, রোগরাহিত্য। সুখ, চিত্তপ্রসাদ। প্রীতি, অভিরুচি। এইগুলি আয়ু প্রভৃতির বিবর্ধক, বিশেষভাবে বৃদ্ধিকর। সেই সকল আহার্য্য রস্য, রসযুক্ত। স্নিগ্ধ,

স্নেহযুক্ত। স্থির, সারাংশরূপে দেহে চিরকাল অবস্থায়ী। হৃদ্য, দৃষ্টিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম, মনের আনন্দবর্ধক। এইরূপ ভক্ষ্য ও ভোজ্য প্রভৃতি দ্রব্য সাত্ত্বিকগণের প্রিয় হয়। ৮

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরুক্ষ-বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখ শোকাময় প্রদাঃ ॥ ৯

অন্বয়—কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ—তীক্ষ্ণরুক্ষ-বিদাহিনঃ দুঃখশোকাময়প্রদাঃ আহারাঃ রাজসস্য ইষ্টাঃ। ৯

মূলের অনুবাদ—অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ ও অতি বিদাহী এবং দুঃখদায়ক, শোকপ্রদ ও রোগজনক আহারসমূহ রাজস ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়। ৯

শ্রীধরী টীকা—তথা কট্বিতি। অতি শব্দঃ কট্বাদিষু সপ্তস্বপি সম্বধ্যতে। অতিকটুর্নিম্বাদিঃ। অত্যম্লোঽতিলবণোঽত্যুষ্ণশ্চ প্রসিদ্ধঃ, অতিতীক্ষ্ণো মরিচাদিঃ, অতিরুক্ষঃ কঙ্গু-কোদ্রবাদিঃ, অতিবিদাহী সর্ষপাদিঃ, অতিকট্বাদয় আহারা রাজসস্যেষ্টাঃ প্রিয়াঃ। দুঃখং তাৎকালিকং হৃদয়সন্তাপাদিঃ, শোকঃ পশ্চাদ্ভাবি দৌর্মনস্যম্, আময়ো রোগঃ, এতান্ প্রদদাতি প্রযচ্ছন্তীতি তথা। ৯

টীকার অনুবাদ—ভগবান্ আরও বলিতেছেন। এই শ্লোকে অতিশব্দ কটু প্রভৃতি সপ্ত শব্দের সহিত সংযুক্ত হইবে। সেইজন্য অতিকটু, যেমন নিম্বাদি। অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ দ্রব্যাদি প্রসিদ্ধ। অতি তীক্ষ্ণ, যেমন মরীচাদি। অতি রুক্ষ, যেমন কঙ্গু (কাঙ্গনী ধান্য পীত তণ্ডুল —ইহাদের স্বাদ মধুর কষায়) ও কোদ্রব (কোদো নামক ধান্যবিশেষ), অতি বিদাহী, যেমন সর্ষপাদি। অতি কটু প্রভৃতি আহার রাজস ব্যক্তির প্রিয় হয়। তাহা দুঃখ, তাৎকালিক হৃদয়-সন্তাপপ্রদ। শোক, পশ্চাৎজাত দৌর্মনস্য বা অপ্রসন্নতা। আময়, রোগ। রাজস আহার এই সকল প্রদান করে। ৯

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০

অন্বয়—যৎ ভোজনং যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতম্ উচ্ছিষ্টম্ অমেধ্যম্ চ [তৎ] তামসপ্রিয়ম্। ১০

মূলের অনুবাদ—যাহা অর্ধপক্ক ও প্রহরাধিক পূর্বে প্রস্তুত হওয়ায় শীতল হইয়াছে, যাহা রসশূন্য বা যাহার সারাংশ তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, যাহা পূর্বদিনে পক্ক ও দুর্গন্ধযুক্ত এবং যাহা অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট ও অপবিত্র, সেই সকল ভোজ্যদ্রব্যই তামস ব্যক্তির প্রিয় হয়। ১০

শ্রীধরী টীকা—তথা যাতযামমিতি। যাতো যামঃ প্রহরো যস্য পক্কস্য ওদনাদেঃ তদ্ যাতযামং, শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ গতরসং নিষ্পীড়িত সারং, পূতি দুর্গন্ধং, পর্য্যুসিতং দিনান্তরপক্কম্, উচ্ছিষ্টম্ অন্যভুক্তাবশিষ্টম্ অমেধ্যমভক্ষ্যং কলঞ্জাদি, এবম্ভূতং ভোজনং ভোজ্যং তামসস্য প্রিয়ম্। ১০

টীকার অনুবাদ—যাতযাম অর্থ যে পক্কবস্তু প্রভৃতি ভোজনের পূর্বে রন্ধনান্তে প্রহরাতীত হওয়ায় শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা গতরস, নিষ্পীড়িতসার, পূতি দুর্গন্ধময়। পর্য্যুসিত, দিনান্তরে প্রভূত। উচ্ছিষ্ট, অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট। অমেধ্য, কলঞ্জাদি অভক্ষ্য। এইরূপ ভোজন, ভোজ্যবস্তু তামসগণের প্রিয় হয়। ১০

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১

অন্বয়—অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ [পুরুষৈঃ] যষ্টব্যম্ এব ইতি মনঃ সমাধায় বিধিদিষ্ট যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে, সঃ সাত্ত্বিকঃ [জ্ঞেয়ঃ]। ১১

মূলের অনুবাদ—ফলাকাংক্ষাহীন ব্যক্তিগণ কর্তৃক যথাশাস্ত্র নিশ্চিত যে যজ্ঞ কর্তব্যবোধে মনঃ সমাধানপূর্বক অনুষ্ঠিত হয় তাহা সাত্ত্বিক। ১১

শ্রীধরী টীকা—যজ্ঞোঽপি ত্রিবিধঃ তত্র সাত্ত্বিকং যজ্ঞমাহ—অফলাকা-

স্ত্রিভিরিতি ত্রিভিঃ। ফলাকাংক্ষারহিতৈঃ পুরুষৈর্বিধিনা দৃষ্ট আবশ্যকতয়া বিহিতো যো যজ্ঞ ইজ্যতে অনুষ্ঠীয়তে স সাত্ত্বিকো যজ্ঞঃ। কথমিজ্যতে? যষ্টব্যমেবেতি যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্য্যং নান্যৎ ফলং সাধনীয়মিত্যেবং মনঃ সমাধায় একাগ্রং কৃত্বেত্যর্থঃ। ১১

টীকার অনুবাদ—যজ্ঞও ত্রিবিধ তাহা তিন শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক যজ্ঞের কথা প্রথমে বলিতেছেন। ফলাকাংক্ষারহিত পুরুষগণ কর্তৃক বিধিদ্বারা দিষ্ট, আবশ্যক বলিয়া বিহিত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাহা সাত্ত্বিক যজ্ঞ। কিরূপে উক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়? যষ্টব্য, যজ্ঞানুষ্ঠানই কর্তব্য, অন্য ফল সাধনীয় নহে, এইরূপে মনকে সমাহিত একাগ্রে করিয়া ইহাই ভাবার্থ। ১১

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ ॥
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্। ১২

অন্বয়—ভরতশ্রেষ্ঠ, তু ফলম্ অভিসন্ধায় দম্ভার্থম্ এব চ যৎ ইজ্যতে, তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি। ১২

মূলের অনুবাদ—হে ভরতশ্রেষ্ঠ, ফলাকাংক্ষা করিয়া স্বকীয় মহত্ত্ব স্থাপনার্থে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে রাজস বলিয়া জানিবে। ১২

শ্রীধরী টীকা—রাজসং যজ্ঞমাহ—অভিসন্ধায়েতি। ফলমভিসন্ধায় উদ্দিশ্য যত্তু ইজ্যতে যজ্ঞঃ ক্রিয়তে, দম্ভার্থং স্বমহত্ত্ব খ্যাপনার্থং, যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি। ১২

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান্ রাজস যজ্ঞের কথা বলিতেছেন। ফলের অভিসন্ধি, উদ্দেশ করিয়া এবং দম্ভার্থ, স্বীয় মহত্ত্ব খ্যাপনার্থ যে যজ্ঞ কৃত হয়, তাহা রাজস বলিয়া জানিবে। ১২

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩

অন্বয়—বিধিহীনম্ অসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনম্ অদক্ষিণম্ শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞম্ [শিষ্টাঃ] তামসং পরিচক্ষতে। ১৩

মূলের অনুবাদ—যে যজ্ঞ শাস্ত্রীয় বিধান-বর্জিত, সৎপাত্রে অন্নদানশূন্য, মন্ত্রহীন ও দক্ষিণারহিত ও শ্রদ্ধাশূন্য তাহা তামস বলিয়া কথিত। ১৩

শ্রীধরী টীকা—তামসং যজ্ঞমাহ—বিধিহীনমিতি। বিধিহীনং শাস্ত্রোক্ত বিধিশূন্যম্। অসৃষ্টান্নং ব্রাহ্মণাদিভ্যো ন সৃষ্টং ন নিষ্পাদিতমন্নং যস্মিংস্তম্। মন্ত্রহীনং যথোক্ত দক্ষিণারহিতং চ শ্রদ্ধাশূন্যং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি শিষ্টাঃ। ১৩

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান তামস যজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন। বিধিহীন, শাস্ত্রোক্ত বিধানবর্জিত। অসৃষ্টান্ন, ব্রাহ্মণাদির উদ্দেশ্যে অসম্পাদিত অন্ন যাহাতে তাহা। মন্ত্রহীন, মন্ত্রশূন্য। অদক্ষিণ, যথোক্ত দক্ষিণারহিত এবং শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞকে শিষ্টগণ তামস বলিয়া থাকেন। ১৩

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪

অন্বয়—দেবদ্বিজ গুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচম্ আর্জবং ব্রহ্মচর্য্যম্ অহিংসা চ শারীরং তপঃ উচ্যতে। ১৪

মূলের অনুবাদ—দেবতা,[১] ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অর্চনা,[২] মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা শৌচ, সরলতা, বীর্য্যধারণ ও অহিংসাকে শরীর-সাধ্য তপস্যা বলে। ১৪

১ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি।—আনন্দগিরি

২ প্রণাম শুশ্রূষাদি—আনন্দগিরি। মুণ্ডক উপনিষদে (৩।১।১০) আত্মজ্ঞের অর্চনা উপদিষ্ট।—

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামান্
তস্মাৎ আত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েৎ ভূতিকামঃ ॥

নির্মলান্তঃকরণ আত্মজ্ঞ পুরুষ সে সকল লোক ও যে সকল ভোগ্য বস্তু কামনা করেন, ইচ্ছামাত্র

শ্রীধরী টীকা—তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুং প্রথমং তাবচ্ছরীরাদিভেদেন তস্য ত্রৈবিধ্যমাহ—দেবদ্বিজেতি ত্রিভিঃ। প্রাজ্ঞা গুরুব্যতিরিক্তা অন্যেঽপি তত্ত্ববিদঃ। দেবব্রাহ্মণাদি পূজনং শৌচাদিকং শারীরং শরীরনির্বর্ত্যং তপ উচ্যতে। ১৪

টীকার অনুবাদ—তপস্যার সাত্ত্বিকাদি প্রভেদ দেখাইবার জন্য প্রথমতঃ শরীরাদিভেদে তপস্যার ত্রৈবিধ্য তিন শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন। গুরু ব্যতিরিক্ত অন্য তত্ত্বজ্ঞই প্রাজ্ঞ। দেবতা ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতির পূজন ও শৌচাদির আর্জব, সরলতা ব্রহ্মচর্য্য অহিংসা—এইগুলি শারীর তপস্যা বলিয়া কথিত হয়। শরীর, শরীর নির্বর্ত্য, শরীর দ্বারা সম্পাদ্য। ১৪

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫

অন্বয়—অনুদ্বেগকরং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎবাক্যং স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব [তৎ] বাঙ্ময়ং তপঃ উচ্যতে। ১৫

মূলের অনুবাদ—অনুদ্বেগকর, শ্রোতার প্রিয় ও হিতজনক সত্য বাক্য এবং বেদাদি শাস্ত্রপাঠকে বাচিক তপস্যা বলা হয়। ১৫

শ্রীধরী টীকা—বাচিকং তপ আহ—অনুদ্বেগেতি। উদ্বেগং ভয়ং ন করোতীত্যনুদ্বেগকরং বাক্যং, সত্যং চ শ্রোতুঃ প্রিয়ং হিতং চ পরিণামে সুখকরং, স্বাধ্যায়াভ্যসনং বেদাভ্যাসশ্চ বাঙ্ময়ং বাচা নির্বর্ত্যং তপঃ। ১৫

সেই সেই লোক ও ভোগ্য প্রাপ্ত হন। সেইজন্য বিভূতিকামী ব্যক্তিগণ আত্মজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞের অর্চনা করিবেন। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞ অভিন্ন বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞের অর্চনা ব্রহ্মোপাসনার সমান। স্বামী ভৈরবানন্দ পরমহংস ও সমাধিবতী সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী সরস্বতী ইচ্ছামাত্র যে কোন দেবতা, দিব্যদেহী, ব্রহ্মজ্ঞ, প্রেতাত্মা, সূক্ষ্মদেহী বা স্বর্গাদি ঊর্দ্ধলোকের যে কোন বস্তু দর্শন করিতে পারেন—এই রূপ ঘটনা স্বচক্ষে বহুবার দেখিয়াছি। ব্রহ্মবলে বলীয়ান দেবমানব সর্ব্বলোক জয়ী, ত্রিকালজ্ঞ ও জ্ঞানচক্ষু হন। সর্বলোক ও সর্বজ্ঞান তাঁহার দিব্য দৃষ্টিতে প্রকটিত হয়। সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী ইচ্ছামাত্র মন্দোদরী, মীরাবাঈ, শবরী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সীতা, গান্ধারী, বিভীষণ, রাধিকা, বিষ্ণুপ্রিয়া, সারদা, শচীমাতা, যশোদা, মাধবী, চামুণ্ডা, কালিকা, জগদ্ধাত্রী, ব্যাসদেব, গীতাদেবী প্রভৃতিকে দেখিয়াছেন।

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান বাচিক তপস্যা বলিতেছেন। উদ্বেগ, ভয় সৃষ্টি করে না। যে বাক্য তাহা অনুদ্বেগকর। আর যাহা সত্য, শ্রোতার প্রিয় ও হিতকর, পরিণামে সুখকর এবং স্বাধ্যায়াভ্যসন, বেদাভ্যাস এইগুলি বাঙ্ময়, বাক্য দ্বারা নির্বর্ত্ত্য তপস্যা। ১৫

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৬

অন্বয়—মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনম্ আত্মবিনিগ্রহঃ ভাবসংশুদ্ধিঃ ইতি এতৎ মানসম্ তপঃ উচ্যতে। ১৬

মূলের অনুবাদ—মনের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব[১] মৌনভাব, চিত্তনিরোধ, ও হৃদয়শুদ্ধি এইগুলিকে মানসতপস্যা বলা হয়। ১৬

শ্রীধরী টীকা—মানসং তপ আহ—মনঃ প্রসাদ ইতি। মনসঃ প্রসাদঃ স্বস্থতা, সৌম্যত্বমক্রূরতা, মৌনং মুনের্ভাবো। মননমিত্যর্থঃ। আত্মানো মনসো বিনিগ্রহঃ বিষয়েভ্যঃ, প্রত্যাহারঃ, ভাবসংশুদ্ধি র্ব্যবহারে মায়ারাহিত্যমিত্যেতন্মানসং তপঃ।১৬

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান মানস তপস্যার কথা বলিতেছেন। মনঃপ্রসাদ, মনের স্বচ্ছতা। সৌম্যত্ব, অক্রূরতা, মৌন অর্থে মুনির ভাব, তাত্ত্বিক মনন। আত্মার, মনের বিনিগ্রহ, বিষয়সমূহ হইতে প্রত্যাহার। ভাব সংশুদ্ধি, ব্যবহারে মায়ারাহিত্য (অকপটতা)। এইগুলিকেই মানস তপস্যা বলে।১৬

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥ ১৭

অন্বয়—অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ যুক্তৈঃ নরৈঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া তৎ ত্রিবিধং তপঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে। ১৭

---

১ মুখের প্রসন্নতা প্রভৃতি দ্বারা অন্তঃকরণের যে বৃত্তিবিশেষ অনুমিত হয় তাহাই সৌম্যত্ব।—শংকরাচার্য্য।

মূলের অনুবাদ—ফলাকাংক্ষারহিত যোগযুক্ত বা একাগ্রচিত্ত নরগণ কর্তৃক শ্রেষ্ঠা শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত পূর্বোক্ত ত্রিবিধ তপস্যাকে সাত্ত্বিক বলা হয়। ১৭

শ্রীধরী টীকা—তদেবং শরীরবাঙ্‌মনোভির্নির্বর্ত্যং ত্রিবিধং তপো দর্শিতম্। ত্রিবিধস্যাপি তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদেন ত্রৈবিধ্যমাহ—শ্রদ্ধয়েতি-ত্রিভিঃ। ত্রিবিধমপি তপঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া ফলাকাংক্ষাশূন্যৈর্যুক্তৈরেকাগ্রচিত্তৈর্নরৈস্তপ্তং তৎ সাত্ত্বিকং কথয়ন্তি।১৭

টীকার অনুবাদ—এইরূপে শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা সম্পাদ্য ত্রিবিধ তপস্যা দর্শিত হইল। সাত্ত্বিকাদি ভেদে সেই ত্রিবিধ তপস্যার ত্রৈবিধ্য ভগবান তিন শ্লোকে বলিতেছেন। উত্তম শ্রদ্ধা সহ ফলাকাংক্ষাহীন ও একাগ্রচিত্তব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত ত্রিবিধ তপস্যাকে সাত্ত্বিক বলে।১৭

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥ ১৮

অন্বয়—সৎকারমান পূজার্থং দম্ভেন চ এব যৎ তপঃ ক্রিয়তে ইহ তৎ চলম্ অধ্রুবম্ তপঃ রাজসং প্রোক্তম্। ১৮

মূলের অনুবাদ—সৎকার, ও সম্মান পূজা পাইবার জন্য দম্ভপূর্বক যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা ইহলোকে ফলপ্রদ হইলেও অল্পকাল স্থায়ী ও অনিশ্চিত। উহাকেই রাজস তপস্যা বলে। ১৮

শ্রীধরী টীকা—রাজসং তপ আহ সৎকার ইতি। সৎকারঃ সাধুকারঃ সাধুরয়মিতি তাপস ইত্যাদি বাক্‌পূজা, মানঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদিঃ দৈহিকী পূজাঽর্থলাভাদিঃ, এতদর্থং দম্ভেন চ যৎ তপঃ ক্রিয়তে, অতএব চলমনিয়তম্ অধ্রুবংচ ক্ষণিকম্। যঃদেবম্ভূতং তপস্তদিহ রাজসং প্রোক্তম্। ১৮

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান রাজস তপস্যার কথা

বলিতেছেন। সৎকার, সাধুকার। লোকে বলিবে,—ইনি সাধু, ইনি তাপস ইত্যাদি বাক্‌পূজা। অভ্যুত্থান ও অভিবাদন প্রভৃতি দ্বারা দৈহিক পূজাই মান। পূজা, অর্থলাভাদি, অর্থদান দ্বারা যে সম্মান প্রদর্শন। সৎকার, সম্মান ও পূজাদি লাভের নিমিত্ত দম্ভ সহকারে যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়। অতএব চল, অনিয়ত এবং অধ্রুব, ক্ষণিক। এইরূপ যে তপস্যা এখানে রাজস বলিয়া কথিত।১৮

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ১৯

অন্বয়—মূঢ়গ্রাহেণ আত্মনঃ পীড়য়া পরস্য উৎসাদনার্থং বা যৎ তপঃ ক্রিয়তে, তৎ তামসম্ উদাহৃতম্। ১৯

মূলের অনুবাদ—অবিবেকবশে দেহেন্দ্রিয়াদির পীড়া দ্বারা অথবা অন্যের বিনাশার্থ যে তপস্যা করা হয়, তাহাকে তামস তপস্যা বলে। ১৯

শ্রীধরী টীকা—তামসং তপ আহ—মূঢ়েতি। মূঢ়গ্রাহেণাবিবেককৃতেন দুরাগ্রহেণাত্মনঃ পীড়য়া যত্তপঃ ক্রিয়তে পরস্যোৎসাদনার্থং বা অন্যস্য বিনাশার্থমভিচাররূপং তত্তামসমুদাহৃতং কথিতম্। ১৯

টীকার অনুবাদ—ভগবান তামস তপস্যার কথা বলিতেছেন। মূঢ়-গ্রাহ, অবিবেককৃত দুরাগ্রহ অবলম্বনে আত্মার পীড়া দ্বারা, অথবা পরের উৎসাদনার্থ, অন্যের বিনাশার্থ অভিচাররূপ যে তপস্যা করা হয়, তাহা তামস বলিয়া উদাহৃত, কথিত।১৯

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥ ২০

অন্বয়—দেশে কালে চ পাত্রে চ দাতব্যম্ ইতি অনুপকারিণে যৎ দানম্ দীয়তে তৎদানম্ সাত্ত্বিকং স্মৃতম্। ২০

মূলের অনুবাদ—দান করা উচিত—এই বুদ্ধিতে প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে কুরুক্ষেত্রাদি পুণ্যস্থানে এবং সংক্রান্তি ও গ্রহণ প্রভৃতি শুভ সময়ে ব্রাহ্মণাদি সৎপাত্রে যে তুলা পুরুষাদি দান দেওয়া হয়, তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত। ২০

শ্রীধরী টীকা—পূর্বং প্রতিজ্ঞাতমেব দানস্য ত্রৈবিধ্যমাহ—দাতব্যমিতি। দাতব্যমিত্যেবং নিশ্চয়েন যদ্দানং দীয়তে, অনুপকারিণে প্রত্যুপকারাসমর্থায়। দেশে কুরুক্ষেত্রাদৌ, কালে গ্রহণাদৌ, পাত্রে চেতি দেশকালাদি সাহচর্যাৎ সপ্তমী প্রযুক্তা। পাত্রভূতায় তপঃ শ্রুতাদিসম্পন্নায় ব্রাহ্মণায়েত্যর্থঃ। যদ্বাপ্যত্রইতি চতুর্থ্যেবৈষা। পাত্রে ইতি তৃজন্তং। রক্ষকায় ইত্যর্থঃ। স হি সর্বস্মাদাপদ্‌গণাদ্দাতারং পাতীতি। যদেবম্ভূতং দানং তৎ সাত্ত্বিকম্। ২০

টীকার অনুবাদ—পূর্বে প্রতিজ্ঞাত (প্রতিশ্রুত) দানের ত্রৈবিধ্য ভগবান বলিতেছেন। দাতব্য, দান করাই উচিত অনুপকারিকে, প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে যে দান দেওয়া হয়। কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পুণ্য দেশে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতি শুভ সময়ে। দেশ ও কালের সাহচর্য হেতু পাত্রশব্দে চতুর্থী না হইয়া বিবক্ষায় সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। ইহার অর্থ, পাত্রভূত, তপস্যাশীল ও শ্রুতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে যে দান করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক দান। অথবা পাত্রে পদে পাতৃ শব্দের তৃজন্ত প্রয়োগে চতুর্থীর একবচন ধরিলে ইহার অর্থ হয় রক্ষকের উদ্দেশ্য। যিনি সর্বপ্রকার আপদগণ হইতে দাতাকে রক্ষা করে, তিনিই পাতা। সেইরূপ পাতার উদ্দেশ্যে যে দান তাহা সাত্ত্বিক। ২০

যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥ ২১

অন্বয়—যৎ [দানং] তু প্রত্যুপকারার্থং ফলম্ উদ্দিশ্য [যৎ] বা পুনঃ [দানং] পরিক্লিষ্টং দীয়তে তৎদানং রাজসং স্মৃতম্। ২১

মূলের অনুবাদ—প্রত্যুপকারের আশায় অথবা স্বর্গাদি ফল লাভের জন্য ক্লিষ্টচিত্তে বা অনিচ্ছার সহিত যে দান[১] করা হয়, তাহাকে রাজস দান বলে। ২১

শ্রীধরী টীকা—রাজসং দানমাহ—যত্তিতি। কালান্তরেঽয়ং মাং প্রত্যুপকারং করিষ্যতীত্যেবমর্থং, ফলং বা স্বর্গাদিকমুদ্দিশ্য যৎপুনর্দানং দীয়তে পরিক্লিষ্টং চিত্তক্লেশযুক্তং যথাভবত্যেবম্ভূতং তৎ দানং রাজসমুদাহৃতং কথিতম্। ২১

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান্ রাজস দানের কথা বলিতেছেন। অন্য সময়ে এই ব্যক্তি আমার প্রত্যুপকার করিবে, এই আশায় অথবা স্বর্গাদি ফললাভের উদ্দেশ্যে পরিক্লিষ্ট, ক্লেশযুক্ত চিত্তে (অনিচ্ছাসত্ত্বে) যে দান করা হয় তাহাকে রাজস দান বলে। ২১

অদেশ কালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥২২

অন্বয়—অদেশকালে অপাত্রেভ্যঃ চ অসৎকৃতম্ অবজ্ঞাতং যৎ দানং দীয়তে, তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ।২২

১ অবজ্ঞাপূর্বক অহংকার সহকারে অন্নদান বা বিদ্যাদান বা ধর্মদান বা অর্থদানাদি নিষিদ্ধ। শাস্ত্রকার দাতাকে বলেন, হ্রিয়া দেয়ং ধিয়া দেয়ং সংবিদা দেয়ম্। ধর্মদান সর্বশ্রেষ্ঠ। দান, দানপাত্র ও দাতার কথাই গীতাগ্রন্থে উল্লিখিত। অপাত্রে দান বিধেয় নহে। উক্ত মর্মে অত্রি সংহিতা বলেন—

অব্রতাশ্চানধিয়ানা যত্রভৈক্ষ্যচরা দ্বিজাঃ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েৎ রাজা চৌরভক্তপ্রদং বধৈঃ ॥

যাহারা ব্রহ্মচর্য্যপালন ও ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা না করে, তাহাদিগকে যে গ্রামের লোক ভোজন করায়, রাজা সেই গ্রামের চৌরোচিত দণ্ডবিধান করিবেন। সাধু জ্ঞানীর প্রাপ্য অন্ন বা অর্থাদি অজ্ঞানী ও অতপস্ক ব্যক্তি গ্রহণ করিলে তাহার পরস্বাপহরণ হয় এবং যাহারা তাহাদিগকে অন্নাদি দান করেন, তাহারা সেই অসৎ কর্মের প্রশ্রয়দাতা বলিয়াও দণ্ডার্হ।

মূলের অনুবাদ—অশুদ্ধ স্থানে অশৌচাদি সময়ে ও নটাদি অপাত্রে সংকাররহিত যে দান অবজ্ঞাপূর্বক দেওয়া হয়, তাহা তামস বলিয়া বিবেচিত ।২২

শ্রীধরী টীকা—তামসং দানমাহ—অদেশেতি। অদেশে অশুচিস্থানে, অকালে অশৌচাদি সময়ে, অপাত্রেভ্যো বিটনটাদিভ্যো যদ্দানং দীয়তে। দেশকালপাত্রসম্পত্তাবপি অসংকৃতং পাদপ্রক্ষালনাদি-সংকারশূন্যম্ অবজ্ঞাতং তিরস্কারযুক্তম্। এবম্ভূতং দানং তামসমুদাহৃতম্ ।২২

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান তামসিক দানের কথা বলিতেছেন। অদেশে, অশুচি (অশুদ্ধ) স্থানে অকালে, অশৌচাদি সময়ে অপাত্রে, বিট (ধূর্ত), নট (জায়াজীবী বা বর্ণসংকর) ও নর্তক প্রভৃতিকে যে দান করা হয়। দেশ, কাল ও পাত্রের সম্পত্তি, সংপ্রাপ্তি সম্ভাবনা সত্ত্বেও (উপযুক্ত দেশ কাল পাত্র হইলেও) অসংকৃত, পাদপ্রক্ষালনাদি সংকারশূন্য এবং অবজ্ঞাত, তিরস্কারযুক্ত ভাবে যে দান দেওয়া হয়, তাহা তামস দান বলিয়া কথিত। ২২

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃ ক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥২৪

অন্বয়—ওম্ তৎ সৎ ইতি ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ নির্দেশঃ স্মৃতঃ। তেন ব্রাহ্মণাঃ চ বেদাঃ চ পুরা বিহিতাঃ। তস্মাৎ ওম্ ইতি উদাহৃত্য ব্রহ্মবাদিনাং বিধানোক্তাঃ যজ্ঞদানতপঃ ক্রিয়াঃ সততং প্রবর্তন্তে ।২৩-২৪

মূলের অনুবাদ—ওঁ তৎ সৎ-ব্রহ্মের এই তিন নাম[১] শাস্ত্রে প্রজাপতি

[১] টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, "ওমিত্যক্ষরং পরমাত্মনোভিধানং নেদিষ্ঠং তস্মিন্ হি প্রযুজ্য মানে

কর্তৃক কথিত হইয়াছে। উহার দ্বারা পূর্বকালে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও চতুর্বেদ[১] ও নানা যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছে।২৩

মূলের অনুবাদ—সেই জন্য ওঁ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞগণের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি কর্ম নিরন্তর অনুষ্ঠিত হয়।২৪

শ্রীধরী টীকা—নন্বেবং বিচার্যমাণে সর্বমপি যজ্ঞতপোদানাদি রাজসতামসপ্রায়মেবেতি ব্যর্থো যজ্ঞাদি প্রয়াস ইত্যাশঙ্ক্য তথাবিধস্যাপি সাত্ত্বিকত্বোপপাদনপ্রকারং দর্শয়িতুমাহ ওমিতি। ওম্ তৎসদিত্যেবং ত্রিবিধো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো নির্দেশো নাম ব্যপদেশঃ স্মৃতঃ শিষ্টৈঃ। তত্র তাবৎ "ওমিতি ত্রিবৃদ্‌ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ ওমিতি ব্রহ্মণো নাম, জগৎকারণত্বেন অতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ, অবিদুষাং পরোক্ষত্বাচ্চ। তচ্ছব্দোঽপি ব্রহ্মণো নাম; পরমার্থ সত্ত্বসাধুত্বপ্রশস্তত্বাভিঃ সচ্ছব্দো ব্রহ্মণো নাম "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অতঃ ত্রিবিধোঽপি নামনির্দেশো বিগুণমপি সগুণীকর্তুং সমর্থ ইত্যাশয়েন স্তৌতি। তেন ত্রিবিধেন ব্রহ্মণো নির্দেশেন

স প্রসীদতি প্রিয়নামগ্রহণমিব লোকঃ ইতি ছান্দোগ্য। ওমিতি ব্রহ্মেতি তৈত্তিরীযে। তদিতি এতস্য মহতো ভূতস্য নাম ভবতীতি তৈত্তিরীযকে। তত্ত্বমসি ইতি ছান্দোগ্য। সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ ইতি ছান্দোগ্য।" ওঁ এই শব্দ পরমাত্মার প্রিয় নাম। প্রিয় নাম ধরিয়া কাহাকেও ডাকিলে সে যেমন সন্তুষ্ট হয় সেইরূপ এই নামে পরমাত্মাকে ডাকিলে তিনি প্রসন্ন হন। ইহা ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। আবার তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলেন, ওঁই ব্রহ্ম। তৎ এই শব্দ এই মহাভূত ব্রহ্মের নাম। ইহা তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত। আবার ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত সামবেদীয় মহাবাক্য অনুসারে সেই ব্রহ্মই তুমি। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই সৎই ছিলেন। অতএব ওঁ তৎ সৎ সনাতন মহামন্ত্র বা ব্রহ্মনাম।

১ ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ সামবেদ ও অথর্ববেদ; সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ—এই চারি ভাগে প্রত্যেক বেদ বিভক্ত। ব্যাসদেব কর্তৃক অখণ্ড বেদ ঋগাদি চারি ভাগ বিভক্ত হইয়াছে। মৎকর্তৃক অনূদিত ঋগ্বেদ ও সামবেদের অনুবাদ ও ভূমিকা দ্রষ্টব্য। শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গ। সায়ণাচার্য্য কর্তৃক এই চতুর্বেদ ও কয়েকটী ব্রাহ্মণের ভাষ্য রচিত। অন্যান্য বেদভাষ্যকারও সুবিদিত।

ব্রাহ্মণাশ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পূর্বং সৃষ্ট্যাদৌ বিহিতা বিধাত্রা নির্মিতাঃ সগুণীকৃতা বা। যদ্বা যস্মাদয়ং ত্রিবিধো নির্দেশস্তেন পরমাত্মনা ব্রাহ্মণাদয়ঃ পবিত্রতমাঃ সৃষ্টাঃ। তস্মাত্তস্যায়ং ত্রিবিধো নির্দেশোঽতিপ্রশস্ত ইত্যর্থঃ।২৩ ইদানীং প্রত্যেকমোঙ্কারাদীনাং প্রাশস্ত্যং দর্শয়িষ্যন্ ওঙ্কারস্য তদেবাহ—তস্মাদিতি। যস্মাদেবং ব্রহ্মণো নির্দেশঃ প্রশস্তস্তস্মাৎ ওমিত্যুদাহৃত্য উচ্চার্য্য কৃতা বেদ-বাদিনাং যজ্ঞাদ্যাঃ শাস্ত্রোক্তাঃ ক্রিয়া সততং সর্বদা অঙ্গবৈকল্যেঽপি প্রকর্ষেণ বর্তন্তে। সগুণা ভবন্তীত্যর্থঃ।২৪

টীকার অনুবাদ—যদি বল, এইরূপ বিচারে সমস্ত যজ্ঞ, তপস্যা ও দান প্রভৃতি কর্ম প্রায়শঃ রাজস বা তামসই হয়। অতএব যজ্ঞাদির জন্য প্রয়াস বৃথা। এই আশংকার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন যে, যজ্ঞাদি কর্ম প্রায়শঃ তথাবিধ হইলেও তাহাদের সাত্ত্বিকতা উপপাদনের উপায় আছে। সেই উপায় দর্শনার্থ ভগবান বলিতেছেন। ওঁ তৎ সৎ-এই তিনটি ব্রহ্মের, পর-মাত্মার নির্দেশ, নাম দ্বারা ব্যপদেশ শিষ্টগণকর্তৃক কথিত। তন্মধ্যে অকার, উকার ও মকার স্বরূপ ত্রিবৃৎ ওঁকার শ্রুতি-সিদ্ধ ব্রহ্ম নাম। ইহা জগৎকারণ বলিয়া অতি প্রসিদ্ধ এবং অবিদ্বান্ (অজ্ঞ) গনের পরোক্ষ (অগোচর) বলিয়া অতি তৎ শব্দও ব্রহ্মেরই নাম। আর পরমার্থ সত্তা, সাধুত্ব ও প্রশস্ততা প্রভৃতি বোধক বলিয়া সৎ শব্দ ব্রহ্মেরই নাম। শ্রুতিতে আছে, "হে সৌম্য, এই জগৎ পূর্বে সংরূপই ছিল।" এই ত্রিবিধ নামব্রহ্ম বিগুণকেও সগুণ করিতে সমর্থ—এইরূপে প্রশংসা করিতেছেন। এই ত্রিবিধ ব্রহ্মনাম দ্বারা পুরাকালে সৃষ্টির আদিতে ব্রাহ্মণগণ চতুর্বেদ ও যজ্ঞসমূহ বিহিত, বিধাতা কর্তৃক নির্মিত বা গুণান্বিত হইয়াছে। অথবা যে এই ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নাম, সেই পরমাত্মাদ্বারা পবিত্রতম ব্রাহ্মণ ও বেদ প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার অর্থ, সেইহেতু ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নির্দেশ বা নাম অতি প্রশস্ত।২৩

টীকার অনুবাদ—সম্প্রতি ওঁকারাদি শব্দত্রয়ের প্রত্যেকের প্রাশস্ত্য প্রদর্শন করিবার জন্য প্রথমে ওঁকারের প্রাশস্ত্য ভগবান বলিতেছেন।

যেহেতু ব্রহ্মের এইরূপ নির্দেশ প্রশস্ত সেই হেতু ওঁ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া বেদবাদিগণের যজ্ঞাদি শাস্ত্রবিহিত কর্ম অঙ্গবৈকল্য হইলেও সতত, সর্বদা প্রকৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ, ওঁকার উচ্চারণের ফলে উক্ত কর্ম সগুণ হয়।২৪

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃ ক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫

অন্বয়—তৎ ইতি ফলম্ অভিসন্ধায় মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ [কৃতাঃ] বিবিধাঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ চ ক্রিয়ন্তে।২৫

মূলের অনুবাদ—তৎ এই শব্দ উচ্চারণপূর্বক ফলাকাংক্ষা না করিয়া মুমুক্ষুগণ কর্তৃক যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। ২৫

শ্রীধরী টীকা—দ্বিতীয়ং নাম প্রস্তৌতি—তদিতি। তদিত্যুদাহৃত্যেতি পূর্বস্যানুষঙ্গঃ। তদিত্যুদাহৃত্য শুদ্ধচিত্তৈর্মোক্ষকাংক্ষিভিঃ পুরুষৈঃ ফলাভিসন্ধিমকৃত্বা যজ্ঞাদ্যাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিয়ন্তে অতশ্চিত্তশোধনদ্বারেণ ফলসঙ্কল্পত্যজনেন মুমুক্ষত্বসম্পাদকত্বত্তচ্ছব্দনির্দেশঃ প্রশস্ত ইত্যর্থঃ। ২৫

টীকার অনুবাদ—দ্বিতীয় নাম তৎ এর প্রশংসা ভগবান্ সেই শ্লোকে করিতেছেন। পূর্ব শ্লোকস্থ উদাহৃত্য শব্দের সহিত তৎ পদের অনুষঙ্গ বা অন্বয় হইবে। তৎ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া শুদ্ধচিত্ত মোক্ষাকাংক্ষী পুরুষগণ ফল কামনা না করিয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠান করেন। ইহার অর্থ, অতএব চিত্তশুদ্ধির দ্বারা ফল কামনা বর্জন মুমুক্ষুত্ব সম্পাদক বা মোক্ষসাধক বলিয়া তৎ শব্দ নির্দেশ বিহিত। ২৫

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬

অন্বয়—পার্থ, সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সৎ ইতি এতৎ প্রযুজ্যতে। তথা প্রশস্তে কর্মণি চ সৎশব্দ যুজ্যতে। ২৬

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, অস্তিত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইবার জন্য সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয় এবং নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেও সৎ শব্দ ব্যবহৃত হয়। ২৬

শ্রীধরী টীকা—সচ্ছব্দস্য প্রাশস্ত্যমাহ সদ্ভাব ইতি দ্বাভ্যাম্। সদ্ভাবে অস্তিত্বে দেবদত্তস্য পুত্রাদিকমস্তীত্যস্মিন্নর্থে, সাধুভাবে চ সাধুত্বে দেবদত্তস্য পুত্রাদি শ্রেষ্ঠমিত্যস্মিন্নর্থে সদিত্যেতৎ পদং প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে মাঙ্গলিকে বিবাহাদিকর্মণি চ সদিদং কর্মেতি সচ্ছব্দো যুজ্যতে প্রযুজ্যতে সঙ্গচ্ছত ইতি বা। ২৬

টীকার অনুবাদ—এই দুই শ্লোকে ভগবান্ সৎ শব্দের প্রশস্তি বা প্রশংসা বলিতেছেন। সদ্ভাব, অস্তিত্ব অর্থে যেমন দেবদত্তের পুত্র আছে, এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত এবং সাধুভাব অর্থে সাধুত্ব—যেমন দেবদত্তের পুত্রাদি শ্রেষ্ঠ, এই অর্থে সৎ শব্দের প্রয়োগ হয়। অথবা প্রশস্ত, মাঙ্গলিক বিবাহাদি কর্মে ইহা সৎকর্ম এইরূপ সৎ প্রয়োগ সঙ্গত হয়। ২৬

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্মচৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ২৭

অন্বয় - যজ্ঞে তপসি দানে চ [যা] স্থিতিঃ [সা] সৎ ইতি উচ্যতে, তদর্থীয়ং কর্ম চ সৎ ইতি এব অভিধীয়তে। ২৭

মূলের অনুবাদ—যজ্ঞ, তপস্যা ও দান কর্মে একনিষ্ঠতা বা তৎপরতা সৎ বলিয়া কথিত হয়। ঈশ্বরার্থ অনুষ্ঠিত কর্মও সৎ বলিয়া অভিহিত হয়। ২৭

শ্রীধরী টীকা—কিংচ যজ্ঞ ইতি। যজ্ঞাদিষু চ যা স্থিতিস্তাৎপর্যেণাবস্থানং তদপি সদিত্যুচ্যতে। যস্য চেদং নামত্রয়ং স এব পরমাত্মা অর্থঃ ফলং যস্য তত্তদর্থং কর্ম পূজোপহারগৃহাঙ্গণপরিমার্জনোপলেপরঙ্গমাঙ্গলিকাদিক্রিয়াঃ তৎ সিদ্ধয়ে যদন্যৎ কর্ম ক্রিয়তে উদ্যানশালিক্ষেত্র-

ধনার্জনাদিবিষয়ং তৎ কর্ম তদর্থীয়ং তচ্চাতিব্যবহিতমপি সদিত্যেবাভি-ধীয়তে। যস্মাদেবমিতি প্রশস্তমেতন্নামত্রয়ং তস্মাদেতৎ সর্বকর্মসাদ্গুণ্যার্থং কীর্তয়েদিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। অত্র চার্থবাদানুপপত্ত্যা বিধিঃ কল্প্যতে "বিধেয়ং স্তূয়তে বস্তু ইতি ন্যায়াৎ। অপরে তু "প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ", "ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাংক্ষিভিঃ" ইত্যাদি বর্তমানোপদেশঃ "সমিধো যজতি" ইত্যাদিবৎ বিধিতয়া পরিণমনীয় ইত্যাহুঃ। তত্তু "সদ্ভাবে সাধুভাবে চ" ইত্যাদিষু প্রাপ্ত্যর্থত্বান্ন সঙ্গচ্ছত ইতি পূর্বোক্তক্রমেণ বিধিকল্পনৈব জ্যায়সী। ২৭

টীকার অনুবাদ—ভগবান আরও বলিতেছেন। যজ্ঞ তপস্যা ও দান কর্মে যে স্থিতি, তাৎপর্য্য বা তৎপররূপে অবস্থান তাহা ও সৎ বলিয়া কথিত হয়। তৎসৎ এই তিন নাম যাহার তিনিই পরমাত্মা। সেই পরমাত্মা ই অর্থ, ফল যাহার সেই কর্ম তদর্থীয়—যেমন পূজোপচার সংগ্রহ, দেবগৃহাঙ্গন ও উপলেপন। চিত্র বিচিত্র কার্য্য ইত্যাদি মাঙ্গলিক কর্মসিদ্ধির জন্য যে অন্য কর্ম সমূহ করা হয়—যেমন পুষ্পোদ্যান, ধান্যক্ষেত্র ও ধনার্জন প্রভৃতি কর্মও তদর্থীয়। তাহা অতিশয় ব্যবাহত হইলেও সৎ বলিয়া অভিহিত হয়। যেহেতু ওঁ তৎসৎ-নামত্রয় সর্ব শুভ কর্মে অতিপ্রশস্ত, সেইজন্য সমস্ত সৎ কার্য্যের সাদ্গুণ্য সম্পাদন নিমিত্ত এই নামত্রয় সংকীর্তন বিহিত। ইহাই তাৎপর্য্যার্থ এই বিষয়ে অর্থবাদ (প্রশংসা) অনুপপত্তি বলিয়া শাস্ত্রীয় বিধান কল্পিত হয়। কারণ বিধেয় বস্তুর স্তব করা হয়—এই ন্যায় বাক্য অনুসারে বিধান কল্পনাই সঙ্গত। অপর কোন টীকাকার বলিয়া থাকেন। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে সবকর্মেব শুভারম্ভ হয় এবং মোক্ষপ্রার্থীবৃন্দ কর্তৃক শুভকর্ম সম্পন্ন হয় ইত্যাদি ২৭ ও ২৫ শ্লোকদ্বয়ে ব্যবহৃত বর্তমানকাল সমিধ নামক দেবগণের উদ্দেশ্যে তিনি যজ্ঞ করেন ইত্যাদির ন্যায় বেদ বিধিরূপে পরিনমনীয়, পরিণত করিতে হইবে। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে. কারণ সদ্ভাবে ও সাধুভাবে ইত্যাদি শ্লোকে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে শাস্ত্রীয় বিধান কল্পনাই শ্রেষ্ঠতর। ইহার অর্থ,

ওঁ তৎ সৎ কেবল অর্থবাদ বা প্রশস্তি বাক্যরূপে ব্যবহার্য্য নহে। উহার মহিমা কীর্তন শাস্ত্রীয় বিধান। ২৭

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ॥
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগ শাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদ শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগো নাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

অন্বয়—পার্থ, অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপ্তং তপঃ [অন্যৎ অপি] যৎ কৃতম্, [তৎ সর্বম্] অসৎ ইতি উচ্যতে। তৎ প্রেত্য ন চ ইহ নো [ফলায় ভবতি]। ২৮

মূলের অনুবাদ—অশ্রদ্ধা সহকারে হোম, দান, তপস্যা ও অন্য কোন কর্ম করিলে সেই সমস্ত অসৎ বলিয়া কথিত হয়। হে পার্থ, সেই সকল কর্ম ইহলোকে অযশস্কর বলিয়া এবং অঙ্গ বৈগুণ্য হেতু পরলোকেও নিষ্ফল হয়। ২৮

শ্রীধরী টীকা—ইদানীং সর্বকর্মসু শ্রদ্ধৈব প্রবৃত্ত্যর্থমশ্রদ্ধাকৃতং সর্ব নিন্দতি—অশ্রদ্ধয়েতি অশ্রদ্ধয়া হুতং হবনং, দত্তং দানং, তপ্তং নির্বর্তিতং তপঃ। যচ্চান্যদপি কৃতং কর্ম তৎ সর্বমসদিত্যুচ্যতে। যতস্তৎ প্রেত্য লোকান্তরে ন ফলতি বিগুণত্বাৎ নো ইহ ন চাস্মিন্ লোকে ফলতি, অযশস্করত্বাৎ।[১] ২৮

১ টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী আলোচ্য অধ্যায়ের সারার্থ এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—'অস্মিন্নধ্যায়ে আলস্যাদিনা অনাদৃতশাস্ত্রাণাং শ্রদ্ধাপূর্বকং বৃদ্ধব্যবহারমাত্রেণ প্রবর্তমানানাং শাস্ত্রানাদরেণাসুরসাধর্ম্যেণ শ্রদ্ধাপূর্বকানুষ্ঠানেন চ দেবসাধর্ম্যেণ কিমসুরা অমী দেবা বেত্যর্জুন

রজস্তমোময়ীং ত্যক্ত্বা শ্রদ্ধাং সত্ত্বময়ীংশ্রিতঃ।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী স্যাদিতি সপ্তদশে স্থিতম্‌॥*

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীধর স্বামিকৃতটীকায়াং সুবোধিন্যাং
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

টীকার অনুবাদ—ইদানীং সকল কর্মে শ্রদ্ধাসহকারে প্রবৃত্ত হইবার জন্য অশ্রদ্ধাকৃত কর্মসমূহের নিন্দা ভগবান এই শ্লোকে করিতেছেন। অশ্রদ্ধাসহ হুত, হবন দত্ত দান তপঃ তপ্ত, নিবর্ত্তিত। আর অন্য যাহা কৃত কর্ম সেই সমস্ত অসৎ বলিয়া উক্ত হয়। যেহেতু তাহা অঙ্গ বৈগুণ্য হেতু পরলোকে কোন ফল দান করে না; অযশস্কর বলিয়া ইহলোকেও ফল দান করে না। ২৮

রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধা ত্যাগ করিয়া যিনি সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা আশ্রয় করেন, তিনিই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হন। ইহাই সপ্তদশ অধ্যায়ের সারার্থ।

আচার্য্য শ্রীধর স্বামী কৃত গীতা-টীকা সুবোধিনীর শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ
যোগ নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সংশয় বিষয়াণাং রাজস তামস শ্রদ্ধাপূর্বকং রাজস তামস যজ্ঞাদিকারিণোঽসুরাঃ শাস্ত্রীয় জ্ঞানসাধনানধিকারিণঃ সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাপূর্বকং সাত্ত্বিক যজ্ঞাদি কারিণস্তু দেবাঃ শাস্ত্রীয় জ্ঞানসাধনাধিকারিণ ইতি শ্রদ্ধা ত্রৈবিধ্যপ্রদর্শন্ মুখেনাহারাদি ত্রৈবিধ্য প্রদর্শনেন চ ভগবতা নির্ণয়ঃ কৃত ইতি সিদ্ধম্‌।

* অভিনব গুপ্তচার্য্য কৃত গীতার্থ সংগ্রহে এই শ্লোক উদ্ধৃত—

স এব কারকাবেশঃ ক্রিয়াসৈবা বিশেষিনী।
তথাপি বিজ্ঞানবতাং মোক্ষার্থে পর্য্যবস্যতি॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

মোক্ষযোগ

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক কেশিনিসূদন ॥ ১

অন্বয়—অর্জুনঃ উবাচ, হৃষীকেশ, মহাবাহো, কেশিনিসূদন, সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথক বেদিতুম্ ইচ্ছামি। ১

মূলের অনুবাদ—অর্জুন বলিলেন, হে মহাবাহো, হে হৃষীকেশ, হে কেশিনিসূদন,[১] সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। ১

শ্রীধরী টীকা—"ন্যাসত্যাগবিভাগেন সর্বগীতার্থ সংগ্রহম্।
স্পষ্টমষ্টাদশে প্রাহ পরমার্থ বিনির্ণয়ে ॥
অত্র চ "সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী। সন্ন্যাসযোগ যুক্তা-যুক্তাত্মা ইত্যাদি কর্মসংন্যাস উপদিষ্টঃ। তথা "ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গ নিত্য-তৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান ইত্যাদিষু চ ফলমাত্রত্যাগেন কর্মানুষ্ঠান-মুপদিষ্টম্। ন চ পরস্পরবিরুদ্ধং সর্বজ্ঞঃ পরম-কারুণিকো ভগবানুপদিশেৎ। অতঃ কর্মসংন্যাসস্ত তদনুষ্ঠানস্য চাবিরোধ-

১ বিষ্ণু পুরাণের পঞ্চমাংশে ষোড়শ অধ্যায়ে কৃষ্ণ কর্তৃক কেশী বধের উপাখ্যান বর্ণিত। কংস দূত কর্তৃক প্রেষিত বলোদ্ধত কেশী দৈত্য কৃষ্ণবধের আকাংক্ষায় বৃন্দাবনে গিয়াছিল। কেশীর দৌরাত্ম্যে বৃন্দাবনের গোপালগণ সন্ত্রস্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন। এই হেতু শ্রীকৃষ্ণ হয়াকৃতি দৈত্য কেশী নিধনে উদ্যত হন এবং তাহার মুখে বাম বাহু প্রবেশ করাইয়া উহাকে বিদীর্ণ ও নিহত করেন।

প্রকারং বুভুৎসুরর্জুন উবাচ—সংন্যাসস্যেতি।[১] ভো হৃষিকেশ সর্বেন্দ্রিয় নিয়ামক, হে কেশিনিসূদন কেশিনাম্নোঽহি মহতো হয়াকৃতের্দৈত্যস্য যুদ্ধে মুখং ব্যাদায় ভক্ষিতুমাগচ্ছতোঽত্যন্তং ব্যাত্তে মুখে বামবাহুং প্রবেশ্য তৎক্ষণমেব বিবৃদ্ধেন তেনৈব বাহুনা কর্কটিকাফলবত্তং বিদার্য্য নিষূদিতবান্ অতএব হে মহাবাহো ইতি সম্বোধনম্। সংন্যাসস্য[১] ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথক্ বিবেকেন বেদিতুমিচ্ছামি। ১

টীকার অনুবাদ—পরমার্থবিনির্ণয়মূলক অষ্টাদশ অধ্যায়ে সন্ন্যাস ও ত্যাগের বিভাগ কথন দ্বারা ভগবান্ সমস্ত গীতার্থ সংগ্রহ স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। পঞ্চম অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ সর্বকর্ম মন দ্বারা সন্ন্যাস করিয়া পরম সুখে অবস্থান করেন। আবার তিনি নবম অধ্যায়ের ২৮ শ্লোকে বলিয়াছেন, সন্ন্যাস যোগে যুক্তাত্মা পুরুষ হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। এই সকল ভগবদ্বাক্যে কর্ম সন্ন্যাস উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার চতুর্থ অধ্যায়ে বিংশ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিত্যতৃপ্ত নিরাশ্রয় মহাযোগী কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াও কর্ম করেন না। আবার তিনি দ্বাদশ অধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে বলিয়াছেন, সংযত চিত্ত হইয়া সর্ব কর্মের ফলত্যাগ কর। এই সকল বাক্যে ভগবান্ ফলমাত্র ত্যাগ পূর্বক কর্মানুষ্ঠান করিতেও উপদেশ দিয়াছেন। কারুণিক সর্বজ্ঞ ভগবান্ পরস্পর বিরোধী বাক্যের উপদেশ কখনই দিতে পারেন না। অতএব কর্ম সন্ন্যাস ও কর্মানুষ্ঠান এতদুভয়ের অবিরোধ পদ্ধতি জানিতে ইচ্ছা করিয়া অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে হৃষীকেশ, সর্বেন্দ্রিয়ের নিয়ামক হে কেশিনিসূদন, কেশী নামক এক বৃহৎ অশ্বাকৃতি দৈত্যের যুদ্ধে মুখ বিস্তার করিয়া ভক্ষণ করিতে আগমনকারীর বিস্তৃত মুখে

১ ভাষ্যকার রামানুজ কর্তৃক আলোচ্য শ্লোকার্থ এই ভাবে ব্যাখ্যাত, "ত্যাগসংন্যাসৌ দ্বৌ মোক্ষ সাধনায় বিহিতৌ। কিমেতৌ সংন্যসত্যাগশব্দৌ পৃথগর্থৌ উত একার্থৌ বা। যদা পৃথগর্থৌ তদা পৃথক্ত্বেন স্বরূপং বেদিতুমিচ্ছামি; একত্বেঽপি তস্য স্বরূপং বক্তব্যমিতি।

বাম বাহু প্রবেশ করাইয়া তৎক্ষণাৎ আবার সেই হস্তকে বিবৃদ্ধ করিয়া উক্ত বাহুর দ্বারা কর্কটিকা (কাঁকুড় ফলের ন্যায় বিদীর্ণ করিয়া তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন। এইজন্যই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে মহাবাহো বলিযা সম্বোধন করিয়াছেন ও বলিতেছেন, "হে কৃষ্ণ, সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক্ বিচার পূর্বক জানিতে ইচ্ছা করি। ১

১৬০ পৃষ্ঠার শ্রীধরী টীকার অংশে প্রথম ছত্রে 'সংন্যাসস্যেতি' শব্দের পাদটীকা :—

বর্তমান অধ্যায়ের ভাষ্যারম্ভে আচার্য্য শংকর মন্তব্য করেন—সর্বস্যৈব গীতাশাস্ত্রস্যার্থোঽস্মিন্নধ্যায়ে উপসংহৃত্য সর্বশ্চ বেদার্থো বক্তব্য ইত্যেবমর্থোঽয়মধ্যায় আরভ্যতে। সর্বেষু হ্যতীতেষ্বধ্যায়েষূক্তোঽর্থোঽস্মিন্নধ্যায়েঽবগম্যতে। অর্জুনস্তু সংন্যাসত্যাগশব্দার্থয়োরেব বিশেষং বুভুৎসুরুবাচ—সংন্যাসস্যেতি।

সমুদয় গীতা শাস্ত্রের মর্মার্থ এই অধ্যায়ে উপসংহার করিয়া সমস্ত বেদার্থ বলিতে হইবে—এই হেতু বর্তমান অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে। অতীত অধ্যায়সমূহে যাহা যাহা কথিত হইয়াছে সেই সকল বিষয় এই অধ্যায়ে অবগত হওয়া যায়। অর্জুন সংন্যাস ও ত্যাগ শব্দদ্বয়ের বিশেষার্থ জানিবার আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন।

টীকাকার নীলকণ্ঠ স্বরী মন্তব্য করেন, "অস্যামষ্টাদশাধ্যায়্যাং প্রথমে উপোদ্‌ঘাতিতানাং দ্বিতীয়ে সূত্রিতানাং শেষৈর্ব্যুৎপাদিতানামর্থানাং কাৎস্ন্যেনোপসংহারার্থোঽয়মন্তিমোঽধ্যায় আরভ্যতে। তত্র পূর্বাধ্যায়ান্তেঽশ্রদ্ধয়া কৃতং সর্বং ব্যর্থমিত্যুক্তং তত্র ফলাবশ্যম্ভাবনিশ্চয়ঃ শ্রদ্ধা সা চ ফলবতাং কর্মণামেবাঙ্গং ন তু কর্মবিরহরূপস্য সন্ন্যাসস্য ভাবরূপফলবর্জিতস্য, অভাবাৎ ভাবোৎপত্তেরযোগাৎ, তস্মাৎ শ্রদ্ধাসাপেক্ষঃ কর্মাপেক্ষয়া শ্রদ্ধানপেক্ষঃ সন্ন্যাসঃ শ্রেয়ান্, নচাস্যৈবংরূপস্য শ্রদ্ধাত্রৈবিধ্যপ্রযুক্তং সাত্ত্বিকাদিভেদেন ত্রৈবিধ্যং সংভবতি যেন ফলে তারতম্যং স্যাৎ তৎফলস্য দৃষ্টি বিক্ষেপনিবৃত্তিরূপস্য সর্বত্র তুল্যত্বাৎ, স চ সংন্যাসো যদি কর্মত্যাগ এব তর্হি সিদ্ধং নঃ সমীহিতং যদি তু তৌ ভিন্নৌ তর্হি তয়োর্বৈলক্ষণ্যং বিচার্য্যমিত্যাশয়েনার্জুন উবাচ সংন্যাসস্যেতি।"

এই অষ্টাদশ অধ্যায় গীতাশাস্ত্রের অন্তিম অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে উপোদ্‌ঘাতিত, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূত্রিত ও অবশিষ্ট পনের অধ্যায়ে ব্যুৎপাদিত বিষয়সমূহের সামগ্রিক উপসংহার নিমিত্ত এই অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে। সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষে উক্ত হইয়াছে, শ্রদ্ধাহীন কর্তৃক অনুষ্ঠিত সর্বকর্ম ব্যর্থ হয়। যাহা করা হইতেছে তাহা নিশ্চয় ফলদান করিবে—ফলপ্রাপ্তির এই নিশ্চয়তার নাম শ্রদ্ধা। যে কর্ম ফলদান করে শ্রদ্ধা তাহার অঙ্গ হয়। যে সন্ন্যাসের কোন কর্মই থাকে না সেখানে ফলপ্রাপ্তির নিশ্চয়তারূপ শ্রদ্ধারও কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। অতএব শ্রদ্ধাসাপেক্ষ যজ্ঞ দান তপস্যাদি

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২

কর্মসমূহ শ্রদ্ধানিরপেক্ষ সর্বকর্ম ত্যাগরূপ সন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ। এইরূপ সন্ন্যাসের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদও অসম্ভব। কারণ যে শ্রদ্ধার ত্রিবিধ ভেদ অনুসারে কর্মের সাত্ত্বিকাদি ভেদ দৃষ্ট হয় সেই শ্রদ্ধার স্থান সন্ন্যাসে নাই। এইজন্য উক্ত হইতেছে, যদি সর্বকর্মের ত্যাগই সন্ন্যাস হয় তবে কোন প্রশ্নই থাকে না। আর যদি ত্যাগ ও সন্ন্যাসের অর্থ ভিন্ন হয়, অর্থাৎ কর্মত্যাগ না করিয়া ফলত্যাগ করিলে যদি ত্যাগ করা হয়, তবে সন্ন্যাস ও ত্যাগের বৈলক্ষণ্য অবশ্য বিচার্য। এই জন্য সন্ন্যাস ও ত্যাগ উভয়ের তত্ত্ব জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন।

টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী বর্তমান অধ্যায়ের ব্যাখ্যারম্ভে মন্তব্য করেন—"পূর্বাধ্যায়ে শ্রদ্ধা-ত্রৈবিধ্যেনাহার-যজ্ঞতপো-দানত্রৈবিধ্যেন চ কর্মিণাং ত্রৈবিধ্যমুক্তম্। সাত্ত্বিকানামাদানায় রাজসতামসানাঞ্চ হানায়। ইদানীন্তু সংন্যাসত্রৈবিধ্যকথনেন সংন্যাসিনামপি ত্রৈবিধ্যং বক্তব্যম্। তত্র তত্ত্ববোধানন্তরং যঃ ফলভূতঃ কর্মসন্ন্যাসঃ স চতুর্দশেঽধ্যায়ে গুণাতীতত্বেন ব্যাখ্যাতত্বান্ন সাত্ত্বিক রাজস তামস-ভেদমর্হতি। যোঽপি তত্ত্ববোধাৎ প্রাক্ তদর্থং সর্বকর্মসন্ন্যাসঃ তত্ত্ববুভুৎসয়া বেদান্তবাক্যবিচারায় ভবতি সোঽপি 'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।' ইত্যাদিনা নির্গুণত্বেন ব্যাখ্যাতঃ। যস্ত্বনুৎপন্ন-তত্ত্ব-বোধানামনুৎপন্নতত্ত্ববুভুৎসানাঞ্চ কর্মসংন্যাসঃ স সংন্যাসী চ যোগী চ ইত্যাদিনা গৌণো ব্যাখ্যাতঃ। তস্য ত্রৈবিধ্যসম্ভবাৎ তদ্বিশেষং বুভুৎসুঃ অবিদ্যাবতামনুৎপন্নজাতবিবিদিষাণাং চ কর্মাধিকৃতানামেব কিঞ্চিৎ কর্মগ্রহণেন কিঞ্চিৎ কর্মপরিত্যাগেন যঃ স ত্যাগাংশগুণযোগাৎ সংন্যাসশব্দেনোচ্যতে। এতাদৃশস্যান্তঃকরণ শুদ্ধ্যর্থমবিদ্বৎ কর্মাধিকার-কর্তৃকস্য সংন্যাসস্য কেন চিদ্রূপেণ কর্মত্যাগস্য তত্ত্বং স্বরূপং পৃথক্ সাত্ত্বিক রাজস-তামসভেদেন বেদিতুমিচ্ছামি। ত্যাগস্য চ তত্ত্বং বেদিতুমিচ্ছামি। কিং সংন্যাস ত্যাগশব্দৌ ঘটপটশব্দাবিব ভিন্নজাতীয়ার্থৌ? কিংবা ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক শব্দাবিবৈকজাতীয়ার্থৌ? যদ্যাদ্যস্তর্হি ত্যাগস্য তত্ত্বং সন্ন্যাসাৎ পৃথক্ বেদিতুমিচ্ছামি। যদি দ্বিতীয়স্তর্হ্যবান্তরোঽপাধিভেদমাত্রং বক্তব্যম্ একব্যাখ্যানেনৈবোভয়ং ব্যাখ্যাতং ভবিষ্যতি। অত্রার্জুনস্য দ্বৌ প্রশ্নৌ কর্ম্মাধিকারিকর্তৃত্বেন পূর্বোক্ত যজ্ঞাদি সাধর্ম্যেণ সংন্যাসশব্দপ্রতিপাদ্যত্বেন চ গুণাতীত সংন্যাসদ্বয়সাধর্ম্যেণ ত্রৈগুণ্যসম্ভবাসম্ভবাভ্যাং সংশয়োঃ প্রথমস্য প্রশ্নস্য বীজম্। দ্বিতীয়স্য তু সন্ন্যাসত্যাগশব্দয়োঃ পর্য্যায়ত্বাৎ কর্ম্মফলত্যাগরূপেণ চ বৈলক্ষণ্যোক্তেঃ সংশয়ঃ।"

পূর্ব অধ্যায়ে ত্রিবিধশ্রদ্ধার সহিত আহার, যজ্ঞ, তপ ও দানের তিন প্রকার ভেদ দেখাইয়া কর্মীরও

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, কবয়ঃ কাম্যানাং কর্মনাং ন্যাসং সন্ন্যাসং বিদুঃ। বিচক্ষণাঃ সর্বকর্মফলত্যাগং ত্যাগং প্রাহুঃ। ২

ত্রিবিধতা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য সাত্ত্বিক আহারাদি গ্রহণীয় এবং রাজসিক ও তামসিক আহারাদি বর্জনীয়। সম্প্রতি সন্ন্যাসের ত্রৈবিধ্য কথন দ্বারা সন্ন্যাসিগণেরও ত্রিবিধতা কথিত হইবে। চতুর্দশ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তত্ত্ববোধের পরে উহার ফলভূত সর্বকর্মসন্ন্যাস বা বিদ্বৎ সন্ন্যাসই গুণাতীত অবস্থা। বিদ্বৎ সন্ন্যাসের সাত্ত্বিকাদি ত্রৈবিধ্য হইতে পারে না। গুণাতীত অবস্থায় সত্ত্বাদি গুণই থাকে না। সুতরাং গুণজনিত সন্ন্যাসভেদ কিরূপে থাকিবে? তত্ত্বজ্ঞান লাভের পূর্বে তল্লাভার্থ, তত্ত্ব জানিবার অভিলাষজনিত সর্বকর্মসন্ন্যাস বা বিবিদিষা সন্ন্যাস বেদান্ত বাক্য বিচার দ্বারা ঘটিয়া থাকে। ইহাও নির্গুণ বলিয়া ভগবান কর্তৃক এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—হে অর্জুন, বেদসমূহ ত্রিগুণাধীন, তুমি ত্রিগুণাতীত হও। যে সকল ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই এবং তত্ত্বজ্ঞানের আকাঙ্খাও জন্মে নাই তাহাদের কর্মসন্ন্যাসকে ভগবান গৌণ বলিয়াছেন নিম্নোক্ত বাক্যে, এইরূপ কর্মসন্ন্যাসই একাধারে সন্ন্যাসী ও যোগী। এই শেষোক্ত সন্ন্যাসের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ সম্ভব। সেই ভেদের বিশেষত্ব জানিবার বাসনায় অর্জুন প্রশ্ন করিলেন।

যাহাদের জ্ঞান জন্মে নাই অথবা যাহাদের জ্ঞানেচ্ছাও উদিত হয় নাই তাদৃশ কর্মাধিকারিগণের কিঞ্চিৎ কর্ম অবলম্বন ও কিঞ্চিৎ কর্মত্যাগ হয়। তাহাও ত্যাগাংশের সহিত গুণযোগহেতু সন্ন্যাস নামে অভিহিত। অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্য অবিদ্বৎ কর্মাধিকারীকৃত সন্ন্যাসের সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ ভেদ আমি জানিতে ইচ্ছা করি। এইরূপ ত্যাগেরও সাত্ত্বিকাদি ত্রৈবিধ্য জানিতে আমার ইচ্ছা আছে। এই ত্রিবিধভেদই সন্ন্যাসতত্ত্ব ও ত্যাগতত্ত্ব। সন্ন্যাস ও ত্যাগশব্দদ্বয় কি ঘটপটশব্দদ্বয়বৎ ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়? অথবা ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক শব্দদ্বয়বৎ উহাদের কি একজাতীয় অর্থ হয়? যদি উহাদের ভিন্ন জাতীয় অর্থ হয় তবে ত্যাগতত্ত্ব সন্ন্যাসতত্ত্ব হইতে পৃথক্‌ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। আর যদি উহাদের একজাতীয় বিভিন্নতা থাকে তবে সেই অবান্তর উপাধিভেদও আমাকে বলুন। কারণ একের ব্যাখ্যায় অন্যটিও বুঝিতে পারিব। এখানে অর্জুনের মনে দুই প্রশ্ন উঠিয়াছে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, চিত্তশুদ্ধির জন্য অবিদ্বৎ কর্মাধিকারীর সন্ন্যাসে কিঞ্চিৎ কর্মত্যাগ ও কিঞ্চিৎ কর্মগ্রহণ থাকে। এই সন্ন্যাসে কর্মাধিকার আছে বলিয়া তাঁহারা পূর্বোক্ত যজ্ঞ দান ও তপস্যা ত্যাগ করিতে পারেন না। ইহাতে তিনগুণ লইয়া থাকাই সম্ভব। আবার এই সন্ন্যাসে পূর্বোক্ত গুণাতীত সন্ন্যাসদ্বয়ের সাধর্ম্য থাকায় ইহাতে ত্রিগুণাশ্রয়ে অবস্থান অসম্ভব। একবার ত্রৈগুণ্য সম্ভব হইতেছে, আবার অসম্ভব হইতেছে—ইহাই প্রথম প্রশ্নের বীজ। সন্ন্যাসতত্ত্ব ভাল করিয়া

মূলের অনুবাদ—শ্রীভগবান বলিলেন, পণ্ডিতগণ কাম্য কর্মসমূহের ত্যাগকে সন্ন্যাস[১] বলিয়া জানেন এবং সর্বকর্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া থাকেন। ২

বুঝিলে উক্তরূপ সন্ন্যাসীর গুণাশ্রিত ও গুণাতীত অবস্থা থাকিলেও কিরূপে মোক্ষ হইবে তাহাও বুঝিতে পারিবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, সন্ন্যাস ও ত্যাগ শব্দদ্বয় একার্থবাচক বলিয়া কর্মফলত্যাগরূপ বৈলক্ষণ্য থাকিতেছে। ইহাও সংশয়।

আবার ভাষ্যকার রামানুজাচার্য্য বিরুদ্ধ মন্তব্য করিয়া বলেন, "শাস্ত্রীয় ত্যাগঃ কাম্যকর্মস্বরূপ-বিষয়ঃ সর্বকর্মফলবিষয় ইতি বিবাদং প্রদর্শয়ন্নেকত্র সন্ন্যাসশব্দমিতরত্র ত্যাগশব্দং প্রযুক্তবান্। অতস্ত্যাগসন্ন্যাসশব্দয়োরেকার্থত্বমঙ্গীকৃতমিতি জ্ঞায়তে।"

১ সন্ন্যাস উপনিষদ, জাবাল উপনিষদ, নারদ উপনিষদ, পরমহংস উপনিষদ, তুরীয়াতীতাবধূত উপনিষদ প্রভৃতি অনেক উপনিষদে সন্ন্যাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মের অন্তর্গত সন্ন্যাস বিবিধ—বৈদিক, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব উদাসী প্রভৃতি। তন্মধ্যে বৈদিক সন্ন্যাস সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। কোন উপনিষদে আছে—

সন্ন্যাসিনং দ্বিজং দৃষ্ট্বা স্থানাৎ চলতি ভাস্করঃ।
এষ মে মণ্ডলং ভিত্ত্বা পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

সূর্য্যদেব ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দেন ও বলেন, ইনি আমার মণ্ডলভেদ করিয়া পরব্রহ্মে মিলিত হইবেন। অন্য উপনিষদ বলেন—

ষষ্টিং কুলান্যতীতানি ষষ্টিমাগামিকানি চ।
কুলান্যুদ্ধরতে প্রাজ্ঞঃ সন্ন্যস্তমিতি যো বদেৎ॥

যে প্রাজ্ঞ বলেন, আমি বৈদিক সন্ন্যাস লইয়াছি তিনি অতীত ষাটকুল ও আগামী ষাটকুল উদ্ধার করেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে (৭।১৩।৮) আছে—

অনেন ক্রমযোগেন পরিব্রজতি যো দ্বিজঃ।
স বিধূয়েহ পাপ্মানং পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

যে ব্রাহ্মণ ক্রমিক যৌগিক সাধনান্তে পরিশেষে প্রব্রজ্যা করেন ইহলোকেই তিনি সর্বপাপ বিধৌত করিয়া পরব্রহ্মে সম্মিলিত হন।

শ্রুতি অনুসারে সন্ন্যাসী চারিপ্রকার ও সন্ন্যাস ছয় প্রকার। বৈরাগ্য সন্ন্যাসী জ্ঞান সন্ন্যাসী জ্ঞানবৈরাগ্যসন্ন্যাসী কর্মসন্ন্যাসী চাতুর্বিধ্যমুপাগতঃ। বৈরাগ্যসন্ন্যাসী দৃষ্ট ও শ্রুত সমস্ত বিষয়ে বিতৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব পুণ্যকর্মফলে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। জ্ঞান সন্ন্যাসী শাস্ত্রজ্ঞান হইতে পাপপুণ্য ও উর্দ্ধলোকসমূহ জানিয়া বিশ্বপ্রপঞ্চ হইতে উপরত হন। তিনি দেহবাসনা, শাস্ত্রবাসনা ও লোকবাসনা বর্জনপূর্বক প্রবৃত্তিজনক সর্বকর্মকে বমনান্নবৎ হেয় জ্ঞান করিয়া সাধন চতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। জ্ঞানবৈরাগ্য সন্ন্যাসী ক্রমশঃ সমস্ত অভ্যাস করিয়া, সমস্ত অনুভব করিয়া

শ্রীধরী টীকা—তত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—কাম্যানামিতি "পুত্রকামো যজেত" "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যেবমাদিকামোপবন্ধেন বিহিতানাং কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং পরিত্যাগং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ। সম্যক্ ফলৈঃ সহ সর্বকর্মণামপি ন্যাসং পণ্ডিতা বিদুঃ জানন্তীত্যর্থঃ। সর্বেষাং কাম্যানাং নিত্যনৈমিত্তিকানাংচ কর্মনাং ফলমাত্রত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণা নিপুণাঃ, ন তু স্বরূপতঃ কর্মত্যাগম্। নমু নিত্যনৈমিত্তিকানাং ফলাশ্রবণাদবিদ্যমানস্য

জ্ঞানবৈরাগ্যবলে আত্মস্বরূপ অনুসন্ধান করেন। ইহার ফলে দেহমাত্র রাখিয়া সমস্ত সন্ন্যাস করেন ও সন্ন্যাসান্তে জাতরূপধর হন। কর্ম সন্ন্যাসী ব্রহ্মচর্য সমাপনান্তে গৃহী হন, গার্হস্থ্যসমাপনান্তে তিনি বাণপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করেন। এই অবস্থায় তাঁহার বৈরাগ্য না জন্মিলেও চতুরাশ্রমের ক্রমানুসারে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কর্মসন্ন্যাসীদিগের মধ্যে দ্বৈবিধ্য দৃশ্য হয়। নিমিত্ত সন্ন্যাসী বা আতুর সন্ন্যাসী ও অনিমিত্ত সন্ন্যাসী ও ক্রম সন্ন্যাসী। শ্রুতিতে আছে, নিমিত্তস্ত্বাতুরঃ অনিমিত্তশ্চ ক্রমসন্ন্যাসঃ॥ আতুরসন্ন্যাস প্রাণোৎক্রমণ সময়ে লইতে হয় এবং ক্রমসন্ন্যাস ক্রমে ক্রমে গ্রহনীয়। বৈদিক সন্ন্যাস ষড়্‌বিধ—কূটীচক, বহূদক, হংস, পরমহংস, তুরীয়াতীত ও অবধূত। জীবন্মুক্তি লাভই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের উদ্দেশ্য। প্রধানতঃ বৈদিক সন্ন্যাস দ্বিবিধ—বিবিদিষা ও বিদ্বৎ। শ্রুতি বিদ্বৎ সন্ন্যাস সম্বন্ধে বলেন—

যদা তু বিদিতং তত্ত্বং পরং ব্রহ্মসনাতনম্।
তদৈক দণ্ডং সংগৃহ্য সোপবীতশিখাং ত্যজেৎ।
জ্ঞাত্বা সম্যক্ পরং ব্রহ্ম সর্বং ত্যক্ত্বা পরিব্রজেৎ॥

যখন জ্ঞানী সনাতন ব্রহ্মতত্ত্ব সুবিদিত হন তখন জ্ঞানদণ্ড গ্রহণপূর্বক যজ্ঞসূত্র ও শিখা ত্যাগ করেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভান্তে তিনি সর্বত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক হন।

বৈদিক সন্ন্যাসে নারীরও অধিকার আছে। উক্ত মমে শ্রুতি বলেন, অস্মিংশ্চ ত্যাগে স্ত্রিয়োঽপাণি-ক্রিয়স্তে। ভিক্ষুকীত্যানেন স্ত্রীণামপি প্রাগ্বিবাহাদ্বা বৈধব্যাদূর্দ্ধং সন্ন্যাসেঽধিকারোঽস্তীতি দর্শিতম্। বিবাহের পূর্বে অথবা বৈধব্যের পরে নারীও ভিক্ষাশ্রম বা ভিক্ষাচর্য্য গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইতে পারেন। মহাভারতোক্ত মোক্ষধর্মে সুলভা-জনক সংবাদে ও বাচক্নবী প্রভৃতি সংবাদে সন্ন্যাসিনীর কথা উল্লিখিত। দ্বিবিধ বৈদিক সন্ন্যাস শ্রুতিবাক্যে এইভাবে সংজ্ঞিত হইয়াছে—সন্ন্যাসো দ্বিবিধঃ, জন্মাপাদক কাম্যকর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস ও প্রৈষমন্ত্র উচ্চারণান্তে দণ্ডধারণাদি আশ্রমগ্রহণরূপ সন্ন্যাস—দ্বিবিধ বৈদিক সন্ন্যাস।

ফলস্য কথং ত্যাগঃ স্যাৎ, নহি বন্ধ্যায়াঃ পুত্রত্যাগঃ সম্ভবতি উচ্যতে। যদ্যপি স্বর্গকামঃ পশুকামঃ ইত্যাদিবৎ "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদিষু ফলবিশেষো ন শ্রূয়তে, তথাপ্য পুরুষার্থেব্যাপারে প্রেক্ষাবন্তং প্রবর্তয়িতুমশক্নুবন্ বিধিঃ বিশ্বজিতা যজেত"—ইত্যাদিম্বিব সামান্যতঃ কিমপি ফলমাক্ষিপত্যেব। ন চাতীব গুরুমতঃ শ্রদ্ধয়া স্বসিদ্ধিরেব বিধেঃ প্রয়োজনমিতি মন্তব্যং, পুরুষপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তের্দুষ্পরিহরত্বাৎ। শ্রূয়তে চ নিত্যাদিষ্বপি ফলং "সর্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি" ইতি "কর্মণা পিতৃলোক" ইতি, "ধর্মেণ পাপমপনুদতি" ইত্যাদিষু। তস্মাদ্ যুক্তমুক্তং "সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ইতি। নন্বু ফলত্যাগেন পুনরপি নিষ্ফলেষু কর্মস্বপ্রবৃত্তিরেব স্যাৎ তন্ন, সর্বেষামপি কর্মণাং সংযোগপৃথক্ত্বেন বিবিদিষার্থয়া বিনিয়োগাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ "তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" ইতি। ততঃ প্রতিপদোক্তং সর্বং ফলং বন্ধকত্বেন ত্যক্ত্বা বিবিদিষার্থং সর্বকর্মানুষ্ঠানং ঘটত এব। বিবিদিষা চ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেন নিবৃত্তদেহাদ্যভিমানতয়া বুদ্ধেঃ প্রত্যক্প্রবণতা। তাবৎ পর্য্যন্তং চ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানাবিরুদ্ধং যথোচিতমাবশ্যকং কর্মকুর্বতস্তঃফলত্যাগ এব কর্মত্যাগো নাম ন স্বরূপেণ। তথা চ শ্রুতি "কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" ইতি। ততঃ পরংতু সর্বকর্ম নিবৃত্তিঃ স্বত এব ভবতি।

তদুক্তং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধৌ—

"প্রত্যক্ প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্মাণ্যুৎপাদ্য শুদ্ধিতিঃ।
কৃতার্থান্যস্তমায়ান্তি প্রাবৃড়ন্তে ঘনা ইব॥" ইতি

উক্তংচ ভগবতা—

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে। ইতি।

বশিষ্ঠেন চোক্তং—

"ন কর্মাণি ত্যজেদ্‌যোগী কর্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসৌ।

কর্মণো মূলভূতস্য সংকল্পস্যৈব নাশতঃ॥ ইতি।

"জ্ঞাননিষ্ঠা বিক্ষেপকত্বমালক্ষ্য ত্যজেদ্বা।"

তদুক্তং শ্রীভগবতা ভাগবতে—

"তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।

মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।

সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥"

ইত্যাদি। অলমতিপ্রসঙ্গেন। প্রকৃতমনুসরামঃ। ২

টীকার অনুবাদ—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বলিতেছেন। 'পুত্রকামী হইয়া যাগ করিবে।' 'স্বর্গকামী হইয়া যাগ করিবে'। ইত্যাদি প্রকার কামনার জন্য যে সকল কাম্যকর্ম শাস্ত্রে বিহিত তাহাদের ন্যাস. পরিত্যাগকে কবিগণ সন্ন্যাস বলেন। ইহার অর্থ, সম্যক্ ফলসমূহসহ সর্ব কর্মের ন্যাসকে পণ্ডিতগণ সন্ন্যাস বলিয়া জানেন। আর বিচক্ষণ, নিপুণ ব্যক্তিগণ সমস্ত কাম্য ও নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের ফলমাত্র ত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া থাকেন; তাঁহারা স্বরূপতঃ কর্মত্যাগকে ত্যাগ বলেন না। যদি বল, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মসমূহের ফলশ্রুতি না থাকায় অবিদ্যমান ফলের ত্যাগ কিরূপে হয়? বন্ধ্যা নারীর পুত্রত্যাগ ত সম্ভব হয় না। ইহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন যে, যদ্যপিও স্বর্গকামী ও পশুকামী প্রভৃতি তুল্য 'প্রতিদিন সান্ধ্য উপাসনা করিবে,' 'সমস্ত জীবন অগ্নিহোত্র যাগ করিবে' ইত্যাদি স্থলে ফলবিশেষের উল্লেখ শ্রুতিতে নাই। তথাপি অপুরুষার্থ ব্যাপারে প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যবিহীন কর্মে জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রবৃত্ত করিতে বিধি অক্ষম হয় বলিয়া 'বিশ্বজিৎ নামক যাগ করিবে' এইরূপ স্থলে বিধিতে ফলের কথা উক্ত না থাকিলেও যেমন সামান্য কিছু ফল

কল্পনা করিতে হয়, তদ্রূপ 'প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবে' ইত্যাদি স্থানে কিছু ফল আছে বুঝিতে হইবে। এবং এই মন্তব্যও যথার্থ নহে যে, গুরুমতে অতিশয় শ্রদ্ধাহেতু স্বীয় সিদ্ধিই বিধির প্রয়োজন বলিয়া বিধি কোন ফলের অপেক্ষা করে না। ঐরূপ নিষ্ফল কর্মে পুরুষের প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব। আর নিত্যকর্মাদিতেও ফলশ্রুতি দেখা যায়—ছান্দোগ্য উপনিষদে (২।২৩।২) আছে, ইহারা সকলে পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়', বৃহদারণ্যক উপনিষদ (১।৫।১৬) আছে, 'কর্মদ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়', মহানারায়ণ উপনিষৎ (২২।১) আছে, 'ধর্ম দ্বারা সর্বপাপ অপনোদিত হয়', ইত্যাদি। অতএব ইহা যুক্তিসঙ্গত যে, সকল কর্মের ফলত্যাগকে পণ্ডিতগণ ত্যাগ বলেন।

যদি বল, ফলত্যাগ করিলে পুনরায় নিষ্ফল কর্মে লোকের প্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহা নহে। যেহেতু সংযোগ ও পৃথকৃত্ব ন্যায়ক্রমে সর্বকর্ম দ্বারাই বিবিদিষা, তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছা উৎপন্ন হয়—ইহাই উক্ত হইয়া থাকে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৪।২২) আছে, ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাশক (সন্ন্যাস) দ্বারা সেই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। অতএব কর্মফল বন্ধ বলিয়া কর্মের ফলত্যাগ করিয়া বিবিদিষার্থ (তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছায়) সর্বকর্মের অনুষ্ঠান বাঞ্ছনীয় হয়। বিবিদিষ অর্থে নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেক দ্বারা দেহাদিতে অভিমান নিবৃত্ত হইলে বুদ্ধির প্রত্যক্ প্রবণতা জন্মে। ততদিন পর্যন্ত সত্ত্বশুদ্ধির জন্য জ্ঞানের অবিরুদ্ধ যথোচিত আবশ্যক কর্মমাত্র করিয়া সেই কর্মের ফলত্যাগই কর্মত্যাগ নামে কথিত, স্বরূপতঃ কর্মত্যাগ কর্মত্যাগ নহে। ঈশোপনিষদে দ্বিতীয় মন্ত্রে আছে, ইহলোকে কর্মাদি করিয়া শতবর্ষ পর্যন্ত জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে। সুরেশ্বরাচার্যকৃত 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি' গ্রন্থে (১।৪৯) আছে, কর্মসমূহ বুদ্ধির প্রত্যক্‌প্রবণতা বা বিবিদিষা চিত্তশুদ্ধি দ্বারা উৎপাদন করিয়া কর্তাকে কৃতার্থ করে এবং স্বতঃই অস্ত প্রাপ্ত হয়—যেমন মেঘসমূহ

প্রাবৃটের (বর্ষার) শেষে স্বতঃই অপসৃত হয়। ভগবানও গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে বলিয়াছেন, যে মানব আত্মরতি ও আত্মতৃপ্ত ও আত্মতুষ্ট হয়, তাহার কোন কর্তব্য কর্ম থাকে না। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বশিষ্ঠদেবও বলিয়াছেন, কর্মের মূলভূত সংকল্প বিনষ্ট হওয়ায় যোগী ব্যক্তি কর্মসমূহ ত্যাগ করেন না। কর্মসমূহ কর্তৃক তিনিই পরিত্যক্ত হন। অথবা কর্মজ্ঞাননিষ্ঠার বিক্ষেপক দেখিয়া যোগী কর্মত্যাগ করেন।[১] উক্ত মর্মে শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে নবম শ্লোকে ভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন, যতদিন মৎ কথা শ্রবণে বা কীর্তনে শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হয়, অথবা বৈরাগ্য না জন্মে, ততদিন পর্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম অবশ্যই করিবে। জ্ঞাননিষ্ঠ বিরক্ত পুরুষ, অথবা মদ্ভক্তগণ কর্মের অপেক্ষা রাখেন না। তাহারা লিঙ্গসহ আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অবিধিগোচর হইয়া (বিধিকিংকর) না হইয়া যথেচ্ছা বিচরণ করিবেন। আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই।[২] এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিব। ২

---

১ অধ্যাত্ম রামায়ণোক্ত রামগীতাতে আছে—

যাবৎ শরীরাদিষু মায়য়াত্মধীস্তাবদ্বিধেয়ো বিধিবাদ কর্মণাম্।
নেতীতি বাক্যৈরখিলং নিষিধ্য তৎ জ্ঞাত্বা পরাত্মানমথ ত্যজেৎ ক্রিয়াঃ॥
ন্যাসং প্রশস্তাখিল কর্মণাং স্ফুটম্।
এতাবদিত্যাহ চ বাজিনাং শ্রুতিঃ জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্মসাধনম্॥

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উক্তমর্মে কথিত হইয়াছে—ন্যাস ইতি ব্রহ্মা ব্রহ্মা হি পরঃ পরোহি ব্রহ্মা তানি বা এতান্যবরাণি তপাংসি ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ য এবং বেদেত্যুপনিষৎ।

২ মনুসংহিতা বলেন—

অকামস্য ক্রিয়া কাচিৎ দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।
যদ্ যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্॥
যৎ কিঞ্চিৎ ফলমুদ্দিশ্য যজ্ঞদান জপাদিকম্।
ক্রিয়তে কায়িকং যচ্চ তৎ কাম্যং পরিকীর্তিতম্॥

নিষ্কাম পুরুষের কার্য্য কোথাও কখনো দেখা যায় না। যাহা যাহা লোকে করে তাহা তাহাই

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩

কামনা কর্তৃক চেষ্টিত হয়। যে কোন ফলের কামনা করিয়া যজ্ঞ, দান, জপ প্রভৃতি কায়িক কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। তাহাই কাম্যকর্মরূপে পরিকীর্তিত।

শাস্ত্র বলেন, অনেন কর্মনা ইষ্টমিদং ফলং সাধ্যতামিতি বুদ্ধিঃ সংকল্পঃ। তথা চ ইষ্টসাধনতা জ্ঞানরূপাৎ সংকল্পাৎ কাম ইচ্ছা ভবতি। ততঃ ক্রিয়ানিষ্পত্তিঃ। স চ অপ্রাপ্তবিষয়স্থ প্রাপ্তিসাধনে চিত্তবৃত্তিভেদঃ। কামস্তু রজোগুণহেতুকঃ।

এই কর্মদ্বারা এই অভীষ্ট ফল পাইব—এই বুদ্ধিই সংকল্প। ইষ্টসাধন জ্ঞানরূপ সংকল্প হইতেই কাম বা ইচ্ছা জন্মে। ইহার পরে কর্মনিষ্পন্ন হয়। অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তিসাধনে চিত্তবৃত্তি বিশেষকে কাম বলে। কাম রজোগুণ হইতেই উৎপন্ন। রজোগুণকে সত্ত্বমুখে প্রবাহিত করিবার জন্য রাজসিক কাম্যকর্মকে নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠানের বিধান শাস্ত্র দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ডলড্ডুকান্ ।
পিত্রৈবমুক্তঃ পিবতি নিম্বমপ্যতিবালকঃ ॥

নিম্বরস পান কর। তাহা হইলে তোমাকে একটি মিষ্ট লড্ডুক বা লাড়ু খাইতে দিব—পিতা কর্তৃক উক্ত হইয়া অতিবালকও তিক্তরস পান করে। লড্ডুকের লোভ দেখাইয়া পিতা যেমন পুত্রকে নিম খাওয়াইয়া থাকেন সেইরূপ বেদও অবান্তর ফলের লোভ দেখাইয়া মোক্ষপ্রদ কর্মে জীবের রুচি উৎপাদন করেন মাত্র। তথা বেদোঽপি অবান্তরফলৈঃ প্রলোভয়ন মোক্ষায়ৈব কর্মাণি বিধত্তে। শ্রীমদ্ভাগবতে বৈদিক সিদ্ধান্তই পরিজ্ঞাপিত। মনুসংহিতাতে আছে—

এবং ব্যবস্থিতং কেচিৎ অবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ ।
ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি ॥
অয়মেব ক্রিয়াযোগো জ্ঞানযোগস্য সাধকঃ ।
কর্মযোগং বিনা জ্ঞানং কস্যচিন্নৈব দৃশ্যতে ॥
ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম কীর্ত্যতে ।
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে ॥

কামনাপূর্বকং কর্মশরীর প্রবৃত্তিহেতুত্বাৎ প্রবৃত্তং তদেব কর্মকামনারহিতম্ পুনর্ব্রহ্মজ্ঞানাভ্যাস-পূর্বকং সংসারনিবৃত্তিহেতুত্বাৎ নিবৃত্তমুচ্যতে।

যাহারা মন্দবুদ্ধি তাহারা প্রকৃত বেদার্থ অববোধে অসমর্থ। কর্মকাণ্ডে যে কুসুমিত ফলশ্রুতি

অন্বয়—একে মনীষিণঃ কর্ম দোষবৎ ইতি [হেতোঃ] ত্যাজ্যং প্রাহুঃ চ অপরে যজ্ঞদান তপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যম্ ইতি [প্রাহুঃ]। ৩

মূলের অনুবাদ—কোন কোন মনীষী সর্বকর্ম দোষযুক্ত বলিয়া পরিত্যাজ্য বলেন। আবার কেহ কেহ যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্মসমূহকে ত্যাজ্য নহে বলিয়া থাকেন। ৩

শ্রীধরী টীকা—অবিদুষঃ ফলত্যাগমাত্রমেব ত্যাগশব্দার্থো ন কর্মত্যাগ ইত্যেতদেব মতান্তরনিরাসেন দৃঢ়ীকর্তুং মতভেদং দর্শয়তি ত্যাজ্যমিতি। দোষবদ্ধিংসাদিদোষবত্ত্বেন বন্ধকমিতি হেতোঃ সর্বমপি কর্ম ত্যাজ্যমিত্যেকে সাংখ্যাঃ প্রাহুর্মনীষিণ ইতি অস্যায়ং ভাবঃ "ন হিংস্যাৎ সর্বাভূতানি" ইতি নিষেধঃ পুরুষস্যানর্থহেতুর্হিংসেত্যাহ। "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদি প্রাকরণিকো বিধিস্তু হিংসায়াঃ ক্রতূপকারকত্বমাহ। অতো ভিন্ন-বিষয়ত্বেন সামান্যবিশেষন্যায়াগোচরত্বাদ্ বাধ্যবাধকতা নাস্তি। দ্রব্যসাধ্যেষু চ সর্বেষ্বপি কর্মসু হিংসাদেঃ সম্ভবাৎ সর্বমপি কর্ম ত্যাজ্যমেবেতি। তদুক্তং "দৃষ্টবদানু-শ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্ত" ইতি। অস্যার্থঃ—উপায়ো জ্যোতিষ্টোমাদিঃ সোঽপি দৃষ্টোপায়বৎ। গুরুপাঠাৎ অনুশ্রূয়ত ইত্যনুশ্রবো বেদস্তদ্বোধিতঃ। তত্রাবিশুদ্ধিঃ হিংসা তথা ক্ষয়ো বিনাশঃ। অগ্নিহোত্র-জ্যোতিষ্টোমাদিজন্য স্বর্গেষু তারতম্যং চ বর্ততে। পরোৎকর্ষস্তু সর্বান্

দৃষ্ট হয় তাহা কর্মে রুচি উৎপাদনার্থ। বেদার্থজ্ঞ ব্যাসদেব প্রভৃতি বলেন, নিষ্কাম কর্মদ্বারা সাক্ষাৎভাবে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না, পরোক্ষভাবে হয়। নিষ্কাম কর্মযোগ জ্ঞানযোগের অধিকার দান করে। কর্মযোগ ব্যতীত কখনো জ্ঞানলাভ হয় না। নিষ্কাম কর্মদ্বারা পাপক্ষয় ও চিত্তশুদ্ধি হয়। শুদ্ধচিত্তে জ্ঞানোদয় ঘটে। কাম্যকর্ম দ্বারা পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হইবেই। কামনাশূন্য হইয়া কর্ম করিতে হইলে ধ্যানাভ্যাস প্রয়োজন। ইহার ফলে সংসার নিবৃত্তি বা মোক্ষলাভ হয়। যতদিন মানব সকাম থাকে ততদিন প্রবৃত্তি বা প্রগতি বা সংসৃতি চলে। নিষ্কাম হইলেই নিবৃত্তি আসে। বৈদিক সন্ন্যাসী কাম্যকর্মই ত্যাগ করেন। আর ত্যাগী কামনা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরার্থ কর্ম করেন। নিষ্কামকর্মের শেষফল পাপক্ষয় বা চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞানলাভ অসম্ভব।

দুঃখীকরোতি। অপরে তু মীমাংসকা যজ্ঞাদিকং কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি প্রাহুঃ। অয়ং ভাবঃ—ক্রত্বর্থাপি সতীয়ং হিংসা পুরুষেণৈব কর্তব্যা সা চান্যোদ্দেশেনাপি কৃতা পুরুষস্য প্রত্যবায়হেতুরেব। তথাহি বিধির্বিধেয়স্য তদুদ্দেশেনানুষ্ঠানং বিধত্তে তাদর্থ্যলক্ষণত্বাৎ তচ্ছেষত্বস্য। নত্বেবং নিষেধো নিষেধস্য তাদর্থ্যমপেক্ষতে, প্রাপ্তিমাত্রাপেক্ষিতত্বাৎ। অন্যথা অজ্ঞানপ্রমাদাদিকৃতে দোষাভাবপ্রসঙ্গাৎ। তদেবং সমানবিষয়ত্বেন সামান্য শাস্ত্রস্য বিশেষণ বাধান্নাস্তি দোষবত্ত্বমতো নিত্যং যজ্ঞাদি কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি অনেন বিধিনিষেধয়োঃ সমানবলতা বার্ধ্যতে সামান্য বিশেষন্যায় সম্পাদয়িতুম্। ৩

টীকার অনুবাদ—অবিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট ফল ত্যাগই ত্যাগ শব্দের অর্থ, কর্মত্যাগ নহে। অন্য মত নিরাস দ্বারা ইহার দৃঢ়ীকরণার্থ ভগবান মতভেদ দেখাইতেছেন। দোষবৎ, হিংসাদি দোষযুক্ত বলিয়া কর্মমাত্রই বন্ধনের হেতু। এইজন্য কোন কোন মনীষী বা সাংখ্যাচার্য্যগণ সর্বকর্মই ত্যাজ্য বলিয়া থাকেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, সর্বভূতকেই হিংসা করিবে না—এই নিষেধ বিধিতে উক্ত হইল, হিংসাই পুরুষের অনর্থহেতু। আবার 'অগ্নিষোমাখ্য যজ্ঞে পশু-হিংসা করিবে।' ইত্যাদি হিংসাবিষয়ক বিধিতে হিংসাকে যজ্ঞ-ক্রিয়ার উপকারক বা অঙ্গরূপে বলা হইয়াছে। অতএব, উল্লিখিত বিধিদ্বয় ভিন্ন বিষয়ক বলিয়া সামান্য ও বিশেষ ন্যায়ের অগোচর হওয়ায় উহাদের বাধ্য-বাধকতা নাই। দ্রব্যসাধ্য সর্ব কর্মেই হিংসার সম্ভাবনা থাকায় সর্বকর্মই পরিত্যজ্য। এই সম্বন্ধে সাংখ্য শাস্ত্রের উক্তি এই যে, আনুশ্রাবিক বা বেদবোধিত উপায় জ্যোতিষ্টোমাদি দৃষ্টোপায়ের মতই অবিশুদ্ধি বা হিংসা দ্বারা দুষ্ট, তদ্রূপ ক্ষয়যুক্ত এবং অতিশয়। ইহার অর্থ, অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞের জন্য যে স্বর্গলাভ হয়, তন্মধ্যেও তারতম্য বিদ্যমান। আর পরের উৎকর্ষ সকলকে দুঃখী করে। অপরে মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন, যজ্ঞাদি কর্ম ত্যাজ্য

নহে। ইহার ভাবার্থ এই যে, যজ্ঞার্থ হিংসা হইলেও এই হিংসা পুরুষ দ্বারাই কর্তব্য এবং সেই হিংসা অন্য উদ্দেশ্যে কৃত হইলে পুরুষের প্রত্যবায় হেতুই হয়। যেমন বিধি হইলেই বিধেয় কর্ম যাহার উপকারক হয়, তাহার উদ্দেশ্যেই উক্ত বিধেয় কর্মের অনুষ্ঠান বিহিত, যেহেতু যাহা বিধেয় তাহা উদ্দেশ্যের শেষ বা অঙ্গ। কিন্তু নিষেধ বিধি দ্বারা নিষেধ্য হিংসাদি কর্ম তাহার তাদার্থ্যকে অপেক্ষা করে না। অর্থাৎ নিষেধ্য কর্ম তাহারও উপকারক কিনা তাহার অপেক্ষা রাখে না; শুধু নিষেধের প্রাপ্তিমাত্রই অপেক্ষিত হয়। অতএব 'হিংসা করিও না বলিলে যে কোনরূপ হিংসা নিষেধের বিষয় হয়। ইহা স্বীকার না করিলে অজ্ঞানকৃত বা প্রমাদজনিত হিংসায় দোষাভাব ঘটে। আবার যজ্ঞার্থ হিংসা করিলে হিংসা পুরুষার্থ প্রাপকও হইল। অতএব হিংসায় নিষেধ ও বিধি উভয় থাকায় বিশেষ শাস্ত্র দ্বারা সামান্য শাস্ত্র বাধিত হওয়ায় হিংসায় দোষ নাই প্রমাণিত হইল। অতএব যজ্ঞাদি নিত্যকর্ম ত্যাজ্য নহে। এইজন্য সামান্য ও বিশেষ ন্যায়ানুযায়ী বিধিনিষেধ সবলভাব বাধিত হইল। ৩

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষ ব্যাঘ্র, ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ॥ ৪

অন্বয়—ভরতসত্তম, পুরুষব্যাঘ্র, তত্র ত্যাগে মে নিশ্চয়ং শৃণু, ত্যাগঃ হি ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ। ৪

মূলের অনুবাদ—হে ভরতশ্রেষ্ঠ, সেই ত্যাগ বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। হে পুরুষপ্রবর, ত্যাগ ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হয়। ৪

শ্রীধরী টীকা—এবং মতভেদমুপন্যস্য স্বমতং কথয়িতুমাহ—নিশ্চয়মিতি তত্রৈবং বিপ্রতিপন্নে ত্যাগে নিশ্চয়ং মে বচনাচ্ছৃণু। ত্যাগস্য লোক-প্রসিদ্ধত্বাৎ কিমত্র শ্রোতব্যমিতি মাবমংস্থা ইত্যাহ—হে পুরুষব্যাঘ্র

পুরুষশ্রেষ্ঠ! ত্যাগেহয়ং দুর্বোধঃ হি যস্মাদয়ং কর্মত্যাগস্তত্ত্ববিদ্ভিস্তামসাদি ভেদেন ত্রিবিধঃ সম্যগ্‌বিবেকেন প্রকীর্তিতঃ। ত্রৈবিধ্যংচ "নিয়তস্ত তু সন্ন্যাসঃ কর্মণ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যতি। ৪

টীকার অনুবাদ—এইরূপ মতভেদ উপন্যাস (প্রদর্শন) করিয়া ভগবান স্বীয় মত কথনার্থ বলিতেছেন—উক্তরূপ বিরুদ্ধ ভাবে প্রতিপন্ন ত্যাগ বিষয়ে সিদ্ধান্ত কি তাহা আমার বাক্য হইতে শ্রবণ কর। ত্যাগের অর্থ লোক-প্রসিদ্ধ, সকল লোকই জানে। অতএব তদ্বিষয়ে আর শুনিবার কি আছে?—এইরূপ অবজ্ঞা করিও না। এতদর্থে ভগবান বলিতেছেন, হে পুরুষব্যাঘ্র, পুরুষশ্রেষ্ঠ এই ত্যাগ অত্যন্ত দুর্বোধ্য, যেহেতু এই কর্মত্যাগ তত্ত্বজ্ঞগণ কর্তৃক সম্যক্ বিবেচনাপূর্বক তামসাদি ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই ত্রৈবিধ্য 'নিয়ত কর্মের সন্ন্যাস' ইত্যাদি শ্লোকে ভগবান বলিলেন। ৪

যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্‌॥ ৫

অন্বয়—যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং তৎ কার্যম্‌ এব; [যতঃ] যজ্ঞদানং তপঃ চ এব মনীষিণাং পাবনানি এব। ৫

মূলের অনুবাদ—যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্মত্রয় ত্যাজ্য নহে, অবশ্য কর্তব্য। কারণ, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা মুমুক্ষুগণের চিত্তশুদ্ধিকারক। ৫

শ্রীধরী টীকা—প্রথমং তাবন্নিশ্চয়মাহ যজ্ঞদানেতি দ্বাভ্যাম্‌। মনীষিণাং বিবেকিনাং পাবনানি চিত্তশুদ্ধিকরাণি। ৫

টীকার অনুবাদ—প্রথমতঃ দুই শ্লোকে সেই নিশ্চয় ভগবান বলিতেছেন। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই ত্রিবিধ কর্ম পরিত্যাজ্য নহে, কিন্তু আমরণ অনুষ্ঠেয়; কারণ, ঐ তিন কর্ম মনীষিগণের, বিবেকী গণের পাবন, চিত্তশুদ্ধিকর। ৫

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ৬

অন্বয়—পার্থ, এতানি কর্মাণি অপি তু সঙ্গং ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্তব্যানি ইতি মে নিশ্চিতং মতম্ [অতএব উত্তমম্]। ৬

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, এই সকল কর্ম ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফলাকাংক্ষা ত্যাগ করিয়া অনুষ্ঠান করিবে। ইহাই আমার নিশ্চিত উত্তম সিদ্ধান্ত। ৬

শ্রীধরী টীকা—যেন প্রকারেণ কৃতান্যেতানি পাবনানি ভবন্তি তং প্রকারং দর্শয়ন্নাহ—এতান্যপীতি। যানি যজ্ঞাদীনি কর্মাণি ময়া পাবনানীত্যুক্তং এতান্যপ্যেব কর্তব্যানি। কথং সংগং কর্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনতয়া কর্তব্যানীতি ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্তব্যানীতি নিশ্চিতং মে মতম্। অতএবোত্তমম্। ৬

টীকার অনুবাদ—যে প্রকারে কৃত হইলে এই ত্রিবিধ কর্ম পাবন, চিত্তশুদ্ধিকর হয়, সেই প্রকার (প্রভেদ) দেখাইবার জন্য ভগবান বলিতেছেন—যে সকল যজ্ঞ, দানাদি কর্মকে আমি পাবন বলিয়াছি, সেই কর্মসমূহই করা উচিত। সেই সকল কর্ম কি ভাবে করিলে চিত্তশুদ্ধিকর হয়? সঙ্গ, কর্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরের আরাধনারূপে কর্তব্য এবং ফলকামনা ত্যাগ করিয়া সেই সকল কর্ম অনুষ্ঠেয়, ইহাই আমার নিশ্চিত অভিমত। অতএব উক্ত ভাবে অনুষ্ঠিত সর্বকর্ম উত্তম। ৬

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ॥ ৭

অন্বয়—নিয়তস্য কর্মণঃ তু সন্ন্যাসঃ ন উপপদ্যতে। মোহাৎ তস্য পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্তিতঃ। ৭

মূলের অনুবাদ—কিন্তু নিত্যকর্মের[১] ত্যাগ যুক্তিযুক্ত নহে। মোহবশে সন্ধ্যাপূজাদি নিত্যকর্মের পরিত্যাগ তামস বলিয়া কথিত হয়। ৭

শ্রীধরী টীকা—প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগস্য ত্রৈবিধ্যমিদানীং দর্শয়তি—নিয়তস্যেতি ত্রিভিঃ কাম্যস্য কর্মণো বন্ধকত্বাৎ সংন্যাসো যুক্তঃ নিয়তস্য তু নিত্যস্য পুনঃ কর্মণঃ সংন্যাসস্ত্যাগো নোপপদ্যতে, সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষহেতুত্বাৎ, অতস্তস্য পরিত্যাগ উপাদেয়স্ত্বেঽপি ত্যাজ্যমিত্যেবং লক্ষণা—মোহাদেব ভবেৎ স চ মোহস্য তামসত্বাত্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ। ৭

টীকার অনুবাদ—সম্প্রতি প্রতিজ্ঞাত ত্যাগের ত্রিবিধত্ব এই তিন শ্লোকে ভগবান দেখাইতেছেন। কাম্য কর্ম বন্ধনের কারণ বলিয়া উহার ত্যাগ কর্তব্য, কিন্তু নিয়ত, নিত্য কর্মের সন্ন্যাস, ত্যাগ উপপন্ন নহে, অনুচিত। ইহা সত্ত্বশুদ্ধিকর বলিয়া মুক্তির হেতু হয়। অতএব তাহার পরিত্যাগ উপাদেয়—এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত মনোভাব মোহবশেই হইয়া থাকে। সেই মোহের তামসতা আছে বলিয়া উক্তরূপ পরিত্যাগকে তামস বলা হইয়া থাকে।৭

---

১ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, নিষিদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত উপাসনাদি ভেদে কর্ম বহুবিধ। সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম করিলে পাপ সঞ্চিত হয় না। অগ্নিষ্টোমাদি কাম্যকর্ম স্বর্গাদি প্রাপক। জ্ঞাননিষ্ঠা জন্মিলে কাম্যকর্ম ত্যাগ হইবেই, এমন কি স্বতঃই নিত্যকর্মাদি ত্যাগ হইয়া যাইবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ক্ষত শুকাইয়া গেলে তদুপরি শুষ্ক চর্ম স্বতঃই খসিয়া পড়ে। আবার ক্ষত শুকাইবার পূর্বে উহার চামড়া জোর করিয়া তুলিলে রক্ত ঝরিতে থাকে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সম্পূর্ণ নিষ্কাম হইলেন তখন আর তর্পনাদি নিত্যকর্ম করিতে পারিলেন না। তাঁহার যুক্ত করে জল রহিল না। কিন্তু জ্ঞাননিষ্ঠা অত্যন্ত দুর্লভ। জ্ঞানে রুচি কোটি জীবের মধ্যে কদাচিৎ একজন প্রাপ্ত হয়। মোক্ষাকাংক্ষা সুদুর্লভ। তাই সিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদ গাইলেন, 'লক্ষের দুই একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতচাপড়ি।' সেইজন্য গীতাশাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, মনে মনে ঈশ্বরে অর্পণ-পূর্বক নিষ্কাম কর্ম করিবে।—

যস্মৈ ন রোচতে জ্ঞানমধ্যাত্মং মোক্ষসাধনম্।
ঈশার্পিতেন মনসা যজেৎ নিষ্কামকর্মণা॥

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮

অন্বয়—দুঃখম্ ইতি এব কায়ক্লেশভয়াৎ [যঃ] যৎ কর্ম ত্যজেৎ, সঃ রাজসং ত্যাগং কৃত্বা ত্যাগফলং ন এব লভেৎ। ৮

মূলের অনুবাদ—নিত্যকর্ম দুঃখকর বলিয়া যিনি কায়িক ক্লেশের ভয়ে উহা ত্যাগ করেন, তিনি উক্ত রাজস ত্যাগ করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠারূপে ত্যাগফল প্রাপ্ত হন না। ৮

শ্রীধরী টীকা—রাজসং ত্যাগমাহ দুঃখমিতি। অকর্ত্রাত্মবোধং বিনা কেবলং দুঃখমিত্যেবং জ্ঞাত্বা শরীরায়াসভয়ান্নিত্যং কর্ম ত্যজেদিতি, যস্তাদৃশস্ত্যাগো রাজসঃ, দুঃখস্য রাজসত্বাৎ অতস্তং রাজসং ত্যাগং কৃত্বা রাজসঃ পুরুষস্ত্যাগস্য ফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নৈব লভত ইত্যর্থঃ। ৮

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান রাজস ত্যাগের কথা বলিতেছেন যে কর্ম কর্তা আত্মজ্ঞান ব্যতীত কর্মকে দুঃখকর জানিয়া দৈহিক ক্লেশের ভয়ে কর্ম ত্যাগ করে, তাহার তাদৃশ ত্যাগ রাজস; কারণ দুঃখই রাজস, রাজোগুণজাত। ইহার অর্থ, অতএব সেই রাজস কর্ম ত্যাগ করিয়া রাজস (রজোগুণী) পুরুষ জ্ঞাননিষ্ঠারূপ ত্যাগফল লাভ করেন না। ৮

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যাক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যগঃ সাত্বিকো মতঃ ॥ ৯

অন্বয়—অর্জুন, সঙ্গং ফলং চ এব ত্যক্ত্বা কার্য্যম্ ইতি [মত্বা] এব যৎ নিয়তং কর্ম ক্রিয়তে, সঃ ত্যাগঃ সাত্বিকঃ মতঃ। ৯

মূলের অনুবাদ—হে অর্জুন, কর্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কর্তব্য বোধে যে শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই আমার মতে সাত্বিক ত্যাগ। ৯

শ্রীধরী টীকা—সাত্ত্বিকং ত্যাগমাহ কার্য্যমিতি। কার্য্যমিত্যেবং বুদ্ধা নিয়তমবশ্যং কর্তব্যতয়া বিহিতং কর্মসঙ্গং ফলংচ ত্যক্ত্বা ক্রিয়ত ইতি যত্তাদৃশস্ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ। ৯

টীকার অনুবাদ—ভগবান এই শ্লোকে সাত্ত্বিক ত্যাগের কথা বলিতেছেন। অবশ্য কর্তব্য—এই বুদ্ধিতে আসক্তি ও ফলত্যাগ করিয়া যে বিহিত কর্ম করা যায়, তাদৃশ ত্যাগই আমার মতে সাত্ত্বিক। ৯

ন দেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১০

অন্বয়—সত্ত্বসমাবিষ্টঃ মেধাবী [অতএব] ছিন্নসংশয়ঃ, ত্যাগী অকুশলং কর্ম দ্বেষ্টি, কুশলে [চ] ন অনুষজ্জতে। ১০

মূলের অনুবাদ—সত্ত্বগুণী স্থিরবুদ্ধি ফলত্যাগী ব্যক্তি দুঃখকর কর্মে দ্বেষ করেন না এবং সুখকর কর্মেও আসক্ত হন না। ১০

শ্রীধরী টীকা—এবম্ভূতসাত্ত্বিকত্যাগপরিনিষ্ঠিতস্য লক্ষণমাহ—ন দেষ্টীতি সত্ত্বসমাবিষ্ট সত্ত্বেন সংব্যাপ্তঃ সাত্ত্বিকত্যাগী অকুশলং দুখাবহং শিশিরে প্রাতঃস্নানাদিকং কর্ম ন দেষ্টি, কুশলে চ সুখকরে কর্মাণি নিদাঘে মধ্যাহ্নস্নানাদৌ নানুষজ্জতে প্রীতিং ন করোতি। তত্রঃ হেতুঃ মেধাবী স্থিরবুদ্ধিং। যত্র পরপরিভবাদি মহদপি দুঃখং সহ্যতে স্বর্গাদি সুখংচ ত্যজ্যতে তত্র কিয়দেতস্তাৎ কালিকং সুখং দুঃখং চেত্যেবমনুসন্ধান বানিতার্থঃ। অতএব ছিন্নঃ সংশয়ো মিথ্যাজ্ঞানং দৈহিক সুখদুঃখয়োরুপদিৎসাপরিজিহীর্ষা—লক্ষণং যস্যসঃ। ১০

টীকার অনুবাদ—এই প্রকার সাত্ত্বিক ত্যাগে পরিনিষ্ঠ পুরুষের লক্ষণ ভগবান বলিতেছেন। সত্ত্বসমাবিষ্ট, সত্ত্বগুণদ্বারা সম্যক্ ব্যাপ্ত, সত্ত্বগুণসম্পন্ন ত্যাগী ব্যক্তি অকুশল, দুঃখাবহ কর্মকে, যেমন শীতকালে প্রাতঃস্নানাদি দ্বেষ করেন না। আর কুশল, সুখকর কর্মে—যেমন

গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন স্নানাদিতে অনুষক্ত হন না, প্রীতি করেন না। তাহার কারণ এই যে, তিনি মেধাবী, স্থিরবুদ্ধি—যে অবস্থায় পরিভবাদি মহৎ দুঃখও সহ্য করিতে পারেন এবং স্বর্গাদি সুখকেও ত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ, তদবস্থায় তাৎকালিক সুখ-দুঃখকে ক্ষণিক বলিয়া যিনি মনে করেন, তাঁহার মনে আর সেই সুখ-দুঃখের অনুসন্ধান আসিবে কেন? অতএব তিনি ছিন্ন সংশয়, দৈহিক সুখ দুঃখের গ্রহণেচ্ছা বা পরিহারেচ্ছাকে তিনি মিথ্যা জ্ঞান করেন। ১০

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১

অন্বয়—দেহভৃতা অশেষতঃ কর্মাণি ত্যক্তুং ন হি শক্যং; যঃ তু* কর্মফলত্যাগী সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে। ১১

মূলের অনুবাদ—দেহধারী বা দেহাভিমানী জীব নিঃশেষে সর্ব কর্ম ত্যাগে সমর্থ হয় না, কিন্তু যিনি কর্মফল ত্যাগ[১]; করেন, তিনিই ত্যাগী[২]; বলিয়া অভিহিত। ১১

শ্রীধরী টীকা—নম্বেবম্ভূতাৎ কর্মফলত্যাগাদ্ বরং সর্বকর্মত্যাগস্তথা সতি কর্মবিক্ষেপাভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠাসুখং সম্পদ্যতে, তত্রাহ—নেতি। দেহভৃতা দেহাত্মাভিমানবতা নিঃশেষেণ সর্বাণি কর্মাণি ত্যক্তুং ন হি শক্যম্। তদুক্তং

* তু শব্দ এবার্থে স এব ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে ত্যাগীত্যুচ্যতে—হনুমৎ স্বামী।

১ হনুমৎ স্বামীর মতে কর্মফল ত্যাগশীল, আর শংকরাচার্যের মতে কর্মফলাভিসন্ধি মাত্র সন্ন্যাসী।

২ কর্মিণোঽপি ফলত্যাগেন ত্যাগিত্ববচনং ফলত্যাগস্তুত্যর্থমিত্যর্থঃ কস্ত তর্হি সর্ব কর্ম ত্যাগ সম্ভবতি? ইত্যাশংক্য বিবেক বৈরাগ্যাদি মত্তে দেহাভিমানহীনস্ত ইত্যুক্তং নিগময়তি।—আনন্দগিরি

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ" ইত্যাদিনা। তস্মাদ্ যস্তু কর্মাণি কুর্বন্নেব কর্ম—ফলত্যাগী স এব মুখ্যঃ ত্যাগীত্যভিধীয়তে। ১১

টীকার অনুবাদ—তাহা হইলে ত পূর্বোক্তপ্রকারে কর্মফল ত্যাগ অপেক্ষা সর্বকর্মত্যাগই শ্রেষ্ঠ। উহাতে বিক্ষেপের অভাবহেতু জ্ঞাননিষ্ঠারূপ সুখ পাওয়া যাইতে পারে। এতদর্থে ভগবান বলিতেছেন, দেহভৃৎ (দেহধারী) দেহাভিমানী জীব নিঃশেষে সর্বকর্ম ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, কেহই অকর্মকৃৎ হইয়া ক্ষণকাল থাকিতে পারে না। সেই হেতু যিনি সর্ব কর্ম করিয়াও কর্মের ফলত্যাগী হন, তিনিই মুখ্যত্যাগী বলিয়া অভিহিত। ১১

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রংচ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥ ১২

অন্বয়—অত্যাগিনাম্ [এব] প্রেত্য অনিষ্টম্ ইষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্মণঃ যৎ ফলং ভবতি, তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ন [ভবতি]। ১২

মূলের অনুবাদ—অকল্যাণকর, কল্যাণকর ও ইষ্টানিষ্ট মিশ্র তিনপ্রকার কর্মফল সকাম ব্যক্তিগণ পরলোকে ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু ফলত্যাগীগণ[১] কখনও উক্তফল ভোগ করেন না। ১২

শ্রীধরী টীকা—এবম্ভূতস্য কর্মফলত্যাগস্য ফলমাহ—অনিষ্টমিতি। নারকিত্বম্, ইষ্টং দেবত্বং, মিশ্রং মনুষ্যত্বম্, এবং ত্রিবিধং পাপস্য পুণ্যস্য চোভয়মিশ্রস্য চ কর্মণো যৎফলং প্রসিদ্ধং তৎ সর্বমত্যাগিনাং সকামানামেব প্রেত্য পরত্র ভবতি, তেষাং ত্রিবিধকর্মসম্ভবাৎ। ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিদপি

১ গৌণ সন্ন্যাসীর পুনঃ সংসার ও মুখ্য সন্ন্যাসীর মোক্ষলাভ হয়। মোক্ষ লাভ হইলে হৃদয় গ্রন্থি ভিন্ন, সর্ব সংশয় ছিন্ন ও কর্মক্ষয় হয়। পরমার্থ জ্ঞানের ইহাই চরম ফল। —মধুসূদন সরস্বতী

ভবতি। সন্ন্যাসিশব্দেনাত্র ফলত্যাগসাম্যাৎ প্রকৃতাঃ কর্মফলত্যাগিনো গৃহ্যন্তে। 'অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্য্যং কর্ম করোতি যঃ। স সংন্যাসী চ যোগীচ' ইত্যেবমাদৌ চ কর্মফলত্যাগিষু সংন্যাসি শব্দ প্রয়োগদর্শনাৎ। তেষাং সাত্ত্বিকানাং পাপাসম্ভবাদীশ্বরার্পণেন চ পুণ্যফলস্য ত্যক্তত্বাৎ ত্রিবিধমপি কর্মফলং ন ভবতীত্যর্থঃ। ১২

টীকার অনুবাদ—উক্তরূপ কর্মফল ত্যাগের ফল কি, তাহাই ভগবান বলিতেছেন। অনিষ্ট, নারকিত্ব ইষ্ট, দেবত্ব মিশ্র, মনুষ্যত্ব—এই তিন প্রকার পাপপুণ্য ও পাপপুণ্যমিশ্রিত কর্মের যে ফল প্রসিদ্ধ, সেই সমস্ত ফল অত্যাগীদের, সকাম কর্মীদের পরলোকে যায়। তাহাদেরই ত্রিবিধ কর্মের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কর্মত্যাগীদিগের কদাচিৎ ঐ সকল কর্মের সম্ভাবনা থাকে না। ফলত্যাগ বিষয়ে তুল্যতাহেতু এখানে সন্ন্যাসী শব্দে যথার্থ কর্মফল ত্যাগীই গৃহীত হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান বলিতেছেন, কর্মফল আশ্রয় না করিয়া যিনি কর্তব্য কর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী। উক্ত স্থানে কর্মফলত্যাগীতে সন্ন্যাসী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ঐ সকল সাত্ত্বিকগণের পক্ষে পাপের সম্ভাবনা নাই এবং ঈশ্বরার্পণ হেতু শুভকর্মের পুণ্যফলও তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত। সুতরাং তাহাদের পক্ষে ত্রিবিধ কর্মফলই[১] নাই। ইহাই তাৎপর্য্য। ১২

১ এই জন্য শাস্ত্র বলেন,—

মোক্ষার্থী ন প্রবর্ত্তেত তত্র কাম্য নিষিদ্ধয়োঃ।
নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায় জিহাসয়া ॥

মোক্ষকামী সাধক বা সাধিকা কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্মে প্রবৃত্ত হন না। তিনি নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম প্রত্যবায় বিনাশার্থ অনুষ্ঠান করিবেন। শ্রুতিসিদ্ধ অহং গ্রহ উপাসনা মোক্ষার্থী সাধকের উপযোগী। ভগবান বশিষ্ঠদেব উক্ত মর্মে বলেন,—

পঞ্চৈমানি* মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাঙ্খ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্॥ ১৩

অবিষ্ণুঃ পূজয়েৎ বিষ্ণুং ন পূজা ফলভাগ্ ভবেৎ।
বিষ্ণুর্ভূত্বার্চ্চয়েৎ বিষ্ণুং মহাবিষ্ণুরিতি স্মৃতঃ॥

বিষ্ণু না হইয়া বিষ্ণুপূজা করিলে পূজাফল লাভ হয় না। বিষ্ণু হইয়া বিষ্ণু অর্চনা করিলে সাধক মহাবিষ্ণুরূপে পরিণত হন। অন্যত্র আছে, দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ। নিজেকে দেবতা স্বরূপ ভাবিয়া দেবতা অর্চনা করিবে। পূজাকালের ন্যায় ধ্যানকালেও অদ্বৈত ভাবনা অতিশয় প্রয়োজন। পূজা বা ধ্যানের চরম উদ্দেশ্য দেবত্ব প্রাপ্তি। শৈব বা শাক্ত বা সৌর প্রভৃতি সাধকগণ যথাক্রমে নিজেকে শিবরূপে বা শক্তিরূপে বা সূর্য্যরূপে ভাবনাপূর্বক স্ব স্ব ইষ্টধ্যান করিবেন। ইহা কত সত্য তাহা সন্ন্যাসিনী মহাগৌরীর জীবনে গত এক বৎসর ধরিয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি। তিনি শিবধ্যানকালে শিবত্ব প্রাপ্ত হন, কালীর ধ্যানকালে সাক্ষাৎ কালী হইয়া যান। সরস্বতী পূজাকালে সাক্ষাৎ সরস্বতী হইয়া যান, কৃষ্ণধ্যানে কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হন ইত্যাদি। দেবত্ব প্রাপ্তি স্বভাবসিদ্ধ হইলে পরিশেষে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি ঘটে। ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য যোগিযাজ্ঞবল্ক্য গ্রন্থে নবম অধ্যায়ে গার্গীকে বলিতেছেন —

সরিৎপতৌ নিবিষ্টাম্বু যথা ভিন্নত্বমাপ্নুয়াৎ।
তথাত্মা ভিন্ন এবাত্র সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ॥

যেমন সরিৎপতি মহাসাগরে নদ্যাদির জল প্রবিষ্ট হইলে সাগরের সহিত নদী অভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ নির্বিকল্প সমাধিতে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত অভিন্ন রূপে স্থিতিলাভ করেন। সমাধিতে ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় ত্রিপুটি ভেদ হয়। ইহাকেই সর্বশাস্ত্রে অপরোক্ষানুভূতি বলেন। বৈদিক সন্ন্যাসের ইহাই চরমাদর্শ। সরস্বতী রহস্যোপনিষদে ত্রিবিধ বাহ্য সমাধি ও ত্রিবিধ আন্তঃসমাধির বর্ণনা প্রদত্ত।

* পঞ্চৈতানি ইতি বা পাঠঃ

অন্বয়—মহাবাহো, সাংখ্যে কৃতান্তে [বা] সর্বকর্মণাং সিদ্ধয়ে প্রোক্তানি ইমানি পঞ্চকারণানি মে নিবোধ। ১৩

মূলের অনুবাদ—হে মহাবাহো, সর্ব কর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত কর্মের সমাপ্তিসূচক বেদান্তশাস্ত্রে বা সাংখ্যশাস্ত্রে বর্ণিত এই পাঁচটি কারণ আমার নিকট অবগত হও। ১৩

শ্রীধরী টীকা—নন্থ কর্ম কুর্বতঃ কর্মফলং কথং ন ভবেদিত্যাশঙ্ক্য সঙ্গত্যাগিনো নিরহঙ্কারস্য সতঃ কর্মফলেন লেপো নাস্তীত্যুপপাদয়িতুমাহ—পঞ্চৈতানীতি পঞ্চভিঃ। সর্বকর্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে ইমানি বক্ষ্যমাণানি পঞ্চকারণানি মে বচনান্নিবোধ জানীহি। আত্মনঃ কর্তৃত্বাভিমাননিবৃত্ত্যর্থমবশ্যমেতানি জ্ঞাতব্যানীত্যেবং তেষাং স্তুত্যর্থমাহ—সাংখ্য ইতি। সম্যক্ খ্যায়তে জ্ঞায়তে পরমাত্মা অনেনেতি সাংখ্যং তত্ত্বজ্ঞানং, তস্মিন্ কৃতং কর্ম তস্যান্তঃ সমাপ্তিরস্মিন্নিতি কৃতান্তস্তস্মিন্ বেদান্তসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা সংখ্যায়ন্তে গণ্যন্তে তত্ত্বানি যস্মিন্নিতি সাংখ্যং, কৃতঃ অন্তো নির্ণয়ো যস্মিন্নিতি কৃতান্তং সাংখ্যশাস্ত্রমেব তস্মিন্ প্রোক্তানি অতঃ সম্যক্ নিবোধেত্যর্থঃ। ১৩

টীকার অনুবাদ—যে কর্ম ত্যাগ করে, তাহার কর্মফল হইবে না কেন? এই আশংকার উত্তরে সঙ্গত্যাগী নিরহংকার পুরুষের কর্মফলে আসক্তি হয় না—ইহাই প্রতিপাদনার্থে ভগবান পাঁচ শ্লোকে বলিতেছেন। সর্বকর্মের সিদ্ধি, নিষ্পত্তির নিমিত্ত এই বক্ষ্যমান পাঁচটি কারণ আমার বাক্য হইতে জানিয়া লও। আত্মার কর্তৃত্বাভিমান নিবৃত্তির জন্য উল্লিখিত কারণ পঞ্চম অবশ্য জ্ঞাতব্য। এইরূপে এই সকল কারণের স্তুত্যর্থে, প্রশংসার নিমিত্ত ভগবান্ বলিতেছেন। সম্যক্রূপে খ্যাত, জ্ঞাত হয় পরমাত্মা যাহার দ্বারা তাহাই সাংখ্য, তত্ত্বজ্ঞান। কৃত অর্থে কর্ম, তাহার অন্ত, সমাপ্তি যাহাতে তাহা কৃতান্ত। ইহার অর্থ, সেই বেদান্ত সিদ্ধান্তে; অথবা সংখ্যাত, গণিত হয় চব্বিশ তত্ত্ব যাহাতে তাহা সাংখ্য;

আর কৃত হয় অন্ত, নির্ণয় যাহাতে তাহাই কৃতান্ত, সাংখ্যশাস্ত্র, তাহাতে প্রকৃষ্ট রূপে কথিত হইয়াছে। ইহার অর্থ, তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত হও। ১৩

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্‌।
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবংচৈবাত্র পঞ্চমম্‌॥ ১৪

অন্বয়—অধিষ্ঠানং তথা কর্তা পৃথক্‌বিধং করণং বিবিধাঃ পৃথক্‌ চেষ্টা অত্র পঞ্চমং দৈবং চ এব। ১৪

মূলের অনুবাদ—দেহ, চিৎ ও অচিৎ এই দুইয়ের গ্রন্থিরূপ অহংকার, বিবিধ ইন্দ্রিয় ও পৃথক পৃথক্‌ চেষ্টা ইহাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা সর্বপ্রেরক অন্তর্যামী পঞ্চম কারণ। ১৪

শ্রীধরী টীকা—অন্বেবাহ—অধিষ্ঠানমিতি। অধিষ্ঠানং শরীরং, কর্তা চিজ্জড় গ্রন্থিরহংকারঃ, পৃথগ্বিধমনেকপ্রকারং করণং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি, বিবিধাশ্চ কার্য্যতঃ স্বরূপতশ্চ পৃথগ্‌ভূতাশ্চেষ্টাঃ প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপারাঃ। অত্র চৈতেষ্বেব পঞ্চমং দৈবং চ কারণং চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকমাদিত্যাদিসর্বপ্রেরকোঽন্তর্যামী বা। ১৪

টীকার অনুবাদ—সর্বকর্ম সম্পাদানের সেই সকল কারণ ভগবান্‌ এই শ্লোকে বলিতেছেন। অধিষ্ঠান, শরীর। কর্তা, চিৎ ও অচিৎ এই দুইয়ের গ্রন্থিরূপ অহংকার। পৃথগ্বিধ, ভিন্ন প্রকার। করণ, চক্ষু-শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়। বিবিধ, কার্য্যতঃ ও স্বরূপতঃ পৃথগ্‌ভূত (ভিন্ন ভিন্ন) চেষ্টা, প্রাণ ও অপান প্রভৃতি পঞ্চ বায়ুর ব্যাপার, ইহাদের মধ্যে দৈবই পঞ্চম কারণ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক সূর্য্যাদি অথবা সর্বপ্রেরক অন্তর্যামী। ১৪

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫

অন্বয়—নরঃ শরীর-বাঙ্‌মনোভিঃ যৎ নায্যং বা বিপরীতং বা কর্ম প্রারভতে, এতে পঞ্চ তস্য হেতবঃ। ১৫

মূলের অনুবাদ—কায়, বাক্য ও মন দ্বারা মানুষ যে ধর্ম্ম্য বা অধর্ম্ম্য কর্ম আরম্ভ করে, এই পাঁচটি তাহার প্রধান কারণ। ১৫

শ্রীধরী টীকা—এতেষামেব সর্বকর্মহেতুত্বমাহ—শরীরেতি। যথোক্তৈঃ পঞ্চভিঃ প্রারভ্যমাণং কর্ম ত্রিষেবান্তর্ভাবা-শরীরবাঙ্‌মনোভিরিত্যুক্তং শারীরং বাচিকং মানসংচ ত্রিবিধং কর্মেতি প্রসিদ্ধেঃ। শরীরাদিভির্যৎ যৎ কর্ম ধর্ম্ম্যং বাধর্ম্ম্যং বা করোতি নরস্তস্য সর্বস্য কর্মণ এতে পঞ্চ হেতবঃ। ১৫

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন, এই পঞ্চ কারণই সর্বকর্মের হেতু। ইহা উক্ত হইল যে, কথিত পঞ্চকারণ দ্বারা প্রারভ্যমান কর্ম দেহ, বাক্য ও মন এই তিনের অন্তর্ভুক্ত। কর্ম শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক—ইহা প্রসিদ্ধ। শরীর প্রভৃতি দ্বারা যে ধর্ম্ম্য বা অধর্ম্ম্য কর্ম মানুষ করে, সেই সকল কর্মের এই পাঁচটিই কারণ। ১৫

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥ ১৬

অন্বয়—এবং সতি তত্র কেবলম্ আত্মানং তু অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ যঃ কর্তারং পশ্যতি, সঃ দুর্মতিঃ [সম্যক্] ন পশ্যতি। ১৬

মূলের অনুবাদ—যখন সর্বকর্মের হেতুই এই পাঁচটি, তখন যে নিঃসঙ্গ আত্মাকে কর্তারূপে দেখে, সেই দুর্বুদ্ধি শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশ ত্যাগহেতু অসংস্কৃত বুদ্ধি হওয়ায় সম্যক্ দর্শন করে না। ১৬

শ্রীধরী টীকা—ততঃ কিমত আহ—তত্রেতি। তত্র সর্বস্মিন্ কর্মণি এতে পঞ্চ হেতব ইত্যেবং সতি কেবলং নিরুপাধিমসঙ্গমাত্মানং তু যঃ কর্তারং পশ্যতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশত্যাগে নাসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাৎ দুর্মতিরসৌ সম্যক্ ন পশ্যতি[১]। ১৬

---

১ যথা তৈমিরিকঃ অনেকং চন্দ্রম্, যথা বা অভ্রেষু ধাবৎসু চন্দ্রম্ ধাবন্তম্, যথা বা বাহনে উপবিষ্টঃ অন্যেষু ধাবৎসু আত্মানং ধাবন্তম্।—শংকরাচার্য্য। টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী বলেন—ইহার

টীকার অনুবাদ—তাহাতে কি হয়? ইহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন। সেই সকল ঐ পাঁচ হেতু হইলেও কেবল, নিরুপাধিক অসঙ্গ আত্মাকে যে মূঢ়ব্যক্তি কর্তারূপে দেখে, শাস্ত্র ও আচার্য্য উপদেশ ত্যাগ হেতু তাহার বুদ্ধি অসংস্কৃত, অমার্জ্জিত হওয়ায় সে সম্যগ্ দর্শনে অসমর্থ। ১৬

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭

অন্বয়—যস্য অহংকৃতঃ ভাবঃ ন [অস্তি], যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে [চ] সঃ ইমান্ লোকান্ হত্বা অপি ন হন্তি, ন [চ] নিবধ্যতে। ১৭

মূলের অনুবাদ—আমি কর্তা—এই ভাব যাহার নাই ও যাহার বুদ্ধি কর্মে লিপ্ত হয় না, তিনি আত্মদর্শনহেতু সর্ব প্রাণীকে লোকদৃষ্টিতে হত্যা করিলেও হন্তা হন না বা হনন কর্মে আবদ্ধ হন না। ১৭

শ্রীধরী টীকা—কস্তর্হি সুমতি[২]র্যস্য কর্মলেপো নাস্তীত্যাকাঙ্ক্ষিত্যপেক্ষায়ামাহ—যস্যেতি। অহমিতি কৃতোঽহংকর্তেত্যেবম্ভূতো ভাবোঽভিপ্রায়ো যস্য নাস্তি। যদ্বা অহংকৃতোঽহংকারস্য ভাবঃ কর্তৃত্বাভিনিবেশো যস্য নাস্তি। শরীরাদিনামেব কর্মকর্তৃত্বালোচনাদিত্যর্থঃ অতএব যস্য বুদ্ধির্নলিপ্যতে[৩] ইষ্টানিষ্টবুদ্ধ্যা কর্মসু ন সজ্জতে স এবম্ভূতো দেহাদিব্যতি-

---

কারণ, ন হি রজ্জুতত্ত্ব সাক্ষাৎকারাভাবে ভুজঙ্গভ্রমং কশ্চ ন বাধতে। রজ্জুর স্বরূপ উপলব্ধ না হইলে সর্প ভ্রম বাধিত হয় না। ব্রহ্মবোধ না জন্মিলে জগদ্‌ভ্রম বিদূরিত হয় না।

২ বিপরীত দৃষ্টেঃ দুর্মতিত্বং শিষ্ট্বা সম্যগ্‌দৃষ্টে সুমতিত্বং প্রশ্নপূর্বকমাহ।—আনন্দগিরি

৩ নানুশয়বতী ভবতি, ন ক্লেশশালিনী ভবতি ইত্যর্থ—আনন্দগিরি। অস্মিন্ কর্মণি মম কর্তৃত্বাভাবাৎ এতৎফলং ন ময়া সংবধ্যতে, ন চ মদীয়মিদং কর্মেতি যস্য বুদ্ধিজায়তে ইত্যর্থঃ।—রামানুজাচার্য্য। ইদমহমকার্ষং তেনাহং নরকং গমিষ্যামি ইত্যেবং যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে কর্তৃত্বাভাবাৎ। শংকরাচার্য্য। শ্রুতিও বলেন, "এতমুহৈবৈতেন তরত ইত্যতঃ পাপমকরবামেত্যতঃ কল্যাণমকরবমিত্যুভে উহৈবৈষ এতে তরতি নৈনং কৃতাকৃত তপতঃ।

রিক্তাত্মদর্শী ইমান্ লোকান্ সর্বানপি প্রাণিনো লোকদৃষ্ট্যা হত্বাপি বিবিক্তয়া স্বদৃষ্ট্যা ন হন্তি। ন চ তৎফলৈর্নিবধ্যতে বন্ধনং ন প্রাপ্নোতি। কিং পুনঃ সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞানোৎপত্তি হেতুভিঃ কর্মভিস্তস্য বন্ধশংকেত্যর্থঃ। তদুক্তং—

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সংগং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ইতি। ১৭

টীকার অনুবাদ—তবে সুমতি কে? যাহার কর্মলেপ নাই, ইহা উক্ত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা করিয়া ভগবান বলিতেছেন। অহং কর্তা, আমি কর্তা, এই প্রকার ভাব, অভিপ্রায় যাহার নাই। অথবা অহং কৃত, অহংকারের ভাব, স্বভাব, কর্তৃত্বের অভিমান যাহার নাই, ইহার অর্থ শরীরাদিই কর্মের কর্তা—এইরূপ আলোচনা হেতু যাহার অহংকৃত মনোভাব নাই। অতএব যাহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, ইষ্ট বুদ্ধি ও অনিষ্ট বুদ্ধি দ্বারা যিনি কর্মে আসক্ত হন না, তিনি। এইরূপ দেহাদি হইতে ব্যতিরিক্ত (পৃথক্) কেবল আত্মাকে দর্শনকারী ব্যক্তি লোকদৃষ্টিতে এই সমস্ত লোককে, সর্ব প্রাণীকে হত্যা করিয়াও শুদ্ধভাবে আত্মদৃষ্টিতে কাহাকেও হনন করেন না এবং হননফল দ্বারাও আবদ্ধ, বন্ধনপ্রাপ্ত হন না। সেই লোক সত্ত্বশুদ্ধির দ্বারা অপরোক্ষ আত্মজ্ঞানের উৎপত্তির হেতু ভূত কর্মসমূহ দ্বারা বদ্ধ হইবেন। এইআশংকাও অমূলক। ইহাই তাৎপর্য্য। সেইজন্য পঞ্চম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, যিনি ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার্পণপূর্বক সর্বকর্ম করেন, পদ্মপত্র যেমন জলদ্বারা সিক্ত হয় না, তিনিও তদ্রূপ পাপপুণ্যময় কর্মে লিপ্ত হন না। ১৭

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা॥
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ॥ ১৮

অন্বয়—জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ইতি এবং ত্রিবিধা কর্মচোদনা [তথা] করণং কর্ম কর্তা ইতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ। ১৮

মূলের অনুবাদ—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—কর্ম প্রবৃত্তির এই তিন প্রকার হেতু। করণ, কর্ম ও কর্তা এই তিনটি ক্রিয়ার আশ্রয়। ১৮

শ্রীধরী টীকা—হত্বাপি ন হন্তি ন নিবধ্যতে ইত্যেতদেবোপপাদয়িতুং কর্মচোদনায়াঃ কর্মাশ্রয়স্য চ কর্মফলাদীনাং চ ত্রিগুণাত্মকত্বান্নির্গুণস্য আত্মনস্তৎসম্বন্ধো নাস্তীত্যভিপ্রায়েণ কর্মচোদনাং কর্মাশ্রয়ংচাহ—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানমিষ্টসাধনমেতদিতি বোধঃ। জ্ঞেয়মিষ্টসাধনং কর্ম। পরিজ্ঞাতা এবংভূত জ্ঞানাশ্রয়ঃ এবং ত্রিবিধা কর্মচোদনা। চোদ্যতে প্রবর্ত্যতে যেনেতি চোদনা। জ্ঞানাদি ত্রিতয়ং কর্মপ্রবৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ। যদ্বা চোদনেতি বিধিরুচ্যতে তদুক্তং ভট্টৈঃ 'চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিন' ইতি। ততশ্চায়মর্থঃ—উক্ত লক্ষণং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানাদিত্রয়মবলম্ব্য কর্মবিধিঃ প্রবর্তত ইতি। তদুক্তং 'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা' ইতি। তথা চ করণং সাধকতমম্। কর্ম চ কর্তুরীপ্সিততমম্। কর্তা ক্রিয়ানিবর্তকঃ। কর্ম সংগৃহ্যতেঽস্মিন্নিতি কর্মসংগ্রহঃ। করণাদিত্রিবিধং কারকং ক্রিয়াশ্রয় ইত্যর্থঃ। সম্প্রদানাদিকারকত্রয়ং তু পরম্পরয়া ক্রিয়ানির্বর্তকমেব কেবলং ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া আশ্রয়ঃ। অতঃ করণাদিত্রিতয়মেব ক্রিয়াশ্রয় ইত্যুক্তম্। ১৮

টীকার অনুবাদ—হত্যা করিয়াও তিনি হন্তা হন না ও হনন কর্মে আবদ্ধ হন না। এই পূর্বোক্ত বিষয়ের উপপাদন (প্রমাণ) করিবার জন্য ভগবান বলিতেছেন, কর্মচোদনা ও কর্মাশ্রয় ও কর্মফলাদি ত্রিগুণাত্মক বলিয়া নির্গুণ আত্মার সহিত এইগুলির কোন সম্বন্ধ নাই। এই অভিপ্রায়ে কর্মচোদনা ও কর্মাশ্রয় কি তাহা ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। জ্ঞান, ইহা অভীষ্ট সাধন এইরূপ বোধ। জ্ঞেয়, ইষ্ট সাধন কর্ম। পরিজ্ঞাতা, এইরূপ জ্ঞানের আশ্রয়। এই ত্রিবিধই কর্মচোদনা। চোদিত, প্রবর্তিত হয় ইহা দ্বারা, এই অর্থে চোদনা। ইহার অর্থ, জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা এই তিনটি কর্ম প্রবৃত্তির হেতু। অথবা চোদনা অর্থে

বিধি বুঝায়। ইহা কুমারিল ভট্ট[১] কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, চোদনা, উপদেশ ও বিধি এই তিন শব্দ একার্থবাচক। তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইল—উক্তরূপ লক্ষণযুক্ত ত্রিগুণাত্মক জ্ঞানাদিত্রয়কে অবলম্বন করিয়া কর্ম-বিধি প্রবর্তিত হয়। ইহাই ভগবান কর্তৃক দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ত্রিগুণান্বিত সকাম পুরুষদিগের জন্য ভগবান কর্মফল প্রবর্তন করিয়াছেন। করণ, ক্রিয়াসাধক এবং কর্ম, কর্তার ঈপ্সিততম, অতিশয় অভিলষিত। কর্তা, ক্রিয়ার নিবর্তক বা সম্পাদক। কর্মসংগ্রহ, ইহাতে ক্রিয়া সম্যক্‌রূপে গৃহীত হয়। ইহার অর্থ, করণাদি ত্রিবিধ কারকই ক্রিয়ার আশ্রয়। সম্প্রদানাদি কারকত্রয় সাক্ষাৎভাবে ক্রিয়ার নিবর্তক নহে, পরম্পরারূপে কেবল ক্রিয়ার প্রবর্তক মাত্র। অতএব উক্ত হইল যে, করণাদি তিনটিই ক্রিয়ার আশ্রয়। ১৮

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবৎশৃণু তান্যপি ॥ ১৯

অন্বয়—গুণসংখ্যানে জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ গুণভেদতঃ ত্রিধা এব প্রোচ্যতে। তানি অপি যথাবৎ শৃণু। ১৯

মূলের অনুবাদ—সাংখ্যশাস্ত্রে স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে, জ্ঞান ও কর্ম ও কর্তা সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকারই হয়। সেই সকলও যথাযথ ভাবে শ্রবণ কর। ১৯

শ্রীধরী টীকা—ততঃ কিমত আহ—জ্ঞানমিতি। গুণাঃ সম্যক্ কার্য্য-ভেদেন খ্যায়ন্তে প্রতিপাদ্যন্তেঽস্মিন্নিতি গুণসংখ্যানং সাংখ্যশাস্ত্রং তস্মিন্ জ্ঞানং কর্ম চ ক্রিয়া কর্তা চ প্রত্যেকং সত্ত্বাদিগুণভেদেন ত্রিধৈবোচ্যতে। তান্যপি জ্ঞানাদীনি বক্ষ্যমাণানি যথাবচ্ছৃণু। ত্রিধৈবেত্যেবকারো গুণত্রয়ো-

১ মীমাংসকাচার্য্য কুমারিল ভট্ট গীতাভাষ্যকার শংকরাচার্য্যের সমসাময়িক ও সম্ভবতঃ নবম শতকে আবির্ভূত।

পাধিব্যতিরেকেণাত্মনঃ স্বতঃ কর্তৃত্বাদিপ্রতিষেধার্থঃ। চতুর্দশেঽধ্যায়ে 'তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ, ইত্যাদিনা গুণানাং বন্ধকত্বপ্রকারো নিরূপিতঃ। সপ্তদশোঽধ্যায়ে 'যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্' ইত্যাদিনা গুণকৃতত্রিবিধস্বভাবনিরূপণেন রজস্তমঃ স্বভাবং পরিত্যজ্য সাত্ত্বিকাহারাদিসেবয়া সাত্ত্বিকস্বভাবঃ সম্পাদনীয় ইত্যুক্তম্। ইহ তু ক্রিয়াকারকফলাদীনামাত্মসম্বন্ধো নাস্তীতি দর্শয়িতুং সর্বেষাং ত্রিগুণাত্মকত্বমুচ্যত ইতি বিশেষো জ্ঞাতব্যঃ। ১৯

টীকার অনুবাদ—ইহার ফলে কি হয়? এতদুত্তরে ভগবান বলিতেছেন। ইহাতে সত্ত্বাদি ত্রিগুণ কার্যভেদে সম্যক্‌রূপে ব্যাখ্যাত, প্রতিপন্ন হয় বলিয়া ইহা গুণসংখ্যান, সাংখ্যশাস্ত্র। তাহাতে উক্ত আছে, জ্ঞান ও কর্ম ও কর্তা প্রত্যেকটি সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণভেদে ত্রিবিধ হয়। সেই জ্ঞানাদির বিষয় বলিতেছি, যথাযথভাবে শ্রবণ কর। ত্রিধা এব—ইহাতে 'এব' গুণত্রয়ের অনুরূপ উপাধি ব্যতীত স্বতঃ আত্মার কর্ম প্রতিষেধার্থ, আত্মার কর্তৃত্বাদি নিষেধ নিমিত্ত। চতুর্দশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, সত্ত্বগুণ নির্মল বলিয়া প্রকাশক ও অনাময় ইত্যাদি। ইহা দ্বারা সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বন্ধকত্ব নিরূপিত হইয়াছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, সাত্ত্বিকগণ দেবগণকে যজন করেন ইত্যাদি। ইহা দ্বারা উক্ত হইয়াছে যে, গুণকৃত ত্রিবিধ স্বভাব নিরূপণ দ্বারা রাজস ও তামস স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক আহার প্রভৃতি সেবন সহায়ে সাত্ত্বিক স্বভাব সম্পাদন কর্তব্য। ইদানীং ক্রিয়া, কারক ও ফল প্রভৃতি আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই—ইহা দেখাইবার জন্য সর্ববস্তুর ত্রিগুণাত্মকতা ভগবান্ বলিতেছেন। ইহাই বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য। ১৯

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ ২০

অন্বয়—যেন [জ্ঞানেন] বিভক্তেষু সর্বভূতেষু অবিভক্তম্ একম্ অব্যয়ং ভাবম্ ঈক্ষতে, তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি। ২০

মূলের অনুবাদ—যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান সর্বভূতে অবিভক্তরূপে অবস্থিত অদ্বিতীয় নির্বিকার পরমাত্ম তত্ত্ব দৃষ্ট হয়, তাহাই সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে। ২০

শ্রীধরী টীকা—তত্র জ্ঞানস্য সাত্ত্বিকাদিত্রৈবিধ্যমাহ—সর্বভূতেম্বিতি ত্রিভিঃ। সর্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তেষু বিভক্তেষু পরস্পরং ব্যাবৃত্তেষু অবিভক্তমনুস্যূতং একমব্যয়ং নির্বিকারং ভাবং[১] পরমাত্মতত্ত্বং যেন জ্ঞানেনেক্ষতে আলোচয়তি তজ্ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং[২] বিদ্ধি। ২০

টীকার অনুবাদ—এখন তিনটি শ্লোকে ভগবান্ সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ জ্ঞান বলিতেছেন। ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্বভূতে বিভক্ত, পরস্পর ব্যাবৃত্ত (খণ্ডিত) ভূত সমূহের মধ্যে এক অবিভক্ত অব্যয়, নির্বিকার ভাব, পরমাত্মতত্ত্ব যে জ্ঞান দ্বারা ঈক্ষণ, আলোচনা করা যায়, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জানিবে। ২০

পৃথক্ত্বেন তু যজ্ জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১

অন্বয়—পৃথক্ত্বেন তু যৎজ্ঞানং সর্বেষু ভূতেষু পৃথগ্ বিধান্ নানাভাবান্ বেত্তি, তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি। ২১

মূলের অনুবাদ—কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ রূপ যে জ্ঞান সর্বভূতে পৃথক্ প্রকার বহুভাব অবগত হয়, তাহা রাজস বলিয়া জানিবে। ২১

শ্রীধরী টীকা—রাজসং জ্ঞানমাহ—পৃথক্ত্বেনেতি। পৃথক্ত্বেন তু যজ্ জ্ঞানমিত্যস্যৈব বিবরণং সর্বেষু ভূতেষু দেহেষু নানাভাবান্ বস্তুতঃ এবানেকান্ ক্ষেত্রজ্ঞান পৃথগ্বিধান্ সুখীদুঃখীত্বাদিরূপেণ বিলক্ষণান্ যেন জ্ঞানেন বেত্তি, তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি। ২১

---

১ ভাবশব্দোবস্তুবাচী, একমাত্মবস্তুঃইত্যর্থঃ।—শংকরাচার্য

২ সাত্ত্বিকং জ্ঞানং সম্যক্দর্শনং অদ্বৈতাত্মদর্শনম্। দ্বৈতদর্শনং তু রাজসং তামসং চ সংসারকারণং, ন সাত্ত্বিকমিত্যভিপ্রায়ঃ।—শংকরাচার্য্য

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান রাজস জ্ঞান বলিতেছেন। পৃথক্‌রূপে যে জ্ঞান হয়, ইহা তাহারই বিবরণ। যে জ্ঞানে সকল ভূতে, দেহে নানাভাব, বস্তুতঃই অনেকানেক পৃথগ্বিধ ক্ষেত্রজ্ঞরূপে, সুখী দুঃখী প্রভৃতিরূপে বিলক্ষণ (বিভিন্ন) অনুভূত হয়, সেই জ্ঞানকে রাজস জানিবে।২১

যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পংচ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২

অন্বয়—যৎ তু একস্মিন্ কার্য্যে কৃৎস্নবৎ সক্তম্ অহৈতুকম্ অতত্ত্বার্থবৎ অল্পং চ তৎ তামসম্ উদাহৃতম্। ২২

মূলের অনুবাদ—যে জ্ঞান কোন একটি দেহে বা প্রতিমাতে পরিপূর্ণ আত্মা বা ঈশ্বর বিদ্যমান এইরূপ নিশ্চয়যুক্ত হয় এবং যাহা অযুক্তিসঙ্গত ও পারমার্থিক অবলম্বন রহিত বলিয়া অল্প বিষয়ক ও তুচ্ছ ফলপ্রদ, তাহাই তামস জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। ২২

শ্রীধরী টীকা—তামসং জ্ঞানমাহ—যত্ত্বিতি। একস্মিন্ কার্য্যে দেহে প্রতিমাদৌ বা কৃৎস্নবৎ পরিপূর্ণবৎ সক্তমেতাবানেবাত্মা ঈশ্বরো বেত্যভিনি-বেশযুক্তম্, অহৈতুকং নিরুপপত্তিকং অতত্ত্বার্থবৎ পরমার্থাবলম্বনশূন্যম্, অত এবাল্পং তুচ্ছম্ অল্পবিষয়ত্বাৎ অল্পফলত্বাচ্চ। যদেবম্ভূতং জ্ঞানং তত্তাম-সমুদাহৃতম্। ২২

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান তামস জ্ঞানের বিষয় বলিতেছেন। এক কার্য্যে, দেহে অথবা প্রতিমা প্রভৃতি প্রতীকে কৃৎস্ন, পরিপূর্ণভাবে আসক্ত, এই দেহই আত্মা অথবা এই প্রতিমাই ঈশ্বর—এইরূপ অভিনিবেশযুক্ত, অহৈতুক নিরুপপত্তিক (অযৌক্তিক) অতত্ত্বার্থবৎ, পারমার্থিক অবলম্বনহীন, অতএব অল্প, তুচ্ছ অল্পবিষয়ক ও অল্পফলজনক বলিয়া। যে জ্ঞান জ্ঞানরূপ তাহা তামস বলিয়া নির্দেশিত। ২২

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩

অন্বয়—অফলপ্রেপ্সুনা নিয়তং সঙ্গরহিতম্ অরাগদ্বেষতঃ কৃতং যৎ কর্ম, তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে। ২৩

মূলের অনুবাদ—ফলাভিলাষশূন্য ব্যক্তি কর্তৃক অনাসক্তভাবে পুত্রাদির প্রতি প্রীতি অথবা শত্রুদ্বেষ দ্বারা প্রেরিত না হইয়া যে নিত্যকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত। ২৩

শ্রীধরী টীকা—ইদানীং ত্রিবিধং কর্মাহ—নিয়তমিতি ত্রিভিঃ। নিয়তং নিত্যতয়া বিহিতং, সঙ্গরহিতমভিনিবেশশূন্যম্, অরাগদ্বেষতঃ পুত্রাদিপ্রীত্যা বা শত্রুদ্বেষেণ বা যৎ কৃতং ন ভবতি, ফলং প্রাপ্তুমীচ্ছতীতি ফলপ্রেপ্সুস্তদ্বিলক্ষণেন নিষ্কামেণ কর্ত্রা যৎ কৃতং কর্ম তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে। ২৩

টীকার অনুবাদ—সম্প্রতি তিন শ্লোকে ভগবান ত্রিবিধ কর্মের কথা বলিতেছেন। যে কর্ম নিয়ত, নিত্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া বিহিত এবং সঙ্গরহিত, অভিনিবেশহীন, অরাগদ্বেষবশে কৃত, পুত্রাদির প্রতি প্রীতিহেতু বা শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ নিমিত্ত কৃত হয় না, অফলপ্রেপ্সু যে কর্তা ফল পাইতে ইচ্ছা করেন না, তিনি অফলপ্রেপ্সু তাঁহার বিপরীত নিষ্কাম কর্তা দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে। ২৩

যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্ রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪

অন্বয়—তু পুনঃ কামেপ্সুনা সাহংকারেণ বা বহুলায়াসং যৎ কর্ম ক্রিয়তে, তৎরাজসম্ উদাহৃতম্। ২৪

মূলের অনুবাদ—কিন্তু ফলকামী বা অহংকারযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বহু ক্লেশ সহকারে যে কর্ম কৃত হয়, তাহা রাজস বলিয়া উক্ত হয়। ২৪

শ্রীধরী টীকা—রাজসং কর্মাহ—যত্ত্বিতি। যত্তু কর্মকামেপ্সুনা ফলং

প্রাপ্তুমিচ্ছতা, সাহংকারেণ বা মৎসমঃ কোঽন্যঃ শ্রোত্রিয়োঽস্তীত্যেবং নিরূঢ়াহংকারযুক্তেন চ ক্রিয়তে, যচ্চ পুনর্বহুলায়াসমিতি ক্লেশযুক্তং তৎ কর্ম রাজসমুদাহৃতম্। ২৪

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান রাজস কর্ম কিরূপ তাহাই বলিতেছেন। যে কর্ম কামেপ্সু, ফললাভেচ্ছু ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, অথবা সাহংকার—আমার সমান অন্যকে শ্রোত্রিয়, বেদজ্ঞ আছে এইরূপ গভীর অহংকারযুক্ত কর্তার দ্বারা কৃত হয় এবং তাহা যদি বহুলায়াস, অতি ক্লেশযুক্ত হয়, সেই কর্ম রাজস বলিয়া কথিত। ২৪

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে ॥ ২৫

অন্বয়—অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাং পৌরুষং চ অনপেক্ষ্য মোহাৎ যৎ কর্ম আরভ্যতে, তৎ তামসম্ উচ্যতে। ২৫

মূলের অনুবাদ—ভাবি শুভ ও অশুভ ফল, ধনক্ষয়, প্রাণীপীড়া ও স্বীয় সামর্থ্য পর্য্যালোচনা না করিয়া কেবল মোহবশে যে কর্ম আরম্ভ করা হয়, তাহা তামস বলিয়া কথিত। ২৫

শ্রীধরী টীকা—তামসং কর্মাহ—অনুবন্ধমিতি। অনুবধ্যত ইত্যনুবন্ধঃ পশ্চাদ্ভাবি শুভাশুভং ক্ষয়ং বিত্তব্যয়ং, হিংসাং পড়পীড়াং চ, পৌরুষ স্বসামর্থ্যং বা অনবেক্ষ্য অপর্য্যালোচ্য কেবলং মোহাদেব যৎ কর্মারভ্যতে তত্তামসমুচ্যতে। ২৫

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান তামস কর্ম কি, তাহা বলিতেছেন। যাহা পশ্চাৎ বদ্ধ করে তাহা অনুবদ্ধ, পশ্চাদ্ভাবী শুভ ও অশুভ, ক্ষয়, বিত্তব্যয় হিংসা, পরপীড়া এবং পৌরুষ, নিজসামর্থ্য অনপেক্ষা, অপর্য্যালোচনা করিয়া কেবল মোহবশেই যে কর্ম আরম্ভ করা হয়, তাহা তামস বলিয়া কথিত। ২৫

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬

অন্বয়—মুক্তসঙ্গঃ অনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে। ২৬

মূলের অনুবাদ—যে কর্তা কর্মফলে আসক্তিশূন্য, গর্বোক্তিরহিত, ধৈর্য্যশীল, উদ্যমযুক্ত এবং আরব্ধ কর্মের সিদ্ধিতে হর্ষশূন্য ও অসিদ্ধিতে বিকার বর্জিত, তিনিই সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হন। ২৬

শ্রীধরী টীকা—কর্তারং ত্রিবিধমাহ—মুক্তসঙ্গ ইতি ত্রিভিঃ। মুক্তসঙ্গ স্ত্যক্তভিনিবেশঃ, অনহংবাদী গর্বোক্তিরহিতঃ ধৃতি ধৈর্য্যম্, উৎসাহ উদ্যমঃ, তাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তঃ, আরব্ধস্য কর্মণঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ নির্বিকারে হর্ষবিষাদশূন্যঃ, এবম্ভূতঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে। ২৬

টীকার অনুবাদ—এই তিন শ্লোকে ভগবান সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ কর্তার বিষয় বলিতেছেন—মুক্তসঙ্গ, অভিনিবেশ বর্জিত। অনহংবাদী,গর্বোক্তিশূন্য ধৃতি, ধৈর্য্য উৎসাহ, উদ্যম এই দুই সমন্বিত, সংযুক্ত এবং আরব্ধ কর্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার, সিদ্ধিতে হর্ষ, অসিদ্ধিতে বিষাদ। উক্তরূপ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উক্ত হয়। ২৬

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭

অন্বয়—রাগী কর্মফল প্রেপ্সুঃ লুব্ধঃ হিংসাত্মকঃ অশুচিঃ হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ। ২৭

মূলের অনুবাদ—যে কর্তা পুত্রাদি আত্মীয়ে প্রীতিযুক্ত, কর্মফলকামী, পরস্বাভিলাষী, মারকস্বভাব, বিহিত শৌচাচারশূন্য এবং লাভে হর্ষযুক্ত ও অলাভে শোকগ্রস্ত হন, তিনিই রাজস বলিয়া কথিত। ২৭

শ্রীধরী টীকা—রাজসং কর্তারমাহ—রাগীতি। রাগী পুত্রাদি

প্রীতিমান্‌, কর্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্মফলকামী, লুব্ধঃ পরস্বাভিলাষী, হিংসাত্মকো মারকস্বভাবঃ, অশুচি বিহিতশৌচশূন্যঃ, লাভালাভয়োর্হর্ষশোকাভ্যামন্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ। ২৭

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান রাজস কর্তার বিষয় বলিতেছেন। রাগী, পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়ে প্রীতিযুক্ত। কর্মফলপ্রেপ্সু, কর্মফলকামী লুব্ধ, পরস্ব ধনাদি আকাংক্ষী হিংসাত্মক, মারকস্বভাব অশুচি, শাস্ত্রবিহিত শৌচশূন্য লাভালাভে হর্ষশোকসংযুক্ত কর্তা রাজস বলিয়া কথিত। ২৭

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ *।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮

অন্বয়—অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠঃ নৈষ্কৃতিকঃ অলসঃ বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামসঃ উচ্যতে। ২৮

মুলের অনুবাদ—তমোগুণী কর্মকর্তা অনবহিত, বিবেকশূন্য, গুরুজনের প্রতি অনম্র, মনোভাব গোপনকারী, পরাপমানকারী, অনুদ্যমশীল শোকগ্রস্ত ও দীর্ঘসূত্রী হয়। ২৮

শ্রীধরী টীকা—তামসং কর্তারমাহ—অযুক্ত ইতি। অযুক্তোঽনবহিতঃ, প্রাকৃতো বিবেকশূন্যঃ, স্তব্ধোঽনম্রঃ, শঠঃ শক্তিগূহনকারী, নৈষ্কৃতিকঃ পরাপমানী, অলসোঽনুদ্যমশীলঃ, বিষাদী শোকশীলঃ, যদদ্য বা শ্বো বা কার্য্যং তন্মাসেনাপি ন সম্পাদয়তি যঃ সঃ দীর্ঘসূত্রী, এবম্ভূতঃ কর্তা তামসঃ উচ্যতে। কর্তৃত্রৈবিধ্যেনৈব জ্ঞাতুরপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং ভবতি। কর্মত্রৈবিধ্যেন চ জ্ঞেয়স্যাপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং বেদিতব্যম্‌। বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যেন করণস্যাপিত্রৈবিধ্যমুক্তং ভবিষ্যতি। ২৮

* কেষাংচিন্মতে 'নৈকৃতিক' ইতি পাঠঃ।

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান তামস কর্তার বিষয় বলিতেছেন। অযুক্ত, অনবহিত বা অসাবধান। প্রাকৃত, বিবেকশূন্য। স্তব্ধ, অনম্র। শঠ, শক্তিগোপনকারী। নৈষ্কৃতিক, পরাপমানকারী। অলস, অনুদ্যমশীল। বিষাদী, শোকশীল। যিনি অদ্য বা কল্য কর্তব্য-কর্ম একমাসেও সম্পন্ন করেন না, দীর্ঘসূত্রী। উক্তরূপ কর্তা তমোগুণী। ইহা বুঝিতে হইবে, কর্তার ত্রৈবিধ্যহেতু জ্ঞাতারও ত্রিবিধতা উক্ত হইল। এবং ইহাও জানিতে হইবে, কর্ম ত্রিবিধ বলিয়া জ্ঞেয় মাত্রেরও ত্রিবিধতা কথিত হইল। পরে বুদ্ধির ত্রিবিধতা হেতু করণেরও ত্রিবিধতা বিবৃত হইবে। ২৮

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণত

প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯

অন্বয়—ধনঞ্জয়, বুদ্ধেঃ ধৃতেঃ চ গুণতঃ এব ত্রিবিধং পৃথক্‌ত্বেন অশেষেন প্রোচ্যমানং ভেদং শৃণু। ২৯

মুলের অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়,[১] তিনপ্রকার বুদ্ধি ও ধৃতি সত্ত্বাদিগুণভেদ অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সমগ্ররূপে যাহা বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর। ২৯

শ্রীধরী টীকা—ইদানীং বুদ্ধের্ধৃতেশ্চ ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে—বুদ্ধি-রিতি। স্পষ্টার্থঃ। ২৯

টীকার অনুবাদ—অধুনা বুদ্ধি ও ধৃতির ত্রিবিধতা বর্ণনার প্রতিজ্ঞা ভগবান করিতেছেন। শ্লোকার্থ সুস্পষ্ট। ২৯

প্রবৃত্তিংচ নিবৃত্তিংচ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।

বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০

অন্বয়—পার্থ, প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে বন্ধং মোক্ষং চ যা (বুদ্ধিঃ] সা সাত্ত্বিকী বুদ্ধিঃ। ৩০

১ দিগ্বিজয়ে মানসং দৈবং চ প্রভূতং ধনং জিতবান তেনাসৌ ধনঞ্জয়ঃ অর্জুনঃ।—শংকরাচার্য্য

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, যে বুদ্ধি ধর্ম প্রবৃত্তি ও অধর্মে নিবৃত্তি এবং যে দেশে ও যে কালে যাহা কর্তব্য অকর্তব্য, কোন কার্য্য ও অকার্য্যহেতু অর্থ ও অনর্থ এবং কিরূপে মোক্ষ হয়, এই সকল উত্তমরূপে জানে, তাহা সাত্ত্বিকী। ৩০

শ্রীধরী টীকা—অত্র বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যমাহ—প্রবৃত্তিংচেতি ত্রিভিঃ। প্রবৃত্তিং চ ধর্মে নিবৃত্তিংচাধর্মে। যস্মিন্ দেশে কালে চ যৎ কার্য্যমকার্য্যং চ ভয়াভয়ে কার্য্যাকার্য্যনিমিত্তৌ অর্থানর্থৌ কথং বন্ধঃ কথং বা মোক্ষ ইতি যা বুদ্ধিরন্তঃ-করণং বেত্তি সা সাত্ত্বিকী। যয়া পুমান্ বেত্তীতি বক্তব্যে করণে কর্তৃত্বো-পচারঃ কাষ্ঠানি পচন্তীতিবৎ। ৩০

টীকার অনুবাদ—এই বিষয়ে বুদ্ধির ত্রিবিধতা ভগবান তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। ধর্মে প্রবৃত্তি ও অধর্মে নিবৃত্তি। যে দেশে ও কালে যাহা কর্তব্য বা অকর্তব্য ; আর ভয়াভয়ে, কার্য্য ও অকার্য্যহেতু অর্থ ও অনর্থ এবং কিরূপে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়—এই সকল যে বুদ্ধি, অন্তঃকরণ জানে, তাহা সাত্ত্বিকী। এই শ্লোকে যাহাদ্বারা পুরুষ জানে—এইরূপ বলা উচিত ছিল—কিন্তু করণে কর্তৃত্বের আরোপ হইয়াছে, যেমন কাষ্ঠসমূহ পাক করিতেছে। তদ্রূপ এখানে করণরূপ বুদ্ধিতে কর্তৃত্ব আরোপিত। ৩০

যয়া ধর্মমধর্মংচ কার্যংচাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১

অন্বয়—পার্থ, যয়া [বুদ্ধ্যা] ধর্মম্ অধর্মং কার্যম্ অকার্যং চ অযথাবৎ প্রজানাতি, সা রাজসী বুদ্ধিঃ। ৩১

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম এবং কর্তব্য অকর্তব্য যথাযথরূপে জানা যায় না, তাহাই রাজসী। ৩১

শ্রীধরী টীকা—রাজসীং বুদ্ধিমাহ—যয়েতি। অযথাবৎ সন্দেহাস্পদত্বেনেত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ। ৩১

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান রাজসী বুদ্ধির বিষয়

বলিতেছেন। অযথাবৎ অর্থাৎ সন্দেহাস্পদ, যাহাতে সন্দেহ থাকিয়া যায়। এই শ্লোকের অন্য অংশ স্পষ্ট। ৩১

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধি সা পার্থ তামসী ॥ ৩১

অন্বয়—পার্থ, যা অধর্মং ধর্মম্ ইতি [মন্যতে,] সর্বার্থান্ বিপরীতান্ চ [মন্যতে] তমসা আবৃতা সা বুদ্ধিঃ তামসী। ৩২

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, যে বুদ্ধি দ্বারা লোকে অধর্মকে ধর্ম বলিয়া মনে করে এবং সকল বিষয় বিপরীতভাবে গ্রহণ করে তাহা তমোগুণে সমাচ্ছন্ন। ৩২

শ্রীধরী টীকা—তামসীং বুদ্ধিমাহ—অধর্মমিতি। বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধিস্তামসীত্যর্থঃ। বুদ্ধিরন্তঃকরণং পূর্বোক্তম্। জ্ঞানংতু তদ্‌বৃত্তিঃ। ধৃতিরপি তদ্‌বৃত্তিরেব। যদ্বা অন্তঃকরণস্য ধর্মিণো বুদ্ধিঃপ্যধ্যবসায়লক্ষণাৎ বৃত্তিরেব। ইচ্ছাদ্বেষাদীনাং তদ্ বৃত্তীনাং বহুত্বেঽপি ধর্মাধর্মভয়াভয়সাধনত্বেন প্রাধান্যাদেতাসাং ত্রৈবিধ্যমুক্তম্। উপলক্ষণঞ্চৈতদন্যাসাম্। ৩২

টীকার অনুবাদ—তামসীবুদ্ধি কি তাহাই ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। ইহার অর্থ, বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধিই তামসী। পূর্বোক্ত অন্তঃকরণই বুদ্ধি। কিন্তু জ্ঞান তাহার বৃত্তি, ধৃতিও তাহার বৃত্তিই ; অথবা অন্তঃকরণরূপধর্মী বুদ্ধি ও অধ্যবসায়রূপ বৃত্তিই। ইচ্ছা ও দ্বেষ প্রভৃতি অন্তঃকরণবৃত্তিসমূহের বহুত্বসত্ত্বেও ধর্মাধর্ম ও ভয়াভয়সাধনরূপ বুদ্ধ্যাদির প্রাধান্যহেতু ইহাদের ত্রিবিধতা কথিত হইল। ইহা অন্যান্য বৃত্তিসমূহেরও উপলক্ষণ। ৩২

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

অন্বয়—পার্থ, যোগেন অব্যভিচারিণ্যা যয়া ধৃত্যা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়া ধারয়তে, সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী। ৩৩

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, চিত্তের ঐকাগ্র্যহেতু বিষয়ান্তরের ধারনা না করিয়া মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমূহ যে ধৃতি দ্বারা নিয়মিত বা নিরুদ্ধ হয়, তাহা সাত্ত্বিকী। ৩৩

শ্রীধরী টীকা—ইদানীং ধৃতেস্ত্রৈবিধ্যমাহ—ধৃত্যেতি ত্রিভিঃ। যোগেন চিত্তৈকাগ্র্যেণ হেতুনাঽব্যভিচারিণ্যা বিষয়ান্তরমধারয়ন্ত্যা যয়া ধৃত্যা মনসঃ প্রাণস্য ইন্দ্রিয়াণাংচ ক্রিয়া ধারয়তে নিযচ্ছতি সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী। ৩৩

টীকার অনুবাদ—অধুনা তিন শ্লোকে ধৃতির ত্রিবিধতা ভগবান বলিতেছেন। যোগ, চিত্তের ঐকাগ্র্য নিমিত্ত অব্যভিচারিণী, অন্য বিষয়ের ধারণাশূন্যা যে ধৃতির দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিযসমূহের সমস্ত ক্রিয়া নিয়মন বা নিরোধ করা যায়, সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী। ৩৩

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪

অন্বয়—পার্থ, অর্জুন যয়া ধৃত্যা তু ধর্মকামার্থান্ ধারয়তে, প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী চ [ভবতি যঃ পুরুষঃ, তস্য] সা ধৃতিঃ রাজসী। ৩৪

মূলের অনুবাদ—হে অর্জুন[১], যে ধৃতি দ্বারা লোকে ধর্ম, অর্থ ও কাম ধারণ করিয়া থাকে এবং তৎ প্রসঙ্গক্রমে ফলাকাংক্ষী হয়, হে পার্থ, তাহাই রাজসী ধৃতি। ৩৪

শ্রীধরী টীকা—রাজসীং ধৃতিমাহ—যয়া ত্বিতি। যয়া তু ধৃত্যা ধর্মার্থকামান্ প্রাধান্যেন ধারয়তে ন বিমুঞ্চতি তৎপ্রসঙ্গেন তৎফলাকাংক্ষী চ ভবতি সা রাজসী ধৃতিঃ। ৩৪

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান রাজসী ধৃতির কথা

---

১ কুন্তী দেবী ইন্দ্রের ঔরসে অর্জুনকে, বায়ুর ঔরসে ভীমকে, ধর্মের ঔরসে যুধিষ্ঠিরকে এবং মাদ্রী দেবী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে নকুল ও সহদেবকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। সেইজন্য অর্জুন ইন্দ্রশক্তিসম্পন্ন, ভীম বায়ুশক্তিসম্পন্ন ও যুধিষ্ঠির ধর্মশক্তিসম্পন্ন ইত্যাদি।

বলিতেছেন। যে ধৃতি দ্বারা ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রধান বলিয়া অবধারিত হয়, তাহা ত্যাগ করে না, কিন্তু তৎপ্রসঙ্গক্রমে ফলাকাংক্ষাও জন্মে, সেই ধৃতি রাজসী। ৩৪

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।

ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী* ॥ ৩৫

অন্বয়—পার্থ, দুর্মেধা [পুরুষ] যয়া [ধৃত্যা] স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদম্ এব চ ন বিমুঞ্চতি, সা ধৃতিঃ তামসী। ৩৫

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, যে ধৃতি দ্বারা দুর্বুদ্ধি মানব নিদ্রা, ভয়[১], শোক বিষাদ ও গর্ব পরিত্যাগ করে না, তাহা তামসী ধৃতি। ৩৫

শ্রীধরী টীকা—তামসীং ধৃতিমাহ যয়েতি। দুষ্টা অবিবেকবহুলা মেধা যস্য স দুর্মেধাঃ পুরুষঃ যয়া ধৃত্যা স্বপ্নাদীন্ ন বিমুঞ্চতি ন পুনঃ পুনরাবর্ত্তয়তি। স্বপ্নোঽত্র নিদ্রা। সা ধৃতিস্তামসী। ৩৫

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান তামসী ধৃতি বলিতেছেন। দুষ্টা, অবিবেকবহুলা মেধা যাহার সে দুর্মেধা পুরুষ, যে ধৃতি দ্বারা স্বপ্ন, ভয়, শোক প্রভৃতিকে ত্যাগ করে না, পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন, আগমন করে (প্রাপ্ত হয়), এখানে স্বপ্ন অর্থে নিদ্রা, সেই ধৃতি তামসী। ৩৫

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।

অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তংচ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬

অন্বয়—ভরতর্ষভ, ইদানীং ত্রিবিধং সুখং তু মে শৃণু, যত্র অভ্যাসাৎ রমতে, দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি। ৩৬

* তামসীমতেতি পাঠঃ

১ কুলার্ণব তন্ত্রে আছে—

ঘৃণা শংকা ভয়ং লজ্জা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী
কুলং শীলং তথা জাতি অষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।

ঘৃণা, আশংকা, ভয়, লজ্জা, জুগুপ্সা, কুল, শীল ও জাতি এই অষ্ট পাশে মানুষ মায়াজালে আজন্ম আবদ্ধ। এই অক্টোপাস (Octopus) সংছিন্ন না করিলে মোক্ষলাভ হয় না। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, তিন থাকতে নয়।

মূলের অনুবাদ—হে ভরতশ্রেষ্ঠ, সম্প্রতি আমার নিকট তিন প্রকার সুখের বিষয় শ্রবণ কর। নিয়ত অভ্যাস দ্বারা যে সুখে লোকে রতি প্রাপ্ত হয় এবং দুঃখের অবসান লাভ করে। ৩৬

শ্রীধরী টীকা—সুখস্য ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে অর্ধেন সুখামিতি। স্পষ্টার্থঃ। তত্র সাত্ত্বিকং সুখমাহ অভ্যাসাদিতি সার্দ্ধেন। যত্র যস্মিন্ সুখে অভ্যাসাদতিপরিচয়াৎ রমতে ন তু বিষয়সুখম্ ইব সহসা রতিং প্রাপ্নোতি। যস্মিন্ রমমাণশ্চ দুঃখস্যান্তমবসানং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। ৩৬

টীকার অনুবাদ—ইদানীং অর্ধশ্লোক দ্বারা সুখের ত্রিবিধতা ভগবান প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। এই অর্ধ শ্লোকের অর্থ স্পষ্টই। তাহাতে সাত্ত্বিক সুখ বলিতেছেন। যাহাতে, যে সুখে অভ্যাস, অতি পরিচয় হেতু লোকে রমণ করে, অথচ বিষয়সুখ তুল্য সহসা রতি প্রাপ্ত হয় না এবং যাহাতে রত হইলে দুঃখের অন্ত, অবসান নিশ্চিত প্রাপ্ত হয়। ৩৬

যৎ তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধি প্রসাদজম্॥ ৩৭

অন্বয়—যৎ অগ্রে বিষম্ ইব তৎ পরিণামে অমৃতোপমম্ আত্মবুদ্ধি প্রসাদজম্, তৎ সুখম্ সাত্ত্বিকম্ প্রোক্তম্। ৩৭

মূলের অনুবাদ—যে সুখ প্রথমে বিষতুল্য ও পরিশেষে অমৃততুল্য বোধ হয় এবং যাহা আত্মবিষয়ক বুদ্ধির স্বচ্ছতাহেতু লাভ হয়, তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত। ৩৭

শ্রীধরী টীকা—কীদৃশং তৎ যত্তদিতি। যত্তৎ কিমপি অগ্রে প্রথমং বিষমিব মনঃসংযমাধীনত্বাৎ দুঃখাবহমিব ভবতি। পরিণামে অমৃতসদৃশম্। আত্মবিষয়া বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিস্তস্যাঃ প্রসাদেন রজস্তমোমলত্যাগেন স্বচ্ছতয়াবস্থানং ততো জাতং যৎ সুখং তৎ সাত্ত্বিকং প্রোক্তং যোগিভিঃ। ৩৭

টীকার অনুবাদ—সেই সুখ কিরূপ তাহাই ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। যাহা অগ্রে, বিষতুল্য, মনঃ সংযমের অধীন বলিয়া দুঃখাবহ

কষ্টকর বোধ হয়, কিন্তু পরিণামে অমৃতসদৃশ সুখদায়ক। আত্মবিষয়ক বুদ্ধি আত্মবুদ্ধি, তাহার প্রসাদ, রজঃ তম রূপ মলত্যাগ দ্বারা স্বচ্ছরূপে বুদ্ধির অবস্থান। তাহা হইতে জাত যে সুখ তাহা যোগিগণ কর্তৃক সাত্ত্বিক সুখ নামে অভিহিত। ৩৭

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যৎ তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮

অন্বয়—বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাৎ যৎ [সুখং] তৎ অগ্রে অমৃতোপমম্, পরিণামে বিষম্ ইব, তৎ সুখং রাজসম্ স্মৃতম্। ৩৮

মূলের অনুবাদ—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হেতু যে সুখ প্রথমে স্ত্রী সংসর্গাদিবৎ অমৃততুল্য এবং পশ্চাতে বিষবৎ দুঃখকর হয়, তাহা রাজস বলিয়া কথিত। ৩৮

শ্রীধরী টীকা—রাজসং সুখমাহ বিষয়েন্দ্রিয়েতি। বিষয়াণামিন্দ্রিয়াণাংচ সংযোগাৎ যৎ প্রসিদ্ধ স্ত্রীসংসর্গাদি সুখমমৃতমুপমা যস্য তাদৃশং ভবতি অগ্রে প্রথমম্। পরিণামে তু বিষতুল্যম্ ইহামুত্র চ দুঃখহেতুত্বাৎ তৎসুখঃ রাজসং স্মৃতম্। ৩৮

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান রাজস সুখ কি তাহা বলিতেছেন। বিষয়সমূহ ও ইন্দ্রিয়সমূহের সংযোগ জন্য যে সুখ—যেমন প্রসিদ্ধ নারী-সহবাস প্রভৃতি সুখ—অগ্রে, প্রথমে অমৃতোপম, অমৃত উপমা যাহার তদ্রূপ হয়। আর পরিণামে যাহা বিষতুল্য, ইহকালে ও পরকালে দুঃখের কারণ বলিয়া। সেই সুখ রাজস বলিয়া কথিত। ৩৮

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম॥ ৩৯

অন্বয়—নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থং যৎ সুখম্ অগ্রে অনুবন্ধে চ আত্মনঃ মোহনম্ তৎ তামসম্ উদাহৃতম্। ৩৯

মূলের অনুবাদ—আর যে সুখ প্রথমে ও পশ্চাতে বুদ্ধির মোহকর হয় এবং যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে উৎপন্ন, তাহা তামস সুখ বলিয়া কথিত। ৩৯

শ্রীধরী টীকা—তামসং সুখমাহ যদিতি। অগ্রে প্রথমক্ষণে অনুবন্ধে চ পশ্চাদপি যৎসুখমাত্মনো মোহকরম্ তদেবাহ। নিদ্রা চালস্য চ প্রমাদশ্চ কর্তব্যার্থাবধানরাহিত্যেন মনোরাজ্যমেতেভ্য উত্তিষ্ঠতি যৎ সুখং তত্তামসমুদাহৃতম্[১]। ৩৯

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান তামস সুখের কথা বলিতেছেন। সুখ অগ্রে, প্রথমক্ষণে ও অনুবন্ধে, পশ্চাৎকালে আত্মার মোহকর এবং নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ, কর্তব্যকর্মে অনবধানতাহেতু মনোগ্রাহ্য—এই সকল বিষয় হইতে উৎপন্ন হয় তাহা তামস বলিয়া কথিত। ৩৯

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০

অন্বয়—পৃথিব্যাং দিবি বা দেবেষু বা পুনঃ তৎ সত্ত্বং ন অস্তি, যৎ এভিঃ প্রকৃতিজৈঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ মুক্তং স্যাৎ। ৪০

মূলের অনুবাদ—পৃথিবীতে মনুষ্যমধ্যে অথবা স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমন কোন প্রাণী বা বস্তু নাই, যাহা প্রকৃতিজাত গুণত্রয় হইতে মুক্ত। ৪০

শ্রীধরী টীকা—অনুক্তমপি সংগৃহ্নন্ প্রকরণার্থ[২]মুপসংহরতি ন তদস্তীতি। এভিঃ প্রকৃতিসম্ভবৈঃ সত্ত্বাদিভিস্ত্রিভির্গুণৈর্মুক্তং হীনং সত্ত্বং

---

১ নিদ্রাদয়োঽহ্যনুভববেলায়ামপি মোহহেতবঃ নিদ্রায়া মোহহেতুত্বং স্পষ্টম্ আলস্যমিন্দ্রিয়ব্যাপারমান্দ্যম্, ইন্দ্রিয় ব্যাপারমান্দ্যে চ জ্ঞানমান্দ্যং ভবত্যেব। প্রমাদঃ কৃত্যানবধানরূপ ইতি তত্র তু আত্মজ্ঞানমান্দ্যং ভবতি। অতো মুমুক্ষুণা রজস্তমসী অভিভূয় সত্ত্বংমেবোপাদেয়মিত্যুক্তং ভবতি।—রামানুজাচার্য্য।

২ উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য্য শংকর মন্তব্য করেন, "সর্বঃ সংসারঃ ক্রিয়াকারক-ফললক্ষণঃ

প্রাণিজাত মন্তাদ্বা যৎ স্যাত্তৎ পৃথিব্যাং মনুষ্যলোকাদিষু দিবি দেবেষু চ ক্কাপি নাস্তীত্যর্থঃ। ৪০

টীকার অনুবাদ—অমুক্ত বিষয় সংগ্রহ করিয়া ভগবান প্রকরণার্থ উপসংহার করিতেছেন। এই সকল প্রকৃতিসম্ভূত সত্ত্বাদি গুণ হইতে মুক্ত, হীন সত্ত্ব, প্রাণিজাত অথবা অন্য যাহা কিছু প্রাণহীন বস্তু পৃথিবীতে, মনুষ্যলোক প্রভৃতিতে এবং স্বর্গে দেবগণের মধ্যেও কেহ নাই, যিনি গুণমুক্ত হইতে পারেন। অর্থাৎ ত্রিভুবনে সর্বভূত গুণাধীন—ইহাই তাৎপর্য্য। ৪০

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১

অন্বয়—পরন্তপ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ কর্মাণি স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ প্রবিভক্তানি। ৪১

মূলের অনুবাদ—হে শত্রুতাপন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্মসমূহ[১] স্বভাবজাত গুণানুসারে প্রকৃষ্টরূপে বিভক্ত বা বিহিত হইয়াছে। ৪১

শ্রীধরী টীকা—নমু চ যদ্যেবং সর্বমপি ক্রিয়াকারকফলাদিকং প্রাণিজাতং চ ত্রিগুণাত্মকমেব তর্হি অস্য মোক্ষ ইত্যপেক্ষায়াং স্বস্বাধিকার বিহিতৈঃ

সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকোঽবিদ্যা-পরিকল্পিতঃ সমূলোঽনর্থ-উক্তো বৃক্ষরূপপরিকল্পনয়া চোর্দ্ধমূলমিত্যাদিনা। তঞ্চ অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিত্ত্বা ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যমিতি চোক্তম্। তত্র চ সর্বস্য ত্রিগুণাত্মকত্বাৎ সংসারকারণনিবৃত্ত্যনুপপত্তৌ প্রাপ্তায়াং যথা তন্নিবৃত্তিঃ স্যাৎ তথা বক্তব্যম্। সর্বশ্চ গীতাশাস্ত্রার্থঃ উপসংহর্তব্যঃ। এতাবানের চ সর্বো বেদস্মৃত্যর্থঃ পুরুষার্থমিচ্ছদ্ভিরনুষ্ঠেয়ঃ। ইত্যেবমর্থং চ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিশামিত্যাদিরারভ্যতে।"

১ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে দ্বিজ বলে। শূদ্রের দ্বিজত্ব না থাকায় তাহাকে প্রথম তিন বর্ণ হইতে ভিন্ন ধরা হইয়াছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে আছে, ব্রহ্মার আস্য দেশ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুযুগ হইতে ক্ষত্রিয়, নাভিস্থল হইতে বৈশ্য ও পদতল হইতে শূদ্র সমুৎপন্ন হইয়াছে। তমোভাবের আধিক্যহেতু জীব শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ লোভ মোহ প্রভাবে স্বধর্ম পরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্র

কর্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাৎ তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনেত্যেবং সর্বগীতার্থসারং সংগৃহ্যপ্রদর্শয়িতুং প্রকারান্তরমারভতে ব্রাহ্মণেত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। হে পরন্তপ শত্রুতাপন, ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বিশাং চ শূদ্রাণাংচ কর্মাণি প্রবিভক্তাণি প্রকর্ষেণ বিভাগতো বিহিতানি। শূদ্রাণাং স্বভাবাৎ (বা সমাসাৎ) পৃথক্‌করণং দ্বিজত্বাভাবেন বৈলক্ষণ্যাৎ[১]। বিভাগোপলক্ষণমাহ স্বভাবঃ সাত্ত্বিকাদিঃ প্রভবতি প্রাদুর্ভবতি যেভ্যস্তৈর্গুণৈরুপলক্ষণভূতৈঃ। যদ্বা স্বভাবঃ পূর্বজন্মসংস্কারস্তস্মাৎপ্রাদুর্ভূতৈরিত্যর্থঃ। তত্র সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ, সত্ত্বোপসর্জনরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ, তমউপসর্জনরজঃ প্রধানা বৈশ্যাঃ, রজউপসর্জনতমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাঃ। ৪১

টীকার অনুবাদ—যদি ক্রিয়া-কারক-ফলাদি ও প্রাণিসমূহ সমস্তই ত্রিগুণাত্মক হয়, তাহা হইলে প্রাণির মুক্তি কিরূপে সম্ভব হয়? এই আশংকার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন, স্ব স্ব অধিকারবিহিত কর্ম দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিলে তাঁহার কৃপায় প্রাপ্ত জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। এইরূপ সর্বগীতার্থসার সংগ্রহ করিয়া দেখাইবার জন্য ভগবান এই শ্লোক হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্যন্ত অন্য প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন। হে পরন্তপ, শত্রুতাপন, সমস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্মসমূহ প্রবিভক্ত, প্রকৃষ্টরূপে বিভাগতঃ বিহিত হইয়াছে। দ্বিজত্বরূপে ত্রিবর্ণের

ধর্ম আশ্রয় করেন, তিনি দেহান্তে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হন। আবার শূদ্রও সদাচারনিরত হইয়া স্বীয় কর্তব্য পালন করিলে পরজন্মে ব্রাহ্মণত্বলাভে সমর্থ হন। উক্ত মর্মে শাস্ত্র বলেন—

শূদ্রঃ স্বধর্মনিষ্ঠস্তু মৃতো বৈশ্যত্বমাপ্নুয়াৎ।
বৈশ্যঃ স্বধর্মনিষ্ঠস্তু দেহান্তে ক্ষত্রিয়ো ভবেৎ॥
ক্ষত্রিয়স্তু শুভাচারো মৃতো বৈ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
ব্রাহ্মণো নিস্পৃহঃ শান্তো ভবরোগাদ্ বিমুচ্যতে॥

১ ভাষ্যকার শংকরাচার্য্য বলেন, "শূদ্রাণামসমাসকরণমেকজাতিত্বে সতি বেদাঽনধিকারাৎ।" টীকাকার মধুসূদন বলেন, "ত্রয়াণাং সমাসকরণং দ্বিজত্বেন বেদাধ্যয়নাদিতুল্যধর্মত্বকথনার্থং শূদ্রাণামিতি পৃথক্‌করণমেকজাতিত্বেন বেদানধিকারিত্বজ্ঞাপনার্থম্।"

একত্ব থাকায় উহাদের সমাস হইয়াছে; কিন্তু দ্বিজত্বের অভাব হেতু 'শূদ্রাণাং' পদের সহিত সমাস হয় নাই। ভগবান বিভাগের উপলক্ষণ, কিরূপে বিভক্ত হইল তাহা বলিতেছেন। সাত্ত্বিকাদি স্বভাব, তাহা হইতে প্রভূত, প্রাদুর্ভূত হয় যে সকল গুণ সেই সকল গুণের লক্ষণ দ্বারা। অথবা স্বভাব, পূর্বজন্মের সংস্কার, তাহা হইতে প্রাদুর্ভূত হয়, যে সকল তৎ সমুদয় দ্বারা ইহাই ভাবার্থ। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণগণ সত্ত্বপ্রধান। ক্ষত্রিয়গণ সত্ত্বমিশ্রিত রজঃপ্রধান। বৈশ্যগণ তমোউপসর্জিত, মিশ্রিত রজঃপ্রধান। শূদ্রগণ রজোমিশ্রিত তমোপ্রধান। ৪১

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥ ৪২

অন্বয়—শমঃ দমঃ তপঃ শৌচং ক্ষান্তিঃ আর্জবম্ জ্ঞানং বিজ্ঞানম্ আস্তিক্যম্ এব চ স্বভাবজং ব্রহ্মকর্ম। ৪২

মূলের অনুবাদ—অন্তরেন্দ্রিয়নিগ্রহ, বাহ্যেন্দ্রিয়, সংযম শারীরাদি তপস্যা, বাহ্য ও আন্তরশুদ্ধি, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান, তত্ত্বানুভব, পরলোকে বিশ্বাস ব্রাহ্মণগণের স্বভাবজাত কর্ম। ৪২

শ্রীধরী টীকা—তত্র ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকানি কর্মাণ্যাহ শম ইতি। শমশ্চিত্তোপরমঃ, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়োপরমঃ, তপঃ পূর্বোক্তং শারীরাদি, শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরং, ক্ষান্তিঃ ক্ষমা, আর্জবমবক্রতা, জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং, বিজ্ঞান[৪] মনুভবঃ[১] আস্তিক্য[৩]মস্তি[২] পরলোক ইতি নিশ্চয়ঃ, এতচ্ছমাদি ব্রাহ্মণস্য স্বভাবাজ্জাতং কর্ম। ৪২

---

১ শাস্ত্রার্থস্য সানুভবপর্যন্তত্বাপাদনম্—আনন্দগিরি। কর্মকাণ্ডে যজ্ঞাদি কর্মকৌশলং ব্রহ্মকাণ্ডে ব্রহ্মাত্মৈকানুভবঃ—মধুসূদন সরস্বতী।

২ আস্তিক ভাবঃ শ্রদ্দধানতা পরমার্থেষু আগমার্থেষু—শংকরাচার্য্য। বৈদিকার্থস্য কৃৎস্নস্য তত্যতানিশ্চয়ঃ প্রকৃষ্টঃ কেনাপি হেতুনা চালয়িতুমশক্য ইত্যর্থঃ—রামানুজাচার্য্য। সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা প্রাগুক্তা—মধুসূদন সরস্বতী

টীকার অনুবাদ—তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্মসমূহ ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। শম, চিত্তের উপরম। দম, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের উপরম। তপঃ, পূর্বোক্ত শরীরসম্পাদ্য তপস্যাদি। শৌচ, বাহ্য আভ্যন্তর শুদ্ধি। ক্ষান্তি, ক্ষমা। আর্জব, অবক্রতা। জ্ঞান, শাস্ত্রীয়। বিজ্ঞান, অনুভব। আস্তিক্য, পরলোক আছে—এই নিশ্চয়। এই সকল শমাদি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম। ৪২

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩

অন্বয়—শৌর্যং তেজঃ ধৃতিঃ দাক্ষ্যং যুদ্ধে চ অপি অপলায়নম্ ঈশ্বরভাবঃ চ স্বভাবজং ক্ষাত্রং কর্ম। ৪৩

মূলের অনুবাদ—পরাক্রম, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ধৈর্য্য, কর্মদক্ষতা যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, মুক্তহস্ততা ও শাসনক্ষমতা—এইগুলি স্বাভাবিক ক্ষাত্রকর্ম। ৪৩

শ্রীধরী টীকা—ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকাণি কর্মাণ্যাহ শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং[১] পরাক্রমঃ তেজঃ[২] প্রাগল্ভ্যং, ধৃতি[৩]ধৈর্য্যং, দাক্ষ্যং কৌশলং, যুদ্ধে চাপ্যপলায়নপরাঙ্মুখতা, দানমৌদার্য্যম্, ঈশ্বরভাবো[৪] নিয়মনশক্তিঃ, এতৎ ক্ষত্রিয়স্য স্বভাবজং কর্ম। ৪৩

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্মসমূহ বলিতেছেন। শৌর্য্য, পরাক্রম। তেজ, প্রাগল্ভ্য (প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব)। ধৃতি, ধৈর্য্য। দাক্ষ্য, কৌশল (দক্ষতা)। যুদ্ধে অপলায়ন, অপরাঙ্মুখতা। দান, ঔদার্য্য। ঈশ্বরভাব, নিয়মনশক্তি, শাসনক্ষমতা। এইগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম, বর্ণধর্ম। ৪৩

১ শূরস্য ভাবঃ—শংকর। যুদ্ধেনির্ভয়প্রবেশসামর্থ্যম্—রামানুজ।
২ প্রাগল্ভ্যম্—শংকর। পরৈরধর্ষনীয়ত্বং—আনন্দগিরি। পরৈরনভিভবনীয়তা—রামানুজ।
৩ আরব্ধে কর্মণি বিঘ্নোপনিপাতেঽপি তৎসমাপনসামর্থ্যং—রামানুজ।
৪ প্রভুশক্তিপ্রকটীকরণং—শংকর। স্ব ব্যতিরিক্ত সকলজন নিয়মনসামর্থ্যং—রামানুজ।

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪

অন্বয়—কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যম্ স্বভাবজং বৈশ্য কর্ম, শূদ্রস্য অপি পরিচর্যাত্মকং কর্ম স্বভাবজম্। ৪৪

মূলের অনুবাদ—ভূমি কর্ষণ, পশুপালন ও ক্রয়বিক্রয় প্রভৃতি স্বাভাবিক বৈশ্যধর্ম। আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিন বর্ণের পরিচর্যাই স্বাভাবিক শূদ্র ধর্ম। ৪৪

শ্রীধরী টীকা—বৈশ্যশূদ্রযোঃ কর্মাহ কৃষীতি। কৃষিঃ কর্ষণং, গা রক্ষতীতি গোরক্ষস্তস্য ভাবো গৌরক্ষ্যং পাশুপাল্যমিত্যর্থঃ। বাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়াদি, এতদ্বৈশ্যস্য স্বভাবজং কর্ম। ত্রৈবর্ণিকপরিচর্য্যাত্মকং শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং কর্ম। ৪৪

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান বৈশ্য ও শূদ্রের স্বাভাবিক বর্ণধর্ম বলিতেছেন। কৃষি, কর্ষণ। গোরক্ষা, যে গোরক্ষা করে সে গোরক্ষ, তাহার ভাব, অর্থাৎ পশুপালন। বাণিজ্য, ক্রয়বিক্রয়াদি। এইগুলি বৈশ্যের স্বাভাবিক বর্ণধর্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই স্বাভাবিক বর্ণধর্ম। ৪৪

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫

অন্বয়—স্বে স্বে কর্মণি অভিরতঃ নরঃ সংসিদ্ধিং লভতে, স্বকর্মনিরতঃ [জনঃ] যথা সিদ্ধিং বিন্দতি, তৎ শৃণু। ৪৫

মূলের অনুবাদ—নিজ নিজ বর্ণধর্মে তৎপর মনুষ্যই জ্ঞানলাভের যোগ্যতা অর্জন করে। স্বধর্মে নিষ্ঠাযুক্ত ব্যক্তি যেরূপে জ্ঞানলাভের যোগ্য হয়, তাহা শোন। ৪৫

শ্রীধরী টীকা—এবম্ভূতস্য ব্রাহ্মণাদিকর্মণো জ্ঞানহেতুত্বাৎ স্বে স্ব ইতি। স্বস্বাধিকার-বিহিত-কর্মণ্যভিরতঃ পরিনিষ্ঠতো নরঃ সংসিদ্ধিং[১] জ্ঞানযোগ্যতাং লভতে। কর্মণাং জ্ঞানপ্রাপ্তিপ্রকারমাহ স্বকর্মেতি সার্দ্ধেন। স্বকর্মপরিনিষ্ঠিতো যথা যেন প্রকারেণ সিদ্ধিং[২] তত্ত্বজ্ঞানং লভতে তং প্রকারং শৃণু। ৪৫

টীকার অনুবাদ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উক্তরূপ কর্মসমূহ জ্ঞানের হেতু হয়—ইহাই ভগবান বলিতেছেন। স্বীয় অধিকারবিহিত কর্মে অভিরত পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তি সংসিদ্ধি, জ্ঞানের যোগ্যতা লাভ করেন। অনন্তর ভগবান স্বকর্ম দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রকার অর্ধশ্লোকে বলিতেছেন।

---

১ স্বকর্মানুষ্ঠানাৎ অশুদ্ধিক্ষয়েসতি সতি কার্য্যেন্দ্রিয়াণাং জ্ঞানাধিষ্ঠানযোগ্যতালক্ষণাম্—শংকরাচার্য্য। ব্যাসদেব অধ্যাত্মরামায়ণে বলেন—

নাজ্ঞানহানির্ন চ রাগসংক্ষয়ো
ভবেত্ততঃ কর্ম সদোষমুদ্ভবেৎ।
ততঃ পুনঃ সংসৃতিরপ্যবারিতা,
তস্মাদ্বুধো জ্ঞানবিচারবান্ ভবেৎ॥

অজ্ঞাননাশ বা আসক্তিক্ষয় কর্ম দ্বারা সংসাধিত হয় না। কর্ম হইতে দোষাবহ কর্মেরই **উদ্ভব** ঘটে। সেই সমুদ্ভূত কর্ম হইতে আবার অবারিত সংসার উৎপন্ন হয়। অতএব **বিবেকিগণ** জ্ঞানতত্ত্বের অনুশীলনে যত্নবান হইবেন। আবার ব্যাসদেব বলেন—

স প্রত্যবায়ো হ্যহবিত্যনাত্মধীঃ
অজ্ঞপ্রসিদ্ধা ন তু তত্ত্বদর্শিনঃ।
তস্মাদ্বুধৈস্ত্যাজ্যমপি ক্রিয়াত্মভিঃ
বিধানতঃ কর্মবিধিপ্রকাশিতম্॥

কর্মত্যাগ করিলে প্রত্যবায় গ্রস্ত হইব—এই বুদ্ধি আত্মায় অনাত্মধর্ম আরোপকারী **অজ্ঞজনের** নিকটেই প্রসিদ্ধ, তত্ত্বদর্শীর নিকটে নহে। অতএব যাহাদের চিত্ত কর্মে আসক্ত, তাহাদের **বিধানে** বিহিত বলিয়া কর্মানুষ্ঠান অবধারিত হইলেও চিত্তশুদ্ধ হইলে বুধগণ কর্মত্যাগ করিবেন।

২ **বক্ষ্যমানাং মুখ্য সন্ন্যাসলক্ষণ নিষ্কর্মসিদ্ধিং—নীলকণ্ঠ সূরী।**

স্বকীয় বর্ণধর্মে পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তি যে প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, সেই প্রকার বলিতেছি, শুন। ৪৫

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬

অন্বয়—যতঃ ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ, যেন ইদং সর্বং ততম্, মানবঃ স্বকর্মণা তম্ অভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি। ৪৬

মূলের অনুবাদ—যে অন্তর্যামী পরমেশ্বর হইতে প্রাণিসমূহের কর্মচেষ্টা হয় এবং যাঁহার দ্বারা এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাঁহাকে স্বধর্মদ্বারা পূজা করিলে মানুষ সিদ্ধিলাভ করে। ৪৬

শ্রীধরী টীকা—তমেবাহ যত ইতি। যতোঽন্তর্যামিণঃ পরমেশ্বরাদ্‌ভূতানাং প্রাণিনাং প্রবৃত্তিশ্চেষ্টা ভবতি। যেন চ কারণাত্মনা সর্বমিদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তং তমীশ্বরং স্বকর্মণাঽভ্যর্চ্য পূজয়িত্বা সিদ্ধিং লভতে মনুষ্যঃ। ৪৬

টীকার অনুবাদ—তাহাই ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। যে অন্তর্যামী পরমেশ্বর হইতে ভূতগণের, প্রাণিসমূহের প্রবৃত্তি, কর্মচেষ্টা জন্মে এবং যিনি আত্মস্বরূপে এই সমস্ত বিশ্ব তত, ব্যাপ্ত সেই ঈশ্বরকে স্বকর্ম, স্বধর্ম দ্বারা অর্চনা, পূজা করিয়া মানব সিদ্ধিলাভ করে। ৪৬

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭

অন্বয়—বিগুণঃ [অপি] **স্বধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ** পরধর্মাৎ শ্রেয়ান্; স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্ কিল্বিষং ন আপ্নোতি। ৪৭

মূলের অনুবাদ—উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা অসম্যক্ অনুষ্ঠিত স্বীয় ধর্ম শ্রেষ্ঠ। স্বীয় বর্ণ ধর্ম অনুসারে কর্ম করিলে মানুষ পাপগ্রস্ত হয় না। ৪৭

শ্রীধরী টীকা—স্বকর্মণেতি বিশেষণস্য ফলমাহ শ্রেয়ানিতি। বিগুণোঽপি স্বধর্মঃ[১] সম্যগনুষ্ঠিতাদপি পরধর্মাৎ শ্রেয়াৎ শ্রেষ্ঠঃ। ন বন্ধুবধাদিযুক্তাদ্ যুদ্ধাদেঃ স্বধর্মাদ্‌ভিক্ষাটনাদিপরধর্মঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি মন্তব্যম্। যতঃ স্বভাবেন পূর্বোক্তেন নিয়তং নিয়মোনক্তং কর্ম কুর্বন্ কিল্বিষং নাপ্নোতি[১]। ৪৭

টীকার অনুবাদ—স্বকর্ম দ্বারা—এই বিশেষণের ফল, সার্থকতা ভগবান বলিতেছেন। স্বধর্ম নিগুণ (অঙ্গহীন) হইলেও সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেয়ঃ, শ্রেষ্ঠ। ইহা মনে করা উচিত নয় যে, যুদ্ধাদি স্বধর্ম বন্ধুবধাদিযুক্ত বলিয়া তাহা অপেক্ষা ভিক্ষাটনাদিরূপ পরধর্ম শ্রেষ্ঠ। যেহেতু পূর্বোক্ত স্বভাব নিয়ত, নিয়ম সহ উক্ত (স্বাশ্রমবিহিত) কর্ম করিলে কেহ কিল্বিষ (পাপ, কল্মষ) প্রাপ্ত হয় না। ৪৭

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮

অন্বয়—কৌন্তেয়, সদোষম্ অপি সহজং কর্ম ন ত্যজেৎ; হি সর্বারম্ভাঃ ধূমেন অগ্নিঃ ইব দোষেণ আবৃতাঃ। ৪৮

মূলের অনুবাদ—হে কুন্তিপুত্র, দোষযুক্ত হইলেও জন্মাগত বর্ণকর্ম ত্যাগ করিতে নাই। যেমন ধূম দ্বারা বহ্নি আবৃত থাকে, তদ্রূপ দৃষ্টাদৃষ্ট সর্বকর্মই কোন না কোন দোষ দ্বারা দুষ্ট। ৪৮

শ্রীধরী টীকা—যদি পুনঃ সাংখ্যদৃষ্ট্যা স্বধর্মে হিংসালক্ষণং দোষং মত্বা পরধর্মং শ্রেষ্ঠং মন্যসে তর্হি সদোষত্বং পরধর্মেঽপি তুল্যমিত্যাশয়েনাহ সহজমিতি। সহজং স্বভাববিহিতং কর্ম সদোষমপি ন ত্যজেৎ। হি

১ ন হি কৃমির্বিষজো বিষ নিমিত্তং মরণং প্রাপ্তি পদ্যতে, তথাপ্যধিকৃতঃ পুরুষো দোষবদপি বিহিতং কর্মকুর্বন্ পাপং নাপ্নোতি ইত্যুক্তমিত্যর্থঃ—আনন্দগিরি।

যস্মাৎ সর্বেঽপ্যারম্ভা দৃষ্টাদৃষ্টানি সর্বাণ্যপি কর্মাণি দোষেণ কেনচিদাবৃতা ব্যাপ্তা এব। যথা সহজেন ধূমেনাগ্নিরাবৃতস্তদ্বৎ। অতো যথাগ্নের্ধূমরূপং দোষমপাকৃত্য প্রতাপ এব তমঃ শীতাদিনিবৃত্তয়ে সেব্যতে, তথা কর্মণোঽপি দোষাংশং বিহায় গুণাংশ এব সত্ত্ব শুদ্ধয়ে সেব্য ইত্যর্থঃ। ৪৮

টীকার অনুবাদ—যদি পুনরায় জ্ঞানযোগ অনুসারে যুদ্ধাদি স্বধর্মে, ক্ষাত্রধর্মে হিংসারূপ দোষ আছে মনে করিয়া পরধর্ম ব্রাহ্মণাদি ধর্ম শ্রেষ্ঠ মনে কর, তাহা হইলে পরধর্মেও তো ঐরূপ তুল্য দোষ আছে। এই আশয়ে ভগবান বলিতেছেন—সহজ, স্বভাব বিহিত কর্ম দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করা উচিত নয়। যেহেতু সর্ব আরম্ভই, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সমস্ত কর্মই কোন না কোন দোষ দ্বারা আবৃতই, ব্যাপ্তই। যেমন সহজাত ধূম দ্বারা অগ্নি আবৃত থাকে, তদ্রূপ। অতএব যেমন অগ্নির ধূমরূপ দোষ পরিত্যাগ করিয়া লোকে অন্ধকার ও শীত প্রভৃতি নিবৃত্তির জন্য অগ্নির তাপই সেবা, গ্রহণ করে, তদ্রূপ কর্মেরও দোষাংশ বর্জন করিয়া গুণাংশই সত্ত্বশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত সেবনীয়, গ্রহণীয়—ইহাই তাৎপর্য। ৪৮

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ৪৯

অন্বয়—সর্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ সন্ন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিম্ অধিগচ্ছতি। ৪৯

মূলের অনুবাদ—সর্ববিষয়ে আসক্তিশূন্য জিতেন্দ্রিয় স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি কর্ম ও তৎফলে আসক্তি বর্জনরূপ সন্ন্যাস দ্বারা পারমহংস্যরূপ পরম সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

শ্রীধরী টীকা—নন্থ কথং কর্মণি ক্রিয়মানে দোষাংশ প্রহাণেন গুণাংশ এব সম্পৎস্যত ইত্যপেক্ষায়ামাহ অসক্তেতি। অসক্তা সঙ্গশূন্যা বুদ্ধির্যস্য,

জিতাত্মা নিরহংকারঃ বিগতস্পৃহো বিগতা স্পৃহা ফলবিষয়েচ্ছা যস্মাৎ স এবম্ভূতেন "স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মত" ইত্যেবং পূর্বোক্তেন কর্মাসক্তিস্তৎ ফলয়োস্ত্যাগলক্ষণেন সংন্যাসেন নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং সর্বকর্ম নিবৃত্তিলক্ষণাং সত্ত্ব-শুদ্ধিমধিগচ্ছতি। যদ্যপি সঙ্গফলয়োস্ত্যাগেন কর্মানুষ্ঠানমপি নৈষ্কর্ম্যমেব, কর্তৃত্বাভিনিবেশাভাবাৎ। তদুক্তং "নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ" ইত্যাদিশ্লোকচতুষ্টয়েন, তথাপ্যনেনোক্তলক্ষণেন সন্ন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং[১] "সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী" ইত্যেবং লক্ষণাং পারমহংস্যার পর্য্যাং প্রাপ্নোতি। ৪৯

টীকার অনুবাদ—যদি বল, ক্রিয়মান কর্মসমূহের দোষাংশ পরিহার দ্বারা কিরূপে গুণাংশই সম্পন্ন, সম্প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন—অসক্ত, সঙ্গশূন্য বুদ্ধি যাঁহার তিনি অসক্তবুদ্ধি। জিতাত্মা নিরহংকার, নিরভিমান। যে ব্যক্তি হইতে ফলবিষয়ক স্পৃহা বিগত হইয়াছে, তিনি বিগতস্পৃহ। উক্তরূপ ব্যক্তিদ্বারা আসক্তি বর্জন সাত্ত্বিক

---

১ নির্গতানি কর্মাণি যস্মাৎ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মাত্মসম্বোধাৎ নিষ্কর্মা। তস্যভাবো নৈষ্কর্ম্যম্। নৈষ্কর্ম্যং তৎ সিদ্ধিশ্চ স নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ। নৈষ্কর্ম্যস্য বাসিদ্ধিঃ। নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণস্য সিদ্ধি নিষ্পত্তিঃ। তাং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিম্। —শংকরাচার্য্য। নিষ্কর্ম ব্রহ্ম তদ্বিষয়ং বিচারপারানিষ্পন্নং জ্ঞানং নৈষ্কর্ম্যং তদ্রূপাং সিদ্ধিম্—মধুসূদন সরস্বতী। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে আছে, "যত্র স্বাত্মনো ব্যতিরিক্তং ন কিঞ্চিদপি সম্ভবতি, তত্রাত্মা কিমিব বাঞ্ছন্ কিমনুস্মরন্ ধাবতু কিমুপৈতু। যে অবস্থায় স্বাত্মা ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব অসম্ভব তথায় পূর্ণ আত্মা কি বাঞ্ছা বা কি স্মরণ করিয়া ধাবিত হইবেন আর কি বা পাইবেন? চরম সমাধির বর্ণনা যোগ বাশিষ্ঠ রামায়ণে এই ভাবে প্রদত্ত।—

ব্যোমন্যেব নিরাকারে নিদাঘাৎ সরিতো যথা।
উদ্যন্তি ঘ্নন্তি খেলন্তি প্রবিশন্তি স্বভাবতঃ॥

যেমন গ্রীষ্মকালে নিরাকার আকাশে নদী দেখা যায়, ব্রহ্মেও সেরূপ সৃষ্টি দৃষ্ট হয়। স্বভাবতঃ অনন্ত সৃষ্টি ব্রহ্মে উঠিতেছে, পড়িতেছে, খেলিতেছে।

বলিয়া পূর্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। পূর্বোক্ত কর্মাসক্তি ও কর্মফলত্যাগরূপ সন্ন্যাস দ্বারা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, সর্বকর্মের নিবৃত্তিরূপ সত্ত্বশুদ্ধি অধিগত, প্রাপ্ত হয়। যদিও আসক্তি ও ফল উভয়ের ত্যাগদ্বারা কর্মানুষ্ঠানও নৈষ্কর্ম্যই, যেহেতু উক্তরূপ কর্মানুষ্ঠানে কর্তৃত্বাভিমান থাকে না। আর ইহাই পঞ্চম অধ্যায়ে চারি শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, "যোগযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানী মনে করেন, "আমি কিছু করি না" ইত্যাদি বাক্যে। তথাপি এই শ্লোকোক্ত সন্ন্যাস দ্বারা পরমা নৈষ্কর্ম্যসংসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যাহা পঞ্চম অধ্যায়ে পরম-হংসচর্য্যারূপে উক্ত হইয়াছে। পরমহংস মহাপুরুষ মনে মনে সর্বকর্ম সন্ন্যাস করিয়া আত্মসুখে মগ্ন থাকেন। ৪৯

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০

অন্বয়—কৌন্তেয়, সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ [সন্] যথা ব্রহ্ম আপ্নোতি, তথা সমাসেন মে নিবোধ, জ্ঞানস্য যা পরা নিষ্ঠা [তামপি নিবোধ]। ৫০

মূলের অনুবাদ—হে কৌন্তেয়, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যোগী যেরূপে ব্রহ্মলাভ করেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে জ্ঞাননিষ্ঠার পরিসমাপ্তি হয়। ৫০

শ্রীধরী টীকা—এবম্ভূতস্য পরমহংসস্য জ্ঞাননিষ্ঠয়া ব্রহ্মভাব প্রকারমাহ সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি ষড়্ভিঃ। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং প্রাপ্তঃ সন্ যথা যেন প্রকারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি তথা তং প্রকারং সংক্ষেপেনৈব মে বচনান্নিবোধ। ৫০

টীকার অনুবাদ—উক্তরূপ পরমহংসের জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা যে ব্রহ্মভাব লাভ হয়, তাহারই প্রকার ভগবান এই ছয় শ্লোকে বলিতেছেন। নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যে প্রকারে যোগী ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন, সেই প্রকারটি সংক্ষেপে আমার বাক্য হইতে শুন। ৫০

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩

অন্বয়—বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ ধৃত্যা আত্মানং নিয়ম্য চ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং [চ] বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তঃ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ৫১—৫৩

মূলের অনুবাদ—শুদ্ধাবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সাত্ত্বিকী ধৃতি দ্বারা সেই বুদ্ধিকে নিশ্চলা করিয়া শব্দাদি বিষয় এবং তদ্বিষয়ক রাগদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া পরমহংস মহাপুরুষ ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থান করেন। ৫১

মূলের অনুবাদ—শুদ্ধস্থানবাসী, মিতভোজী সিদ্ধযোগী বাক্য, দেহ ও চিত্ত সংযত করিয়া সর্বদা ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হইয়া ও দৃঢ় বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিয়া বিরাজ করেন।

মূলের অনুবাদ—আমি বৈরাগ্যবান্—এইরূপ অহংকার, দুঃসাধ্য বিষয়ে আগ্রহ, অলৌকিক যোগবল হেতু উন্মার্গ প্রবৃত্তি, অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ, ক্রোধ এবং শরীরধারণ বা মোক্ষসাধন নিমিত্ত অন্যের নিকট অর্থাদি গ্রহণ ত্যাগ করিয়া মমতামুক্ত ও উপশান্ত হইলে সাধক ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে সমর্থ হন। ৫৩

শ্রীধরা টীকা—তদেবাহ বুদ্ধ্যেতি। উক্তেন প্রকারেণ বিশুদ্ধয়া পূর্বোক্তয়া সাত্ত্বিক্যা বুদ্ধ্যা যুক্তঃ ধৃত্যা সাত্ত্বিক্যা আত্মানং তামেব বুদ্ধিং

নিয়ম্য নিশ্চলাং কৃত্বা, শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা তদ্বিষয়ৌ রাগদ্বেষৌ চ ব্যুদস্য বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তঃ ইত্যাদীনাং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। ৫১

শ্রীধরী টীকা—কিংচ বিবিক্তেতি। বিবিক্তসেবী শুদ্ধদেশাবস্থায়ী লঘাশী মিতভোজী এতৈরুপায়ৈর্যতবাক্কায়মানসঃ সংযতবাগ্দেহচিত্তো **ভূত্বা** নিত্যং **সর্বদা** ধ্যানেন যো যোগো ব্রহ্মসংস্পর্শস্তৎপরঃ সন্ ধ্যানাবিচ্ছেদার্থং পুনঃপুনর্দৃঢ়ং বৈরাগ্যং সম্যগুপাশ্রিতো ভূত্বা। ৫২

শ্রীধরী টীকা—কিংচ অহংকারমিতি। ততশ্চ বিরক্তোঽহংকারমিত্যাদ্যহংকারং বলং দুরাগ্রহং দর্পং যোগবলাদুন্মার্গপ্রবৃত্তিলক্ষণং প্রারব্ধবশাৎ প্রাপ্যমানেষ্বপি বিষয়েষু কামং ক্রোধং পরিগ্রহং চ বিমুচ্য বিশেষেণ ত্যক্ত্বা বলাদাপন্নেষু নির্মমঃ সন্ শান্তঃ পরমামুপশান্তিং প্রাপ্তো ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি। ৫৩

টীকার অনুবাদ—তাহাই ভগবান বলিতেছেন। উক্ত প্রকারে বিশুদ্ধা, পূর্বোক্তা সাত্ত্বিকী বুদ্ধিদ্বারা যুক্ত হইয়া সাত্ত্বিকী ধৃতিদ্বারা আত্মাকে, সেই বুদ্ধিকেই সংযত, নিশ্চল করিয়া শব্দ ও স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া এবং তদ্বিষয়ক রাগ ও দ্বেষ বর্জন করিয়া জ্ঞানী ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন। এই শ্লোকে 'বিশুদ্ধা বুদ্ধিযুক্ত' ৫ শ্লোকস্থ 'ব্রহ্মভাবের যোগ্য হয়' এই বাক্যের সহিত অন্বিত হইবে। ৫১

টীকার অনুবাদ—ভগবান আরও বলিতেছেন। বিবিক্তসেবী,

---

১ ধ্যানং আত্মস্বরূপ চিন্তনং যোগ আত্মবিষয়ে এব একাগ্রীকরণং তৌ ধ্যানযোগৌ **তৎপরঃ** তয়োরনুষ্ঠানপরঃ, ন তু মন্ত্রজপ তীর্থযাত্রাদিপরঃ কদাচিদিত্যর্থঃ।—শংকরাচার্য, মধুসূদন সরস্বতী।

২ ইন্দ্রিয়মনোগত দোষ পরিত্যাগে শরীর ধারণপ্রসঙ্গেন ধর্মানুষ্ঠান নিমিত্তেন বা বাহ্য পরিগ্রহঃপ্রাপ্তস্তং বিমুচ্য পরিত্যজ্য শিখাযজ্ঞোপবীতাদিকমপি দণ্ডমেকং কমণ্ডলুং কৌপীনাচ্ছাদনং চ শাস্ত্রাভ্যনুজ্ঞাতং স্বশরীরযাত্রার্থমাদায় পরমহংসপরিব্রাজকো ভূত্বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারায় **সমর্থো** ভবতি। শংকরাচার্য্য ও মধুসূদন সরস্বতী।

শুচি দেশে বা শুদ্ধস্থানে বাসকারী। লঘ্বাশী, মিতভোজী। এই সকল উপায় দ্বারা বাক্য, দেহ ও চিত্তকে সংযত করিয়া নিত্য, সর্বদা ধ্যান দ্বারা যে যোগ, ব্রহ্মসংস্পর্শ তাহাতে একনিষ্ঠ হইয়া ধ্যানের জন্য পুনঃ পুনঃ দৃঢ় বৈরাগ্যকে সম্যকরূপে আশ্রয় করিয়া। ৫২

টীকার অনুবাদ—ভগবান আরও বলিতেছেন, তাহার পর আমি বিরক্ত, বৈরাগ্যযুক্ত এই অহংকার। বল, দুরাগ্রহ বা ঘৃণিত বিষয়ে আগ্রহ। দর্প, যোগবলহেতু উন্মার্গপ্রবৃত্তি। কাম, প্রারব্ধবশে অপ্রাপ্ত বিষয়াদিতে অভিলাষ। ক্রোধ ও পরিগ্রহ এই সকলকে বিশেষরূপে ত্যাগ করিয়া এবং এই সমস্ত বিষয় বলপূর্বক উপস্থিত হইলেও নির্মম, মমতাবিহীন হইয়া শান্ত, পরম উপশান্তি প্রাপ্ত হইলে যোগী 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ ব্রহ্মভাবে নিত্য অবস্থানের যোগ্য হয়। ৫৩

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৫৪

অন্বয়—ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি, সর্বেষু ভূতেষু সমঃ [সন্] পরাং মদ্ভক্তিং লভতে। ৫৪

মূলের অনুবাদ—ব্রহ্মপ্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত মহাপুরুষ নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেন না, অথবা অপ্রাপ্ত বস্তুর আকাংক্ষাও করেন না। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বা রমণী সর্বভূতে সমদর্শী হইয়া আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন। ৫৪

শ্রীধরী টীকা—ব্রহ্মাহমিত্যেবং নৈশ্চল্যেনাবস্থানস্য ফলমাহ ব্রহ্মভূত ইতি। ব্রহ্মভূতো[১] ব্রহ্মণ্যবস্থিতঃ প্রসন্নচিত্তঃ নষ্টং ন শোচতি। ন চাপ্রাপ্তং

---

১ ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ—শংকর। অহং ব্রহ্মাস্মি ইতি দৃঢ়নিশ্চয়বান্—মধুসূদন। শ্রীমদ্ভাগবতে পরমহংস বা পরমভাগবতের অবস্থা নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণিত—

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভগবদ্ভাবমীক্ষতে।
ভূতানি ভগবত্যাত্মনেষভাগবতোত্তম॥

যিনি সর্বভূতে অদ্বিতীয় ভগবদ্ভাব বা ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করেন এবং ভগবৎস্বরূপে সর্বভূত দর্শন করেন তিনিই সর্বোত্তম ভাগবত।

কাঙ্ক্ষতি দেহাদ্যভিমানাভাবাৎ। অতএব সর্বেষপি ভূতেষু সমঃ সন্ রাগদ্বেষাদিকৃতবিক্ষেপাভাবাৎ সর্বভূতেষু মদ্‌ভাবনালক্ষণাং পরাং মদ্ভক্তিং[১] লভতে। ৫৩

টীকার অনুবাদ—'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ নিশ্চল অবস্থিতির ফল ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। ব্রহ্মভূত, ব্রহ্মে অবস্থিত। প্রসন্নাত্মা, প্রসন্নচিত্ত—যে ব্যক্তি নষ্ট বিষয়ে অনুশোচনা করে না এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ের আকাংক্ষা করে না, যেহেতু দেহ প্রভৃতিতে তাঁহার অভিমান (আত্মবুদ্ধি) নাই। অতএব সর্বভূতেই সমভাব হওয়ায় আসক্তি ও বিদ্বেষ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন বিক্ষেপের অভাবহেতু সর্বভূতে মদ্‌ভাবনারূপ পরাভক্তি লাভ করেন। ৫৪

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫

অন্বয়—[অহং] যাবান্ যঃ অস্মি [ইতি] মাং ভক্ত্যা তত্ত্বতঃ অভিজানাতি। ততঃ মাং তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা তদনন্তরং মাং বিশতে। ৫৫

মূলের অনুবাদ—ব্রহ্মভূত মহাপুরুষ ভক্তিবলে আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ উপলব্ধি করেন। অনন্তর আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া সেই তত্ত্বজ্ঞানের উপরমে স্বয়ং পরমানন্দ স্বরূপ[২] হন। ৫৫

শ্রীধরী টীকা—ততশ্চ ভক্ত্যা মামিতি। তয়া চ পরয়া ভক্ত্যা তত্ত্বতো মামভিজানাতি। কথম্ভূতং, যাবান্ সর্বব্যাপী যশ্চাস্মি সচ্চিদানন্দঘনস্তথা-

১ ময়ি পরমেশ্বরে ভক্তিং ভজনং—শংকর। উপাসনাং মদাকারচিত্তবৃত্ত্যা বৃত্তিরূপাং পরিপাক-নিদিধ্যাসনাখ্যাং শ্রবণমননাভ্যাসফলভূতাম্। মধুসূদন। দ্বৈতদৃষ্টিবিবর্জিতাং ভাবনাং—নীলকণ্ঠ।

২ যেমন দর্পণ ভাঙ্গিয়া গেলে প্রতিবিম্ব মূল বস্তুতে লীন হয় সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা উপাধি নাশ হইলে জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব ব্রহ্মেই মিলাইয়া যায়। খণ্ড আত্মা জীব, পূর্ণ আত্মা শিব।

ভূতম্। ততশ্চ মামেবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা[১] তদনন্তরং তস্য জ্ঞানস্যাপ্যুপরমে সতি মাং বিশতে। পরমানন্দরূপো ভবতীত্যর্থঃ। ৫৫

টীকার অনুবাদ—তৎপরে কিরূপ হয়, তাহাই ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। সেই পরাভক্তি দ্বারা আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া থাকে, আমি কিরূপ। আমি সর্বব্যাপী ও যেরূপ সচ্চিদানন্দঘন তথাভূত আমাকে জানে এবং এইরূপে যথার্থভাবে আমাকে জানিয়া তদনন্তর, সেই জ্ঞানের উপরম হইলে আমাতে প্রবেশ করে। ইহার অর্থ, সে পরমানন্দস্বরূপ হইয়া যায়। ৫৫

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ৫৬

অন্বয়—সদা সর্বাণি কর্মাণি কুর্বাণঃ [সন্] অপি মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ মৎ-প্রসাদাৎ শাশ্বতম্ অব্যয়ং পদম্ অবাপ্নোতি। ৫৬

মূলের অনুবাদ—সর্বদা নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মসমূহ উক্তক্রমে করিয়াও ভক্ত আমার প্রসাদে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। তিনি জ্ঞানী হইয়াও আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। ৫৬

শ্রীধরী টীকা—স্বকর্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাদুক্তং মোক্ষপ্রকারমুপসংহরতি সর্বকর্মাণীতি। সর্বকর্মাণি নিত্য-নৈমিত্তিকানি চ কর্মাণি পূর্বোক্তক্রমেণ মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ সন্কুর্বাণোঽহমেব ব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রয়ণীয়ো ন তু স্বর্গাদিফলং যস্য স মৎপ্রসাদাৎ শাশ্বতমনাদিং অব্যয়ং নিত্যং সর্বোৎকৃষ্টং বৈষ্ণবং পদং প্রাপ্নোতি। ৫৬

১ অহমস্মি অখণ্ডানন্দাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি সাক্ষাৎকৃত্য তদনন্তরং বলবৎ প্রারব্ধ কর্মভোগেন দেহত্যাগানন্তরং ন তু জ্ঞানানন্তরমেব। ক্তৃ প্রত্যয়েনৈব তল্লাভে তদনন্তরমিত্যস্যার্থাপাতাৎ তস্মাৎ "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" ইতি শ্রুত্যর্থ এবানুদর্শিতো ভগবতা।—মধুসূদন সরস্বতী।

টীকার অনুবাদ—স্বকীয় কর্মদ্বারা পরমেশ্বরের আরাধনার ফলে প্রাপ্ত মোক্ষের পূর্বোক্ত প্রকার ভগবান উপসংহার করিতেছেন। সমস্ত নিত্যকর্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম পূর্বে কথিত ক্রমে সর্বদা করিয়া ও মদ্‌ব্যাপাশ্রয়, আমিই যাহার আশ্রয়নীয়, স্বর্গাদিফল নহে, সে আমার প্রসাদে শাশ্বত, অনাদি। অব্যয়, নিত্য সর্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। ৫৬

চেতসা সর্ব কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ ৫৭

অন্বয়—চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ [সন্] বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য সততং মচ্চিত্তঃ ভব। ৫৭

মূলের অনুবাদ—শুদ্ধচিত্ত বা বিবেকবুদ্ধি দ্বারা সর্বকর্ম আমাকে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া বুদ্ধিযোগ আশ্রয়পূর্বক কর্মানুষ্ঠানকালেও আমাতেই স্বচিত্ত নিবিষ্ট রাখ। ৫৭

শ্রীধরী টীকা—যস্মাদেবং তস্মাৎ চেতসেতি। সর্বকর্মাণি চেতসা ময়ি সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরঃ অহমেব পরঃ প্রাপ্যঃ পুরুষার্থো যস্য স ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যোগমাশ্রিত্য সততং কর্মানুষ্ঠানকালেঽপি ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ইতি ন্যায়েন মচ্চিত্তঃ[২] ময্যেব চিত্তং যস্য তথাভূতো ভব। ৫৭

টীকার অনুবাদ—যেহেতু নিত্যকর্ম অনুষ্ঠানে ব্রহ্মলাভ হয়, সেই হেতু ভগবান বলিতেছেন—সর্বকর্ম চিত্ত দ্বারা আমাতে সন্ন্যাস, সমর্পণ করিয়া মৎপর আমি পরম প্রাপনীয় পুরুষার্থ যাহার তিনি, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা যোগমার্গ উপাশ্রয় করিয়া সতত, কর্মানুষ্ঠানের সময়েও চতুর্থ অধ্যায়োক্ত 'অর্পণ ব্রহ্ম, হবি ব্রহ্ম' ইত্যাদি প্রকারে আমাতেই চিত্ত যাহার আবিষ্ট হয়, তুমি ও তদ্রূপ হও। ৫৭

---

২ ময়ি ভগবতি বাসুদেবে এবং চিত্তং যস্য, ন কাঞ্চনকামিন্যাদৌ।—মধুসূদন সরস্বতী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ঈশ্বর দর্শন হইলে কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি থাকে না। কামিনী কাঞ্চনে অনাসক্তি ঈশ্বর দর্শনের প্রধান লক্ষণ।

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮

অন্বয়—ত্বং মচ্চিত্তঃ [সন্] মৎপ্রসাদাৎ সর্বদুর্গাণি তরিষ্যসি। অথ চেৎ অহঙ্কারাৎ [মদুক্তম্] ন শ্রোষ্যসি, [তর্হি] বিনঙ্ক্ষ্যসি। ৫৮

মূলের অনুবাদ—মদ্গত চিত্ত হইলে আমার অনুগ্রহে তুমি সকল প্রকার দুঃখ-দুর্গতি উত্তীর্ণ হইবে। আর যদি অহংকারবশে আমার কথা না শোন, তবে তুমি পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে। ৫৮

শ্রীধরী টীকা—ততো যদ্ভবিষ্যতি তচ্ছৃণু মচ্চিত্ত ইতি। মচ্চিত্তঃ সন্ মৎপ্রসাদাৎ সর্বাণ্যপি দুর্গাণি দুস্তরাণি সাংসারিকাণি দুঃখানি তরিষ্যসি। বিপক্ষে দোষমাহ অথ চেৎ যদি পুনস্ত্বমহংকারাৎ জ্ঞাতৃত্বাভিমানাৎ মদুক্তমেতৎ ন শ্রোষ্যসি তর্হি বিনঙ্ক্ষ্যসি পুরুষার্থাদ্ভ্রশ্যসি। ৫৮

টীকার অনুবাদ—তাহার পর যাহা হইবে, তাহা শোন—ইহাই ভগবান বলিতেছেন। মদ্গত চিত্ত হইলে আমার প্রসাদে সমস্ত দুর্গ, দুস্তর সাংসারিক দুঃখ অতিক্রম করিবে। ইহার বিপরীত আচরণে যে দোষ হয়, তাহাও ভগবান বলিতেছেন। যদি পুনরায় তুমি অহংকার, জ্ঞাতৃত্বের অভিমান হেতু মদুক্ত বাক্য না শোন, তাহা হইলে তুমি বিনষ্ট, পুরুষার্থ হইতে বিভ্রষ্ট হইবে। ৫৮

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে* প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯

অন্বয়—অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য [অহং] ন যোৎস্যে ইতি যৎ মন্যসে [ইতি] তে ব্যবসায়ঃ মিথ্যা এবং [যস্মাৎ] তে প্রকৃতিঃ ত্বাং [যুদ্ধে] নিযোক্ষ্যতি। ৫৯

---

* মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে ইতি বা পাঠঃ।

মূলের অনুবাদ—অহংকার আশ্রয় করিয়া তুমি ভাবিতেছ, আমি যুদ্ধ করিব না ; কিন্তু তোমার এই নিশ্চয় মিথ্যা। ইহার কারণ, তুমি তোমার ক্ষত্রিয় প্রকৃতির অধীন। সেই প্রকৃতিই রজোগুণরূপে পরিণত হইয়া তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে। ৫৯

শ্রীধরী টীকা—কামং বিনঙ্ক্ষ্যসি নতু বন্ধুভির্যুদ্ধং করিষ্যামীতি চেত্তত্রাহ যদিতি। মদ্বক্তমনাদৃত্য কেবলমহংকারমবলম্ব্য যুদ্ধং ন করিষ্যামীতি ত্বং যন্মন্যসে অধ্যবস্যসি এষ তেঽধ্যবসায়ো মিথ্যৈব, অস্বতন্ত্রত্বাত্তব। তদেবাহ প্রকৃতিস্ত্বাং রজোগুণরূপেণ পরিণতা সতী নিযোক্ষ্যতি যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়িষ্যত্যেব।৫৯

টীকার অনুবাদ—যদি বল, আমার কামনা বিনাশ করিব, তথাপি বন্ধুগণের সহিত যুদ্ধ করিব না। ইহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন। যদি আমার উপদেশ অনাদর করিয়া কেবল অহংকার অবলম্বন করিয়া 'যুদ্ধ করিব না' এইরূপ যে মনে করিতেছ, তুমি অধ্যবসায় করিতেছ, এই তোমার অধ্যবসায় মিথ্যাই ; কারণ তুমি অস্বতন্ত্র অস্বাধীন, পরাধীন। তাহাই ভগবান বলিতেছেন, তোমার ক্ষাত্র প্রকৃতিই রজোগুণরূপে পরিণত হইয়া তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত, প্রবর্তিত করিবেই। ৫৯

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০

অন্বয়—কৌন্তেয়, মোহাৎ যৎ কর্তুম্ ন ইচ্ছসি, স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মণা নিবদ্ধঃ [অতএব] অবশঃ [সন্] ত্বং তৎ অপি করিষ্যসি। ৬০

মূলের অনুবাদ—হে কুন্তিপুত্র, মোহবশে যাহা করিতে তুমি সম্মত হইতেছ না, স্বীয় ক্ষাত্রস্বভাবসম্ভূত শৌর্য্যাদি দ্বারা যন্ত্রিত তুমি অবশ হইয়াই যুদ্ধ করিবে। ৬০

শ্রীধরী টীকা—কিংচ স্বভাবেতি। স্বভাবঃ ক্ষত্রিয়ত্বহেতুঃ পূর্বকর্ম-সংস্কারস্তস্মাজ্জাতেন স্বকীয়েন কর্মণা শৌর্য্যাদিনা পূর্বোক্তেন নিবদ্ধো যন্ত্রিতস্ত্বং মোহাৎ যৎ কর্ম যুদ্ধলক্ষণং কর্তুং নেচ্ছসি, অবশোঽপি তৎ কর্ম করিষ্যস্যেব। ৬০

টীকার অনুবাদ—আরও ভগবান বলিতেছেন—স্বভাব, ক্ষত্রিয়ত্বহেতু পূর্বকর্ম সংস্কার, তাহা হইতে জাত স্বীয় কর্ম, পূর্বোক্ত শৌর্য্য প্রভৃতি দ্বারা তুমি নিবদ্ধ, যান্ত্রিত। তুমি মোহবশে যে যুদ্ধাদি কর্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, অবশ্য বাধ্য হইয়া সেই কর্ম করিবেই। ৬০

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া ॥ ৬১

অন্বয়—অর্জুন, ঈশ্বরঃ মায়য়া যন্ত্রারূঢ়াণি সর্বভূতানি ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি। ৬১

মূলের অনুবাদ—হে অর্জুন[১], পরমেশ্বর[২] স্বীয় মায়াশক্তি[৩] দ্বারা

১ সপ্তদ্বীপাধিপতিরিব রাম উত্তরকোশলেষু এতাদৃশমীশ্বরং তং জ্ঞাতুংযোগ্যোঽসীতি দ্যোত্যতে হে অর্জুন ইতি সম্বোধনেন। মধুসূদন সরস্বতী।

২ ঈশনশীল নারায়ণ—শংকর। শ্রুতিসিদ্ধ অন্তর্যামি সর্বব্যাপী নারায়ণ—মধুসূদন।

৩ মায়ার স্বরূপ শাস্ত্রে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে।—

অপূর্বেয়ং হরের্মায়া ত্রিগুণারজ্জুরূপিণী যয়া মুক্তো ন চলতি বদ্ধো ধাবতি ধাবতি॥

শ্রীহরির মায়া ত্রিগুণময়ী রজ্জুরূপিনী ও অনির্বচনীয়া। মায়ামুক্ত হইলে সংসৃতি বিনাশ হয় এবং মায়াবদ্ধ হইলে জন্মমৃত্যুরূপ সংসরণ চলিতে থাকে। অধ্যাত্ম রামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডে (১৪।২৮-২৯) ভরদ্বাজ রামকে বলিতেছেন—

মায়া সৃজতি লোকাংশ্চ সগুণৈরহমাদিভিঃ
ত্বচ্ছক্তি প্রেরিতা রাম তস্মাৎ ত্বয্যুপচর্য্যতে॥
যথা চুম্বক সান্নিধ্যাৎ চলন্ত্যেবায় আদয়ঃ।
জড়া তথা ত্বয়া দৃষ্টা মায়া সৃজতি বৈ জগৎ॥

যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকাবৎ সর্বভূতকে ভ্রামিত করিয়া সর্ব জীবের হৃদয়-মন্দিরে অধিষ্ঠিত আছেন। ৬১

শ্রীধরী টীকা—তদেবং শ্লোকদ্বয়েন সাংখ্যাদিমতেন প্রকৃতি পারতন্ত্র্যং স্বভাবপারতন্ত্র্যং কর্মপারতন্ত্রং চোক্তম্। ইদানীং স্বমতমাহ ঈশ্বর ইতি দ্বাভ্যাম্। সর্বভূতানাং হৃদয়মধ্যে ঈশ্বরোঽন্তর্যামী তিষ্ঠতি। কিং কুর্বন্? সর্বাণি ভূতানি মায়য়া নিজশক্ত্যা ভ্রাময়ংস্তত্তৎকর্মসু প্রবর্তয়ন্, যথা দারুযন্ত্র-মারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি সূত্রধারো লোকে ভ্রাময়তি[১] তদ্বদিত্যর্থঃ। যদ্বা যন্ত্রাণি শরীরাণি আরূঢ়াণি ভূতানি দেহাভিমানিনো জীবান্ ভ্রাময়ন্নিত্যর্থঃ। তথাচ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ,

"একো দেবঃ সর্বভূতেষ্ গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইতি।

অন্তর্যামি ব্রাহ্মণং চ "য আত্মনি তিষ্ঠান্নাত্মানমন্তরো যময়তি যমাত্মান বেদ যস্যাত্মা শরীরম্ এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ" ইত্যাদি। ৬১

টীকার অনুবাদ—এইরূপে দুই শ্লোকে সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনানুসারে জীবের প্রকৃতিপারতন্ত্র্য (প্রকৃতির অধীনতা) ও স্বভাবপারতন্ত্র্য ও কর্ম পারতন্ত্র্য কথিত হইল। এখন দুই শ্লোকে ভগবান স্বীয় মত বলিতেছেন। সকল ভূতের হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর, অন্তর্যামী অবস্থিত। তিনি কি করিতে

অনাত্মনি শরীরাদৌ আত্মবুদ্ধিস্তু যা ভবেৎ।
সৈব মায়া তয়ৈবাসৌ সংসারঃ পরিকল্প্যতে॥

হে রাম, সেই মায়া তোমার শক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া তোমাতেই স্রষ্টৃত্বাদি আরোপ করে। মায়াই স্বীয় গুণ অহং প্রভৃতি দ্বারা লোকসমূহ সৃষ্টি করিয়া থাকে। যেমন লৌহাদি চুম্বকের সন্নিধানে বিচলিত হয়, সেইরূপ জড়া হইলেও মায়া তোমার দর্শনেই জগৎ সৃষ্টি করে। অনাত্মা শরীর প্রভৃতিতে যে আত্মবুদ্ধি তাহাই মায়া। সেই মায়া দ্বারাই জগৎ পরিকল্পিত হয়।

১ দারুময়ানি যন্ত্রাণি যথা লৌকিকো মায়াবী মায়য়া ছদ্মনা। ভ্রাময়ন্ বর্ততে তথেশ্বরোঽপি সর্বাণি ভূতানি ভ্রাময়ন্নেব হৃদয়ে তিষ্ঠতীত্যর্থঃ—আনন্দগিরি।

আছেন? সকল ভূতকে মায়া, স্বীয় শক্তি দ্বারা ভ্রামিত, সেই সেই কর্মে প্রবর্তিত করিয়া। যেমন সূত্রধার দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম ভূতগণকে লোকে ভ্রমণ করায়, তদ্রূপ। ইহাই তাৎপর্য্য। অথবা ইহার অর্থ, যন্ত্র সমূহ শব্দে শরীরসমূহে আরূঢ় ভূতগণকে, দেহাভিমানী জীবগণকে ভ্রমণ করাইয়া। ইহার প্রমাণ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ৬।১১ মন্ত্রে এইরূপে পাওয়া যায়। অদ্বিতীয় পরমাত্মা সর্বভূতে গূঢ় ভাবে অবস্থিত। তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বভূতের অন্তরাত্মা, সকল কর্মের নিয়ন্তা, ভূতগণের অধিষ্ঠানস্বরূপ। তিনি দ্রষ্টা, চেতয়িতা, নিরুপাধিক ও ত্রিগুণাতীত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে (৩।৭) আছে, যিনি বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়াও বুদ্ধির অন্তর এবং বুদ্ধিকে পরিচালিত করেন, তবুও বুদ্ধি যাঁহাকে জানিতে পারে না ও বুদ্ধি যাঁহার উপাধি, তিনিই তোমার আত্মা-অন্তর্যামী ও অমৃত। ৬১

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্‌॥ ৬২

অন্বয়—ভারত, সর্বভাবেন তম্‌ এব শরণং গচ্ছ। তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং শাশ্বতং স্থানং চ প্রাপ্স্যসি। ৬২

মূলের অনুবাদ—হে ভারত, সর্বতোভাবে সেই পরমেশ্বরের শরণাগত হও। তাহা হইলে তাঁহার কৃপায় পরম শান্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে। ৬২

শ্রীধরী টীকা—তমিতি। যস্মাদেবং সর্বে জীবাঃ পরমেশ্বরপরতন্ত্রাস্ত-স্মাদহংকারং পরিত্যজ্য সর্বভাবেন সর্বাত্মনা তমীশ্বরমের শরণং গচ্ছ। ততশ্চ তস্যৈব প্রসাদাৎ পরমামুপশান্তিং স্থানংচ পারমেশ্বরং শাশ্বতং নিত্যং প্রাপ্স্যসি। ৬২

টীকার অনুবাদ—যেহেতু সর্বজীবই পরমেশ্বরের অধীন, সেইহেতু

অহংকার পরিত্যাগ করিয়া সর্বভাব, সমস্ত অন্তঃকরণ দ্বারা সেই ঈশ্বরকেই আশ্রয় কর। ইহার ফলে তাঁহারই প্রসাদে পরা, উৎকৃষ্টা শান্তি ও পারমেশ্বর স্থান শাশ্বত, নিত্য পাইবে। ৬২

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩

অন্বয়—ইতি গুহ্যাৎ গুহ্যতরং জ্ঞানং তে ময়া আখ্যাতম্। এতৎ অশেষেণ বিমৃশ্য যথা ইচ্ছসি, তথা কুরু। ৬৩

মূলের অনুবাদ—মৎ কর্তৃক যে গীতা জ্ঞান তোমাকে উপদিষ্ট হইল, তাহা গোপনীয় রহস্য মন্ত্রযোগাদি অপেক্ষাও গুহ্যতর। ইহা অশেষ প্রকারে আলোচনা করিয়া যেরূপ ইচ্ছা হয়, তাহাই কর। ৬৩

শ্রীধরী টীকা—সর্বগীতার্থমুপসংহরন্নাহ—ইতীতি। ইতি অনেন প্রকারেণ তুভ্যং সর্বজ্ঞেন পরমকারুণিকেন ময়া জ্ঞানমাখ্যাতমুপদিষ্টম্। কথম্ভূতম্? গুহ্যাৎ গোপ্যাৎ রহস্যমন্ত্রযোগাদিজ্ঞানাদপি গুহ্যতরম্, এতন্ময়োপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রমশেষতো বিমৃশ্য পর্য্যালোচ্য পশ্চাদ্ যথেচ্ছসি তথা কুরু। এতস্মিন্ পর্য্যালোচিতে সতি তব মোহো নিবর্তিষ্যত ইতি ভাবঃ। ৬৩

টীকার অনুবাদ—সমস্ত গীতার্থের উপসংহার করিয়া ভগবান বলিতেছেন। এই প্রকারে তোমাকে সর্বজ্ঞ পরমকারুণিক মৎকর্তৃক জ্ঞান আখ্যাত, উপদিষ্ট হইল। সেই জ্ঞান কিরূপ? তাহা গুহ্য. গোপ্য রহস্য মন্ত্রযোগাদির[২] জ্ঞান অপেক্ষাও গুহ্যতর। মদুপদিষ্ট এই গীতাশাস্ত্র নিঃশেষে

২ মন্ত্রযোগের মূলকথা ইষ্টদেব নির্বাচন ও তদনুসারে মন্ত্রদীক্ষা। আধুনিক দীক্ষাগুরু শিষ্যের প্রাক্তন সংস্কার অনুযায়ী ইষ্টমন্ত্র নির্বাচনে অসমর্থ হইয়া সাম্প্রদায়িক দলপুষ্টির জন্য সকলকে একই মন্ত্রে দীক্ষা দেন। এই সাম্প্রদায়িকতা সমাজের সর্বনাশ করিতেছে ও ধর্মসাধনের দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্নস্বরূপ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণই দ্বাপর যুগের শেষভাগে এই মন্ত্রযোগের প্রবর্তন করেন। তৎকর্তৃক

পর্য্যালোচনা করিয়া পশ্চাতে যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা কর। এই গীতাশাস্ত্র পর্য্যালোচিত হইলে তোমার মোহ নিবৃত্ত হইবে—ইহাই ভাবার্থ। ৬৩

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি* ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪

অন্বয়—মে সর্বগুহ্যতমং পরমং বচঃ ভূয়ঃ শৃণু। [ত্বং] ইষ্টঃ অসি ইতি মে দৃঢ়ম্। ততঃ তে হিতং বক্ষ্যামি। ৬৪

মন্ত্রযোগ ও গীতাশাস্ত্র কলিযুগের জন্য উপদিষ্ট। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের ৭।৮ অংশ পর্যান্ত দেখা যায়, মন্ত্রযোগ অধম সাধন। উহার সহিত ভাব সাধনের উল্লেখ কোন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার সময় হইতে সখ্য, দাস্য ও বাৎসল্যাদি ভাবসাধন নানা শাস্ত্রে উল্লিখিত। বর্ত্তমান কলিযুগে মন্ত্রযোগ অধ্যাত্ম সাধনের অপরিহার্য্য অঙ্গ। পূর্বোক্ত কোন ভাব অবলম্বিত না হইলে মন্ত্রযোগে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। আবার ইষ্টদেব নির্বাচন যথার্থ না হইলে মন্ত্রযোগে সিদ্ধিলাভ শতজন্মেও হয় না। ইহাই হিন্দুশাস্ত্রকার মুনিঋষিগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত অদ্ভুত অধ্যাত্মবিজ্ঞান। অত্যাশ্চর্য ও অনুশোচনার বিষয় এই যে, আধুনিক ধর্মগুরুগণ এই মহাভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন এবং লক্ষ লক্ষ সরল বিশ্বাসী নরনারীকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিতেছেন। অন্ধ গুরু অন্ধ শিষ্যকে লইয়া অন্ধকূপে পড়িতেছেন। একই পিতৃরক্তে ও একই মাতৃগর্ভে সাতপুত্রকন্যা সাতরকম প্রকৃতি লইয়া জন্মায়। সুতরাং বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী ইষ্টমন্ত্র না দিয়া একই মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণপূর্বক লক্ষ লক্ষ নরনারী ধর্মজীবনে 'নোঙর ফেলিয়া দাঁড় টানার ন্যায়' বৃথা চেষ্টা করিতেছেন। অন্য অন্য ধর্মে একমাত্র সাধনমার্গ থাকিলেও হিন্দুধর্মে বহুসংখ্যক সাধনমার্গ বিদ্যমান। এইজন্য তেত্রিশ কোটি হিন্দুর নিমিত্ত আমাদের পুরাণকারগণ ও তন্ত্রকারগণ তেত্রিশকোটি দেবতা ও তাঁহাদের মন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। সংস্কারানুযায়ী ইষ্টদেব নির্বাচনপূর্বক পাষণ্ডকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেও তাহার ভক্তিলাভ সুনিশ্চিত। আজ্ঞাচক্রের উপরে বিশেষ স্থানে কুণ্ডলিনী মহাশক্তি না উঠিলে কোন গুরুই কোন শিষ্যের ইষ্টদেব নির্বাচনে সমর্থ হন না। প্রত্যেক সাধক বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ইষ্টকে জানে ও বুঝে। বাল্যে দুঃখে কষ্টে পড়িয়া বা সুখ সময়ে মানুষ যে দেবতাকে স্বতই স্মরণ করে বা যে দেবতার নাম তাঁহার মুখে স্বতঃই উচ্চারিত হয়, তিনিই তাহার ইষ্টদেব। যাঁহার দিব্যদৃষ্টি বা জ্ঞানচক্ষু উন্মিলীত হইয়াছে, তিনিই দীক্ষার্থীকে দেখিয়া তাহার ইষ্ট বলিয়া দিতে পারেন এবং দীক্ষিত শিষ্যকে আজ্ঞাচক্রের উপর পর্যান্ত অনায়াসে তুলিয়া দিতে সমর্থ হন। অন্য সকলে ভ্রান্ত ভণ্ড ধূর্ত গুরু।

* দৃঢ়মতিঃ ইতি বা পাঠঃ

মূলের অনুবাদ—সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম মদ্‌বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর। তুমি আমার অতি প্রিয়জন বলিয়া তোমার হিতার্থ ইহা বলিব। ৬৪

শ্রীধরী টীকা—অতিগম্ভীরং গীতাশাস্ত্রমশেষতঃ পর্যালোচয়িতুমশক্নুবতঃ কৃপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সংগৃহ্য কথয়তি সর্বগুহ্যতমমিতি ত্রিভিঃ। সর্বেভ্যোঽপি গুহ্যেভ্যো গুহ্যতমং মে বচস্তত্র তত্রোক্তমপি ভূয়ঃ পুনঃ পুনরপি বক্ষ্যমাণং শৃণু। পুনঃ পুনঃ কথনে হেতুমাহ—দৃঢ়মত্যন্তং মে মম ইষ্টঃ প্রিয়োঽসীতি মত্বা। তত এব হেতোস্তে হিতং বক্ষ্যামি। যদ্বা ত্বং মমেষ্টোঽসি মযা বক্ষ্যমানং চ দৃঢ়ং সর্বপ্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিত্য ততস্তে বক্ষ্যামীত্যর্থঃ দৃঢ়মতিরিতি কেচিৎ পঠন্তি। ৬৪

টীকার অনুবাদ—অত্যন্ত গম্ভীর গীতাশাস্ত্র অশেষ প্রকারে পর্যালোচনা করিতে অসমর্থ অর্জুনের প্রতি কৃপাবশে স্বয়ংই তাহার গীতার সার সংগ্রহ করিয়া ভগবান তিন শ্লোকে বলিতেছেন। সর্বগুহ্য বিষয় হইতেও গুহ্যতম আমার বাক্য যথাস্থানে বারবার উক্ত হইলেও পুনরায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুনঃ পুনঃ কথনের কারণ ভগবান বলিতেছেন। তুমি আমার দৃঢ়, অত্যন্ত ইষ্ট, প্রিয় হও—ইহা মনে করিয়া। সেই হেতুই তোমার হিতার্থ বলিব। অথবা তুমি আমার প্রিয় হও এবং মৎকর্তৃক বক্ষ্যমাণ বিষয় দৃঢ়, সর্বপ্রমাণ যুক্ত ইহা নিশ্চয় করিয়া তোমাকে আমি বলিতেছি, ইহাই ভাবার্থ। 'দৃঢ়মিতি' স্থলে কোথাও কোথাও দৃঢ়মতি পাঠ দেখা যায়। ৬৪

মন্মনা[১] ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥৬৫

অন্বয়—[ত্বং] মন্মনাঃ মদ্ভক্তঃ মদ্‌যাজী [চ] ভব, মাং নমস্কুরু, মাম্

১ টীকাকার নীলকণ্ঠ সুরী গীতার ষটকত্রয়ার্থ এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন "অহং প্রত্যগাত্মানন্দৈকঘনঃ পরিপূর্ণগুদাকারং মনো যস্য স মন্মনা ভব। এতেন ব্রহ্মাত্মভেদোঽপি সাক্ষাৎ

এব এষ্যসি, অহং তে [ইতি] সত্যং প্রতিজানে [যতঃ ত্বং] মে প্রিয় অসি। ৬৫

মূলের অনুবাদ—তুমি মচ্চিত্ত হও, মদ্ভজনশীল হও, মৎপূজনশীল হও। আমাকে নমস্কার কর। তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। এই চিরসত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমাকে বলিতেছি; কারণ তুমি আমার অতি প্রিয় জন। ৬৫

শ্রীধরী টীকা—তদেবাহ—মন্মনা ইতি। মন্মনা ভব, মচ্চিত্তো ভব, মমৈব ভক্তো ভব, মদ্যাজী মৎযজনশীলো ভব, মামেব নমস্কুরু এবং বর্ত্তমানস্ত্বং মৎপ্রসাদাৎ লব্ধজ্ঞানেন মামেবৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি অত্র চ সংশয়ং মা কার্ষীঃ। ত্বং হি মে প্রিয়োঽসি, অতঃ সত্যং যথা ভবত্যেবং তুভ্যমহং প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং করোমি। ৬৫

টীকার অনুবাদ—তাহা কি ভগবান বলিতেছেন। তুমি মন্মনা

করণীয় ইতি উত্তরষটকার্থ উক্তঃ। মদ্ভক্তো ভব এতেন ভগবদুপাসনাত্মকো মধ্যমষট্কার্থ উক্তঃ। কথমল্পপ্রাণস্য ভক্তিকদেয়তীত্যত আহ মদ্যাজী ভব। ভগবদর্থ কর্মকরণশীলো ভব। এতেন কর্মপ্রধান আদ্যষট্কার্থো বিবৃতঃ। নন্বু যস্য ভগবদ্যাজিত্বং ন সম্ভবতি দারিদ্র্যাৎ শ্রদ্ধাদ্যভাবাদ্বা যস্য ভগবদ্ভক্তিদৌর্লভ্যাদ্ব্রহ্মাকারাচেতোবৃত্তির্দুর্লভস্তস্যৈবাংশকাহ মাং নমস্কুরু প্রাকৃত ভক্ত্যেব প্রতিমাদৌ ভগবন্তং সর্বোপচার সমর্পণেন নমস্কারাদিনা সম্যগারাধয়েত্যর্থঃ। তথা চাশ্বলায়নো নমস্কারস্যৈব যজ্ঞত্বমুদাহরতি "যো নমসাম্বধ্বর ইতি যজ্ঞো বৈ নম ইতি হি ব্রাহ্মণং ভবতীতি চ।"

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এইভাবে করিয়াছেন—"মন্মনা ভবমস্তং ভাবাসুন্দরায় সুস্নিগ্ধকুঞ্চিতকুন্তলকায় সুন্দরভ্রূবল্লীমধুরকৃপাকটাক্ষামৃতবর্ষিবদনচন্দ্রায় স্বীয়ং দেয়স্থেন মনো যস্য যথাভূতো মন্মূর্তিদর্শন-মন্মন্দিরমার্জ্জনলেপন পুষ্পাহরণমণ্ডলালংকারচ্ছত্রচামরাদিভিঃ সর্বেন্দ্রিয়করণকং মদ্ভজনং কুরু। অথবা মহৎ গন্ধপুষ্প ধূপদীপ নৈবেদ্যাদীনি দেহীত্যাহ মদ্যাজী ভব মৎ পূজনং কুরু। অথবা মত্তং নমস্কারমাত্রং দেহীত্যাহ মাং নমস্কুরু ভূমৌ নিপত্য অষ্টাঙ্গং পঞ্চাঙ্গং বা প্রণামং কুরু। এষাং চতুর্ণাং মচ্চিন্তন-সেবন-পূজন-প্রণামানাং সমুচ্চয়মেকতমং বা ত্বং কুরু।"

হও, মচ্চিত্ত হও। তুমি মদ্‌ভক্ত, মদ্‌যজনশীল হও। তুমি মদ্‌যাজী, আমার যজনশীল বা পূজনশীল হও, তুমি আমাকেই নমস্কার কর। এই সকল সাধনে প্রবৃত্ত হইলে তুমি আমার কৃপায় প্রাপ্ত জ্ঞানদ্বারা আমাকেই পাইবে। আর ইহাতে কোন সন্দেহ করিও না। তুমি নিশ্চয় আমার প্রিয় ভক্ত। যাহা সত্য তাহাই তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। ৬৫

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬

অন্বয়—সর্বধর্মান্[১] পরিত্যজ্য একং মাং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি। [ত্বং] মা শুচঃ। ৬৬

মূলের অনুবাদ—বর্ণধর্ম, কুলধর্ম ও আশ্রমধর্ম প্রভৃতি সর্বধর্ম[২] পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র[৩] আমারই শরণাগত হও। তুমি আমাকে আশ্রয় করিলে আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না। ৬৬

---

১ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুসারে কথিত হইয়াছে—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য শ্রেষ্ঠ ভক্তিং সমাচরেৎ।
স এব বৈষ্ণবাচারঃ কামসংকল্পবর্জিতঃ ॥

অধ্যাত্ম রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে (৬,৫৫ শ্লোকে) উক্তভাব প্রতিধ্বণিত—

ধর্মাধর্মান্ পরিত্যজ্য ত্বামেব ভজতোঽনিশম্।
সীতয়া সহ তে রাম তস্য হৃৎসুখমন্দিরম্ ॥

২ সর্বে চ তে ধর্মাশ্চ সর্বধর্মাঃ। ধর্মশব্দেন অত্র অধর্মোঽপি গৃহ্যতে, নৈষ্কর্ম্যস্য বিবক্ষিতত্বাৎ।—শংকরাচার্য। জ্ঞাননিষ্ঠেন মুমুক্ষুনা ধর্মাধর্মাদয়োস্ত্যাজ্যাতে শ্রুতিস্মৃতি উদাহরতি। নাবিরতো দুশ্চরিতাদিতি। ত্যজ ধর্মমধর্মং চ। নৈব ধর্মী ন চাধর্মী ন চৈব হি শুভাশুভীঃ যঃ স্যাদেকাসনে লীনস্তূষ্ণীং কিঞ্চিদচিন্তয়ন্ ॥

৩ ইহার অর্থ এইরূপ নহে যে, কৃষ্ণই একমাত্র মুক্তিদাতা। ব্রহ্মস্বরূপে আরূঢ় হইয়া তিনি এই অভয় বাণী শরণাগত প্রিয়ভক্তকে দিতেছেন। যাঁর যিনি ইষ্টদেব যেমন কালী, শিব, কৃষ্ণ,

শ্রীধরী টীকা—ততোঽপি গুহ্যতমমাহ—সর্বেতি। মদ্ভক্ত্যৈব সর্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়—বিশ্বাসেন বিধিকৈংকর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণো ভব। এবং বর্তমানঃ কর্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ। যতঢ়াত্বাং মদেকশরণং সর্বপাপেভ্যোঽহং মোক্ষয়িষ্যামি। ৬৬

দুর্গা, বুদ্ধ, আল্লা, মুসা, খ্রীষ্টাদি সকলেই মুক্তিদানে সমর্থ। শিবাদি দেবতা বা কৃষ্ণাদি ব্রহ্মসমুদ্রের এক একটি তরঙ্গ। এই সকল নাম ও রূপের অন্তরালে এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বিরাজিত। ইষ্টনিষ্ঠা দৃঢ়ীকরণার্থ ভগবান এই উক্তি করিলেন।

১ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন—"ইয়ং বৈষ্ণবশাস্ত্রবিহিতা শরণাগতিঃ তদযথা—যো হি যচ্ছরণো ভবতি স হি মূল্যক্রীত পশুরিব তদধীনঃ স তং যৎ কারয়তি তদেব করোতি, যত্র স্থাপয়তি তত্রৈব তিষ্ঠতি, যৎ ভোজয়তি তদেব ভুংক্তে ইতি শরণাপত্তিলক্ষণস্য ধর্মস্য তত্ত্বম্ যদুক্তং বায়ুপুরাণে—

"আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥
নিক্ষেপণমকার্পণ্যং ষড়্বিধা শরণাগতিঃ।"

ইতি ভক্তিশাস্ত্রবিহিতঃ স্বাভীষ্টদেবায় রোচমানা প্রবৃত্তিরানুকূল্যম্। তদ্বিপরীতং প্রাতিকূল্যম্। গোপ্তৃত্বে ইতি স এব মম রক্ষকো নান্য ইতি বরণম্। রক্ষিষ্যতীতি স্বরক্ষণপ্রতিকূলবস্তুমুপস্থিতেষ্বপি স মাং রক্ষিষ্যত্যেবেতি দ্রৌপদীগজেন্দ্রাদিনামিব বিশ্বাসঃ নিক্ষেপণম—স্বীয় স্থূলসূক্ষ্মদেহসহিতস্যৈব স্বস্য শ্রীকৃষ্ণার্থ এব বিনিয়োগঃ। অকার্পণ্যম্ তাত্তদ কাপি স্বদৈন্যজ্ঞাপনম্। ইতি যস্যাঃ ষড়্ বিধাতৃ অনুষ্ঠানং সর্বাং সা শরণাগতিরিতি।"

টীকাকার শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী বলেন—

"তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা।
ভগবচ্ছরণত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাসপাকতঃ॥"

তত্রাদ্যং মৃদু যথা—

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন ন সমুদ্রস্তারঙ্গঃ॥"

দ্বিতীয়ং মধ্য যথা—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্ -
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান আরও গুহ্য তত্ত্ব বলিতেছেন। আমাতে ভক্তি দ্বারা সর্বলাভ হয়—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা শাস্ত্রবিধির কৈংকর্য্য (দাসত্ব) পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও। এইরূপ করিলে কর্মত্যাগহেতু পাপ হইবে ভাবিয়া শোক করিওনা। যেহেতু মদেকশরণ তোমাকে আমি সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত করিব। ৬৬

ইদং তে নাঽতপস্কায় নাঽভক্তায় কদাচন।
ন চাঽশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥ ৬৭

অন্বয়—অতপস্কায় তে ইদং ন বাচ্যং, ন চ অভক্তায়, ন চ অশুশ্রূষবে [জনায় চ বাচ্যং], যঃ মাম্ অভ্যসূয়তি, ন চ তস্মৈ বাচ্যম্। ৬৭

মূলের অনুবাদ—এই মোক্ষশাস্ত্র স্বধর্মানুষ্ঠানহীন, ভক্তিশূন্য, শ্রবণে অনিচ্ছুক ও ঈশ্বর-বিদ্বেষী ব্যক্তিকে কদাপি বলা উচিত নহে। ৬৭

তৃতীয়মবধিমাত্রং যথ—

"সকলমিদমহং চ বাসুদেবঃ পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্তে হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ॥"

ইতি দূতম্ প্রতি যমবচনম্। অম্বরীষপ্রহ্লাদগোপীপ্রভৃতয়শ্চাস্যাং ভূমিকায়ামুদাহৃতব্যাঃ

মধুসূদন সরস্বতী গীতাব্যাখ্যা শ্রবণান্তে মন্তব্য করেন—

বচো যদ্গীতাখ্যং পরমপুরুষস্যাগমগিরাৎ
রহস্যং তদ্ব্যাখ্যামনতিনিপুণঃ কো বিতনুতাম্।
অহং দ্বৈতদ্বালাং যদিহ কৃতবানস্মি কথম
অপাহেতু-স্নেহানাং তদপি কুতুকায়েব মহতান্

রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে আছে, শরণাগত বিভীষণকে যখন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণ পরম শত্রু রাবণের ভ্রাতা বলিয়া বিনাশের সংকল্প করেন তখন ভগবান রামচন্দ্র বলিলেন—

সকৃদপি প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতং ব্রতং মম॥

শ্রীধরী টীকা—এবং গীতার্থতত্ত্বমুপদিশ্য তৎ সম্প্রদায়প্রবর্তনে নিয়মমাহ—ইদমিতি। ইদং গীতার্থতত্ত্বং তে ত্বয়া অতপস্কায় স্বধর্মানুষ্ঠানহীনায় ন বাচ্যং, ন চ অভক্তায় গুরাবীশ্বরে চ ভক্তিশূন্যায় কদাচিদপি ন বাচ্যং, ন চাঽশুশ্রূষবে পরিচর্য্যামকুর্বতে বাচ্যং, মাং পরমেশ্বরং যোঽভ্যসূয়তি মনুষ্যদৃষ্ট্যা দোষারোপেণ নিন্দতি তস্মৈ ন চ বাচ্যম্। ৬৭

টীকার অনুবাদ—এইরূপ গীতার্থ তত্ত্ব উপদেশ করিয়া সেই সম্প্রদায় প্রবর্তনের নিয়ম ভগবান বলিতেছেন। এই গীতার্থ তত্ত্ব তুমি স্বধর্ম'-নুষ্ঠানহীন ব্যক্তিকে বলিও না। এবং অভক্তকে, গুরুতে ও ঈশ্বরে ভক্তিশূন্য ব্যক্তিকে কখনও বলা উচিত নহে এবং অশুশ্রূষুকে, পরিচর্য্যা যে না করে বা শুনিতে ইচ্ছা যে না করে, তাহাকেও বলিবে না। আমাকে, পরমেশ্বরকে যে অভ্যসূয়া করে, মনুষ্য দৃষ্টিতে দোষারোপপূর্বক নিন্দা করে, তাহাকেও বলিবে না। ৬৭

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥ ৬৮

অন্বয়—যঃ পরমং গুহ্যম্ ইদং [গ্রন্থং] মদ্‌ভক্তেষু অভিধাস্যতি, সঃ ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বা অসংশয়ঃ [সন্] মাম্ এব এষ্যতি। ৬৮

মূলের অনুবাদ—যিনি এই পরমগুহ্য তত্ত্ব আমার ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করিবেন, তিনি আমাতে পরাভক্তি লাভ করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৬৮

শ্রীধরী টীকা—এতৈর্দোষৈর্বিরহিতেভ্যো মদ্‌ভক্তেভ্যো গীতাশাস্ত্রো-পদেষ্টুঃ ফলমাহ—য ইতি। মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি মদ্‌ভক্তেভ্যো যো বক্ষ্যতি স ময়ি পরাং ভক্তিং করোতি ততো নিঃসংশয়ঃ সন্ মামেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। ৬৮

টীকার অনুবাদ—এই সকল দোষ হইতে বিমুক্ত ভক্তগণের নিকট

গীতাশাস্ত্রের উপদেষ্টার যে ফল তাহা ভগবান বলিতেছেন। যে ব্যক্তি আমার ভক্তগণকে গীতোক্ত উপদেশ দিবেন, তিনিই আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন। ইহার অর্থ, তাহাতে সংশয়শূন্য হইয়া তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন। ৬৮

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥ ৬৯

অন্বয়—মনুষ্যেষু তস্মাৎ কশ্চিৎ মে প্রিয়কৃৎতমঃ চ ন [অস্তি] তস্মাৎ অন্যঃ মে প্রিয়তরঃ চ ভুবি ন ভবিতা। ৬৯

মূলের অনুবাদ—সেই হেতু মনুষ্যগণের মধ্যে তাহা অপেক্ষা অন্য কেহ আমার অধিকতর প্রিয়কারী নাই এবং অন্য কেহ আমার প্রিয়তর পৃথিবীতে হইবে না। ৬৯

শ্রীধরী টীকা—কিংচ ন চেতি। তস্মান্মদ্ভক্তেভ্যো গীতাশাস্ত্রব্যাখ্যাতুঃ সকাশাদন্যো মনুষ্যেষু মধ্যে কশ্চিদপি মম প্রিয়কৃত্তমোঽত্যন্তং পরিতোষ কর্তা নাস্তি। ন চ কালান্তরে ভবিতা ভবিষ্যতি। মমাপি তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরোঽধুনা ভুবি তাবন্নাস্তি। ন চ কালান্তরেঽপি ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। ৬৯

টীকার অনুবাদ—ভগবান আরও বলিতেছেন। সেইজন্য আমার ভক্তবৃন্দ, গীতাশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতৃগণ অপেক্ষা মনুষ্যগণের মধ্যে অন্য কেহই আমার প্রিয়কৃত্তম, অত্যন্ত পরিতোষকর্তা নাই এবং কালান্তরেও হইবেনা। আমারও সেইহেতু প্রিয়তর অন্যজন অধুনা নাই এবং কালান্তরেও হইবে না। ইহাই তাৎপর্য্য। ৬৯

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥ ৭০

অন্বয়—যঃ চ আবয়োঃ ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদম্ অধ্যেষ্যতে, তেন অহং জ্ঞানযজ্ঞেন ইষ্টঃ স্যাম্ ইতি মে মতিঃ। ৭০

মূলের অনুবাদ—আর যিনি আমাদের উভয়ের এই ধর্মীয় সংবাদ (কথোপকথন) অধ্যয়ন করিবেন তৎ কর্তৃক আমি জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা অর্চিত হইব, ইহাই আমার মত। ৭০

শ্রীধরী টীকা—পঠতঃ ফলমাহ—অধ্যেষ্যত ইতি। আবয়োঃ শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োঃ ইমং ধর্ম্যং ধর্মাদনপেতং সংবাদং যোঽধ্যেষ্যতে জপরূপেণ পঠিষ্যতি, তেন পুংসা সর্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেন জ্ঞানযজ্ঞেন অহমিষ্টঃ স্যাং ভবেয়মিতি মে মতিঃ। যদ্যপ্যসৌ গীতার্থমবুধ্যমান এব কেবলং জপতি, তথাপি মম তৎশৃণ্বতো মামেবাসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধির্ভবতি। যথা লোকে যদৃচ্ছয়াপি কশ্চিৎ কদাচিৎ কস্যচিন্নাম গৃহ্নাতি তদাসৌ মামেবায়মাহ্বয়তীতি মত্বা তৎপার্শ্বমাগচ্ছতি, তথাহমপি তস্য সন্নিহিতো ভবেয়ম্। অতএব অজামিলক্ষত্রবন্ধুপ্রমুখাণাং কথং চিন্নামোচ্চারণমাত্রেণ প্রসন্নোঽস্মি, তথৈবাস্যাপি প্রসন্নো ভবেয়মিত্যর্থঃ।৭০

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান গীতাপাঠকের ফল বলিতেছেন। আমাদের উভয়ের, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের এই ধর্ম্য, ধর্ম-সংযুক্ত সংবাদ অধ্যয়ন করে, জপরূপে পাঠ করেন সেই পুরুষকর্তৃক সর্ব-যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-যজ্ঞ দ্বারা অর্চিত হই—ইহাই আমার অভিমত। যদ্যপি কেহ গীতার্থ না বুঝিয়াও কেবল পাঠ করে, তথাপি তাহা শুনিয়া আমার বোধ হয় যেন সে আমাকেই প্রকাশ করিতেছে, যেমন যদৃচ্ছাক্রমে কেহ যদি কখন কাহারও নাম গ্রহণ করে সে আমাকেই ডাকিতেছে' মনে করিয়া তাহার পার্শ্বে আগত হয়, সেইরূপ আমিও তাহার সন্নিহিত হই। অতএব অজামিল ও ক্ষত্রবন্ধু (ধ্রুব) প্রভৃতি ভক্তগণের অনুরূপ নামোচ্চারণ মাত্রই তাহাদের প্রতি যেরূপ প্রসন্ন হইয়াছিলাম, সেইরূপ অর্থবোধহীন গীতাপাঠকের প্রতি আমি প্রসন্ন হইয়া থাকি। ইহাই ভাবার্থ। ৭০

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্য কর্মণাম্ ॥ ৭১

অন্বয়—শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়ঃ চ যঃ শৃণুয়াৎ অপি, সঃ অপি মুক্তঃ [সন্] পুণ্যকর্মণাং শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ। ৭১

মূলের অনুবাদ—যে জন শ্রদ্ধাযুক্ত ও অসূয়াশূন্য হইয়া মোক্ষশাস্ত্র শ্রবণও করে, সেও পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্মকারিগণের শুভলোকসমূহ প্রাপ্ত হয়। ৭১

শ্রীধরী টীকা—অন্যস্য জপতো যোঽন্যঃ কশ্চিৎ শৃণোতি তস্যাপি ফলমাহ—শ্রদ্ধাবানিতি। যো নরঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ কেবলং শৃণুয়াদপি শ্রদ্ধাবানপি কশ্চিৎ কিমর্থমুচ্চৈর্জপতি অবদ্ধং জপতীতি বা দোষদৃষ্টিং করোতি তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ। অনসূয়শ্চ অসূয়ারহিতো যঃ শৃণুয়াৎ সোঽপি সর্বৈঃ পাপৈর্মুক্তঃ সন্ অশ্বমেধাদিপুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ। ৭১

টীকার অনুবাদ—অন্য ব্যক্তি কর্তৃক গীতাপাঠ যদি কেহ শ্রবণ করে, তাহারও যে ফল হয়, তাহা ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। যে জন শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া কেবল শ্রবণও করে এবং শ্রদ্ধাবান্ হইয়াও যদি কেহ কিজন্য উচ্চৈঃস্বরে অবিশ্রান্তভাবে ঐ ব্যক্তি কেন পড়িতেছে অথবা পড়িতেছে এইরূপ দোষদৃষ্টি করে, তাহার ব্যাবৃত্তি নিমিত্ত (নিষেধ হেতু) ভগবান বলিতেছেন যে, অসূয়ারহিত হইয়া শ্রবণ করে সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া অশ্বমেধাদি যজ্ঞকারী পুণ্যাত্মাদিগের শুভ লোক প্রাপ্ত হয়। ৭১

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

অন্বয়—পার্থ, ত্বয়া একাগ্রেণ চেতসা এতৎ শ্রুতং কচ্চিৎ ? ধনঞ্জয়, তে অজ্ঞানসংমোহ প্রণষ্টঃ কচ্চিৎ ? ৭২

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, তুমি একাগ্রচিত্তে এই গীতাশাস্ত্র শুনিয়াছ কি ? হে ধনঞ্জয়, তোমার অজ্ঞানজনিত সম্মোহ বিনষ্ট হইল কি ? ৭২

শ্রীধরী টীকা—সম্যগ্বোধানুপপত্তৌ পুনরুপদেক্ষ্যামীত্যাশয়েনাহ—কচ্চিদিতি প্রশ্নার্থে। অজ্ঞানসম্মোহঃতত্ত্বাজ্ঞানকৃতো বিপর্য্যয়ঃ। স্পষ্টমন্যৎ।৭২

টিকার অনুবাদ—সম্যক্ বোধের উপপত্তি না হইলে, সম্যক্ বোধ না জন্মিলে পুনরায় উপদেশ দিব—এই অভিপ্রায়ে ভগবান বলিতেছেন, কচ্চিৎ শব্দ জিজ্ঞাসা অর্থে ব্যবহৃত। অজ্ঞান সম্মোহ, তত্ত্বজ্ঞানের অভাব-হেতু বিপর্য্যয়। অন্য অংশ স্পষ্ট। ৭২

অর্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ ৭৩

অন্বয়—অর্জুন উবাচ, অচ্যুত, [মম] মোহঃ নষ্টঃ, ময়া ত্বৎপ্রসাদাৎ স্মৃতিঃ লব্ধা, স্থিতঃ অস্মি, গতসন্দেহঃ [অহং] তব বচনং করিষ্যে। ৭৩

মূলের অনুবাদ—অর্জুন বলিলেন, হে অচ্যুত, তোমার কৃপায় আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে এবং আত্মস্বরূপের অনুসন্ধানরূপ স্মৃতি লাভ করিলাম। আমি নিঃসংশয় হইয়া তোমার আজ্ঞাপালনার্থ উত্থিত হইতেছি।৭৩

শ্রীধরী টীকা—কৃতার্থঃসন্নর্জুন উবাচ নষ্ট ইতি। আত্মবিষয়ো মোহ[১] নষ্টঃ। যতোঽয়মহমস্মীতি স্বরূপানুসন্ধানরূপা স্মৃতিস্ত্বৎপ্রসাদান্ময়া লব্ধা। অতঃস্থিতোঽস্মি যুদ্ধায়োপস্থিতোঽস্মি। গতঃ ধর্ম বিষয়ঃ সন্দেহো যস্য সোঽহং তবাজ্ঞাং করিষ্য ইতি। ৭৩

মোহঃ অজ্ঞানজঃ সমস্ত সংসাধারণর্থহেতুঃ সাগর ইব দুস্তরঃ নষ্টঃ। শংকরাচার্য্য।

টীকার অনুবাদ—গীতা শ্রবণে কৃতার্থ হইয়া অর্জুন বলিলেন, আমার আত্মবিষয়ক মোহ নষ্ট হইল, যেহেতু 'এই আমি' উক্ত প্রকার স্বরূপ সন্ধানরূপ স্মৃতি তোমার প্রসাদে আমি লাভ করিলাম। অতএব স্থিত হইলাম, যুদ্ধার্থ উত্থিত হইতেছি। স্বধর্ম বিষয়ে সন্দেহ যাহার গত হইয়াছে সেই আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিব। ৭৩

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্॥* ৭৪

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ, অহম্ ইতি বাসুদেবস্য পার্থস্য চ ইমং লোমহর্ষণম্ অদ্ভুতং সংবাদম্ অশ্রৌষম্। ৭৪

মূলের অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন, এইরূপে আমি মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জুনের এই রোমাঞ্চকর অত্যদ্ভুত কথোকথন শুনিলাম। ৭৪

শ্রীধরী টীকা—তদেবং ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদং কথয়িত্বা প্রস্তুতাং কথামনুসন্দধানঃ সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি। লোমহর্ষণং লোমাঞ্চকরং সংবাদমশ্রৌষং শ্রুতবানহম্। স্পষ্টমন্যৎ। ৭৪

টীকার অনুবাদ—এইরূপ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন বলিয়া সঞ্জয় প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ, উপসংহারার্থ বলিতেছেন। রোমহর্ষণ, রোমাঞ্চকর সংবাদ, কথোপকথন আমি শুনিয়াছি। অন্য অংশ স্পষ্ট। ৭৪

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥ ৭৫

অন্বয়—অহং ব্যাস প্রসাদাৎ ইমং পরং গুহ্যং যোগং কথয়তঃ স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ সাক্ষাৎ কৃষ্ণাৎ শ্রুতবান্। ৭৫

---

* লোমহর্ষণমিতি বা পাঠঃ।

মূলের অনুবাদ—ভগবান ব্যাসদেবের অনুগ্রহে এই গুহ্যতম যোগতত্ত্ব স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে প্রত্যক্ষভাবেই শুনিয়াছি। ৭৫

শ্রীধরী টীকা—আত্মনস্তৎশ্রবণে সম্ভাবনামাহ—ব্যাসপ্রসাদাদিতি। ভগবতা ব্যাসেন দিব্যং চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি মহ্যং দত্তম্, অতো ব্যাসস্য প্রসাদাদেতৎ অহং শ্রুতবানস্মি। কিং তদিত্যপেক্ষায়ামাহ—পরং যোগম্[১]। পরত্বমাবিষ্করোতি। যোগেশ্বরাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ স্বয়মেব সাক্ষাৎ কথয়তঃ শ্রুতবানিতি। ৭৫

টীকার অনুবাদ—সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহুদূরে থাকিলেও উক্ত সংবাদ শ্রবণের সম্ভাবনা বলিতেছেন। ভগবান্ ব্যাসদেব দিব্য চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতি আমাকে প্রদান করেন। অতএব ব্যাসের অনুগ্রহেই আমি বহুদূরে থাকিয়াও এই কথোপকথন শুনিতেছি। কি তাহা? এই আশয়ে বলিতেছেন, উহা শ্রেষ্ঠ যোগ। উহার পরত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব করিতেছেন। সাক্ষাৎ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে আমি এই ব্রহ্মযোগ শুনিয়াছি। ৭৫

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥৭৬

অন্বয়—রাজন্, কেশবার্জুনয়োঃ ইমং পুণ্যম্ অদ্ভুতং সংবাদং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য মুহুঃ মুহুঃ হৃষ্যামি। ৭৬

মূলের অনুবাদ—হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, কেশব ও অর্জুনের এই অতি পবিত্র অলৌকিক কথোপকথন পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া প্রতিক্ষণেই রোমাঞ্চিত হইতেছি। ৭৬

শ্রীধরী টীকা—কিংচ রাজন্নিতি। হৃষ্যামি রোমাঞ্চিতো ভবামি হর্ষং প্রাপ্নোমীতি বা। স্পষ্টমন্যৎ। ৭৬

[১] যোগম্ যোগার্থত্বাদ্ গ্রন্থোঽপি যোগঃ—মধুসূদন সরস্বতী।

টীকার অনুবাদ—সঞ্জয় আরও বলিতেছেন, হৃষ্ট হইতেছি, রোমাঞ্চিত হইতেছি অথবা হর্ষ পাইতেছি। অন্য অংশ স্পষ্ট।৭৬

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ ॥ ৭৭

অন্বয়—রাজন্, হরেঃ তৎ অদ্ভুতং রূপং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ মে মহান্ বিস্ময় চ [ভবতি], অহং পুনঃপুনঃ হৃষ্যামি। ৭৭

মূলের অনুবাদ—হে মহারাজ, শ্রীহরির সেই অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ[১] পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া আমার অসীম বিস্ময় হইতেছে। আর আমি পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছি। ৭৭

---

১ সঞ্জয় ও অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ কুরুক্ষেত্রে দেখিয়াছিলেন। মহাভারতের অনুগীতা পর্বে চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে আছে, গৌতমের শিষ্য উতংককে ভগবান বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের ভগবদ্‌যান পর্বে ঊনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ে আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে পাণ্ডবদের দূতরূপে কৌরবসভায় যাইয়া দ্রোণ, ভীষ্ম, বিদুর, সঞ্জয় ও ঋষিগণ এবং ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষু দিয়া এইরূপে বিশ্বরূপ দেখাইলেন।

দুর্যোধন কৃষ্ণকে উক্ত সভায় বন্ধন করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ উচ্চহাস্য করিলেন। তখন তাঁহার শরীর হইতে বিদ্যুৎবৎরূপবান্ অগ্নিতুল্য তেজস্বী অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত দেবগণ আবির্ভূত হইতে লাগিলেন। তাঁহার ললাট হইতে ব্রহ্মা, বক্ষঃ হইতে রুদ্র, হস্ত হইতে লোকপালগণ, মুখমণ্ডল হইতে অনল, আদিত্য, সাধ্য, বসুগণ, বায়ুগণ, অশ্বিনীযুগল, ইন্দ্র ও ত্রয়োদশ বিশ্বদেব সমুৎপন্ন হইলেন। এইরূপ দাক্ষিণ বাহু হইতে ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়, বাম বাহু হইতে হলধর বলরাম এবং পৃষ্ঠ হইতে ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ উদ্যতায়ুধ হইয়া আবির্ভূত হইলেন। শংখ, চক্র, গদা, শক্তি, শার্ঙ্গ, লাঙ্গল ও নন্দকাদি মহাস্ত্র সমুদ্যত হইয়া তাঁহার বাহুসমূহে দীপ্যমান হইতে লাগিল। তাঁহার নেত্র, নাসিকা ও শ্রোত্র হইতে ধূমসংবলিত অতি ভীষণ হুতাশন শিখা আবির্ভূত হইল এবং লোমকূপ হইতে সৌরকিরণবৎ কিরণসমূহ নিঃসৃত হইতে লাগিল। জ্ঞানচক্ষুপ্রাপ্ত দ্রোণ, ভীষ্ম, বিদুর, সঞ্জয় ও ঋষিগণ ব্যতীত তত্রস্থ ভূপালগণ পুরুষোত্তম বাসুদেবের সেই রুদ্রমূর্তি বা বিশ্বরূপ নিরীক্ষণ করিয়া ভয়াকুল চিত্তে নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন। সভাস্থলে শ্রীকৃষ্ণের সর্বলোকাতীত অত্যাশ্চর্য্যজনক বিশ্বমূর্তি অবলোকন করিয়া দেবদুন্দুভিসমূহ

শ্রীধরী টীকা—কিংচ তচ্চেতি। তদিতি বিশ্বরূপং নির্দিশতি। স্পষ্টমন্যৎ।৭৭

টীকার অনুবাদ—আরও বলিতেছেন, তৎশব্দে পূর্ব দৃষ্ট বিশ্বরূপ নির্দেশ করিতেছেন। অন্য অংশ স্পষ্ট। ৭৭

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাপ্তা।

অন্বয়—যত্র [পক্ষে] যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ, যত্র ধনুর্দ্ধরঃ পার্থঃ [বিদ্যতে], তত্র শ্রীঃ বিজয়ঃ ভূতিঃ ধ্রুবা নীতিঃ ইতি মে মতিঃ। ৭৮

মূলের অনুবাদ—যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও গাণ্ডীবধারী পার্থ থাকেন, সেই পক্ষে নিশ্চিতা রাজ্যলক্ষ্মী, বিজয়, অভ্যুদয় ও ন্যায় বর্তমান—ইহাই আমার নিশ্চয়। ৭৮

মূলের অনুবাদ—ভগবান ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী মহাভারতে ভীষ্ম পর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে মোক্ষযোগ নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীধরী টীকা—অতস্ত্বং পুত্রাণাং রাজ্যাদিকাংক্ষাং পরিত্যজেত্যাশয়েনাহ—যত্রেতি। যত্র যেষাং পাণ্ডবানাং পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণো বর্ত্ততে,

নিপাতিত ও পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অন্য কর্তৃক অদৃশ্যমান জ্ঞানচক্ষুদ্বয় দান করেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র বাসুদেবের বিশ্বরূপ সন্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হন। সেই সময় পৃথিবী বিচলিত ও সাগর সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল। অনন্তর ভগবান্ বিশ্বরূপ উপসংহার করিয়া কৌরবসভা হইতে বিদায় লইলেন।

যত্র পার্থো চ গাণ্ডীবধনুর্দ্ধরঃ তত্রৈব শ্রীঃ রাজ্যলক্ষ্মীঃ, তত্রৈব চ বিজয়ঃ, তত্রৈব চ ভূতিরুত্তরোত্তরাভিবৃদ্ধিশ্চ, তত্রৈব নীতির্নয়োঽপি ধ্রুবা নিশ্চিতেতি সর্বত্র সম্বধ্যতে। ইতি মম মতিনিশ্চয়ঃ। অত ইদানীমপি তাবৎ সপুত্রস্ত্বং শ্রীকৃষ্ণং শরণমুপেত্য পাণ্ডবান্ প্রসাদ্য সর্বস্বং চ তেভ্যো নিবেদ্য পুত্রপ্রাণরক্ষাং কুরু ইতি ভাবঃ।

"ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ।
সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থসংগ্রহঃ॥"

তথাহি—

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ, ভক্ত্যালভ্যস্ত্বনন্যয়া।
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যস্ত্বহমেবংবিধোঽর্জুন॥"

ইত্যাদৌ ভগবদ্ভক্তের্মোক্ষং প্রতি সাধকতমত্বশ্রবণাত্তদেকান্তভক্তিরেব তৎপ্রসাদোত্থজ্ঞানাবান্তরব্যাপারমাত্রযুক্তা মোক্ষহেতুরিতি স্ফুটং প্রতীয়তে জ্ঞানস্য ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বমেব যুক্তম্।

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।"
ইত্যাদিবচনাৎ তত্ত্বজ্ঞানমেব ভক্তিরিত্যুক্তম্।
"সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ॥"

ইত্যাদৌ ভেদদর্শনাৎ। ন চৈবং সতি "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধ শংকনীয়ঃ, ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বাৎ জ্ঞানস্য। ন হি কাষ্ঠৈঃ পচতীত্যুক্তে জ্বালানামসাধনত্বমুক্তং ভবতি। কিংচ—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

'দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং বাচষ্টে,' 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য' ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণবচনান্যেবং সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি। তস্মাদ্ভগবদ্-ভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধম্। ৭৮

তেনৈব দত্তয়া মত্যা তদ্গীতাবিবৃতিঃ কৃতা।
স এব পরমানন্দস্তয়া প্রীণাতু মাধবঃ॥
পরমানন্দপাদাব্জরজঃ শ্রীধারিণাধুনা।
শ্রীধরস্বামিযতিনা কৃতা গীতা সুবোধিনী॥

স্বপ্রাগল্‌ভ্যবলাদ্বিলোড্য ভগদ্গীতাং তদন্তর্গতং
তত্ত্বং প্রেপ্সুরুপৈতি কিং গুরুকৃপাপীযূষ দৃষ্টিংবিনা।
অম্বু স্বাঞ্জলিনা নিরস্য জলধেরাদিৎসুরন্তর্মণী-
নাবর্ত্তেষু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সংকর্ণধারং বিনা॥ *

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং পরমার্থ নির্ণয়ো † নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

টীকার অনুবাদ—অতএব তুমি (ধৃতরাষ্ট্র) পুত্রগণের পক্ষে রাজ্যাদি লাভের আকাংক্ষা পরিত্যাগ কর। এই আশয়ে সঞ্জয় বলিতেছেন, যে

* অভিনব গুপ্তাচার্য্য বিরচিত গীতার্থ সংগ্রহে এই শ্লোক উদ্ধৃত

ভংক্ত্বা জ্ঞানবিমোহমন্থরময়ীং সত্ত্বাদিভিন্নাং ধিয়ং
প্রাপ্য স্বাত্ম বিবোধসুন্দরতয়া বিষ্ণুং বিকল্পাতিগম্।
যৎকিঞ্চিৎ স্বরসোত্থদিন্দ্রিয় নিজব্যাপারমাত্রস্থিতেঃ
হেলাতঃ কুরুতে ত্বমত্র সকলঃ সম্পদ্যতে শংকরম্॥

মধুসূদন সরস্বতী কৃত গীতাব্যাখ্যার শেষে এই শ্লোক পাওয়া যায়।

শ্রীরামবিশ্বেশ্বরমাধবানাং প্রসাদমাসাদ্যময়াগুরূণাম্।
ব্যাখ্যানমেতৎ বিহিতং সুবোধং সমর্পিতং তচ্চরণাম্বুজেষু॥

† মোক্ষসন্ন্যাসযোগো বা।

পক্ষে যোগিগণের রাজা শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান এবং যে পক্ষে গাণ্ডীব ধনুর্ধারী পার্থ অবস্থিত, সেই পক্ষেই শ্রী, রাজ্যলক্ষ্মী,-সেখানেই বিজয় ও সেখানেই ভূতি, উত্তরোত্তর অভিবৃদ্ধি, সেইখানেই নীতি, ন্যায়—ইহাই আমার মতি, নিশ্চয়। ধ্রুবা, নিশ্চিতা শব্দ শ্রী, বিজয়, ভূতিও নীতির সহিত সম্বন্ধ, অন্বিত হইবে। অতএব এখনও পুত্রগণসহ তুমি শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া পাণ্ডবগণকে প্রসন্ন করিয়া তাহাদিগকে সর্বস্ব নিবেদন, সমর্পণপূর্বক পুত্রগণের প্রাণরক্ষা কর—ইহাই ভাবার্থ। ভগবদ্‌ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিই ঈশ্বরের প্রসাদে আত্মজ্ঞান লাভপূর্বক অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হন। ইহাই গীতার সারার্থ। ভক্তির মুক্তিসাধকত্ব বিষয়ে প্রমাণই ভগবদ্‌বাক্য। অষ্টম অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, "হে পার্থ, অনন্য ভক্তি দ্বারা সেই পরম পুরুষ লভ্য হন।" আবার তিনি একাদশ অধ্যায়ে ৪৪ শ্লোকে বলিয়াছেন,"হে অর্জুন, আমার বিশ্বরূপ অনন্যা ভক্তি দ্বারা দৃষ্ট ও জ্ঞাত হয়।" এই সকল বাক্যে ভক্তির মোক্ষসাধকত্ব শ্রুত হয় বলিয়া সেই একান্ত ভক্তিই তোমার প্রসাদে উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানরূপ অবান্তর ব্যাপার সহিত যুক্ত হইয়া মোক্ষের হেতু হয়—ইহাই সুস্পষ্ট প্রতীত হইল। তত্ত্বজ্ঞানের অবান্তর ব্যাপারতা বিষয়েও দশম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, "সেই সততযুক্ত ও প্রীতিপূর্বক ভজনকারী ভক্তদিগকে আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহার দ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। আবার তিনি ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে বলিয়াছেন, "মদ্ভক্ত ইহা জানিয়া মদ্ভাব প্রাপ্তির যোগ্য হয়। এই সকল ভগবদ্‌বাক্য হইতে প্রমাণিত হয়, জ্ঞানই ভক্তি নহে; কিন্তু জ্ঞান ভক্তির অবান্তর ব্যাপার। কারণ ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আঠার শ্লোকে বলিয়াছেন, সর্বভূতে সমদর্শী ব্যক্তি পরমা মদ্ভক্তি লাভ করেন।" অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৫ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন, আমি যাহা ও যেরূপ হই, তাহা তত্ত্বতঃ ভক্ত জানিতে পারে। এই দুই শ্লোকে ভগবান ভক্তি ও জ্ঞানের ভেদ নির্দেশ করিতেছেন। যদিও

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ৩৷৮ এবং ৬৷১৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, "তাঁহাকে জানিয়া জ্ঞানী মোক্ষপ্রাপ্ত হন। অন্য মুক্তির পন্থা বা মোক্ষমার্গ নাই।" এই শ্রুতি বাক্যের সহিত গীতা বাক্যের বিরোধ শংকণীয় নহে। কারণ ভক্তির অবান্তর ফলমাত্রই জ্ঞান। যেমন কাষ্ঠ দ্বারা পাক করে—এই কথা বলিলে অগ্নির অসাধনত্ব উক্ত হয় না। অগ্নিও কাষ্ঠের ন্যায় যেরূপ সাধন হইয়া থাকে, জ্ঞানও সেইরূপ সাধন। সেইজন্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬৷২৩) উক্ত হইয়াছে, "যাহার দেবতাতে পরা ভক্তি এবং যেমন দেবতাতে সেইরূপ গুরুতেও ভক্তি, সেই মহাত্মার নিকটে এই সকল কথিত তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়।" আবার নৃসিংহপূর্বতাপনীয় উপনিষদে (১৷৭) উক্ত হইয়াছে, "দেহান্ত হইলে ইষ্টদেব তারক ব্রহ্মের উপদেশ করেন। কঠোপনিষদে (২৷২২) আছে, "যাহাকে ভগবান কৃপা করেন, তৎকর্তৃকই তিনি লভ্য হন। এই সকল শ্রুতি, স্মৃতিও পুরাণের বাক্য সামঞ্জস্য লাভ করে। অতএব, ইহা সিদ্ধ হইল যে, ভক্তিই মোক্ষের কারণ।

তৎকর্তৃক প্রদত্ত বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার গীতা ব্যাখ্যা করা হইল। ইহার দ্বারা সেই পরমানন্দ মাধব প্রীত হউন। সেই পরমানন্দ পুরুষের শ্রীপাদ রজের শোভাধারী শ্রীধর স্বামী যতি কর্তৃক এই সুবোধিনী টীকা রচিত হইল। স্বীয় প্রাগল্‌ভাবলে ভগবদ্গীতা আলোড়ন করিয়া তত্ত্বলাভেচ্ছু ব্যক্তি কি গুরুকৃপারূপ অমৃত দৃষ্টি ব্যতীত তদন্তর্গত তত্ত্বলাভ করিতে পারে? যেমন নিজ অঞ্জলি দ্বারা সমুদ্রসলিল আলোড়ন করিয়া জলমধ্যস্থ মণি-প্রেপ্সু ব্যক্তি কি সৎকর্ণধার ব্যতিরেকে আবর্তমধ্যে ডুবিয়া যায় না? সুতরাং গুরুকৃপাব্যতীত গীতাতত্ত্বের অবগতি অসম্ভব। ৭৮

আচার্য্য শ্রীধর স্বামী বিরচিত গীতা টীকা সুবোধিনীর পরমার্থ-নির্ণয় নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট

শব্দকোশ*

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ও, ঔ, ঋ

*অর্জুন—১।৪, ১।২১, ১।২৮, ১।৪৬, ২।২, ২।৪, ২।৪৫, ২।৫৪, ৩।১, ৩।৭, ৩।৩৬, ৪।৪, ৪।৫, ৪।৯, ৪।৩৭, ৫।১, ৬।৩২-৩৩, ৬।৩৭, ৬।৪৬, ৭।১৬, ৭।২৬, ৮।১, ৮।১৬, ৯।১৯, ১০।১২, ১০।৩২, ১০।৩৯, ১০।৪২, ১১।১৫, ১১।৩৬, ১১।৪৭, ১১।৫০, ১১।৫১, ১১।৫৪, ১২।১

উত্তমৌজা—১।৬,

অশ্বত্থামা—১।৮,

আত্মবান—২।৪৫, ৪।৪১

আত্মা—২।৫৫

আত্মরতি—৩।১৭

ইক্ষ্বাকু—৪।১

ঈশ্বর—৪।৬, ১৩।২৯, ১৫।৮, ১৫।১৭, ১৬।১৪, ১৮।৬১

আত্মমায়া—৪।৬

ওঁ—৮।১৩

উত্তরায়ণ—৮।২৪

অসিত—১০।১৩

উচ্চৈঃশ্রবা—১০।২৭

ঐরাবত—১০।২৭

* দাঁড়ির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংখ্যা দ্বারা যথাক্রমে অধ্যায় ও শ্লোক-সংখ্যা সূচিত।

ক, খ, গ, ঘ, ঙ

চ, ছ, জ, ঝ, ঞ

ত, থ, দ, ধ, ন

প, ফ, ব, ভ, ম

য, র, ল, ব, হ, শ, ষ, স

যজুর্বেদের ভূমিকা

চতুর্বেদ হিন্দুধর্মের আদিশাস্ত্র। এই চতুর্বেদের মধ্যে যজুর্বেদ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। যজুঃমন্ত্র গদ্যময়। বৈদিক যজ্ঞে অধ্বর্য্যু ও তাঁহার সহকারিগণ যজুমন্ত্রে আহুতি প্রদান করেন। যজুঃ শব্দ পুংলিঙ্গ। 'যজুরেব বেদঃ, যজুষাং বেদঃ' ইতি বা যজুর্বেদঃ। 'জ্যোতিষতত্ত্ব' গ্রন্থে লিখিত আছে—

ঋগ্বেদাধিপতির্জীবঃ সামবেদাধিপঃ কুজঃ।
যজুর্বেদাধিপঃ শুক্রঃ শশিজোঽথর্ববেদরাট্॥

ঋগ্বেদের অধিপতি বৃহস্পতি, সমবেদের অধিপতি মঙ্গলগ্রহ, যজুর্বেদের অধিপতি শুক্রগ্রহ ও অথর্ববেদের অধিপতি শশিপুত্র বুধগ্রহ।

দ্বাপর যুগে বেদব্যাস ব্রহ্মার নির্দেশে অবিভক্ত বেদরাশিকে চারিভাগে বিভক্ত করেন ও স্বীয় শিষ্য বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ শিক্ষা দেন। বৈশম্পায়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য অতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয়ের ফলে গুরু কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া গুরুদত্ত বেদ-বিদ্যা উদ্‌গীরণ করেন। অনন্তর তিনি উপাসনা দ্বারা সূর্য্য-দেবকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বেদ-বিদ্যা পুনঃ প্রাপ্ত হন। ইহাই শুক্ল যজুর্বেদ। যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক পরিত্যক্ত বেদকে কৃষ্ণ যজুর্বেদ বলা হয়। বৈশম্পায়নের অন্যান্য শিষ্যবৃন্দ উহাকে তিত্তিরি পক্ষীরূপে পুনরায় গ্রহণ করায় উহা তৈত্তিরীয় সংহিতা নামেও প্রসিদ্ধ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যক কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত এবং শতপথ ব্রাহ্মণ শুক্ল যজুর্বেদের অঙ্গীভূত। শুক্ল যজুর্বেদ মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব শাখাদ্বয়ে বিভক্ত। কঠোপনিষৎ কৃষ্ণ যজুর্বেদের কাঠক শাখার মধ্যবর্তী। মহানারায়ণ ও তৈত্তিরীয় উপনিষৎ দ্বয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের শেষাংশ। শুক্ল যজুর্বেদের অন্তিম অধ্যায়ই ঈশোপনিষৎ এবং শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ ছয় অধ্যায় বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। যজুর্বেদান্তর্গত মুক্তিকোপনিষদে ঈশাদি অষ্টোত্তর শত উপনিষদের নাম পাওয়া যায়।

জীবন্মুক্ত সায়ণাচার্য্য কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা ও শুক্ল যজুর্বেদীয় কাণ্বসংহিতার উপর বিস্তৃত ভাষ্য লিখিয়াছেন। কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যক এবং শুক্ল যজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণের উপরও সায়ণ ভাষ্য পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণ বৃহৎগ্রন্থ এবং একশত বৃহৎ অধ্যায়ে সমাপ্ত। সায়ণাচার্য্য বিজয়নগরের রাজা বুক্ক রায়ের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি রাজার নির্দেশে প্রথমে কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্য রচনা করেন। উক্ত ভাষ্যের ভূমিকায় সায়ণাচার্য্য বলেন, "এবং সতি অধ্বর্যু-সম্বন্ধিনি যজুর্বেদে নিষ্পন্নং যজ্ঞ শরীরম্ উপজীব্য, তদপেক্ষিতৌ-স্তোত্র-শাস্ত্ররূপৌ অবয়বৌ ইতরেণ বেদদ্বয়েন পূর্যতে ইত্যুপজীব্যস্য যজুর্বেদস্য প্রথমতো ব্যাখ্যানং যুক্তম্।" ইহার অর্থ, যজ্ঞে আবশ্যক অধ্বর্যু, হোতা,

উদ্গাতা ও ব্রহ্মা—এই চারি ঋত্বিকের মধ্যে অধ্বর্যু প্রধান; কারণ, তিনিই যজ্ঞের সমস্ত অনুষ্ঠান যজমান দ্বারা বিধান করান। ঋগ্বেদে আছে, "যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উত্বঃ।" অর্থাৎ অধ্বর্যুই যজ্ঞের স্বরূপ নির্মাণ করেন। ঋগ্বেদ ও সামবেদ অন্যান্য যজ্ঞাঙ্গ স্তোত্র ও শাস্ত্র দ্বারা পূর্ণ করেন। এইজন্য সর্ব প্রথমে যজুর্বেদের ব্যাখ্যানই যুক্তিসঙ্গত। যজুঃ শব্দের নিরুক্তি যজুঃ যজতেঃ। অধ্বর্যুই যজ্ঞের নিষ্পাদক ও ইহার কর্মকে আধ্বর্যব বলে। সম্ভবতঃ সায়ণাচার্য্য তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়ী ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাই তিনি সর্ব প্রথমে তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। কৃষ্ণ যজুর্বেদের বহু শাখার মধ্যে একমাত্র তৈত্তিরীয় সংহিতা পাওয়া যায়। উক্ত ভাষ্যের আরম্ভে সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন—

ব্যাখ্যাতা সুখবোধায় তৈত্তিরীয়ক সংহিতা।
তদ্ ব্রাহ্মণং ব্যাকরিষ্যে সুখেনার্থ বিবুদ্ধয়ে॥
ব্যাখ্যাতা সুখবোধার্থং তৈত্তিরীয়ক সংহিতা।
তদ্ ব্রাহ্মণং চ ব্যাখ্যাতং শিষ্টমারণ্যক ততঃ॥

অধুনা শুক্ল যজুর্বেদের অন্তর্গত মাধ্যন্দিন সংহিতা ও কাণ্ব সংহিতা বিদ্যমান। সায়ণাচার্য্যের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে রাজা ভোজের শাসনকালে আচার্য্য উবট মাধ্যন্দিন সংহিতার ভাষ্য লিখিয়াছেন। তৎকৃত ভাষ্যের নাম মন্ত্রভাষ্য। উক্ত মর্মে উবটাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যের পরিশেষে লিখিয়াছেন—

আনন্দপুর বাস্তব্যবজ্রটাখ্যস্য সূনুনা।
উবটেন কৃতং ভাষ্যং পদবাক্যৈঃ সুনিশ্চিতৈঃ॥
ঋষ্যাদীংশ্চ নমস্কৃত্য অবন্ত্যামুবটোঽবসন্।
মন্ত্রাণাং কৃতবান্ ভাষ্যং মহীং ভোজে প্রশাসতি॥

অনুবাদ—আনন্দপুরবাসী বজ্রট নামক ব্রাহ্মণের পুত্র উবট কর্তৃক সুনিশ্চিত পদবাক্য সহযোগে এই মন্ত্র ভাষ্য রচিত হইয়াছে। ঋষি প্রভৃতি

গুরুজনকে নমস্কার করিয়া অবন্তীপুরে উবট অবস্থানপূর্বক এই মন্ত্রভাষ্য রচনা করিলেন। তখন মহীপতি ছিলেন রাজা ভোজ।

এই অবন্তীপুর কি মোক্ষধাম উজ্জয়িনী? কোন শ্লোকে পাওয়া যায়, সপ্তমোক্ষতীর্থের মধ্যে অবন্তী অন্যতম।

শুক্ল যজুর্বেদ, অথবা বাজসনেয়ী সংহিতার মহীধরকৃত ভাষ্য পাওয়া যায়। মহীধর ভাষ্যের নাম বেদদীপ। মহীধরকৃত ভাষ্যের শেষ শ্লোকটি এই—

শ্রীমান্ মহীধরকৃতে বেদদীপে মনোহরে।
ব্যরমচ্চরমোঽধ্যায়ঃ পরমাত্মনিরূপকঃ॥

অনুবাদ—শ্রীমৎ মহীধরাচার্য বিরচিত মনোহর বেদদীপে পরমাত্ম-নিরূপক অন্তিম অধ্যায় রচিত হইল। মহাবীর রত্নাকরের পৌত্র ও রামভক্তের পুত্র। কাশীধামে থাকিয়া ইনি কেশব মিশ্রের পুত্র রত্নেশ্বর মিশ্রের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন। 'অদ্ভুত বিবেক', 'ঈশাবাস্য উপনিষৎ ভাষ্য', 'একাক্ষর কোষ', 'কাত্যায়ন গৃহ্যসূত্র ভাষ্য', 'কাত্যায়ন শুল্বসূত্র ভাষ্য,' 'নৃসিংহপটল', 'পুরুষ সূক্ত টীকা', 'মাতৃকা নির্ঘণ্ট', "যোগবাশিষ্ঠ সার বিবৃতি' রামগীতা টীকা, রুদ্রজপ ভাষ্য, ষড়ঙ্গ রুদ্রভাষ্য, সারস্বত প্রক্রিয়া টীকা ও সৌত্রামণি বিনিয়োগ সূত্রার্থ নামক কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন তৎকর্তৃক ১৫৯৭ খ্রীঃ মন্ত্রমহোদধি ও নৌকা নাম্নী তৎটীকা রচিত হয়।

ভাষ্যকার মহীধর শুক্লযজুর্বেদের চরম অধ্যায়কে পরমাত্মনিরূপক আখ্যা দিয়াছেন। কারণ, উক্ত বেদ চল্লিশ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং চত্বারিংশ অধ্যায়ই ঈশোপনিষৎ। উপনিষৎ শব্দের মুখ্যার্থ ব্রহ্মবিদ্যা। সেইজন্য উহা জ্ঞান কাণ্ডের অন্তর্গত এবং পরমাত্ম নিরূপক। উবট ও মহীধর কৃত ভাষ্যদ্বয়সমন্বিত শুক্ল যজুর্বেদের একটি চমৎকার সংস্করণ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নির্ণয় সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বেদের

ষোড়শ অধ্যায়ে শতরুদ্রীয় মন্ত্রাবলী বিদ্যমান। এই হেতু উক্ত অধ্যায়ের নাম রুদ্রাধ্যায়। ইহার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। এই বেদের ছত্রিশ অধ্যায়ে শান্তিপাঠ লিপিবদ্ধ। এই শান্তিপাঠ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

আচার্য্য সায়ণকৃত কাণ্ব ভাষ্যের প্রথম বিশ অধ্যায় কাশী চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ সায়নাচার্য্য কাণ্ব সংহিতার শেষ বিশ অধ্যায়ের ভাষ্য রচনা করেন নাই। উক্ত মর্মে অনন্তাচার্য্য স্বরচিত কাণ্ব সংহিতা ভাষ্যের প্রারম্ভে বলেন—

ব্যাখ্যাতা কাণ্ব শাখীয়ো সংহিতা পূর্ব বিংশতিঃ।
মাধবাচার্য্যবর্যেণ স্পষ্টীকৃতা ন চোত্তরা॥

অনুবাদ—আচার্য্যবর মাধবানুজ (সায়ণ) কাণ্ব সংহিতার প্রথম বিশ অধ্যায়ের ভাষ্য রচনা করিলেন; কিন্তু শেষ বিশ অধ্যায় অব্যাখ্যাত রাখিলেন।

তৈত্তিরীয় সংহিতার সায়ন পূর্ব ভাষ্যকারগণের মধ্যে ভট্ট ভাস্কর মিশ্রের পুরা ভাষ্য পাওয়া যায়। কুণ্ডিণ তৈত্তিরীয় সংহিতার বৃত্তিকার ছিলেন। ইহার কাণ্ডানুক্রমণীর এই শ্লোকার্ধে জানা যায়, "যস্যাঃ পদকৃদাত্রেয়ো বৃত্তিকারস্তু কুণ্ডিণঃ।" ইহার অর্থ, পদপাঠকার আত্রেয়ের সহিত সম্বন্ধ থাকায় কুণ্ডিন এক প্রাচীন আত্রেয় প্রতীত হয়। কুণ্ডিনের গ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। আচার্য ভবস্বামীও তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। কেশব স্বামী প্রণীত 'বৌধায়ণ প্রয়োগ সার' গ্রন্থের আরম্ভে উক্ত মর্মে এই বাক্য পাওয়া যায়, "ভবস্বামিমতানুসারিণা ময়া তু উভয়নপ্যঙ্গীকৃত্য প্রয়োগসারঃ ক্রিয়তে।" ইহাব অর্থ, ভবস্বামীর মতানুসারে উভয়কে স্বীকার করিয়া প্রয়োগসার গ্রন্থ মৎকর্তৃক রচিত রচিত হইল। ভাস্কর ভট্টকৃত তৈত্তিরীয় সংহিতা ভাষ্যের প্রারম্ভে ভবস্বামীর

নাম উল্লিখিত। সুতরাং ভাস্কর ভট্টও নিঃসন্দেহে তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্যকার ছিলেন।

গুহদেবও তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্যকার। ইহার নিশ্চিত প্রমাণ দেবরাজযজ্বা প্রণীত নিঘণ্টু ভাষ্যে পাওয়া যায়। নিঘণ্টু ভাষ্যের প্রারম্ভে দেবরাজযজ্বা গুহদেবকে তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্যকাররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকোক্ত 'রশ্ময়শ্চ দেবো গরগিরঃ' মন্ত্রের গরগিরঃ শব্দের গুহদেবকৃত ব্যাখ্যা দেবরাজ কর্তৃক এইভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে, "তথাচ 'রশ্ময়শ্চ দেবো গরগিরঃ' ইত্যত্র গুহদেবঃ 'গরমুদকং গিরন্তি পিবন্তীতি গরগিরঃ ইতি ভাষ্যং কৃতবান।" অতএব, গুহদেবও প্রাচীন ভাষ্যকার ছিলেন। আচার্য রামানুজকৃত 'বেদার্থ সংগ্রহ' গ্রন্থে গুহদেবের নামোল্লেখ এইরূপে দেখা যায়, "যথোদিত ক্রমপরিণত ভক্ত্যৈক লভ্য এব ভগবদ্ বোধায়ন-টঙ্ক-দ্রমিড়-গুহদেব-কপর্দী-ভারুচি-প্রভৃত্যবিগীত শিষ্ট পরিগৃহীত পুরাতন বেদবেদান্ত ব্যাখ্যান সুব্যক্তার্থ শ্রুতিনিকর নিদর্শিতোঽয়ম্ পন্থাঃ। অতএব, বিক্রমাব্দের অষ্টম বা নবম শতকে গুহদেবের আবির্ভাব অনুমানসিদ্ধ। আচার্য্যক্ষুর তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্যকার ছিলেন। সায়ণাচার্য্যকৃত 'মাধবীয়া ধাতুবৃত্তি' গ্রন্থে ইহার অনেক নির্দেশ পাওয়া যায়। ক্ষুরের নাম সায়ণকর্তৃক ভট্টভাস্করের নামের পূর্বে এইভাবে তৈত্তিরীয় সংহিতা ভাষ্যে (৪।৩।১১) উল্লিখিত—"যথা ত্রয় এনাং মহিমানঃ স চন্তে ইত্যত্র ক্ষুর ভট্টভ সচন্তে সেবন্তে ইতি।" প্রয়াগের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলদেব উপাধ্যায় মন্তব্য করেন, "ক্ষুর ভাস্কর মিশ্রের পূর্বে বর্তমান ছিলেন ও তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্য রচনা করেন। ভট্টভাস্কর মিশ্র সায়ণপূর্ব বেদভাষ্যকার। সায়ণ স্বীয় বেদভাষ্যে ও দেবরাজযজ্বা স্বীয় নিঘণ্টুভাষ্যে ভট্টভাস্করের উক্তি সাদরে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সময় সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীর নিকটবর্তী। ইহার ভাষ্যের নাম জ্ঞানযজ্ঞ, যাহা মহীশূর

সংস্কৃত গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত পণ্ডিত বলদেব ভট্টভাস্করের সময় নির্ধারণ সম্বন্ধে বলেন, বিক্রমাব্দের পঞ্চদশ শতকের পূর্বেই তিনি বিদ্যমান ছিলেন। 'সুদর্শনমীমাংসা' গ্রন্থের রচয়িতা বেদাচার্য্যের কাল ত্রয়োদশ বিক্রমাব্দ। বেদাচার্য্য লক্ষ্মণ নামেও পরিচিত। তৎকৃত 'সুদর্শনমীমাংসা গ্রন্থের চতুর্থ পৃষ্ঠায় ভট্ট ভাস্কর মিশ্র ও তৎকৃত 'জ্ঞানযজ্ঞ' ভাষ্যের উল্লেখ এইভাবে পাওয়া যায়, "তত্র ভাষ্যকৃতা ভট্টভাস্করমিশ্রেণ জ্ঞানযজ্ঞাখ্যে ভাষ্যে এতৎ প্রমাণ ব্যাখ্যান সময়ে চরণমিতি দেবতাবিশেষ ইতি তদনুগুণমেব ব্যাখ্যাতম্।" ভাস্করমিশ্র কর্তৃক স্বীয় ভাষ্যে আর্য্যভট্টিয় অমরকোষ ও কাশিকা প্রভৃতি অত্যন্ত প্রাচীন পুস্তকের উদ্ধৃতি প্রদত্ত। এইজন্য তাঁহার কাল একাদশ বিক্রমাব্দই যুক্তি সঙ্গত মনে হয়। ভট্টভাস্করকৃত 'জ্ঞানযজ্ঞ' ভাষ্যে অনেক বিলুপ্ত বৈদিক নিঘণ্টুর উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। মন্ত্রার্থ প্রদর্শনে ভাস্কর অন্যান্য আচার্য্যের অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন। যজ্ঞফলদ মন্ত্রার্থ তিনি নির্দেশ করেন নাই; পরন্তু বেদমন্ত্রের অধ্যাত্ম ও অধিদৈব অর্থ সুন্দরভাবে দিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই প্রসিদ্ধ মন্ত্রের উল্লেখ করা যায়, 'হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসৎ।' ইহাতে হংস পদের ত্রিবিধ ব্যাখ্যা তিনি করিয়াছেন। অধিযজ্ঞ পক্ষে ইহার অর্থ রথ হয় এইরূপে, হন্তি পৃথিবীমিতি হংসঃ। অধিদৈব ও অধ্যাত্মপক্ষে হংসঃ শব্দের অর্থ যথাক্রমে, আদিত্য ও আত্মা। এইরূপে ভট্টভাস্কর মিশ্র প্রত্যেক বেদমন্ত্রের নানা অর্থ করিয়াছেন। তৎকৃত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ভাষ্যও পাওয়া যায়। ভবস্বামীকৃত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণভাষ্য বিদ্যমান। কেশবস্বামী কৃত 'বৌধায়ণ প্রয়োগসার' গ্রন্থে ভবস্বামীর নাম উল্লিখিত। একাদশ শতকের গ্রন্থ 'ত্রিকাণ্ডমণ্ডন'এ তাঁহার উল্লেখ দেখা যায়। অতএব, ভবস্বামীর আবির্ভাবকাল সম্ভবতঃ দশম শতক। তৎকৃত তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাষ্যদ্বয় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

শুক্লযজুর্বেদীয় কাণ্বসংহিতা ও শতপথ ব্রাহ্মণভাষ্য আচার্য্য সায়ণ কর্তৃক

রচিত হইয়াছে। সায়ণ ব্যতীত অনন্তাচার্য, আনন্দবোধ প্রভৃতি পণ্ডিতগণও কাণ্বভাষ্য রচনা করিয়াছেন। সায়ণপূর্ব কাণ্বভাষ্যকারগণের মধ্যে বাংলার অমর পণ্ডিত হলায়ুধ প্রধান ছিলেন। তৎকৃত 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব' বঙ্গদেশে প্রচলিত। উক্ত গ্রন্থের একটি বাংলা সংস্করণ কলিকাতা তারা লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত ও পণ্ডিত তেজেশচন্দ্র বিদ্যানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ হইতে ইহার একটি উত্তম বিশুদ্ধ সম্পূর্ণ সংস্করণ বাহির হইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের রাজদরবারে হলায়ুধ ধর্মাধিকারী ছিলেন। বাল্যকালেই ইনি রাজপণ্ডিত পদে নিযুক্ত হন। উক্ত মর্মে ব্রাহ্মণ সর্বস্বে এই শ্লোক পাওয়া যায়।—

বাল্যে খ্যাপিত রাজপণ্ডিতপদং শ্বেতাচিবিম্বোজ্জ্বল
চ্ছত্রোৎসিক্ত মহামহত্তমুপদং দত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যানখিলক্ষ্মাপালনারায়ণ
শ্রীমান্ লক্ষ্মণসেনদেব নৃপতির্ধর্মাধিকারং দদৌ॥

রাজা লক্ষ্মণসেনের সহিত হলায়ুধের সম্বন্ধ থাকায় তাঁহার কাল নির্ণয় সহজ। লক্ষ্মণসেন গৌড়দেশের সুযোগ্য শাসক ছিলেন এবং তাঁহার নামানুসারে লক্ষ্মণ সংবৎ প্রচলিত। তাঁহার পিতা রাজা বল্লালসেনের সিংহাসন সম্ভবতঃ তিনি ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দে অধিকার করেন। প্রায় ত্রিশ বর্ষ তিনি বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন ও অসাধারণ বিদ্যাপ্রেমী ছিলেন। ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রণীত ইংরাজি পুস্তক 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাস" (তৃতীয় সংস্করণ, ৪০৩-৪০৭ পৃষ্ঠা) অনুসারে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষণসেনের রাজ্যকাল সমাপ্ত হয়। অতএব হলায়ুধের সময় ত্রয়োদশ বিক্রমাব্দের পূর্বার্ধ। হলায়ুধ স্বীয় সময়ে প্রখ্যাত বৈদিক বিদ্বান্ ছিলেন। 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব' ব্যতীত তৎকৃত 'মীমাংসাসর্বস্ব', 'বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব', 'পণ্ডিতসর্বস্ব' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচলিত। বাঙ্গালী বেদজ্ঞ হলায়ুধ সম্বন্ধে নানা পুস্তকে ও প্রবন্ধে

আলোচনা পাওয়া যায়। কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণালে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে যোগেশচন্দ্র শাস্ত্রী লিখিত 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব রচয়িতা হলায়ুধ, উক্ত জার্ণালে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এম. এম. চক্রবর্তী লিখিত 'সেনরাজত্বকালে বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্য', উক্ত জার্ণালে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বাংলায় ও মিথিলায় স্মৃতিশাস্ত্রের ইতিহাসে অবদান' প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। আলোচ্য বিষয়ে পি. ভি. কেনেকৃত ইংরাজী পুস্তক 'ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে), এস. কে. দে প্রণীত ও ঢাকা হইতে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বাংলাব ইতিহাস ও সংস্কৃত সাহিত্য (প্রথম খণ্ড) এবং জে. সি. ঘোষ প্রণীত ভারতীয় সংস্কৃতি (প্রথম খণ্ড) প্রভৃতি পুস্তক পঠিতব্য।

ব্রাহ্মণ সর্বস্ব দেবনাগরী হরফে কাশীধাম হইতে দুইবার লিথোগ্রাফে ১৯৩৫ ও ১৯৪৩ সম্বতে অম্বরজী সকোলকর্তৃক প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত তেজেশ চন্দ্র বিদ্যানন্দ কর্তৃক কলিকাতা হইতে ১২৯০ বঙ্গাব্দে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপরে ইহা দুইবার পুনর্মুদ্রিত হইলেও ঐগুলি কাশীধাম সংস্করণের আংশিক প্রকাশ মাত্র। কিন্তু এই সকল সংস্কবণ উত্তম রূপে সংশোধিত নহে। ম্যাকডোনেল সাহেব কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত ও হার্ভার্ড ওরিয়েণ্টাল সিরিজে প্রকাশিত বৃহদ্দেবতা গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লিখিত আছে, বহুপূর্বে কাশীধাম ও কলিকাতা হইতে ব্রাহ্মণ সর্বস্বের এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ম্যাক্‌ডোনেলের মতে উক্ত সংস্করণও অসংশোধিত ও অশুদ্ধিবহুল। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে উক্ত কলেজ হইতে প্রকাশিত বুলেটিনে হলায়ুধ ও তৎকৃত ব্রাহ্মণ সর্বস্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। যাজ্ঞিক ধনঞ্জয়ের পুত্র ছিলেন হলায়ুধ। অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য ভারতের নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মণ সর্বস্বের বহু পাণ্ডুলিপি সংগ্রহপূর্বক কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে একটি নির্ভুল সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। বাজসনেয় যজুর্বেদের কাণ্বশাখার যে সকল মন্ত্র সমাজে ব্যবহৃত হয়

সেইগুলির ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণ সর্বস্বে প্রদত্ত। ইহার অধিক সংখ্যক মন্ত্র যজুর্বেদীয় পারস্কর গৃহ্য সূত্র হইতে সংকলিত। চারিশতের অনধিক বেদমন্ত্র (গদ্য ও পদ্য) তৎ কর্তৃক ব্যাখ্যাত। ব্রাহ্মণ সর্বস্বের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে শুধু মন্ত্রার্থ প্রদত্ত হয়নাই, পরন্তু কোন্ ক্রিয়াতে কোন মন্ত্র কিরূপে প্রযুক্ত হয়, তাহাও বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যজুর্বেদীয় মন্ত্রার্থ ও পদ্ধতি ব্যাখ্যানে তিনি নিম্নোক্ত ব্রাহ্মণ, সূত্র গ্রন্থ, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রাদির উদ্ধৃতি দিয়াছেন। চতুর্বেদ সংহিতা, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য বা আর্ষেয় ব্রাহ্মণ ও পদপাঠ সংহিতা এবং আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্র, কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র, কাঠক গৃহ্য সূত্র, কাত্যায়ন শ্রাদ্ধ সূত্র, গোভিল গৃহ্য সূত্র, ছান্দোগ্য পরিশিষ্ট, গোভিল স্নান সূত্র পরিশিষ্ট, পারস্কর গৃহ্য সূত্র, গোভিল সূত সংহিতা, বহ্বৃচ গৃহ্য সূত্র পরিশিষ্ট, মৈত্রায়ণীয় পরিশিষ্ট, যজ্ঞপার্শ্ব পরিশিষ্ট ও শাত্যায়ন এবং অঙ্গিরাঃ, অত্রি, আপস্তম্ব, উশনাঃ, ঋষ্যশৃঙ্গ, গদা ব্যাস, গোতম, জাতুকর্ম্য, জাবাল, দেবল, নারদ, পারস্কর, পৈথিনসী, বৃহৎযম, বৃহৎবিষ্ণু, বৃহন্ মনু, বৃহস্পতি, বৌধায়ন, মনু, মরীচি, যতিধর্ম, যম, যাজ্ঞবল্ক্য, যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, লঘুযম, লঘুবিষ্ণু, লঘুহারীত, লিখিত, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু (বাসুদেব), বৃদ্ধ শাতাতপ, বৃদ্ধ আপস্তম্ব, ব্যাস, শংখ, শাতাতপ, সম্বর্ত, সমন্ত ও হারীত সংহিতা এবং অগ্নি (বহ্নি) পুরাণ, কূর্মপুরাণ, নরসিংহ পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, বৃহল্লিঙ্গপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, মহাভারত, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, বরাহপুরাণ, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুধর্মোত্তর, সাম্বপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ এবং অমরকোষ, নিঘণ্টু, নিরুক্ত ও পানিনীয় প্রভৃতি অভিধান ও ব্যাকরণ এবং উবট, কর্ক, গুণবিষ্ণু ও ভাষ্যকার সায়ণ প্রভৃতি এবং শ্রীনিবাসকৃত শুদ্ধি দীপিকা, লক্ষ্মীধর কৃত কৃত্যকল্পতরু, ঈশানকৃত দ্বিজাহ্নিক পদ্ধতি, পশুপতি ভট্ট কৃত শ্রাদ্ধপদ্ধতি ও পাকযজ্ঞ পদ্ধতি।' উল্লিখিত অষ্টাশী খানি শাস্ত্রবাক্যে সর্বশাস্ত্র বিশারদ হলায়ুধের ব্রাহ্মণ সর্বস্ব সমৃদ্ধ হইয়াছে। তৎকৃত অন্যান্য গ্রন্থের কথা ছাড়িয়া দিলেও একমাত্র ব্রাহ্মণ সর্বস্ব অবলম্বনে তাঁহার অগাধ

পাণ্ডিত্য অনুমান করা যায়। তাঁহার মতে এই গ্রন্থ যজুর্মন্ত্র ভাষ্যরূপে বিবেচ্য এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকা প্রভৃতি বিষয় প্রসঙ্গক্রমে বিবৃত। উক্ত মর্মে ব্রাহ্মণ সর্বস্বে তিনি বলেন, 'অত্র যদ্যপি সূর্য্যাদিদেবতাপূজাসু পৌরাণিকাদি মন্ত্রাঃ বহবঃ এব সন্নিহিতাঃ সন্তি তথাপ্যস্মাভিঃ বৈদিকমন্ত্র ব্যাখ্যানস্যোপক্রান্তত্বাৎ তৎ প্রসঙ্গেনৈবানুষ্ঠাভিধানম্। তাৎপর্য্যং তু বৈদিক মন্ত্র ব্যাখ্যানমেব।

ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন প্রণীত 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী' গ্রন্থে আছে, 'বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন হলায়ুধ। বৈদিক ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠানে ও ব্রাহ্মণ্য নিষ্ঠায় তিনি অদ্বিতীয় এবং তার উপর লক্ষ্মণ সেন দেবের বাল্যসুহৃদ, আর সাম্রাজ্যের মহা-ধর্মাধ্যক্ষ'। হলায়ুধের ব্রাহ্মণ সর্বস্ব গ্রন্থের উপক্রমে এই প্রশস্তি আছে।—

লব্ধং জন্ম ধনঞ্জয়াদ্ গুণবতঃ শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতে
রাবৃত্ত্যা সদৃশী নিজস্ববয়সঃ প্রাপ্তা মহাপত্রতা।
শব্দব্রহ্ম করোদরা কমল কবদ্ ভোগোত্তরা সৎক্রিয়ে
ত্যক্তি প্রর্থয়িত ব্যমস্য কৃতিনঃ কিঞ্চিন্ন সাংসারিকম্॥

গুণবান ধনঞ্জয় জন্ম দাতা। বয়সের ক্রমানুরূপ শ্রীলক্ষ্মণ নৃপতির পারিষদ্‌পদ পাওয়া গেছে। তাবৎ বাঙ্ময় শাস্ত্র হস্তামলকের মত সম্পূর্ণ অধিগত। সৎক্রিয়া ভোগে ফলবতী হয়েছে। এই কৃতী ব্যক্তির সাংসারিক প্রার্থনীয় আর কিছু নেই। বলিদান পদ্ধতি অনুল্লেখ পূর্বক পণ্ডিত হলায়ুধ মন্তব্য করেন, বেদমন্ত্র ব্যাখ্যানই ব্রাহ্মণ সর্বস্বের প্রধান উদ্দেশ্য এবং বলিদানে বেদমন্ত্র প্রয়োগ অনাবশ্যক। এই মর্মে তিনি বলেন, "অত্র বেদমন্ত্র ব্যাখ্যাপরত্বাৎ প্রবৃত্ত বলিনাঞ্চ বৈদিকমন্ত্র শূন্যত্বাৎ বলয়ো ন ব্যাখ্যাতাঃ।" এই স্পষ্ট উক্তি সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ সর্বস্ব বেদভাষ্য ও ক্রিয়া পদ্ধতি উভয় বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভেই গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন, কেন তিনি মনোনীত বেদমন্ত্র সমূহের ব্যাখ্যায় নিযুক্ত হইলেন। আলোচ্য প্রসঙ্গে

তিনি তৎ কালে বঙ্গদেশে উৎকল, পাশ্চাত্য, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই চারি শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদচর্চার দুরবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। বেদপাঠের বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসৃত না হওয়ায় চারিশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের বেদজ্ঞান অসম্পূর্ণ ছিল। উৎকল ও পশ্চাত্য শ্রেণীদ্বয় যাঁহারা সম্ভবতঃ আধুনিক বাঙ্গালী, দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের পূর্বপুরুষ ছিলেন, শুধু বেদ কণ্ঠস্থ করিতেন, বেদধ্যায়নমাত্রং ক্রিয়তে, কিন্তু বেদার্থ অবগত ছিলেন না। অন্যপক্ষে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র প্রয়োগের দিকে বেশী নজর দিতেন এবং মীমাংসার আলোকে অল্পসংখ্যক মন্ত্রার্থ বুঝিতেন, কিন্তু কণ্ঠস্থ করিতেন না। উল্লিখিত প্রধান শ্রেণীদ্বয় সম্বন্ধে হলায়ুধ মন্তব্য করেন, উভয়োরপি গ্রন্থার্থতো বেদজ্ঞানং নাস্ত্যেব। ইহার অর্থ, উভয়শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণগণের গ্রন্থার্থমূলক বেদজ্ঞান নাই। অর্থবোধ সহকারে বেদমন্ত্র অধ্যয়নই সর্বশ্রেষ্ঠ। হলায়ুধ বলেন, বেদাধ্যায়ন বিধেঃ বেদাধ্যয়নানন্তরং বেদমন্ত্রার্থ জ্ঞানে হি তাৎপর্য্যম্। অন্যান্য বিশিষ্ট বেদজ্ঞগণের মতেও বেদমন্ত্রের শুধু অধ্যয়ণ অথবা শুধু অর্থবোধ করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। জৈমিনী সূত্রের শবর ভাষ্যে আছে, "ন চ তদধ্যয়নমাত্রাৎ তত্র ভবন্তো যাজ্ঞিকাঃ ফলমামনন্তি।" বিশ্বরূপকৃত বাল ক্রীড়া ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতেও আছে, বেদস্য পারায়ণম্ অর্থতো গ্রন্থতশ্চ স্বীকরণং ন গ্রন্থত এব। বেদাধ্যয়ন অর্থত ও গ্রন্থত অবশ্য কর্তব্য, শুধু গ্রন্থতঃ নহে। কিন্তু তৎকালীন বঙ্গদেশে উৎকল ও পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণগণ অর্থবোধরোহিত বেদাধ্যয়ন করিতেন এবং রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ অল্প সংখ্যক বেদমন্ত্রের অর্থ বুঝিতেন। অতএব বেদবিদ্যা দ্বাদশ শতকের বঙ্গদেশে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। যদিও হলায়ুধের মত পণ্ডিতের অস্তিত্ব দ্বারা দ্বাদশ শতকের বঙ্গদেশে আদর্শ বেদজ্ঞের অভাব প্রমাণিত হয় না, তথাপি সাধারণ বেদজ্ঞানের মন্দাবস্থা শোচনীয় ছিল। বঙ্গদেশবৎ কাশ্মীরাদি প্রদেশেও তৎকালে বেদজ্ঞানের দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। মুসলমান আমলের মধ্যভাগে

কাশ্মীরের পণ্ডিত আদিত্য দর্শন কাশ্মীরে বেদাধ্যয়নের দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া পাকযজ্ঞ বিবৃতি গ্রন্থে মন্তব্য করেন, "ইহৈতে ছান্দসাঃ প্রায়ঃ সর্বে বেদম্ অধীয়তে পদমপ্যেকম্ এতস্মান্ন বুধ্যন্তে কদাচন। পাঠমাত্রেণ-বেদস্য মন্য মানাঃ কৃতার্থতাম্। ইহার অর্থ, পুরোহিতগণ বেদজ্ঞানের দাবী করিয়া অতিশয় অগভীর ভাবে বেদপাঠ করেন, কিন্তু বেদার্থ অবগত নহেন। বেদপাঠ মাত্র দ্বারাই তাঁহারা কৃতার্থ মনে করেন। কাশ্মীর সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত লেগাক্ষি গৃহ্যসূত্র গ্রন্থের ভূমিকায় পাকযজ্ঞ বিবৃতির এই উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। তৎকালীন বঙ্গদেশে বেদচর্চার দুরবস্থার কারণও পণ্ডিত হলায়ুধ নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আয়ুঃ প্রজ্ঞোৎসাহাদীনাং অল্পত্বাৎ।" সম্ভবতঃ দীর্ঘকাল মুসলমান রাজত্বের প্রভাবে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণগণের আয়ুষ্কাল, বুদ্ধিমত্তা, উৎসাহ ও বিশ্বাস অতি ক্ষীণ হইয়াছিল। সুতরাং বেদ অধ্যয়নের পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন দ্বারা তিনি আশু উন্নতির আশা ত্যাগ করিয়া হতাশ হৃদয়ে নিত্যক্রিয়ায় ব্যবহৃত বেদ মন্ত্রাবলীর ভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার মতে, তদ্বৎ বৈদিক দেশস্যাপি যথাবিধ্যধ্যয়নং কৃত্বা অর্থবিচারঃ ক্রিয়তে। ইহার অর্থ, প্রথমতঃ অল্পমাত্র বেদাংশ বিধিপূর্বক অধ্যয়ন ও অর্থবোধ করাই উচিত। এই সম্বন্ধে তিনি ব্যাসদেবের অনুবর্তী। চতুর্বেদের বিভাগ কর্তা ব্যাসদেব বলেন—

সমুচিতং স্তোকমপি শ্রুতাধিকং বিশিষ্যতে।
চতুর্ণামপি বেদানাং কেবলাধ্যয়নাৎ দ্বিজাৎ॥

কেবল মাত্র চতুর্বেদের অধ্যয়ন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অল্প সংখ্যক শান্তিমন্ত্রের অধ্যয়ন ও অর্থবোধ শ্রেয়স্কর। যমও বলেন, একদেশোঽপি অধ্যেতব্যো যদি সর্বোন শক্যতে। যদি কেহ সমস্ত গ্রন্থ পাঠে অক্ষম হয়, উহার একাংশ অধ্যয়ন ও অবশ্য কর্তব্য। সেইজন্য যে সকল বেদমন্ত্র প্রাত্যহিক ক্রিয়াকাণ্ডে উচ্চারিত হয়, সেইগুলির সরলার্থ প্রচারে তিনি ব্রতী হইলেন। হলায়ুধের সিদ্ধান্ত সমসাময়িক ও পরবর্তী প্রাদেশিক পণ্ডিতগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়। শত্রুঘ্ন কৃত

মন্ত্রার্থ দীপিকা, রামকৃষ্ণকৃত মন্ত্র কৌমুদী ও রামনাথ কৃত সামগ মন্ত্র ব্যাখ্যান গ্রন্থত্রয় হলায়ুধের ব্রাহ্মণ সর্বস্ববৎ বিবেচিত। ত্রিগর্তের রাজা ধর্মচন্দ্রের আনুকূল্যে চারিশত বর্ষ পূর্বে পণ্ডিত শত্রুঘ্ন কর্তৃক মন্ত্রার্থ দীপিকা রচিত হয়। ইহাতে বহু বেদমন্ত্রের সরল ব্যাখ্যা প্রদত্ত। এই গ্রন্থ কাশীধাম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। শত্রুঘ্ন হলায়ুধের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিত রামকৃষ্ণ ওরফে উদীচ্য ভট্টাচার্য্য প্রণীত মন্ত্র কৌমুদীতেও নিত্যকর্মে প্রযোজ্য অসংখ্য বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদত্ত। রামকৃষ্ণ কৃত বহু গ্রন্থের মধ্যে অধিকরণ কৌমুদী কাশীধাম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি প্রাচীন বাংলার প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ ছিলেন। তৎকৃত সামগ-মন্ত্র ব্যাখ্যান সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক ব্যবহৃত মনোনীত মন্ত্রাবলীর ভাষ্যরূপে গণ্য। তৎকৃত বহু পুস্তক অদ্যাপি অপ্রকাশিত আছে। হরপ্রসাদ সম্বর্ধন লেখমালা গ্রন্থে (দ্বিতীয় খণ্ড ২১৫ পৃষ্ঠা) ডি. ভট্টাচার্য্য লিখিত 'প্রাচীন ভারতে বেদচর্চা' নামক প্রবন্ধে রামনাথ রচিত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত। তৎকালে দেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া হলায়ুধ সমুদায় মনোভাব গ্রহণ করিলেন। পূর্বোক্ত একাদশ শব্দের অর্থ তাঁহার মতে বেদের যে কোন অংশ নহে। এই সম্বন্ধে তিনি শবর স্বামীর অনুবর্তী। শবরস্বামী কৃত মীমাংসা ভাষ্যে আছে, কিয়তা পুনর্বিদিতেন বিদ্বান অধিক্রীয়তে? যাবতা বিদিতেন শক্তো ভবতি। যথোক্ত ক্রতুং নির্বর্তয়িতং তাবৎ যো বেদ স তেনাধিক্রিয়তে। ইহার অর্থ, কতটুকু বেদজ্ঞান থাকিলে ব্রাহ্মণ যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ হন? যতটুকু জানিলে তিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে কর্মানুষ্ঠান করিতে পারেন, ততটুকু জানিলেই চলিবে। কেবল মাত্র গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থবোধ করিলেই ব্রাহ্মণত্ব রক্ষিত হয় না। যে সকল বেদাংশ গৃহস্থের নিত্যকর্মে প্রযুক্ত হয়, সেগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য। যাহারা চতুর্বেদ অধ্যয়নে সমর্থ, তাঁহারা অবশ্যই চতুর্বেদ অধ্যয়ন করিবেন এবং কিয়দংশ বেদপাঠে সন্তুষ্ট থাকিবেন না।

বাজসনেয় যজুর্বেদের কাণ্বশাখীয় ব্রাহ্মণগণের জন্যই ব্রাহ্মণ সর্বস্ব রচিত। বিশেষতঃ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ব্রাহ্মণ সর্বস্ব অতিশয় উপযোগী।

এই সম্বন্ধে হলায়ুধ বলেন, তদেবং ব্যবস্থিতে শাস্ত্রার্থে কৃৎস্ন বেদাধ্যয়নাসমর্থানাং রাঢ়ীয় বারেন্দ্রক দ্বিজাতীনাং কাণ্বশাখী বাজসনেয়ীনাং কর্মানুষ্ঠানার্থানাং গার্হ্য-কর্মোপযুক্ত মন্ত্রব্যাখ্যা প্রস্তোতব্যা। দ্বাদশ শতকে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ সর্বস্ব কর্তৃক বেদ চর্চায় যুগান্তর সৃষ্ট হইল। ব্যক্তিগত শাস্ত্রজ্ঞান ও সামাজিক উচ্চপদ থাকায় হলায়ুধ উক্তকর্মে সবাপেক্ষা উপযুক্ত ছিলেন। পারিবারিক ধর্মপ্রথাও উক্ত কর্মে তাঁহার অনুকূল ছিল। তিনি চতুর্বেদ, পুরাণ, মীমাংসা ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতিতে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। শব্দ ব্রহ্ম করোদরামলকবৎ। করস্থ বা উদরস্থ আমলকবৎ সর্বশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তৎকালীন বঙ্গ-রাজেরও তিনি প্রিয়পাত্র হওয়ায় তিনি সমগ্র প্রদেশে প্রভাব বিস্তার করেন। বাল্যে রাজপণ্ডিতরূপে ও যৌবনে মহামহত্তক পদে নিযুক্ত হন। প্রৌঢ়কালে তিনি ধর্মাধিকার পদে আরূঢ় হন। ব্রাহ্মণ সর্বস্বের নানাস্থানে হলায়ুধ নিজেকে এই সকল আখ্যা দিয়াছেন—ধর্মাধ্যক্ষ, মহাধর্মাধ্যক্ষ গৌড়বসুধাধীশধর্মাধ্যক্ষ গৌড়েন্দ্র ধর্মকোশাধিকারী, ধর্মাধিকৃত ও গৌড়েন্দ্রমহাধর্মাধিকারী। তাঁহার পিতা ধনঞ্জয়ও ধর্মাধ্যক্ষ ও ধর্মাধিকারী ছিলেন। এই সকল পদবীর অর্থ, তিনি এমন একপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যাহাতে গৌড়দেশের নানা ধর্মকার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। ধর্মাধিকার শব্দটি মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল গ্রন্থে দেখা যায়। তথায় রাজা দুষ্মন্ত নিজেকে আশ্রমস্থা বালিকাগণের নিকট এইভাবে পরিচয় দেন, আমি ধর্মাধিকারে নিযুক্তঃ। তখন রাজার অন্যতম কর্তব্য ছিল পুণ্য অরণ্যে পৌরজনকর্তৃক ধর্মকর্মের অবিঘ্ন অনুষ্ঠান সম্ভব করা। রাজকোষ হইতে ব্রাহ্মণগণকে তৎকর্তৃক অর্থাদি দান করা হইত। উক্তমর্মে ব্রাহ্মণ সর্বস্বে আছে—

হলায়ুধেন গৌড়েন্দ্র ধর্মকোষাধিকারিণা।
এতৎ পুরুষ সূক্তস্য ব্যাখ্যানং প্রতিপাদ্যতে॥

হলায়ুধ সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতাও প্রখ্যাত যজন বা যাজ্ঞিক ছিলেন ও নিত্য হোম করিতেন। তিনি ধনরত্ন, হস্তি

অশ্বাদি অপেক্ষা যজ্ঞীয তৃণ ও বৃষভক উচ্চতর জ্ঞান কবিতেন। তাঁহার পিতৃগৃহে দারুপাত্র ও তৈমপাত্র, মৃগচর্ম, মূল্যবান বস্ত্রাদি, যজ্ঞীযধূম ও ধূপগন্ধে পরিপূর্ণ ছিল।

হলাযুধের জ্যেষ্ঠভ্রাতা পশুপতি ব্রহ্মা সম্বন্ধে এইভাবে আবস্থিকরূপে উল্লিখিত, পাকযজ্ঞ পদ্ধতিশ্চ স নিবন্ধাহস্ম ত আবস্থিক পশুপতি কৃতা। হলাযুধ স্বীয গ্রন্থে নিজেকেও পুনঃ পুনঃ আবস্থিকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। গার্হপত্য অগ্নিকে আবস্থ্য বলে ও যাহার গৃহে নিত্য আবস্থ্য প্রজ্জ্বলিত হয় তাঁহার নাম আবস্থিক। বৈতান সূত্র অনুসারে আবস্থ শব্দের অর্থ গৃহ ও গৃহস্থ যজ্ঞাগ্নির নাম আবস্থ্য। ইহা সভ্য (সভাস্থ) অগ্নি হইতে পৃথক্। যে অগ্ন্যালয়ে হলাযুধ নিত্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেন এবং যে সকল যজ্ঞীয দ্রব্য তিনি ব্যবহার করিতেন তৎসমুদয়ও তদীয গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। তিনি নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা আহুতি দিতেন। কলিযুগেও বঙ্গদেশে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের সংখ্যাও অল্প ছিল না। এই কলিযুগে গৃহে গৃহে বেদধ্বনি ও বষট্কারের প্রতিধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় না এবং গৃহযজ্ঞ লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। এই কলিযুগেও হলাযুধের পিতৃগৃহে নিত্য যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত রাজকীয আনুকূল্যে। গ্রন্থ রচনার জন্যও উক্ত পরিবার সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। হলাযুধের দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতি ও ঈশান শ্রাদ্ধ ও আহ্নিক-তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তৎ প্রণীত মৃণালিনী নামক উপন্যাসে পশুপতি নামক ধর্মাধিকার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে রাজনীতি ক্ষেত্রেও বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। উক্ত উপন্যাসে আছে, গৌড় দেশের ধর্মাধিকার পশুপতি অসাধারণ ব্যক্তি। পশুপতিকৃত দশকর্ম পদ্ধতি গ্রন্থে গ্রন্থকার ভূপতি পণ্ডিত ও রাজপণ্ডিতরূপে কথিত। পশুপতি কৃত দশকর্ম পদ্ধতি ও হলায়ুধ কৃত দশকর্ম মন্ত্রব্যাখ্যা বহুপূর্বে ভুবনেশ্বর বিদ্যালংকার কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া নোয়াখালি রমেন্দ্র প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পশুপতি কৃত পাকযজ্ঞপদ্ধতিও তৎকালে জনপ্রিয় হইয়াছিল।

বৈদিক সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া হলায়ুধ তদানীন্তন ব্রাহ্মণ সমাজে বেদাধ্যয়নের পুনরুদ্ধারে নিযুক্ত হইলেন। কলিযুগের অল্পায়ু ও অল্পবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণের জন্য সন্ধ্যা স্নানাহ্নিকাদি কর্মতালিকা ক্ষুদ্রতর করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান বিদ্যার্থীর জন্য চতুর্বেদ অধ্যয়নের প্রাচীন পদ্ধতি রক্ষা করিলেন। কর্ক ব্যতীত হলায়ুধ কর্তৃক দুই বেদভাষ্যকার উবট ও গুণবিষ্ণু উল্লিখিত। উবট সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'ব্যাখ্যাতোমতিশালিনাযং উবটাচার্য্যেণ বেদঃ পরম্।" এবং 'উবট প্রভৃতিভিঃ ভাষ্যকারৈঃ বিনিযোগ ব্যাখ্যাতা।" গুণবিষ্ণু সম্বন্ধেও তিনি এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, প্রপূর্ব স্মরতিরভ্যস্তজ্ঞানে বর্তত ইতি উবটো গুণবিষ্ণুশ্চ। পূর্বতন ভাষ্যকারগণকেও তিনি সাধারণভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য বেদের ভাষ্যকার অনেক ছিলেন, কিন্তু যজুর্বেদের ভাষ্যকার ছিলেন একমাত্র উবটাচার্য্য। সেই জন্য উবটাচার্য্যের মন্ত্র ভাষ্য হইতে তিনি পুনঃ পুনঃ উদ্ধৃতি করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত ভাষ্যও বেদার্থ প্রকাশে যথেষ্ট নহে। সেইজন্য তিনি বিশ্বপ্রসিদ্ধ পদ সমূহ দ্বারা বেদমন্ত্র ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। তথাপি ব্রাহ্মণ সর্বস্বে ব্যাখ্যাত মন্ত্র সমূহের অর্ধেক উবটকৃত ভাষ্যের আলোকে ব্যাখ্যাত। কিন্তু তিনি কোথাও কোথাও উবটকৃত ব্যাখ্যার সমালোচনা করিয়াছেন। বেদভাষ্য রচনার বিধি বৃহদ্দেবতাগ্রন্থে নিম্নোক্ত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোক উবটকৃত মন্ত্রভাষ্যেও উদ্ধৃত—

> প্রধানং অর্থং শব্দোহি তদগুণাযত্ত ইষ্যতে।
> তস্মাৎ নানান্বয়োপায়ৈঃ শব্দান অর্থবশং নয়েৎ ॥
> অতিরিক্ত পদং ত্যজং হীনং বাক্যে নিবেশয়েৎ।
> লিঙ্গং ধাতুং বিভক্তিঞ্চ যোজ্যাং বাক্যানুলোমতঃ ॥
> যদযদ স্যাৎ ছান্দসং বাক্যং কুর্যাৎ তৎ তু লৌকিকম্।

বেদভাষ্য রচনার এই বিধিসমূহ ব্রাহ্মণ সর্বস্বে পূর্ণরূপে ব্যবহৃত। হলায়ুধের বেদ ব্যাখ্যায় মন্ত্রার্থ পরিস্ফুট। পরবর্তী ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের ন্যায় হলায়ুধ বেদ মন্ত্রের বিভক্তি, ধাতুরূপ ও লিঙ্গাদি ব্যবহারে বিকৃতিও নির্দেশ

করিয়াছেন। তৎকৃত ভাষ্যে বাক্যার্থ অতিশয় মূল্যবান। এই বিষয়ে তাঁহার প্রযত্ন অতুলনীয় ও অনতিক্রম্য। তাঁহার মন্ত্রব্যাখ্যা প্রধানতঃ ক্রিয়ামূলক বা কর্মাত্মক। শতপথ ব্রাহ্মণের মণ্ডল ব্রাহ্মণে (১০।৩।৮) ও নিরুক্তি (১০।২৬, ২১।৪) এবং মনু সংহিতাতে (৬।৮৩) উক্ত হইয়াছে যে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা ত্রিবিধ হইতে পারে—অধিযজ্ঞ, অধিদৈব ও আধ্যাত্মিক। ইহা সত্ত্বেও অধিক সংখ্যক ব্যাখ্যাকার অধিযজ্ঞ অর্থই দিয়াছেন। ইহা সত্য যে, অধিকাংশ বেদমন্ত্রের অর্থ যজ্ঞমূলক, কিন্তু চতুর্বেদ-সংহিতায় অনেক মন্ত্র পাওয়া যায়, যেগুলির অধিযজ্ঞ অর্থ অসঙ্গত। এইজন্য বিষ্ণুধর্মোত্তর ও ঋগ্বিধান গ্রন্থদ্বয় বেদমন্ত্রের বিনিয়োগ অধিকতর ব্যাপক করিয়াছেন। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হইয়াছে, পূর্বকল্পে সমুৎপন্না মন্ত্রা কর্মার্থমেবচ। এই গ্রন্থ লোনাভল (বোম্বাই) হইতে কুবলয় নন্দ কোকাজী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। জৈমিনী সূত্রেও আছে, আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ। দেবল স্মৃতিতে আছে, নাগ্নিহোত্রম্ সদা দাস্ জীবিকার্থমপিস্যজেৎ। সর্বে বেদা স্বদার্থা হি। সুতরাং বেদমন্ত্রের অধিযজ্ঞার্থই চিরকাল প্রচলিত।

হলায়ুধ উবটের মতানুগ হইয়া বেদমন্ত্রের অধিযজ্ঞার্থ গ্রহণান্তর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া নিত্যকর্ম ও পূজা পদ্ধতিতে বেদমন্ত্রের প্রয়োগ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাই হলায়ুধের অবদান। শ্রাদ্ধ কর্মে ও শনৈশ্চর পূজায় উচ্চারিত 'শংনো দেবী' ইত্যাদি মন্ত্রে 'অভীষ্টয়ে' ও 'পীতয়ে' শব্দদ্বয়ের অর্থ হলায়ুধ প্রয়োজনের উপযোগী করিয়াছেন। পূজাকালে মৃত্তিকাস্পর্শে দেহশুদ্ধির জন্য ইদং বিষ্ণু-র্বিচক্রমে ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারিত হয়। বিষ্ণুর ত্রিপাদক্ষেপ এই মন্ত্রে বর্ণিত। হলায়ুধ উক্ত মন্ত্র ও ক্রিয়াকে সংযুক্ত করিয়া বলেন, বিষ্ণুর পাদস্পর্শে যে ভূমি বিশুদ্ধীকৃত তাহাই আমাকে পবিত্র করুন। উক্ত মর্মে হলায়ুধ বলেন, বিষ্ণুপদ সম্বন্ধেণ ভূমিরস্মীব শুদ্ধেতি। ভূমিস্থতিঃ ইত্থং স্বত ভূমিমং পাবয়তু ইতি অভিপ্রেত্য মৃৎগ্রহণং অনেন ক্রিয়তে।

আর এক মন্ত্র অম্বে অম্বিকে ইত্যাদি আচার্য্য উবট কর্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞ

সম্পর্কে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ সর্বস্বে এই মন্ত্র চণ্ডীদেবীর পূজায় প্রযুক্ত। উক্ত মন্ত্রের পরিবর্তিত প্রয়োগ সম্বন্ধে হলায়ুধ বলেন, "অস্য মন্ত্রস্যাশ্বমেধে পত্নীবচনে বিনিয়োগে সত্যপি মন্ত্রলিঙ্গাৎ চণ্ডিকাপূজায়াং বিনিয়োগ উচ্যতে। অনেন মন্ত্রেণ সৌভাগ্যকামযাস্ত্রিয়া ভগবতী পূজ্যতে।" পূর্বোক্ত অম্বে অম্বিকে মন্ত্রটি এইরূপ—

অম্বে অম্বিকেঽম্বালিকে ন মা নয়তি কশ্চন।
সসস্ত্য অশ্বকাঃ সুভদ্রিকাং কাম্পিলবাসিনীম্॥

উক্ত মন্ত্র বাজসনেয়ীসংহিতায় (২৩।১৮) দৃষ্ট হয়। ইহার প্রয়োগ শতপথ ব্রাহ্মণে (১৩।২।৮।৩) এবং কাত্যায়ণ শ্রৌতসূত্রে (২০।৬।১২) এইভাবে কথিত হইয়াছে। যখন অশ্বমেধ যজ্ঞে পুরোহিত রাজার রাণীগণকে নিহত ভূপতিত অশ্বের নিকটে প্রধানা রাণীর ভূমিষ্ঠ প্রণামার্থ লইয়া যান, তখন ইহা উচ্চারিত হয়। উবটাচার্য্য ও পরবর্তী ভাষ্যকারবৃন্দ অনুসারে অশ্বের সহিত সত্বর মিলনার্থ প্রধানা রাণী তাঁহার তিন সঙ্গিনী অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে সম্বোধন করেন। তিনি দুঃখিত হইয়া ভাবেন, আমাকে প্রাসাদে লইয়া যাইবার জন্য এখানে কেহই নাই। কাম্পিল দেশীয় চঞ্চলা সুভদ্রার সহিত শয়নার্থ অশ্বকে ত্যাগ করিয়া। হলায়ুধের মতে অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা জগদম্বা চণ্ডিকার তিন নাম ও অশ্বক লম্পট পতি। সতী পত্নী চণ্ডিকাকে প্রার্থনা করেন, যাহাতে তিনি স্বীয়া পতির সহিত সংগতা হইতে পারেন। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন, ন মা নয়তি কশ্চন—আমাকে পত্নীসমীপে লইয়া যাইবার জন্য কেহ অগ্রসর হইতেছেন না। তিনি ব্যথিত অন্তরে চিন্তা করেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে চরিত্রহীন (অশ্বক) পতি বিলাসভূমি কাম্পিল নগরে কোন দ্বিচারিণীর সহিত মিলিত হইলেন। হলায়ুধ ব্যাখ্যা করেন, অশ্ব শব্দাঃ স্বামী বচনঃ (ককারঃ কুৎসায়াম্) ইতি অর্থতঃ। ইহার অর্থ, অশ্ব মানে পতি। তাহার চরিত্রহীনতা নির্দেশার্থ কবর্ণ সংযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং অশ্বক শব্দের অর্থ মন্দপতি। হলায়ুধ উক্ত শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কোন ভাষ্যকার কর্তৃক সমর্থিত

নহে। বৃহৎ মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীসূক্তে উক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়। এই অভিনব দেবীসূক্তে কোন নারী তাহার পতির সহিত পুনর্মিলনার্থ দেবীর নিকট এইরূপে প্রার্থনা করিতেছেন।

কাপি স্ত্রী পতি লাভায় দেবীং সংস্তৌতি নামভিঃ।
অম্বে অম্বিকেঽম্বালিকে ভক্ত্যা সম্বোধন-ত্রয়ম্॥
স্বামিনাং দেহি হি দেবি ন মাং নয়তি কশ্চন।
অতোঽহং পূজয়ামি ত্বাং নয় মাং পত্যুরন্তিকম্॥

বৃহৎ মার্কণ্ডেয় পুরাণ অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত ও অপ্রকাশিত আছে। কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে উহার কিয়দংশ হস্তলিখিত পুঁথির আকারে সংরক্ষিত। হলায়ুধ উক্ত অর্থের কোন বৈদিক প্রমাণ পাইয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। তাঁহার মতে অশ্ব শব্দের অর্থ, অশ্ববৎ বীর্য্যশালী বিশ্বাসঘাতক দুশ্চরিত্র পতি। পরবর্তী কালের অভিধানে ও কামশাস্ত্রে অশ্বশব্দের এই অর্থ দেখা যায়। মেদিনীকোষে আছে, অশ্ব কুঞ্জাতিভেদে চ। রতিমঞ্জরী গ্রন্থে নিম্নোক্ত শ্লোক অশ্ব-নরের সংজ্ঞা দানার্থ শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে উদ্ধৃত হইয়াছে—

কাষ্ঠতুল্যবপুর্ধৃষ্টো মিথ্যাচারশ্চ নির্ভয়ঃ।
দ্বাদশাঙ্গুলমেঢ্রশ্চ দরিদ্রস্ত্ব হয়ো মতঃ॥

নাগার্জুন রচিত রতিশাস্ত্রে (৫।১৯) আছে, যাং কাঞ্চিদ্ রমণীং প্রাপ্য রমতে চ পুনঃপুনঃ। ইহা অশ্বনরের বর্ণনা।

ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্বীয় গ্রন্থে হলায়ুধ উবটাচার্য্য ও গুণবিষ্ণু-কৃত ভাষ্যদ্বয়ের সাহায্য লইয়াছেন। এই দুই ভাষ্যকার ব্রাহ্মণ সর্বস্বে ব্যাখ্যাত বহু মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই। অব্যাখ্যাত মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যানে তিনি স্বীয় শাস্ত্রজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াছেন। তৎকৃত ব্যাখ্যায় বাজসনেয় সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত। শতপথ ব্রাহ্মণ, কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ও পারস্করগৃহ্য সূত্র হইতে তিনি অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে তিনি পদপাঠ, নিঘণ্টু, নিরুক্ত ঋগ্বিধান প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেও সাহায্য লইয়াছেন। ঋগ্বেদের

দশম মণ্ডলে ১৯০ সূক্তের নাম অঘমর্ষণসূক্ত। ইহার নিম্নোক্ত ঋকত্রয় অঘমর্ষণ মন্ত্ররূপে উচ্চারিত।—"ঋতঞ্চেতি ঋকত্রয়স্যাঘমর্ষণ ঋষির্ভাববৃত্তং দেবতাঅনুষ্টুপ্ ছন্দোঽশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ, তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ। ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত। অহো রাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী। ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ। দ্রুপদেত্যস্য প্রজাপতিঃ ঋষিরাপো দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, সৌত্রামণ্যবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ, স্বিন্নঃ স্নাত্বী মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুদ্ধন্তু মৈনসঃ।" এই ঋকমন্ত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে হলায়ুধ মন্তব্য করেন, "অস্য অঘমর্ষণ-মন্ত্রস্য ব্যাখ্যানম্ আচরিতুং হৃদি প্রকম্পো জায়তে, যতঃ সর্ববেদসারভূতোঽত্যন্ত গুপ্তঃ চায়ং মন্ত্রঃ অস্যপদপাঠমাত্রং চ নাস্তি ব্রাহ্মণঃ নিরুক্তাদিকং চ নাস্ত্যেব ইত্থং এতদীয় ব্যাখ্যানুগুণং কমপি উপায়ং অপ্রাপ্য যদ্ এতস্য স্বরূপমলম্ভমন্ত্রেণ ব্যাখ্যানং আচরণীয়ং তদতি সাহসম্।' বেদমন্ত্র ব্যাখ্যার্থ ভাষ্যকারগণ প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ, শাকল্যের পাদপাঠ ও যাস্কের নিরক্ত এই তিনের সাহায্য গ্রহণ করেন। এই তিন গ্রন্থে অঘমর্ষণ মন্ত্রের ব্যাখ্যা না থাকায় হলায়ুধ সম্ভবতঃ গুণবিষ্ণুকৃত ছান্দোগ্য মন্ত্রভাষ্যের সাহায্য লইয়াছেন। কারণ উক্ত ভাষ্যে (৫, ১২) এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত, তাহা হলায়ুধের ব্যাখ্যার সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। উক্ত মন্ত্র ব্যাখ্যায় হলায়ুধ যোগীযাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি গ্রন্থের নিম্নোক্ত বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন—

তত্ত্বভূতাণ্ডপিণ্ডস্য স্থিত্যুৎপত্তিলয়ং ততঃ।
সূক্তেঽস্মিন্ ব্যাহৃতং সর্বং তত্ত্বমত্রার্থ এষঃ বৈ॥
ইতি বচনাৎ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ার্থতাঽস্য প্রতিপাদিতাঃ।"

এই স্মৃতিগ্রন্থ সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। উহার যে সংস্করণ লোনাভলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্মণসর্বস্বে উদ্ধৃত ইহার বহু অংশ পাওয়া যায় না। হলায়ুধের মতে অঘমর্ষণ মন্ত্রের অর্থ ভাববৃত্তপর, সৃষ্টির ক্রমবিকাশমূলক।

লক্ষ্মীধরকৃত কৃত্যকল্পতরু গ্রন্থের ব্রহ্মচর্য্যকাণ্ডেও উক্ত মন্ত্রের একই অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বরোদা হইতে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ভাববৃত্ত শব্দটি বৃহদ্দেবতা গ্রন্থের (২।২০) নিম্নোক্ত শ্লোকে ব্যাখ্যাত --

যথেদং অগ্রে নৈবাসীৎ অসদপ্যথবাপি সৎ।
জজ্ঞে যথেদং সর্বং তৎ ভাববৃত্তং বদন্তি ত॥

ইহার অর্থ, কিরূপে এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ছিল সৎরূপে বা অসৎরূপে এবং কিরূপে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইল, তৎসমুদয় তাঁহারা ভাববৃত্ত বা ক্রমবিকাশ ধারা নামে ব্যাখ্যা করেন।

অন্যান্য কয়েকটি মন্ত্রার্থ ব্যাখ্যানে হলায়ুধ নানা ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণের সাহায্য লইয়াছেন। কাণ্বসংহিতায় (৩।১৮) এই মন্ত্র আছে, মূর্দ্ধাদিবঃ ককুৎ পতিঃ পৃথিব্যা অয়ং ইত্যাদি। হলায়ুধের মতে অয়ং শব্দের অর্থ, ভৌম বা মঙ্গলগ্রহ। উক্ত মন্ত্র ব্যাখ্যানে তিনি যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ও মৎস্যপুরাণের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। কাণ্বসংহিতায় (১৩।১৬) এই মন্ত্রে আছে, উদ্বুধ্যস্ব প্রতিজাগৃহি ত্বম ইত্যাদি। উক্তমন্ত্র ব্যাখ্যানেও হলায়ুধ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার নিকট ঋণী।

ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ সর্বস্ব ব্যতীত হলায়ুধ মীমাংসা সর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব ও পণ্ডিতসর্বস্ব গ্রন্থ চতুষ্টয়েও রচয়িতা ছিলেন। তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা পশুপতি বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বঙ্গদেশে যজুর্বেদীয় ক্রিয়াপদ্ধতি সংরক্ষণ করিতেছেন। পশুপতিকৃত শ্রাদ্ধতত্ত্ব ও পশুপতি পদ্ধতি নামক ধর্ম গ্রন্থদ্বয় প্রসিদ্ধ। হলায়ুধকৃত মীমাংসা শাস্ত্রসর্বস্ব গ্রন্থের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মহর্ষি জৈমিনীকৃত মীমাংসাসূত্রের প্রথম তিন পর্বের আলোচনা পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা হলায়ুধের পুস্তক কিনা তাহা নিঃসন্দেহে জানা যায় নাই। ঋগেদীয় পুরুষসূক্ত সম্বন্ধে ব্রাহ্মণসর্বস্বে হলায়ুধের নিজস্ব মন্তব্য হইতে জানা যায়, বৈষ্ণব সর্বস্বে বিষ্ণুপূজায় পুরুষসূক্তের প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। শৈবসর্বস্ব ও পণ্ডিতসর্বস্ব গ্রন্থদ্বয়ের অনেক উদ্ধৃতি রঘুনন্দন কৃত স্মৃতিতত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থে প্রদত্ত।

মিথিলাতে রক্ষিত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির ক্যাটালগে হলায়ুধ কৃত প্রায়শ্চিত্ত সর্বস্ব গ্রন্থের বিবরণ প্রদত্ত। মাদ্রাজ সরকারী সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির তালিকাতে পণ্ডিত সর্বস্ব উল্লিখিত। হলায়ুধ কৃত সংবৎসর প্রদীপ গ্রন্থ রঘুনন্দন কর্তৃক উল্লিখিত। বঙ্গদেশের অন্যান্য স্মৃতি নিবন্ধেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়। ইণ্ডিয়ান হিষ্টোরিক্যাল কোয়ার্টার্লি নামক ইংরাজী পত্রিকার একবিংশ খণ্ডে ডক্টর আর. সি. হাজরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, সংবৎসর প্রদীপ হলায়ুধ বিরচিত। পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উক্ত ইংরাজী পত্রিকার একই খণ্ডে অন্য প্রবন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন। দ্বিজ নয়ন নামক যে পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, তাহাই বস্তুতঃ সম্বৎসর প্রদীপ। কারণ, উহার প্রারম্ভে যে শ্লোক আছে, তাই ব্রাহ্মণ সর্বস্ব গ্রন্থের কিঞ্চিৎ পৃথক আকারে পাওয়া যায়। উক্ত শ্লোকে হলায়ুধের নাম নিবন্ধকাররূপে উল্লিখিত। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য গভীর সন্ধানের ফলে বাজসনেয় যজুর্বেদীয় পারস্করগৃহ্য সূত্রের হলায়ুধ কৃত ভাষ্যের পাণ্ডুলিপি একখানি পাইয়াছেন। ইহা দ্বারভাঙ্গা রাজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে এবং সমগ্র পুস্তকের চতুর্থাংশ মাত্র। ইহাতে প্রথম খণ্ডের একাদশ কাণ্ডের অষ্টম সূত্র পর্যন্ত ভাষ্য দৃষ্ট হয়। ভাষ্যারম্ভে নিম্নোক্ত শ্লোকে হলায়ুধের নামও পাওয়া যায়—

ধর্মাধিকারপদ সংস্কৃত কীর্তিরম্যাম্।
বিদ্বৎ পরিগ্রহদ্‌ফলায় হলায়ুধোঽভূৎ ॥
দুর্বারণ ভূমা বলয়েন যদাগ্নিহোত্রম্।
পুষ্ণাতি কাঞ্চনরুচিঃ শ্রুতিরঙ্গনেব ॥

হলায়ুধের অগ্ন্যালয়ে যে যজ্ঞধূম উঠিত, তাহাও ইহাতে উল্লিখিত। পূর্বোক্ত অধ্যাপক দুর্গামোহন এই সূত্র ভাষ্য ও ব্রাহ্মণ সর্বস্ব তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন, এই দুই গ্রন্থের ভাব ও ভাষার মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য বিদ্যমান। ব্রাহ্মণ সর্বস্বে এই সূত্রভাষ্যের কোন উল্লেখ না থাকায় মনে হয়, হলায়ুধ কর্তৃক ব্রাহ্মণ সর্বস্ব রচনান্তে এই ভাষ্য রচিত হয়।

হলায়ুধের গ্রন্থাবলী ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পরবর্তী গ্রন্থকারগণ কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে। হলায়ুধ নামক অনেক পণ্ডিতের আবির্ভাব অন্যান্য প্রদেশে ঘটিয়াছে। বোম্বাই রয়্যাল এশিয়াটিক্ সোসাইটীর গ্রন্থাগারে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির তালিকায় সংকর্ষণের পুত্র হলায়ুধ রচিত কাত্যায়ণ শ্রাদ্ধকল্প ভাষ্যের এক পাণ্ডু-লিপির বিবরণ পাওয়া যায়। সুতরাং কৃষ্ণ মিশ্রের শ্রাদ্ধকাশিকা এবং রামকৃষ্ণ কৃত শ্রাদ্ধগণপতি ও সংস্কারগণপতি নামক পুস্তকত্রয়ে উল্লিখিত শ্রাদ্ধসূত্রের হলায়ুধ ভাষ্য ব্রাহ্মণ সর্বস্বকারের নাও হইতে পারে। শূলপাণি,রঘুনন্দন, মিত্র মিশ্র প্রভৃতি নিবন্ধকার এবং নিত্যানন্দ, রামনাথ ও শত্রুঘ্নমিশ্র প্রভৃতি ভাষ্যকার কর্তৃক ব্যাপকভাবে ব্রাহ্মণ সর্বস্বের বহু বাক্য উদ্ধৃত। ত্রয়োদশ শতকে আবির্ভূত মিথিলার প্রাচীন নিবন্ধকার কর্তৃক তৎকৃত সমস্ত গ্রন্থে বাঙ্গালী পণ্ডিত হলায়ুধের বাক্য উদ্ধৃত। শ্রীদত্তকৃত প্রসিদ্ধ আচারাদর্শ গ্রন্থ ব্রাহ্মণ সর্বস্বের অনুকরণে বিরচিত। শত্রুঘ্ন রচিত মন্ত্রার্থ দীপিকাতে ব্রাহ্মণ সর্বস্বের বহুলাংশ উদ্ধৃত। পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত কোট কাঙ্গরা বা ত্রিগর্তের রাজা ধর্মচন্দ্রের অনুরোধে শত্রুঘ্ন কর্তৃক মন্ত্রার্থ দীপিকা ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে রচিত হয়। উক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভে যে পূর্ববর্তী গ্রন্থকার চতুষ্টয়ের নাম উল্লিখিত, তন্মধ্যে হলায়ুধ অন্যতম। নিম্নোক্ত মন্তব্যে শত্রুঘ্ন স্বীকার করিয়াছেন, মৎকৃত ব্যাখ্যা হলায়ুধ ও উবটকৃত ভাষ্যে পাওয়া যায়। এইজন্য আমার প্রতি কেহ রুষ্ট হইবেন না। সমুদ্রগর্ভে মণিমুক্তা থাকে। কিন্তু যে ঐগুলি সংগ্রহ করিতে পারে সেই ভাগ্যবান—

হলায়ুধেঽমি উবটেতি চার্থাঃ ততো বিধেয়ো ময়ী নাবলেপঃ।
রত্নাকরে কিং মনয়ো ন সন্তি তস্মাৎ সমুদ্ধরতি যঃ স ধন্যঃ॥

চারিশত বৎসর পূর্বে সুদূর পাঞ্জাব প্রদেশের পণ্ডিত শত্রুঘ্ন বাংলার হলায়ুধকে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছেন। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয়, সমগ্র উত্তর ভারতে এমন কি দক্ষিণভারতেও হলায়ুধের সুখ্যাতি প্রসারিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে যজুর্বেদীয় পদ্ধতির প্রভাব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হলায়ুধ সম্বন্ধে এই বিস্তৃত আলোচনা করা হইল।

শতপথ ব্রাহ্মণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও যজুর্বেদ দর্শনের মূলতত্ত্ব বর্ণনাপূর্বক আমরা এই সুদীর্ঘ ভূমিকার উপসংহার করিব। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, চতুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ সমূহের মধ্যে শুক্ল যজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ বৃহত্তম ও বিপুলকায়। ইহা একশত বৃহৎ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ইহার শেষ ছয় অধ্যায়ের নাম বৃহদারণ্যক উপনিষদ্। শতপথ ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্য যথাক্রমে সায়ণাচার্য্য ও শংকরাচার্য্য কর্তৃক রচিত। পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ এগ্‌গেলিং কর্তৃক ইহা ইংরাজীতে অনূদিত এবং Sacred Books of the East সিরিজে প্রকাশিত। শতপথ ব্রাহ্মণের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় এগ্‌গেলিং মন্তব্য করেন, বৈদিক সমাজে ব্রাহ্মণ পুরোহিত উচ্চাসন অধিকার করিতেন। আমাদের ভাগ্য-বিধাতা দেবগণের সহিত সংযোগ স্থাপনের অধিকার তাঁহাদের হস্তগত করায় রাজন্যবৃন্দও তাঁহাদের পদানত হইতেন।" কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, সংহিতার যুগে ব্রাহ্মণগণ বৃষ্ট্যাদির জন্য দেবগণের অনুগ্রহপ্রার্থী ছিলেন, আর ব্রাহ্মণের যুগে দেবগণই যজ্ঞ হব্যাদি লাভার্থ ব্রাহ্মণগণের উপর নির্ভরশীল দেখা যায়। ঋগ্বেদীয় যুগের ন্যায় যজুর্বেদীয় যুগেও অলৌকিক ঘটনা যজ্ঞবলে বা মন্ত্রবলে ঘটিত। যজ্ঞীয় অগ্নির আজ্য, উদক, প্রস্তর প্রভৃতি দ্রব্য অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন বিবেচিত হইত। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায়, স্তোত্র বা প্রার্থনা সর্বশক্তিসম্পন্ন। ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত স্তোত্র ভিন্ন ভিন্ন ফলদান করে। উক্ত ব্রাহ্মণে (৯৷২৷৩৷৫) আছে, ইন্দ্র অপ্রতিরথ ও বৃহস্পতি ব্রাহ্মণ (পুরোহিত)। এইরূপে যখন ব্রাহ্মণ অপ্রতিরথ (অমোঘ) স্তোত্র গান করেন, তখন বিঘ্নকারী অসুরবৃন্দ দক্ষিণদিকে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি কর্তৃক বিতাড়িত হওয়ায় যজমান নির্বিঘ্নে যজ্ঞ করেন। এইজন্য ব্রাহ্মণ অপ্রতিরথ স্তোত্র উচ্চারণ করেন। মন্ত্রবলে রাক্ষসবিনাশ ব্রাহ্মণযুগে সম্পন্ন হইত। শতপথ ব্রাহ্মণে ভিন্ন ভিন্ন স্তোত্রের ভিন্ন ভিন্ন নাম পাওয়া যয়, সংশান, সংশ্রবসে, বিশ্রবসে, সত্যশ্রবসে, শ্রবসে ইত্যাদি। এই সকল সামগান করিলে যজমান আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়। বেদমন্ত্র বলে নিজের জন্য বা অন্যের জন্য শক্তি লাভ হইত। আলোচ্য

ব্রাহ্মণে (১৩৫।৭) আছে, পঞ্চদশ সামিধেনী স্তোত্র পাঠ করিলে শত্রু নাশ হয়। উক্ত স্তোত্রবলে যে বজ্র সৃষ্ট হয়, তাহা শত্রুকে বিনাশ করে। অহর্নিশ অবিচ্ছিন্ন অবিরত বেদমন্ত্র গান করিলে কোন পাপ বা বিঘ্ন আসিতে পারে না। স্তোত্রসমূহের ন্যায় শব্দাংশ বা বর্ণ প্রভৃতি উচ্চারণে মহাফল লাভ হইত।—ক, বষট্, হিং, ওঁ, ইঃ, বৃহৎ ইত্যাদি। বসট্ মন্ত্র বৃষ্টি সম্পর্কে ব্যবহৃত হইত। ওঁ মন্ত্রসহ যুক্ত হইলে স্তোত্র সামে পরিণত হয়। শুধু ওঁ ওঁ জপ করিলে যজ্ঞ সামমন্ত্রে সমাবৃত হয়। বৈদিক ছন্দ সমূহ শক্তিশালী বিবেচিত হইত। বৃহতী গায়ত্রী ত্রিষ্টুভ, অনুষ্টুভ জগতী প্রভৃতি ছন্দে রচিত বেদমন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রসব করিত। শতপথ ব্রাহ্মণে (১।৯।৩।১২) আছে, কিরূপে বিষ্ণু কয়েকটি বৈদিক ছন্দের সহায়তায় ত্রিপাদ নিক্ষেপ করেন। জগতী ছন্দবলে বিষ্ণু অন্তরীক্ষে পাদক্ষেপ করেন। ত্রিষ্টুভ ছন্দ বলে বিষ্ণু আকাশে পদক্ষেপ করেন। গায়ত্রী ছন্দবলে বিষ্ণু পৃথিবীতে পাদক্ষেপ করেন। এই ছন্দত্রয়ে যে মন্ত্রসমূহ উচ্চারিত হয়, তৎ সমুদয় বাজসনেয় সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত।

যজ্ঞবেদী অলৌকিক মূর্ত প্রতীকরূপে বিবেচিত হইত। বেদীর আকার শ্যেনাদি বৃহৎ পক্ষীতুল্য ও পূর্বমুখী। পূর্বদিক স্বর্গদ্বার। পুরুষসূক্তে বর্ণিত অবয়বতুল্য প্রজাপতির শরীর। কখন ও কখনও সর্বশক্তিমান যজমান প্রজাপতির সহিত অভিন্ন এবং প্রজাপতিও পরব্রহ্মের সহিত একীভূত। প্রজাপতি যজ্ঞরূপী এবং এক এব অঙ্গ অগ্নিতে আহুতি দেন। এই সম্বন্ধে এগ্‌গেলিং মন্তব্য করেন, প্রজাপতি যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দেন ও সর্বাঙ্গরহিত হন এবং তাঁহার পৃথক্‌ভূত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও চিত্তবৃত্তি এই জগৎ রচনা করে। পিতা প্রজাপতি দেবাসুর প্রজাগণ, কীট তৃণ অণু পর্যন্ত নমস্তই প্রজাপতি। এই জন্যই নিরন্তর যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা প্রজাপতির পৃথক্ ভূত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। এইরূপে জগতের সৃষ্টি ও লয় অব্যাহত থাকে। শতপথ ব্রাহ্মণোক্ত অগ্নি-প্রজাপতি রহস্য আশ্চর্যজনক। পূর্বোক্ত এগগেলিং সাহেব মন্তব্য করেন, যজুর্বেদীয় অধ্বর্য্য ঋত্বিক এই রহস্য উদ্‌ঘাটনে সমর্থ। হোতা ও উদ্গাতা

এই বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ নহেন। আলোচ্য ব্রাহ্মণে মহাযজ্ঞ মহাব্রত নামে কথিত। বৈদিক যুগে ঋগ্বেদের প্রভাব মন্দীভূত হইলে যজুর্বেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

দেবপূজায় চতুর্বেদের প্রথম মন্ত্র চতুষ্টয় স্নানমন্ত্ররূপে ঘণ্টাধ্বনি সহকারে উচ্চারিত হয়। যজুর্বেদের প্রথম মন্ত্র এইরূপ—ওঁ ঈশে তোর্জেত্বা বায়বঃস্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে। ইহার অর্থ, হে শাখে, তোমাকে বৃষ্টির জন্য ছেদন করি ও অন্নার্থ লইয়া যাই। হে বৎসগণ, তোমাদের মাতার নিকট হইতে চলিয়া যাও। হে গাভীগণ, সবিতা দেবতা তোমাদিগকে তৃণক্ষেত্রে প্রেরণ করুন।

যজুর্বেদ দর্শন নির্ণয়ার্থ যজুর্বেদীয় ঈশাবাস্য ও বৃহদারণ্যক উপনিদ্‌দ্বয়ের আলোচনা প্রয়োজন। শুক্ল যজুর্বেদ চল্লিশ অধ্যায়ে সমাপ্ত এবং ইহার চত্বারিংশ অধ্যায়ের নাম ঈশোপনিষদ্। উপনিষদ্ সমূহের ঈশ মধ্যে সর্বপ্রথম ও ক্ষুদ্রতম। ইহাতে মাত্র ১৭টি মন্ত্র আছে। ইহার ভাষ্য শংকরাচার্য, উবটাচার্য্য ও মহীধর কর্তৃক রচিত। প্রথম মন্ত্রের ভাষ্যশেষে উবটাচার্য্য বলেন,—

গণেশ নরহরি লক্ষ্মীর্ণত্বা তৎকৃপয়া ময়া।
সংহিতা চরমাধ্যায়ে বেদদীপে বিতন্যতে॥

ইহার অর্থ, গণেশ নরহরি ও লক্ষ্মীদেবীকে প্রণামান্তে তাঁহাদের কৃপাবলে বাজসনেয়ী সংহিতার অন্তিম অধ্যায়ের বেদদীপ নামক ভাষ্য রচিত হইতেছে। ঈশোপনিষদের শেষমন্ত্রে আছে, যোঽসাবাদিত্যে পুরুষ সোঽসাবহম্। ইহার অর্থ, সূর্য্যমণ্ডলে বিরাজ ব্রহ্মপুরুষ ও মৎদেহান্তরবর্তী আত্মপুরুষ অভিন্ন। ব্রহ্মাত্মৈক্য উপলব্ধি যজুর্বেদ দর্শনের সারতত্ব। বৃহদারণ্যক বৃহত্তম উপনিষৎ। ইহা তিন কাণ্ডে ও ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। কাণ্ডত্রয়ের নাম মধুকাণ্ড, যাজ্ঞবল্ক্য-কাণ্ড ও খিলকাণ্ড। ইহার উপর শাংকরভাষ্য অতিবৃহৎ ও তত্বপূর্ণ। ইহাতে ভিক্ষাচর্য্য বা প্রব্রজ্যা গ্রহণের কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত। ইহাতে (১।৪।১০) আছে, ব্রহ্মবা ইদমগ্র আসীৎ। ইহার অর্থ, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন।

উক্ত মন্ত্রে আছে, তৎ আত্মানমেব অবেৎ, অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাৎ তৎ সর্বমভবৎ, তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ, তথা ঋষিণাং তথা মনুষ্যাণাং তদ্ধি এতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেব প্রতিপেদে অহং মনুরভবং সূর্যশ্চেতি। ইহার অর্থ, তিনি নিজেকে জানিলেন, আমিই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তিনিই এই বিশ্বপ্রপঞ্চ হইলেন। দেবগণের মধ্যে বা ঋষিগণের মধ্যে বা মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা তৎস্বরূপ হইলেন, তাঁহারা ও অনুভব করিলেন, অহং ব্রহ্মাস্মি, আমিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মজ্ঞান লাভান্তে ঋষি বামদেব বলিয়াছিলেন, পরপূর্ব জন্মে আমি মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম। ঋষিবর বামদেবের কথা ঋগ্বেদে কথিত আছে। অহং ব্রহ্মাস্মি যজুর্বেদীয় মহাবাক্য। এই মহাবাক্যে যজুর্বেদ দর্শনের মূল তত্ত্ব অভিব্যক্ত। আমরা যজুর্বেদীয় সন্ন্যাসী এবং বিরজাহোমান্তে সন্ন্যাস গ্রহণকালে ব্রহ্মজ্ঞগুরুর নিকট এই মহাবাক্যে দীক্ষিত হইয়াছি। সন্ন্যাসগ্রহণকালে গুরু শিষ্যকে যে প্রৈষমন্ত্রে দীক্ষিত করেন, উহার শেষাংশ এই মহাবাক্য। এই প্রৈষমন্ত্র গায়ত্রী-মন্ত্রের পরিপূরক। সেইজন্য নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারীই প্রব্রজ্যা গ্রহণের অধিকারী হন। গায়ত্রীমন্ত্রের মর্মার্থ এইরূপ—যে ব্রহ্ম হইতে এই ভূর্লোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার দিব্যজ্যোতি আমি ধ্যান করি। সেই ব্রহ্মসূর্য্যের রশ্মিকণা মদীয় বুদ্ধিরূপে প্রকটিত হওয়ায় আমি ব্রহ্মধ্যানের অধিকারী। গায়ত্রীমন্ত্রের উপাসনা বৃহদারণ্যক উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে।

প্রৈষমন্ত্র বৈদিক সন্ন্যাসীর জপ্যমন্ত্র ও গুরুমুখে শ্রোতব্য। ইহার মর্মার্থ এইরূপ—এই ভূর্লোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক এবং ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সপ্তলোক মৎকর্তৃক সন্ন্যস্ত হইল। সগুণ ব্রহ্মের উপসনার চরম ফল ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি। কিন্তু আমি নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক। সেইজন্য আমি ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিও কামনা করি না এবং এই সকল লোকে স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ বা কারণদেহও ধারণ করিতে চাহি না। কারণ আমি স্বরূপত ব্রহ্মই। স্থূলাদিদেহত্রয় ধারণের পূর্বেও আমি ব্রহ্মই ছিলাম এবং এই সকল দেহধারণকালে আমি ব্রহ্মই আছি। এবং দেহত্রয় ত্যাগান্তে আমি ব্রহ্মই থাকিব। কালত্রয়ে আমার ব্রহ্মস্বরূপ অবাধিত। উক্ত

মর্মে বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। ইহার মর্মার্থ, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপ হন।

এই উপনিষদে আছে, আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য। ঋষিবর যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন, ব্রহ্মরূপে আত্মদর্শনই জীবনের চরম উদ্দেশ্য। আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, মনন ও ধ্যানসহায়ে ব্রহ্মাত্মৈক্য উপলব্ধ হয়। আমরা যজুর্বেদীয় শান্তি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া এই সুদীর্ঘ নিবন্ধের উপসংহার করিব—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ঐ পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে এই পূর্ণ জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ণব্রহ্ম হইতে এই পূর্ণ জগৎ প্রসৃত হইলেও পূর্ণ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। এই জগৎ স্বপ্নবৎ মিথ্যা ও ব্রহ্মই সত্য।

গীতায় (৯।১৮) যজুর্বেদ এইভাবে উল্লিখিত আছে। শ্রীভগবান বলিতেছেন, ঋক্ সাম যজুরেবচ। ইহার অর্থ, আমিই ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ হইয়াছি। শ্রীশ্রীচণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায়ের দশম শ্লোকে আছে—

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গযজুষাং নিধানম্
উদ্‌গীতরম্যপদপাঠবতাং চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়

শক্রাদি দেবগণ মহালক্ষ্মীকে সংস্তুতি করিতেছেন, হে ভগবতি, আপনি শব্দ—ব্রহ্মরূপা এবং বিশুদ্ধ ঋক্‌মন্ত্র, যজুঃমন্ত্র ও সামমন্ত্রসমূহের আশ্রয়ভূতা। শ্রীশ্রীচণ্ডীর চরিত্রত্রয় যথাক্রমে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ—বেদত্রয়স্বরূপ।

অথর্ববেদের ভূমিকা

চতুর্বেদের মধ্যে অথর্ববেদ চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। ইহার অধিপতি শশিপুত্র বুধগ্রহ। ঋষি অথর্বণের নামানুসারে ইহার নাম অথর্ববেদ। ব্যাসদেব বেদবিভাগান্তে স্বীয় শিষ্য সুমন্তকে অথর্ববেদ শিক্ষা দেন। গোপথ ব্রাহ্মণ অথর্ববেদের অন্তর্গত। অথর্ববেদীয় মুণ্ডক ও প্রশ্ন উপনিষৎ সম্ভবতঃ যথাক্রমে শৌনক ও পিপ্পলাদ শাখার অন্তর্ভুক্ত; কারণ উক্ত ঋষিদ্বয়ই যথাক্রমে এই দুই উপনিষদের বক্তা। অধিকাংশ অথর্ববেদীয় উপনিষদের শাখা নির্ণয় দুঃসাধ্য ব্যাপার।

ঋক, যজুঃ ও সামসংহিতার ভাষ্য রচনান্তে আচার্য্য সায়ণ অথব সংহিতার ভাষ্য রচনা করেন। বেদত্রয়ের ভাষ্য রচনান্তে সায়ণাচার্য্য অথর্ববেদ ভাষ্যরচনার এই কারণ দেখাইয়াছেন। বেদত্রয়ীর বিধানানুসারে অনুষ্ঠিত কর্মফল স্বর্গলোক প্রাপ্তি, পরন্তু অথর্ববেদ দ্বারা প্রতিপাদিত অনুষ্ঠানের ফল শুধু পারলৌকিক বা আমুষ্মিক নহে, প্রত্যুত ইহলৌকিকও বটে। উক্ত মর্মে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য অথববেদ ভাষ্যের উপোদ্ঘাতে বলেন—

ব্যাখ্যায় বেদত্রিতয়মামুষ্মিকফলপ্রদম্।
ঐহিকামুষ্মিকফলং চতুর্থং ব্যচিকীর্ষতি॥

অথর্ববেদের উপর সায়ণভাষ্য ব্যতীত অন্য ভাষ্য নাই। দুঃখের বিষয় সায়ণকৃত অথর্বভাষ্যের পূর্ণাংশ অদ্যাপি উপলব্ধ হয় নাই। পণ্ডিত কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ ১৮৯৫-১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অতিশয় পরিশ্রম সহকারে চারি বৃহৎ খণ্ডে অথর্বভাষ্য বোম্বাই হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে অথর্বসংহিতার বিশ কাণ্ডের মধ্যে কেবল বার কাণ্ডের (১, ২, ৩, ৪, ৬—৮, ১১, ১৭-২০) সায়ণভাষ্য প্রকাশিত, অন্য আটকাণ্ড (৫, ৯, ১০ ১২-১৬) ভাষ্য ব্যতীত মুদ্রিত হইয়াছে। শোনা যায়, গোয়ালিয়রে অবশিষ্ট আটকাণ্ডের সায়ণভাষ্য পাওয়া গিয়াছে। ইহা অচিরে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

হাওড়ার পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ি বঙ্গাক্ষরে সায়ণভাষ্যসহ অথর্ববেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার ভূমিকায় তিনি অথর্বসংহিতা সম্বন্ধে যে উপাদেয় তথ্যসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। অথর্ববেদ বহুশাখায় বিভক্ত। কেহ কেহ উহার শাখা সংখ্যা পঞ্চাশ বলিয়া নির্দেশ করেন; কিন্তু কেবল নয় শাখার নাম মাত্র পাওয়া যায়। আবার কাহারও মতে উহার মাত্র এই নয় শাখা ছিল—পৈপ্পলাদ (বা পৌপ্পলাদ), শৌনকীয়, দামোদ, তোত্তায়ন, জায়ল, ব্রহ্মপালাশ, কুনখা, দেবদর্শী ও চারণবিদ্যা। যাঁহারা নয় শাখার উল্লেখ করেন, তাঁহাদের মধ্যেও মতভেদ বিদ্যমান। কেহ কেহ বলেন, উক্ত নয় শাখার নাম অন্যরূপ; যথা—পৈপ্পলাদ, স্তৌদ, মৌদ্গা, শৌনকীয়, যাযল, জলদ, ব্রহ্মবদা, দেবদর্শ ও চরণবৈদ্য (চারণবিদ্যা)। যাঁহারা পঞ্চশাখার বিষয় ঘোষণা করেন, তাঁহাদের মতে অথর্ববেদের এই পঞ্চশাখা আছে—আঙ্গ্র, প্রদাত্ত, স্নাত, স্নৌত ও ব্রহ্মদাবন। অধুনা একমাত্র শৌনক শাখাই পাওয়া যায়। অন্য শাখা নহে। শৌনক শাখায় ছয় হাজার পনেরটি ঋক্ মন্ত্র আছে। অথর্ববেদীয় গোপথ ব্রাহ্মণ পূর্বেই উল্লিখিত। গোপথ ব্রাহ্মণ শৌনকাদিচারি শাখার ব্রাহ্মণরূপে পরিচিত। অথর্বদীয় প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য ও নৃসিংহ তাপনীয় উপনিষৎ প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হয়। আচার্য শংকর প্রভৃতি এই চারি উপনিষদের প্রাধান্য কীর্তন ও ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। প্রশ্ন উপনিষদ্ পৈপ্পলাদ শাখার ও মুণ্ডক উপনিষদ্ শৌনকেয় শাখার অন্তর্ভুক্ত। এই দুই উপনিষদে প্রশ্নকর্তা যথাক্রমে পিপ্পলাদ ও শৌনক হওয়ায় পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মাণ্ডুক্য ও নৃসিংহ তাপনীয় একই শাখার উপনিষদ্ মনে হয়; কিন্তু উহা কোন শাখার অন্তর্গত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম শ্লোকে আছে, ব্রহ্মা জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্বাকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিলেন।

অন্যমতে অথর্ববেদের উপনিষদের সংখ্যা বাহান্নখানি—এই বাহান্নখানি

উপনিষদের নাম যথা—(১-২) অথর্বশিরস, (৩) অমৃতবিন্দু, (৪) আত্মান, (৫) আরুণীয়, (৬) আনন্দবল্লী, (৭) আশ্রম, (৮) উত্তর তাপনীয়, (৯-১০) কঠবল্লী, পূর্ব ও উত্তর দুই ভাগ, (১১) কঠশ্রুতি, (১২) কালাগ্নিরুদ্র, (১৩) কেনেষিত, (১৪) কৈবল্য, (১৫) ক্ষুরিক, (১৬) গর্ভ, (১৭) গ, (১৮) চুলিকা, (১৯) জাবাল, (২০) তেজবিন্দু, (২১) নারায়ণ, (২২-২৭) নৃসিংহতাপনীয় —পূর্বতাপনীয় পাঁচখণ্ড ও উত্তর তাপনীয় একখণ্ড, (২৮) নাদবিন্দু, (২৯) নীলরুদ্র, (৩০) ধ্যানবিন্দু, (৩১) পরমহংস, (৩২) পিণ্ড, (৩৩) প্রাণাগ্নিহোত্র, (৩৪) ব্রহ্ম, (৩৫) ব্রহ্মবিদ্যা, (৩৬) ব্রহ্মবিন্দু, (৩৭-৩৮) বৃহন্নারায়ণ —দুইখণ্ড, (৩৯) ভৃগুবল্লী, (৪০) মুণ্ডক, (৪১) প্রশ্ন, (৪২) যোগতত্ত্ব, (৪৩) যোগশিক্ষা, (৪৪-৪৭) মাণ্ডুক্য—চারিভাগ, (৪৮) সন্ন্যাস, (৪৯) সর্বোপনিষদ্‌সার, (৫০-৫১) রামতাপনীয়—পূর্ব ও উত্তর দুইখণ্ড, (৫৩) হংস উপনিষৎ।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অথর্ববেদ বিংশ কাণ্ডে বিভক্ত। অনুবাক্, সূক্ত ও ঋক দ্বারাও ইহার অনুরূপ বিভাগ সূচিত হয়। উহার আর এক বিভাগের নাম প্রপাঠক। চরণ ব্যূহের মতে অথর্ববেদে বারহাজার তিনশত মন্ত্র ছিল; কিন্তু প্রকাশিত অথর্ববেদের মন্ত্র সংখ্যা পাঁচ হাজার আটশত ত্রিশ মাত্র। অথর্ববেদের সংকলয়িতা সম্বন্ধে তিন মত প্রচলিত। কাহারও মতে ভৃগুবংশীয়গণ ঋষিগণ অথর্ববেদ সংকলন করেন। অন্যমতে যজ্ঞকার্য্যে অথর্ববেদ অব্যবহার্য্য বলিয়া উহার বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদে প্রথম মন্ত্রের সহিত অথর্ববেদের নিম্নোদ্ধৃত প্রথম মন্ত্রটিও দেবপূজাকালে স্নানমন্ত্ররূপে ঘণ্টাধ্বনি সহকারে উচ্চারিত হয়। 'ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভি শ্রবন্তু নঃ।" ইহার অর্থ, দীপ্যমান জলরাশি আমাদের কাম্য স্নান ও পানের জন্য সুখকর হউক এবং রোগশান্তি ও ক্ষয় নিবৃত্তির নিমিত্ত ক্ষরিত হউক। পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রমুখ কোন কোন বেদজ্ঞের মতে ইহা অথর্ববেদের প্রথম মন্ত্র নহে। নানাশাস্ত্রে বেদত্রয়ী উল্লিখিত।

ত্রয়ী শব্দের অর্থ ঋক যজু ও সামবেদত্রয়। এইজন্য অনেকে মনে করেন, অথর্ববেদ বেদ নহে। যজ্ঞে অথর্ববেদ ব্যবহৃত হইত না বলিয়া উহা ত্রয়ী মধ্যে গণ্য হয় নাই। ইহাতে অথর্ববেদের অবেদত্ব প্রমাণিত হয় না। কাহারও মতে ত্রয়ীশব্দে বেদ বিভাগ নহে, ইহা মন্ত্র বিভাগ মাত্র। বেদমন্ত্রসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—ঋক্ পদ্য, যজুঃ গদ্য ও সাম গীতি। আর অথর্ববেদে বেদ-ত্রয়ের মন্ত্রাদি বিদ্যমান। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদ্, যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ও অথর্ববেদীয় মুণ্ডক উপনিষদ অনুসারে অথর্ববেদ চতুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭।১।২) আছে, ঋগ্বেদং ভগবো অধ্যেমি, যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণম্ চতুর্থম্। অতএব অথর্ববেদ চতুর্থবেদ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২।৪।১০) আছে, অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইত্যাদি। সুতরাং যজুর্বেদে ও সামবেদে অথর্ববেদের বেদত্ব স্বীকৃত। বিষ্ণু পুরাণে ও কূর্ম পুরাণে একীভূত বেদরাশির চতুর্বিভাগ স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে (৩।৪।৭, ১৩—১৪) এই তিন শ্লোক পাওয়া যায়—

ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তং প্রচক্রমে।
অথ শিষ্যাং স জগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্॥
ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনি।
যজুংসি চ যজুর্বেদং সামবেদং চ সামভিঃ॥
রাজ্ঞস্ত্বথর্ববেদেন সর্বকর্মণি স প্রভুঃ।
কারয়ামাস মৈত্রেয় ব্রহ্মত্বঞ্চ যথা স্থিতি॥

ব্রহ্মার নির্দেশে ব্যাসদেব বেদ বিভাগ করেন এবং চারিজন বেদজ্ঞ শিষ্যকে চারিবেদ শিক্ষা দেন। তিনি ঋক্মন্ত্রসমূহ সংগ্রহপূর্বক ঋগ্বেদ করিলেন এবং যজুর্মন্ত্র সমূহ ও সামমন্ত্র সংগ্রহান্তে যথাক্রমে যজুর্বেদ ও সামবেদ গঠন করিলেন। তিনি অথর্ববেদ দ্বারা সৎকর্ম ও ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করাইলেন। কূর্মপুরাণের ৪৯ অধ্যায়ে এই ছয় শ্লোক পাওয়া যায়—

ঋগ্বেদশ্রাবকং পৈলং জগ্রাহ স মহামুনিঃ।
যজুর্বেদপ্রবক্তারং বৈশম্পায়নমেব চ॥
জৈমিনিং সামবেদস্য শ্রাবকং সোঽন্বপদ্যত।
তথৈবাথর্ববেদস্য সুমন্তুং ঋষিসত্তমম্।
এক আসীদ্ যজুর্বেদস্তঞ্চতুর্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চাতুর্হোত্রমভূদ্ যস্মিংস্তেন যজ্ঞমথাকরোৎ॥
আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিঃ স্যাদ ঋগ্ভির্হৌত্রং দ্বিজোত্তম।
ঔদ্গাত্রং সামভিশ্চক্রে ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্বভিঃ॥
ততঃ স ঋচ উদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ প্রভুঃ।
যজুংসি চ যজুর্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ॥
একবিংশতিভেদেন ঋগ্বেদং কৃতবান্ পুরা।
শাখানান্তু শতেনাথ যজুর্বেদমথাকরোৎ॥

ঋগ্বেদ ও সামবেদের বহুমন্ত্র অথর্ববেদে পাওয়া যায়। ইহার মন্ত্রাবলী দ্বারা দেবগণের সন্তোষ বিধান, যজমানের কল্যাণ-সাধন, রোগারোগ্য, অভিশাপ প্রদান প্রভৃতি সম্ভব হয়। এই জন্য ইহার নাম শান্তিক কৌষ্টিকাভিচারিক প্রতিপাদিক। অথর্ববেদের ধর্ম, দৃষ্টিভঙ্গী ও উদ্দেশ্য জনপ্রিয়। অথর্বন্ পুরোহিত শুধু যাজ্ঞিক নহেন, তিনি বৈদ্যরাজ ও যাদুকর। তিনি অথর্বা অঙ্গিরা ও ভৃগুর বংশধর। এই সকল ঋষির নামানুসারে আলোচ্য বেদের নাম অথর্ববেদ, অথর্বাঙ্গিরসবেদ ভৃগ্বাঙ্গিরসবেদ ইত্যাদি। অথর্বণগণ সাগ্নিক পুরোহিত ও যজ্ঞধর্ম প্রচারে ব্রতী। মন্ত্রবলে বা যজ্ঞবলে তাঁহারা শক্তিলাভ করেন। এই বেদে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ শক্তি, যাহা বেদমন্ত্র উচ্চারণে উপলব্ধ হয়। এই শক্তি অলৌকিক ও রোগারোগ্যে সমর্থ। ইহাতে (৮।১৩৩।৩) আছে, ব্রহ্ম দ্বারা বাক্য, কর্ম ও মন সুতীক্ষ্ণ হয়। জড়বস্তুতেও এই শক্তি সঞ্চারিত করা যায়। সবন ও যজ্ঞ অনুষ্ঠানদ্বারা এই শক্তি লাভ হয়। সর্বদেবতার মধ্যে এই

শক্তি নিহিত। সর্বশেষে উক্ত শক্তিদ্বারা এই জগৎ সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ঋগ্বেদীয় ঋষি অধ্যাত্ম শক্তিসম্পন্ন, আর অথর্ববেদীয় ঋষি অলৌকিক শক্তিশালী।

অথর্ববেদীয় মন্ত্রাবলী এই সকল শ্রেণীতে বিভক্ত—ভৈষজ্যানী, আয়ুষ্যানী, কৌষ্টিকানী, মৃগারসুক্তানি, স্ত্রীকর্মাান, অভিচারকানী, রাজকর্মানি, আপ্রিস্ত সূক্তানি ইত্যাদি।

অথর্ববেদে নিম্নলিখিত দেবগণ সম্বোধিত হইয়াছেন—অগ্নি, অঙ্গিরা, অঙ্গিরস, অতিথি, অত্রি, অথর্বা, অথর্বন, অদিতি, অপন, অপ্সরা, অমাবাস্যা, আয়ু, আরতি, অর্যমা, অশ্বিদ্বয়, আদিত্য, আপঃ, আশাপাল, ইন্দ্র, উষা, ঋভুগণ, কণ্ব, কবি, কাশ্যপ, কাম, কাল, গন্ধর্ব, চন্দ্র, চন্দ্রমা, জরিমা, ত্রায়মানা, ত্বষ্টা, ত্রিষি, দিতি দেবগণ, ধনপতি, ধাত্রী, নক্ষত্র, নবগ্নঃ, নির্ঋতি, পশুপতি, পর্জন্য, পাপ্মা পিতৃগণ, পুরু, পূষা, পৃশ্নি, পৌর্ণিমাসী, বিস্কিলা, বৃহস্পতি, ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মণস্পতি, ভূমি, মন্যু, মন্যু, মরুৎ, মিত্র, মেধা, মৃত্যু, যম, রাত্রি, রুদ্র, রোহিত, বরুণ, বর্চস, বাক্, বাচস্পতি, বাত, বায়ু, বাস্তোষ্পতি, বিদ্যুৎ, বিরাজ, বিবস্বৎ, বিশ্বকর্মা, বিশ্বজিৎ, বিশ্বদেবগণ, বিষ্ণু, বেদমাতা, বেনা ব্রাত্য, সভা, সমিতি, সরস্বৎ, সরস্বতী, সবিতৃ, সিনিবালী, সূর্য্য, সোম, সুষা, স্রযণ, স্কম্ভ, স্বব, স্বপ্ন ইত্যাদি।

নিম্নোক্ত ভেষজীয় প্রভৃতি দ্রব্যও অথর্ববেদে সম্বোধিত ও ব্যবহৃত হইয়াছেন—অজশৃঙ্গী, অপামার্গ, অভিবর্ত, অরুন্ধতী, অর্ক, অর্জুনকাণ্ড, অশ্বত্থ, অসিক্নী, অস্তৃত, আবয়ু, আসুরী, উত্তানপর্ণ, উদুম্বর, কুষ্ঠ, কেশবর্ধনী, গুঘ বা গুলগুলু, চিপুদ্রু, জীবন্তী, জীবলা, জঙ্গীদ, জলাস, তলাসা, তিল, তুষ্টিকা, দর্ভ, দশবৃক্ষ, তিনৎমী ন্যস্টিকা, পরিহস্ত, পাতা, পিপ্পলী, পুতুদ্রু, পৃশ্নীপর্ণী, বজ, ফাল, মধু, মধুলা, মেখলা, যব, রোহিণী, লাক্ষা, বরণ, ববণাবতী, বিষাণিকা, ব্রীহি, শংখ, শতবার, শমী, শর, সিস, সখী, সহস্রকাণ্ড, শতবার, অস্তৃত, পরিহস্ত এবং স্বর্ণমাতুলী।

উক্ত যুগে কৃমি, সর্প, উপজিকা (পিপালিকা) প্রভৃতি অনিষ্টকারী জন্তুকীটও সম্বোধিত হইত।

অথর্ববেদে (৫।২২) তক্ম বা জ্বররোগকে অথর্বা ঋষি এই মন্ত্রে অপসারিত করিতেছেন, 'অগ্নিদেব তক্মকে এই স্থান হইতে বিতাড়িত করুন। সোম, বরুণ, বেদী, বুশ, জ্বলন্তও সমিধ্ তক্মকে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত করুন।' অপামার্গ ভেষজ লতা (৪।১৯।৪) মন্ত্রে এই ভাবে প্রার্থিত হইয়াছে। 'পুরাকালে দেবগণ অসুরগণকে তোমার দ্বারা বিতাড়িত করেন। তখন তুমি অপামার্গ লতারূপে সৃষ্ট হইয়াছিলে।' স্রক্ত বৃক্ষের কাষ্ঠে নির্মিত কবচের মহিমা (৮।৫।৩) মন্ত্রে এইভাবে কীর্তিত হইয়াছে, 'এই কবচ সহায়ে ইন্দ্র বৃত্রবধ করেন। ইহার দ্বারা তিনি অসুর বিনাশ করেন। ইহার শক্তিতে তিনি স্বর্গ, মর্ত ও অন্তরীক্ষ জয় করেন।' খদিরকাষ্ঠে নির্মিত মাদুলীর প্রশংসাও ১০।৬।২২ মন্ত্রে এইভাবে কথিত হইয়াছে, 'এই মাদুলী বৃহস্পতি দেবগণের জন্য প্রস্তুত করেন। এই অসুরনাশক মাদুলী আমার নিকট আসিয়াছে সরস ও উজ্জ্বল অবস্থায়।"

তখন লতাবৃক্ষ সমূহ দেবতারূপে বিবেচিত হইত, কারণ, দেবগণ এই সকল উদ্ভিদে বাস করেন বলিয়া তন্মধ্যে অলৌকিকী মহাশক্তি বিদ্যমান। মন্ত্রসমূহের মধ্যে কোন কোনটি উচ্চভাবপূর্ণ। ৪।১৬ মন্ত্রে বরুণদেব প্রার্থিত হন। উক্ত মন্ত্র সম্বন্ধে জার্মাণ সংস্কৃতজ্ঞ রাথ মন্তব্য করেন, সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে এই মন্ত্রতুল্য স্পষ্টভাবে অথর্ববেদের সর্বজ্ঞত্ব প্রকাশক অন্যমন্ত্র নাই। ইন্দ্র, অগ্নি, সবিতা, বৃহস্পতি, মিত্র, বরুণ, বায়ু, অশ্বিদ্বয়, ভগ, সোম, মরুদ্গণ, মাতরিশ্বা, আদিত্যগণ, বসুগণ প্রভৃতি সুদীর্ঘ নীরোগ জীবনাদি লাভার্থ প্রার্থিত হইয়াছেন। তক্ম বা জ্বররোগ সুবর্ণ দেবতারূপে জীবন-দানার্থ সম্বোধিত। ১।২৫।১ মন্ত্র অনুসারে অগ্নি তক্মের জনক, স্রষ্টা এবং ১।২৫।৩ মন্ত্রে আছে, তক্ম রাজা বরুণের পুত্র। এই রোগ যন্ত্রনাদায়ক ও জীবননাশক বলিয়া ভীতি ও ভক্তি সহকারে তিনি দেবতারূপে পরিগণিত।

অথর্ববেদে যক্ষ্মারোগ উল্লিখিত। জায়ান্য, বলাস, কশা, গণ্ডমালা প্রভৃতি রোগের উল্লেখও পাওয়া যায়। শরলতার পিতা পর্জন্য ও মাতা পৃথ্বী। অন্যত্র মিত্র, বরুণ, সূর্য্য বা চন্দ্র ইহার পিতারূপে উল্লিখিত। ইহা কোষ্ঠ কাঠিন্য ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা'র মহৌষধ। অসিক্লী লতার নাম রামা, রজনী ও কৃষ্ণা। অসিক্লী আসুরী বা শ্যামা শ্বেত কুষ্ঠের মহৌষধ। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য অনুসারে আসুরী লতার মাতা পিতা ভূমি ও দ্যৌঃ। পুতদ্রুলতা মুমূর্ষু রোগীর প্রাণরক্ষায় সমর্থ। এইরূপে তলাসা, সহস্রকাণ্ড, পৃশ্নীপর্ণী, পাতা, পুষ্ঠ, বরণ, অপামার্গ প্রভৃতি লতার গুণাবলী নানা স্থানে বর্ণিত। সদম্পুষ্পা লতার মাদুলী পরিলে মানুষ স্বর্গ, মর্ত ও অন্তরীক্ষে সর্ববস্তু দেখিতে পায়। ইহা দিব্য পক্ষীর সুপর্ণ হইতে আবির্ভূত। অজশৃঙ্গীলতা দ্বারা অথর্বাগণ কাশ্যপ,, কাম্ব ও অগস্ত্য ঋষি রাক্ষস বিনাশ করেন। ৪।৩৭ মন্ত্রে আছে, উক্ত লতা সূক্ষ্ম শৃংগযুক্ত এবং অপ্সরা পিশাচ প্রভৃতি বিনাশে সমর্থ। ইহার গন্ধে দৈত্যগণ পলায়ন করে। নিতৎনী লতা দেবীরূপে পরিগণিত। ইহা দিব্যা পৃথ্বী হইতে জাত এবং কেশহীন মস্তকে কেশ উৎপাদনে সমর্থ। ১।৩৫।১ মন্ত্রে আছে, সুবর্ণ মাদুলী ব্যবহার করিলে মানুষ শতায়ু হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র ধাতুত্রয়ের মাদুলী ধারণ করিলে সম্পদ, সৌভাগ্য ও বীরত্ব লাভ হয়। শংখের মাদুলী ধারণ করিলে দেবগণ ও অসুরগণের অস্ত্রশস্ত্র হইতে আত্মরক্ষা করা যায়। অসিত, তিরশ্চিরাজী, বভ্রু, স্বজ ও দেবজন প্রভৃতি সর্পের নাম অথর্ববেদে উল্লিখিত। অথর্ববেদের এই মন্ত্র (৭।৮৩) বরুণদেবের নিকট বন্ধন মুক্তির জন্য কাতর প্রার্থনায় ও উচ্চভাবে পরিপূর্ণ। ইহা কৌশিক গৃহসূত্রে (১২৭।৪) উদ্ধৃত এবং কুষ্ঠব্যাধি দূরীকরণার্থ যাদুমন্ত্ররূপে ব্যবহৃত। পাশ্চাত্য বেদজ্ঞ মরিস ব্লুমফিল্ড্ কর্তৃক সমগ্র অথর্ববেদ Sacred Books of the East সিরিজের ৪২ তম খণ্ডে সরল ইংরাজীতে অনূদিত ও সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত হইয়াছে।

অথর্ববেদের দ্বাদশ স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে অথর্ববেদীয় গায়ত্রী-হৃদয় নিম্নোক্ত প্রকারে কথিত আছে। সর্বাগ্রে সাধক বিরাটরূপিণী বেদ-জননী গায়ত্রী মহাদেবীর ধ্যানান্তে তাঁহার অঙ্গসমূহে বক্ষ্যমান দেবতাগণের ভাবনা করিবেন। পরে দেহপিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের অভেদহেতু স্বদেহকে গায়ত্রী শরীর হইতে অভিন্ন জানিয়া, অর্থাৎ তন্ময় হইয়া স্বীয় অঙ্গসমূহেও সেই সেই দেবতার ভাবনা করিবেন। বেদজ্ঞগণ বলেন, যিনি উপাসনাকালে অঙ্গন্যাসাদি দ্বারা নিজ দেহকে উপাস্য দেবতার দেহ বলিয়া না ভাবেন, তিনি দেবার্চনে অনধিকারী। তজ্জন্য সাধক স্বীয় দেহে বক্ষ্যমান দেবগণের ভাবনা করিবেন। গায়ত্রী হৃদয়ের ঋষি নারদ, ছন্দ গায়ত্রী ও দেবতা পরমেশ্বরী গায়ত্রী দেবী। সাধক বিবিক্ত প্রদেশে বিহিত আসনে উপবেশন পূর্বক একাগ্র মানসে পূর্বোক্ত প্রকারে আনুপূর্বিক ষড়ঙ্গন্যাসান্তে গায়ত্রী দেবীর ধ্যান করিবেন। অনন্তর মস্তকে দ্যৌ দেবতাকে, দন্তপংক্তিদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে, অধর ওষ্ঠে উভয় সন্ধ্যাকে, মুখে অগ্নিকে, জিহ্বায় সরস্বতীকে, গ্রীবায় বৃহস্পতিকে, স্তনদ্বয়ে অষ্টবসুকে, বাহুদ্বয়ে মরুৎগণকে, হৃদয়ে পর্জন্য দেবকে, উদরে আকাশকে, নাভীতে অন্তরীক্ষকে. কটিদেশে ইন্দ্র ও অগ্নিকে, জঘনদেশে বিজ্ঞানময় প্রজাপতিকে, উরুদ্বয়ে কৈলাস ও মলয় পর্বতকে, জানুদ্বয়ে বিশ্বদেবগণকে, জঙ্ঘাতে কৌষিককে, গুহ্যদেশে উত্তরায়ণ ও দক্ষিনায়ণকে, উরুদ্বয়ের উর্দ্ধভাগে পিতৃগণকে, পদদ্বয়ে পৃথিবীকে, অঙ্গুলিসমূহে বনস্পতিগণকে, লোমসমূহে ঋষিবৃন্দকে. নখসমূহে মুহূর্তগণকে, রক্তে ও মাংসে ঋতুসমূহকে, চক্ষুর নিমেষে সম্বৎসর সমূহকে এবং দিবা ও রাত্রিতে সূর্য্য ও চন্দ্রকে ভাবনা করিতে হইবে। তৎপরে "প্রবরা, দিব্যা ও সহস্রনয়না গায়ত্রী দেবীর শরণ গ্রহণ করিলাম"—এই বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইবে। সর্বশেষে উক্তরূপে নমস্কার করিবে—"সূর্য্যতেজকে নমস্কার করি, পূর্বদিক হইতে সূর্য্যকে নমস্কার করি, প্রাতঃ সূর্য্যকে নমস্কার করি, প্রাতঃ সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী গায়ত্রী দেবীকে নমস্কার করি"।

অথর্ব শব্দ এইরূপে নিষ্পন্ন হয়—অথর্বণ্ (পুং) অথ—ঋ—বণিপ্ শক। অথর্ব অর্থে অথর্ব নামক ঋষি বিশেষ। মুণ্ডক উপনিষদের আরম্ভে লিখিত আছে যে, অথর্বা ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন।—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥ ১
অথর্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা অথর্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভরদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারাদ্বজাঽঙ্গিরসে পরাবরাম্॥ ২

দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি এই বিশ্বের কর্তা এবং জগতের রক্ষক। তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বকে সকল বিদ্যার সার স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দেন। ব্রহ্মা অথর্বকে যাহা শিখাইয়াছিলেন, অথর্ব আবার সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরার কাছে প্রকাশ করেন। অঙ্গিরা ভরদ্বাজ বংশোদ্ভব সত্যবাহকে তাহা বলেন। সত্যবাহ সেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা অঙ্গিরসকে শিখাইয়াছিলেন।

ঋগ্বেদ প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তক দেখিয়া এইরূপ প্রতীতি জন্মে যে, অথর্বা প্রথমে অগ্নির সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং আর্যদের মধ্যে তিনি সর্বাগ্রে যজ্ঞাদি ক্রিয়া প্রবর্তিত করেন।

অগ্নির্জাতো অথর্বণা বিদদ্বিশ্বানি কাব্যা। ভুবদ্দূতো বিবস্বতো॥ ঋগ্বেদ ১০। ২১।৫ অথর্বা অগ্নি উৎপাদন করেন। সেই অগ্নি সর্ব বিদ্যা জানিতেন। তিনি বিবস্বতের বার্তাবহ হইয়াছিলেন।

অথর্বা ত্বা প্রথমো নিরমন্থদগ্নে (বাজসনেয়ি সংহিতা)। হে অগ্নি, অথর্বা তোমাকে প্রথম উৎপাদন করিয়াছেন।

শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, দধ্যঞ্চ নামে জনৈক ঋষি অথর্বার পুত্র ছিলেন। তমু ত্বা দধ্যঙ্ঙৃষিঃ পুত্র ইধে অথর্বণঃ। অথর্বার পুত্র দধ্যঞ্চ ঋষি তোমাকে (অগ্নিকে) প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন। অথর্ববেদে অথর্বা এবং বরুণ সম্বন্ধে যে উপাখ্যান আছে, তাহার সহিত

রামায়ণে ও মহাভারতে বর্ণিত বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের উপাখ্যানের সাদৃশ্য আছে।

অথর্ববেদ (পুং) কর্মধারয় সমাস। মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে যে, অথর্ববেদ ব্রহ্মার উত্তরমুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা ভ্রমর ও অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। এই বেদ ঘোরাঘোরস্বরূপ এবং আভিচারিকাদি প্রক্রিয়ায় পরিপূর্ণ।

অথর্ববেদের প্রকৃত নাম 'অথর্বাঙ্গিরস।' এই অথর্বাঙ্গিরস শব্দ সংক্ষেপে উল্লেখ করিবার জন্য লোকে ইহাকে অথর্ববেদ বলে। ঋগ্বেদে অথর্ব শব্দের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য অথর্ব শব্দের অর্থে প্রায়শঃ ঋষি লিখিয়াছেন। হগ্ সাহেব বলেন, অথর্ব শব্দের অর্থ, জেন্দ্ আবেস্তা অনুসারে—'অগ্নি পুরোহিত।' অথর্ববেদেও অনেক স্থলে অথর্ব শব্দের উল্লেখ আছে। তাহার একস্থানে দেখা যায়—'অজীজানো হি বরুণ স্বধাবন্ অথর্বাণং পিতরং দেববন্ধুং'। হে স্বধাবন্ বরুণ, দেববন্ধু পিতা অথর্বকে তুমি জন্ম দিয়াছ। এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অথর্ব কোন ঋষি বিশেষের নাম। অঙ্গিরাও একজন প্রধান ঋষি। ঋগাদি সকল বেদেই আঙ্গিরস নামের উল্লেখ আছে। বোধ হয়, অথর্ব এবং অঙ্গিরা ঋষির বংশধরেরাই অথর্বাঙ্গিরসসংহিতা অর্থাৎ অথর্ববেদ সংহিতা সংকলন করিয়াছেন। কোন কোন ব্যক্তির মতে ভৃগু বংশীয় ঋষিগণ এই বেদের অনেক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন।

নিম্নে অথর্ববেদের ১৯ কাণ্ডের ২৩ ও ২৪ সূক্ত উদ্ধৃত করা হইল। উহা পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, পূর্বে অথর্ব ও অঙ্গিরাবংশীয় ঋষিদের অনেক মন্ত্র ছিল, সেই সকল মন্ত্র একত্র সংকলনে অথর্ববেদের উৎপত্তি হয়েছে। তাহার মধ্যে অথর্বণেরা যে প্রণালীতে মন্ত্র সাজাইতেন, বেদে তাহাই আছে। কেবল আঙ্গিরসগণের মন্ত্র সমূহ যোগ করিয়া দিবার জন্য স্থানে স্থানে নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে।

অথর্বণাণাং চতুর্খর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১। পঞ্চর্চেভ্যঃ স্বাহা। ২। ষড়্চেভ্যঃ স্বাহা। ৩। সপ্তর্চেভ্যঃ স্বাভা। ৪। অষ্টর্চেভ্যঃ স্বাহা। ৫। নবর্চেভ্যঃ স্বাহা। ৬। দশর্চেভাঃ স্বাহা। ৭। একাদেশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ৮। দ্বাদশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ৯। ত্রয়োদশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১০। চতুর্দশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১১। পঞ্চদশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১২। ষোড়শর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১৩। সপ্তদশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১৪। অষ্টাদশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১৫। একোনবিংশতিঃ স্বাহা। ১৬। বিংশতিঃ স্বাহা। ১৭। মহৎ কাণ্ডায় স্বাহা। ১৮। তৃর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১৯। একর্চেভ্যঃ স্বাহা। ২০। ক্ষুদ্রেভ্যঃ স্বাহা। ২১। একদ্-বৃচেভ্যঃ স্বাহা। ২২। রোহিতেভ্যঃ স্বাহা। ২৩। সূর্যাভ্যাং স্বাহা। ২৪। ব্রাত্যাভ্যাং স্বাহা। ২৫। প্রজাপত্যাভ্যাং স্বাহা। ২৬। বিষা-সহৈ স্বাহা। ২৭। মাঙ্গলিকেভ্যঃ স্বাহা। ২৮। ব্রহ্মণে স্বাহা।২৯

অথর্ববেদেও দেখা যায়, ১ম কাণ্ডের প্রায় সকল সূক্তই চারিটি ঋকে গ্রথিত। ২য় কাণ্ডের প্রায় সকল সূক্তই পাঁচটি ঋকে গ্রথিত। সুতরাং অথর্ববংশীয় ঋষিগণের মন্ত্র লইয়াই অথর্ববেদ। (২২ সূক্ত)

আঙ্গিরসানামাদ্যৈ পঞ্চানুবাকৈ স্বাহা। ১। ষষ্ঠায় স্বাহা। ২। সপ্তমাষ্ট-মাভ্যাং স্বাহা। ৩। নীলনখেভ্যঃ স্বাহা। ৪। হরিতেভ্যঃ স্বাহা। ৫। ক্ষুদ্রেভ্যঃ স্বাহা। ৬। পর্যায়িকেভ্যঃ স্বাহা। ৭। প্রথমেভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহা। ৮। দ্বিতীয়েভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহা। ৯। তৃতীয়েভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহা। ১০। উপোত্তমেভ্যঃ স্বাহা। ১১। উত্তমেভ্যঃ স্বাহা। ১২। উত্তরেভ্যঃ স্বাহা। ১৩। ঋষিভ্যঃ স্বাহা। ১৪। শিখিভ্যঃ স্বাহা। ১৫। গণেভ্যঃ স্বাহা। ১৬। মহাগণেভ্যঃ স্বাহা। ১৭। সর্বেভ্যঃ ইঙ্গিরোভ্যো বিদগণেভ্যঃ স্বাহা। ১৮। পৃথক্সহস্রাভ্যাং স্বাহা। ১৯। ব্রহ্মণে স্বাহা।২০

পুরাকাল হইতে ব্রাহ্মণগণ ঋক্, যজুঃ ও সামবেদই শ্রদ্ধাভরে পাঠ করিতেন এবং বেদ তিনখানি বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল। তজ্জন্য বেদের

আর একটি নাম ত্রয়ী হইয়াছে। মনু প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ঋগাদি তিনখানি বেদেরই প্রাধান্য দেখা যায়।—

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌ যজুঃ সামলক্ষণম্‌॥ মনু ১।২৩।

যাগাদির সিদ্ধির জন্য তিনি অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্বেদ এবং সূর্য হইতে সামবেদ উদ্ধৃত করিলেন।

ত্রয়ী বৈবিদ্যা ঋকো যজুংসি সামানি। (শতপথ ব্রাহ্মণ ৪।৬।৭।১)।

প্রজাপতি ত্রিলোক উত্তপ্ত করিলেন। সেই তপ্যমান ত্রিলোক হইতে তিনি সারভাগ বাহির করিয়া আনিলেন। পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরীক্ষ হইতে বায়ু এবং দ্যুলোক হইতে আদিত্য উৎপন্ন হইল। পরে তিনি এই তিনটি দেবতাতে আবার তাপ লাগাইলেন। এই তিনটি দেবতা উত্তপ্ত হইলে তাহাদের সারাংশ উদ্ধৃত হইল। অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্বেদ এবং আদিত্য হইতে সামবেদ উপলব্ধ হইল। প্রজাপতি এই তিনটি বিদ্যাতে পুনর্বার তাপ দিলেন। উক্ত বেদত্রয় উত্তপ্ত হইলে ঋক্‌ হইতে ভূর্‌, যজু হইতে ভুবঃ এবং সামবেদ হইতে স্বর্‌ উৎপন্ন হইল। [ছান্দোগ্যোপানিষদ্‌ ৪।১৭।১]

মধুসূদন সরস্বতী লিখিয়াছেন—'স চ প্রয়োগত্রয়েণ যজ্ঞনির্বাহার্থম্‌ ঋগ্‌যজুঃ সামবেদেন ভিন্নঃ। + + + অথর্ববেদস্তু যজ্ঞানুপযুক্তঃ শান্তি-পৌষ্টিকাভিচারাদি কর্ম প্রতিপাদকত্বেন অত্যন্তবিলক্ষণ এব।'

যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত বেদকে ঋক্‌, যজুঃ ও সাম এই ত্রিবিধ মন্ত্রে বিভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু অথর্ব বেদ যাগাদির অনুপযুক্ত। ইহাতে কেবল শান্তি, পৌষ্টিক ও অভিচারাদির প্রকরণ আছে। ইহাও একখানি স্বতন্ত্র বেদশাস্ত্র।

অনেকে অনুমান করেন যে, অথর্ববেদ ম্লেচ্ছশাস্ত্র। ব্রাহ্মণগণ এই বেদের কখনই আদর করিতেন না, ইহা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। বস্তুতঃ ইহা ম্লেচ্ছদিগের

বেদ নহে, ইহা ব্রাত্যবেদ। এখন দেখা যাক, ব্রাত্য বলিতে কি বুঝায়। মনু ব্রাত্য সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন।—

আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ততে।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্বিংশতের্বিশঃ॥
অত ঊর্ধ্বং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য বিগর্হিতাঃ॥

২। ৩৮—৩৯

গর্ভ হইতে ষোল বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের যজ্ঞোপবীতের কাল অতীত হয় না। ক্ষত্রিয়দের বাইশবৎসর এবং বৈশ্যদের চব্বিশ বৎসর পর্যন্ত যজ্ঞোপবীতের সময় থাকে। এই সময় অতীত হইলে সেই সাবিত্রী-পতিত অসংস্কৃত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ব্রাত্য নামে অভিহিত হয়। তাহারা আর্যদের নিন্দনীয়।

বোধহয়, ব্রাত্য শব্দ—ব্রাত (অর্থাৎ সমূহ বা সামান্য লোক) শব্দ হইতে উৎপন্ন। মনু গায়ত্রীহীন ব্রাহ্মণকে ব্রাত্য বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অথর্ববেদে ব্রাত্যের যথেষ্ট প্রশংসা আছে। সমস্ত পঞ্চদশ কাণ্ডটি ব্রাত্যের প্রশংসায় পরিপূর্ণ। উক্ত কাণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে, 'যে পৃথিবীর সকল পুণ্য ফল প্রাপ্ত হয়, তাহার গৃহে ব্রাত্য অতিথি হইয়া এক রাত্রি বাস করেন। যে অন্তরীক্ষের সকল পুণ্য লোক প্রাপ্ত হয় তাহার গৃহে ব্রাত্য অতিথি হইয়া দুই রাত্রি বাস করেন। যে দ্যুলোকের সকল পুণ্য লোক প্রাপ্ত হয়, তাহার গৃহে ব্রাত্য অতিথি হইয়া তিন রাত্রি বাস করেন। যে পুণ্যের পুণ্য (সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) লোক লাভ করে, তাহার গৃহে ব্রাত্য চারি রাত্রি বাস করেন। যে অপরিমিত পুণ্য লোকসমূহ প্রাপ্ত হয় তাহার গৃহে ব্রাত্য অপরিমিত রাত্রি বাস করেন। ১৫।১৩।১৫—

তদ্যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্য একাং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি।
যে পৃথিব্যাং পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাবরুন্ধে॥ ১

তদ্যাস্মৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো দ্বিতীয়াং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি।
যে অন্তরিক্ষে পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাবরুন্ধে ॥ ২ ইত্যাদি।

অগ্নি, আদিত্য পবমান, অপ, পশু ও প্রজা ব্রাত্যের এই সপ্তপ্রাণ। তস্য ব্রাত্যস্য ॥ ১ ॥ সপ্তপ্রাণাঃ সপ্তাপানাঃ সপ্তব্যানা ॥ ২ ॥ যোঽস্য প্রথমঃ প্রাণ উর্দ্ধো নামায়ং সো অগ্নিঃ ॥ ৩ ॥ যোঽস্য দ্বিতীয়ঃ প্রাণঃ প্রৌঢো নামাসৌ স আদিত্যঃ ॥ ৪ ॥ যোঽস্য তৃতীয় প্রাণো ও ভ্যূঢো নামাসৌ'স চন্দ্রমাঃ ॥৫ ॥ যোঽস্য চতুর্থঃ প্রাণো বিভূর্ণামায়ং স পবমানঃ ॥ ৬ ॥ যোঽস্য পঞ্চমঃ প্রাণো যোনির্নাম তা ইমাঃ আপঃ ॥ ৭ ॥ যোঽস্য ষষ্ঠঃ প্রাণঃ প্রিয়ো নাম ত ইমে পশবঃ ॥ ৮ ॥ যোঽস্য সপ্তমঃ প্রাণোঽপরিমিত নাম তা ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৯ ॥ ১৫ ॥ ১৫।

অথর্ববেদের মন্ত্রাবলী কখন কোন যজ্ঞে লাগিত কিনা, তাহা নিশ্চিত করা কঠিন। কিন্তু অথর্ববেদের শাখা প্রশাখার বিধানানুসারে যাগাদি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দশরথের পুত্রোষ্টি যাগ অথর্ববেদের শির্ষক বিধান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, রামায়ণে উক্ত কথা লিখিত আছে। অথর্ববেদী ব্রাহ্মণগণ বলেন যে ইহা একখানি ব্রহ্মবেদ। যজ্ঞ করিতে হইলে চারি জন প্রধান ঋত্বিক্ ও বার জন সহকারী আবশ্যক হয়। প্রধান ঋত্বিকদের মধ্যে যিনি সামবেদ উচ্চারণ করেন, তাঁহার নাম উদ্গাতা। যিনি যজুর্বেদ পাঠ করেন, তাঁহার নাম হোতা; যিনি ঋঙ্মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহার নাম অধ্বর্যু। আর যিনি সকলের উপর কর্তৃত্ব করেন, তাঁহার নাম ব্রহ্মা। ব্রহ্মার স্বতন্ত্র বেদ নাই, কিন্তু তিনি চতুর্বেদে সুনিষ্ণাত হন। অথর্ববেদীরা বলেন যে, যজ্ঞস্থলে ব্রহ্মনামক ঋত্বিকের বেদের নাম অথর্ববেদ।

পুরাকালে অথর্ববেদের বহুসংখ্যক শাখা ছিল। এখন তাহার মধ্যে কেবল শৌনক শাখা বিদ্যমান। এই বেদ নয় ভাগে বিভক্ত। যথা—পৈপ্পলাদ, শৌনকীয়, দামোদ, তোত্তায়ন, জায়ল, ব্রহ্মপালাশ, কুনখা, দেবদর্শী এবং চারণবিদ্যা। চরণব্যূহে লিখিত আছে—

দ্বাদশানাং সহস্রাণি মন্ত্রাণাং ত্রিশতানি চ।
গোপথং ব্রাহ্মণং বেদেঽথর্বণে শতপাঠকং॥

অথর্ববেদে বার হাজার তিন শত মন্ত্র, গোপথ ব্রাহ্মণ এবং শত পাঠক আছে।

আমরা সমস্ত বেদখানির মন্ত্রাদি সযত্নে গণিয়া নিম্নে তাহাদের তালিকা দিতেছি—

১ কাণ্ডে	৩৫ সূক্ত	৬ অনুবাক্	২ প্রপাঠ	ঋক্ ১৫৩
২ "	৩৬ "	৬ "	৪ "	" ২০৭
৩ "	৩১ "	৬ "	৬ "	" ২৩১
৪ "	৪০ "	৮ "	৯ "	" ৩২৪
৫ "	৩০ "	৬ "	১২ "	" ৩৭৬
৬ "	১৪২ "	১৩ "	১৫ "	" ৪৫৪
৭ "	১১৮ "	১০ "	১৭ "	" ২৮৬
৮ "	১০ "	৫ "	২১ "	" ২৫৯
৯ "	১০ "	৫ "	২১ "	" ৩০২
১০ "	১০ "	৫ "	১৩ "	" ৩৫০
১১ "	১০ "	৫ "	২৫ "	" ৩১৩
১২ "	৫ "	৫ "	২৭ "	" ৩০৪
১৩ "	৪ "	৪ "	২৮ "	" ১৮৮
১৪ "	২ "	২ "	২১ "	" ১৩৯
১৫ "	১৮ "	২ "	৩০ "	" ১৪১
১৬ "	৯ "	২ "	৩১ "	" ৯৩
১৭ "	১ "	১ "	৩২ "	" ৩০
১৮ "	৪ "	৪ "	৩৪ "	" ২৮৩
১৯ "	৭২ "	৭ "	" "	" ৪৫৬
২০ "	১৪৩ "	৯ "	" "	" ৯৪১

অতএব দেখা যাইতেছে, এখন সমস্ত অথর্ববেদের মন্ত্রসংখ্যা ৫৮৩০টির অধিক নহে। ঐ সকল মন্ত্র গদ্যে ও পদ্যে রচিত। তন্মধ্যে পদ্যই অধিক।

বিষ্ণুপুরাণে অথর্ববেদের এই বিবরণ পাওয়া যায়—

অথর্বাণামথো বক্ষ্যে সংহিতানাং সমুচ্চয়ম্।
অথর্ববেদং স মুনিঃ সুমন্তুরামিতদ্যুতিঃ॥ ৯
শিষ্যমধ্যাপয়ামাস কবন্ধং সোঽপি তদ্দ্বিধা।
কৃত্বা তু দেবদর্শায় তথা পথ্যায় দত্তবান্॥ ১০
দেবদর্শস্য শিষ্যাস্তু মৌদ্গো ব্রহ্মবলিস্তথা।
শৌক্কায়নিঃ পিপ্পলাদস্তথান্যো মুনিসত্তম॥ ১১
পথ্যস্যাপি ত্রয়ঃ শিষ্যাঃ কৃত্বা যৈর্দ্বিজ সংহিতাঃ।
জাজলিঃ কুমুদাদিশ্চ তৃতীয়ঃ শৌনকো দ্বিজঃ॥ ১২

তাহার পর অথর্ববেদের সমস্ত বিবরণ বলিতেছি। অপরিমিত দীপ্তিমান্ সমন্তুমুনি আপনার শিষ্য কবন্ধকে অথর্ববেদ শিক্ষা দেন। কবন্ধ আবার ঐ বেদকে দুই ভাগ করিয়া দেবদর্শ ও পথ্য নামক দুইজনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। মৌদ্গ, ব্রহ্মবলি, শৌক্কায়নি ও পিপ্পলাদ এই চারিজন দেবদর্শের শিষ্য ছিলেন। পথ্যের তিনজন শিষ্য—জাজলি, কুমুদ এবং শৌনক।

অথর্ববেদ কতদিনে রচিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে রামায়ণে লিখিত আছে।—

ইষ্টিং তেঽহং করিষ্যামি পুত্রীয়াং পুত্রকারণাৎ।
অথর্বাশিরসি প্রোক্তৈর্মন্ত্রৈঃ সিদ্ধাং বিধানতঃ॥ বালকাণ্ড ১৭।২।

আমি আপনার পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত অথর্ববেদের মন্ত্র দ্বারা বিধানানুসারে যজ্ঞ করিব।

এই শ্লোক দেখিয়া স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, রামায়ণের পূর্বে অথর্ববেদ সংকলিত হইয়াছে। উক্ত বেদের ঊনবিংশ কাণ্ডের সপ্তমসূক্তে লিখিত আছে যে, উহার সংকলনকালে কৃত্তিকা নক্ষত্র রাশিচক্রের প্রথমে

ছিল এবং অশ্লেষার শেষে কিম্বা মঘানক্ষত্রের প্রথমাংশে ক্রান্তি পড়িয়াছিল। পণ্ডিত কৃষ্ণ শাস্ত্রী জ্যোতিষসূত্রের সহায়তায় এইরূপ গণনা করিয়াছেন।

চিত্রাণি সাকং দিবি রোচনানি সরীসৃপানি ভুবনে জবানি।
অষ্টাবিংশং সুমতিমিচ্ছমানো অহানি গীর্ভিঃ সপর্যামি নাকম্ ॥ ১
সুহবংমে কৃত্তিকা রোহিনীচাস্তু ভদ্রং মৃগশিরঃশমার্দ্রা।
পুনর্বসু সুনৃতা চারু পুষ্যো ভানুরাশ্লেষা অয়নং মঘা মে ॥ ২
পুণ্যং পূর্বাফল্গুন্যৌ চাত্র হস্তশ্চিত্রা শিবা স্বাতিঃ সুখো মে অস্তু।
রাধো বিশাখে সুহবানুরাধা জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্রমরিষ্টং মূলম্ ॥ ৩
অন্নং পূর্বারাসন্তাংমে অষাঢ়া উর্জংদেব্যুত্তর আ বহন্তু।
অভিজিন্মে রাসতাং পুণ্যমেব শ্রবণঃ শ্রবিষ্ঠাঃ কুর্বতাং সুপুষ্টিম্ ॥ ৪
আ মে মহচ্ছতভিষগ্বরীয় আ মে দ্বয়া প্রোষ্ঠপদা সুশর্ম।
আ রেবতী চাশ্বযুজৌ ভগং ম আ মে রয়িং ভরন্য আ বহন্তু ॥ ৫

অথর্ববেদ ১৯ কাণ্ড। ৭ সূক্ত।

অয়নগতি বিষুবরেখা হইতে প্রতি বৎসর ৫০ বিকলা করিয়া সরিতে থাকে। মঘার মধ্যস্থিত একটী বৃহৎ তারার আরম্ভের স্থান হইতে রাশি চক্রের প্রথমাংশ পর্যান্ত নয় অংশ। কৃত্তিকার স্থান হইতে মঘা পর্যন্ত সাতটি নক্ষত্র আছে। প্রত্যেক নক্ষত্রের স্থান পরিমাণ ১৩ অংশ ২০ কলা। অতএব কৃত্তিকা নক্ষত্র যে সময়ে রাশিচক্রের প্রথমে ছিল, তখন মঘার মধ্যস্থিত তারাটির দ্রাঘিমা ৭ × ১৩ অংশ ২০ কলা + ৯ অংশ = ১২০ অংশ ২০ কলা ছিল।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের নটিক্যাল পঞ্জিকায় মঘার মধ্যস্থিত তারার স্থিতি এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছিল—

দক্ষিণে উদয়	১০° ১' ৫২.৪" (কাল)
উত্তরে অস্ত	১২° ৩৩' ৪৬"

এখন দ্রাঘিমা স্থির করিতে হইলে রাশিচক্রের ব্যাসের বক্রতা স্থির করা আবশ্যক। ১লা জানুয়ারী ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উহা ২৩° ২৭´ ১৮´´ ৫০ নির্ধারিত হয়।

পৃথিবীর মধ্যরেখা ও রাশিচক্রের মধ্যরেখা সমসূত্রপাতে যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানের নাম ক্রান্তিপাত। ঐ ক্রান্তিপাতের উত্তর দক্ষিণ লম্ব যে একটি রেখা কল্পনা করা যায়, তাহার নাম বিষুবরেখা। সূর্য যে গতি দ্বারা বিষুবরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে গমন করেন, তাহাকে অয়নগতি বলে। ৭২ বৎসরে এক অংশ অয়নগতি সরিয়া থাকে। অয়নাংশ শূন্য হইলে সেই দিবস দিন ও রাত্রি সমান হইয়া থাকে এবং সেইদিন ক্রান্তিপাত হয়। পূর্বে ৩০ চৈত্র ক্রান্তিপাত হইত। অথর্ববেদ সংকলনকালে ঐ সংক্রান্তির সময় রাশিচক্রের প্রথমে কৃত্তিকা নক্ষত্র ছিল। এখন ১০ই চৈত্র রাত্রিদিন সমান হয় এবং রাশিচক্রের প্রথমে অশ্বিনী আছে। দুইটি পূর্ণ নক্ষত্র এবং আর একটির এক পাদ লইয়া এক একটি রাশি হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক নক্ষত্রের পরিমাণ ১৩ অংশ ২০ কলা। এখন পূর্বোক্ত হিসাবে একটা সন্দেহ আছে। সে সন্দেহ এই—যদ্যপি কৃত্তিকার প্রথম হইতে গণণা আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে সাড়ে তিনটি নক্ষত্র পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যেক নক্ষত্রের পরিমাণ ১৩ অংশ ২০ কলা হইলে পূরণ দ্বারা সাড়ে তিন নক্ষত্রে ৪৬ অংশ ৪০ কলা হয়। তাহার পর এই ত্রৈরাশিক অঙ্ক করিতে হইবে যে, ৭২ বৎসরে অয়নগতি যদি এক অংশ করিয়া সরিতে থাকে, তাহা হইলে ৪৬ অংশ ৪০ কলা কত বৎসরে সরিবে? অতএব, ১ : ৪৬.৪০ : : ৭২ : ক

ইহার উত্তর ৩৩৬০ বৎসর।

দ্বিতীয় কথা এই, যদ্যপি কৃত্তিকা নক্ষত্রের শেষ হইতে গণণা করা যায়, তাহা হইলে অয়নাংশ সাড়ে চারি নক্ষত্র সরিয়া আসিয়াছে। সাড়ে চারিটি নক্ষত্রের পরিমান ৬০ অংশ। অতএব উপরের মত ত্রৈরাশিক

করিলে ৪৩২০ বৎসর হয়। অতএব প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর অতীত হইল, অথর্ববেদ সঙ্কলিত হইয়াছে। উপরের জ্যোতিষ ও ত্রিকোণমিতির গণনায় ৩৩৯৩ বৎসর হইয়াছিল। এখানে সহজ উপায়ে গণনার দ্বারা ৩৩৬০ বৎসর হইতেছে। অতএব ৩৩ বৎসরের প্রভেদ হইল। আর কৃত্তিকার শেষ হইতে সহজ উপায় দ্বারা গণনা করিয়া ৪৩২০ বৎসর হইয়াছে।

অথর্ববেদ ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের পরে সংকলিত হইয়াছে, তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে অগস্ত্য ঋষির কৃমি নাশের মন্ত্র আছে। অথর্ববেদেও এইরূপ একটি মন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। অগস্ত্যস্য ব্রহ্মণা সংপিনষ্মাহং কৃমিম্। (রোথকৃত অথর্ববেদের এডিশন ২ কাণ্ড, ৬ অনুবাক, ৩২সূ। ৩ঋক্।) আমি অগস্ত্য ঋষির মন্ত্র দ্বারা কৃমিসমূহ সম্পিষ্ট করিতেছি। এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তদ্ভিন্ন অথর্ববেদে ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের নাম দেখা যায়। কিন্তু ঐ তিনখানি বেদের মধ্যে কোথাও অথর্ববেদের নাম নাই।

ঋচং সাম যজামহে যাভ্যাং কর্মাণি কুর্বতে।
এতে সদসি রাজতো যজ্ঞং দেবেষু যচ্ছতঃ॥ ১
ঋচং সাম যদপ্রাক্ষং হবিরোজো যজুর্বলং।
এষ মা তস্মান্মা হিংসীৎ বেদঃ পৃষ্টঃ শচীপতে॥ ২

অথর্ববেদ ৭ কাণ্ড ৫৪

আমরা ঋক্ ও সামবেদকে উপাসনা করি। ইহাদের দ্বারা লোকে যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন করে। যিনি দেবগণের নিমিত্ত যজ্ঞ করেন, তাঁহার সভায় ইহারা শোভা পান। যে ঋক্ ও সামের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহারা হবি এবং ওজ আর যজুঃ (যজুর্বেদ) বল। অতএব, হে যজ্ঞপতি, এই বেদ পৃষ্ট হইয়া আমার হিংসা করিবে না।

এ স্থলে ঋক্, যজুঃ ও সাম শব্দের বেদ বলিয়া উল্লেখ থাকায় স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ঐ তিনখানি বেদ সঙ্কলনের পর অথর্ববেদ সঙ্কলিত হইয়াছে।

রোথ্ ও হুইটনী সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত সংস্করণে অথর্ববেদের প্রথম মন্ত্র এই—

যে ত্রিষপ্তাঃ পরিযন্তি বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ।
বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে ॥ ১

পরন্তু, ব্রাহ্মণ সর্বস্ব প্রণেতা হলায়ুধ নিজ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে—অথর্ববেদাদি মন্ত্রস্য দধ্যঙ্ঙাথর্বণ ঋষিরাপোদেবতায় গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্রো যথা—শন্নো দেবীরভীষ্টয় আপোভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভিস্রবন্তু নঃ ॥ ১।

অর্থাৎ তাঁহার মতে এই স্থান হইতে অথর্ববেদ আরম্ভ হইয়াছে এবং এইটি প্রথম মন্ত্র। রোথ সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত পুস্তকে ইহা ষষ্ঠ সূক্তের প্রথম মন্ত্র। মূল কথা, কোন কোন প্রাচীন পুস্তকে 'ত্রিষপ্ত' এই মন্ত্র হইতে অথর্ববেদ আরম্ভ হইয়াছে, আবার কোন কোন পুস্তকে—"শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে' এখান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সায়ণাচার্য অথর্ববেদের যে ভাষ্য লিখিয়াছিলেন, তাহা বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। অথর্ববেদের প্রথম হইতে সপ্তম কাণ্ড পর্যন্ত্য সূক্তের ঋক্ সংখ্যা অনুসারে সাজানো হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথম কাণ্ডের প্রতি সূক্তে চারটি করিয়া ঋক্ আছে। দ্বিতীয় কাণ্ডের প্রতি সূক্তে পাঁচটি করিয়া ঋক্ আছে। তৃতীয় কাণ্ডের প্রতি সূক্তে ছয়টি করিয়া ঋক্। চতুর্থ কাণ্ডের প্রতি সূক্তে সাতটি করিয়া ঋক্। পঞ্চম কাণ্ডের প্রতি সূক্তে আটটি হইতে আঠারটি পর্যন্ত্য ঋক্ আছে। ষষ্ঠ কাণ্ডের প্রতি সূক্তে তিনটি করিয়া ঋক্ আছে। সপ্তম কাণ্ডের প্রতি সূক্তে একটি করিয়া ঋক আছে। অষ্টম কাণ্ড হইতে অষ্টাদশ কাণ্ড পর্যন্ত অনেক বড় বড় সূক্ত আছে। ত্রয়োদশ কাণ্ডে রোহিত নামক দেবতার বিবরণ আছে। তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্তা। তাঁহার পত্নীর নাম রোহিণী। চতুর্দশ কাণ্ডে বিবাহের কথা উল্লিখিত।

পঞ্চদশ কাণ্ডে ব্রাত্যের বৃত্তান্ত কথিত। ষোড়শ ও সপ্তদশ কাণ্ডে বিবিধ বিষয় সংকলিত। বিংশঃ কাণ্ডের অধিকাংশ স্থলে ইন্দ্রদেবের স্তুতি দেখা যায়। ঐ স্তুতিসমূহ প্রায়শ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল হইতে উদ্ধৃত। অথর্ববেদের অন্যান ছয়ভাগের একভাগ ঋগ্বেদের মন্ত্র; আবার সেই সকল মন্ত্র প্রথম ও দশম মণ্ডলেই অধিক দেখা যায়। অথর্ববেদেও পুরুষসূক্ত আছে, কিন্তু ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের সঙ্গে ইহার পাঠের অনেক প্রভেদ আছে।

অথর্ববেদের একখানি প্রাতিশাখ্য মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে অন্যান্য সকল কাণ্ডের ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ঊনবিংশ কাণ্ডের একটি ছাড়া উদাহরণ নাই এবং বিংশ কাণ্ডের একটি মাত্রও উদাহরণ দেওয়া হয় নাই। তাই কেহ কেহ অনুমান করেন যে, প্রাতিশাখ্যখানি রচিত হইবার পর আধুনিক ঊনবিংশ ও বিংশ কাণ্ডদ্বয় অথর্ববেদের সঙ্গে সংযোজিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রায় সমস্ত ছন্দই অথর্ববেদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। ইহার চতুর্থ কাণ্ডের একুশ সূক্তে অঙ্গিরা, অগস্ত্য, জমদগ্নি, অত্রি, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, শ্যাবাশ্ব, বধ্রশ্ব, পুরুমীঢ়, বিমদ, সপ্তবাধ্রি, ভরদ্বাজ, গবিষ্ঠির, বিশ্বামিত্র, কুৎস, কক্ষিবান, কণ্ব, ত্রিশোক, কাব্য, উশনা, গোতম ও মুদ্গল এই সকল ঋষির নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ঋগ্বেদের ঋষি। অথর্ববেদ ভিন্ন আর কতকগুলি মন্ত্র আছে, তাহার নাম অথর্বণ। কিন্তু সেই অথর্বণগুলি অথর্ববেদ হইতে ভিন্ন কিনা, তাহা নিশ্চয় করা যায় না। সম্প্রতি অথর্ববেদের কেবল শৌনক শাখাই পাওয়া যায়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, উহার পৈপ্পলাদ শাখাও নষ্ট হয় নাই। অথর্ববেদের সংকলনকালে ব্রাহ্মণদের অতিশয় প্রতিপত্তি ছিল। নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। অথর্ববেদের পঞ্চম কাণ্ডে ১৭ সূক্তে আছে।

উত যৎপতয়ো দশ স্ত্রিয়াঃ পূর্বে অব্রাহ্মণাঃ।
ব্রহ্মা চেদ্ধস্তমগ্রহীৎ স এব পতিরেকধা ॥৮

ব্রাহ্মণ এব পতির্ন রাজন্যো ন বৈশ্যঃ।

তৎসূর্য প্রব্রুবন্নেতি পঞ্চভ্যো মানবেভ্য ॥ ৯

আবার অন্যত্র দেখা যায় (৫ কাণ্ড। ১৮ সূ।)

ন ব্রাহ্মণো হিংসতিব্যোঽগ্নিঃ প্রিয়তনোরিব।

সোমো হ্যস্য দায়াদ ইন্দ্রো অস্যাভিশস্তিপাঃ ॥ ৬

যে সহস্রমরাজন্নাসন্দশশতা উত।

তে ব্রাহ্মণস্য গাং জগ্ধ্বা বৈতহব্যা পরাভবন্ ॥

গৌরের তান্ হন্যমানা বৈতহব্যা অবাতিরৎ। ১০

যে কেসর প্রাবন্ধায়াশ্চরমাজামপেচিরণ্। ১১।

ঋগ্বেদে ইন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতাদের স্তুতি ও অর্চনা বিবৃত। কিন্তু অথর্ববেদে কাল, কাম, যম, মৃত্যু, দেব, দানব প্রভৃতি সকলেরই স্তব করা হইয়াছে। জগতে যাহা আছে, তাহার স্তব এবং জগতে যাহা নাই, কেবল কল্পনা করা হয়, তাহারও স্তব আছে।

নমো দেববধেভ্যো নমো রাজবধেভ্যঃ।

অথো যে বিশ্যানাং বধাস্তেভ্যো মৃত্যো নমোঽস্তুতে ॥

নমস্তে অধিবাকায় পরাবাকায় তে নমঃ।

সুমত্যৈ মৃত্যোতেনমো দুর্মত্যৈ ত ইদং নমঃ।

নমস্তে যাতুধানেভ্যো নমস্তে ভেষজেভ্যঃ।

নমস্তে মৃত্যো মূলেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্য ইদং নমঃ।

অথর্বেদ ৬।১৩।১—৩।

ঋগ্বেদোক্ত ঋষিবৃন্দ কোথাও যাতুধান, দুর্মতি প্রভৃতিকে নমস্কার করেন নাই। অথর্ববেদে রোগাদি বিনাশের মন্ত্র অধিক দেখা যায়, অন্য বেদে এত নাই। স্বামীকে বশীভূত করিবার মন্ত্র, বিষ নাশের মন্ত্র, শত্রুবধের মন্ত্র, বন্ধ্যানারীর সন্তানোৎপত্তির মন্ত্র—এই সবই আছে। তখনকার যে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দের পৌরোহিত্য করিতেন, তাঁহাদিগকে অথর্ববেদ ভাল

করিয়া পড়িতে হইত। রঘুবংশে কালিদাস বশিষ্ঠকে 'অথর্বনিধি' এই বিশেষণ দিয়া তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। 'অথাথর্বনিধেস্তস্য বিজিতারিপুরঃ পুরঃ।' বশিষ্ঠ ঋষির মন্ত্রবল কেমন, তাহাও উত্তমরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। 'তব মন্ত্রকৃতো মন্ত্রৈঃ দুরাৎপ্রশমিতারিভিঃ।'

কোন ব্যক্তি মৃতকল্প হইলে তাঁহারা মন্ত্র পড়িয়া সেই রোগীকে ঝাড়াইতেন। কাহারও কঠিন রোগ হইলে ঋষিরা এই বলিয়া ঝাড়াইতেন—

আবতস্ত আবতঃ পরাবতস্ত আবতঃ। ইহৈব ভব, মা নুগা, মা পূর্বাননুগাঃ পিতৄন সুম্বপ্নামি তে। ১

যত্ত্বাভিচেরুঃ পুরুষঃ স্বো যদরণোজনঃ।
উন্মোচন প্রমোচনে উভে বাচা বদামি তে॥ ২
যদ্ দুদ্রোহিথ শেপিষে স্ত্রিয়ৈ পুংসে অচিত্ত্যা উন্মো॥৩
যদেনসো মাতৃকৃতাচ্ছেষে পিতৃকৃতাচ্চ যৎ।
উন্মোচন প্রমোচনে উভে বাচা বদামি তে॥ ৪॥
যত্তে মাতা যত্তে পিতা জামির্ভ্রাতা চ সর্জ্জতঃ।
প্রত্যক্ সেবস্ব ভেষজং জরদষ্টিং কৃণোমি ত্বা॥ ৫॥
ইহৈধি পুরুষ সর্বেণ মনসা সহ।
দূতৌ যমস্য মানুগা অধিজীব পুরা ইতি॥ ৬॥
অনুহূতঃ পুনরেহি বিদ্বানুদয়নং পথঃ।
আরোহণমাক্রমণং জীবতো জীবতোঽয়নম্॥ ৭॥
মা বিভের্ন মরিষ্যসি জরদষ্টিং কৃণোমি ত্বা।
নিরবোচমহং যক্ষ্মমঙ্গেভ্যো অঙ্গজ্বরং তব॥ ৮॥
ইত্যাদি ইত্যাদি ৫ কাণ্ড। ৩০ সূক্ত।

তোমার নিকট হইতে, তোমার নিকট হইতে; তোমার দূর হইতে তোমার নিকট হইতে (আমি তোমাকে ডাকিতেছি), এইখানে থাক

যেওনা, তোমার পূর্বপিতৃ-পুরুষদিগের কাছে যেও না। আমি তোমাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিতেছি। তোমার আত্মীয় ব্যক্তি কিম্বা অন্যে যদি কোন অভিচার করিয়া থাকে, আমি মন্ত্র পড়িয়া তাহা কাটাইয়া দিতেছি। যদি তুমি না বুঝিতে পারিয়া কোন স্ত্রীলোককে কিম্বা পুরুষকে কষ্ট অথবা শাপ দিয়া থাক, আমি তাহা মোচন করিয়া দিতেছি। যদি তোমার পিতামাতার পাপে এই পীড়া হইয়া থাকে, আমি মন্ত্র পড়িয়া তাহা বিদূরিত করিব। তোমার পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী যে ঔষধ দিতেছেন তাহা সেবন কর। আমি তোমাকে দীর্ঘজীবী করিতেছি। হে পুরুষ, তোমার সমগ্র মনের সহিত এইখানে থাক। দুইজন যমদূতের সঙ্গে যেও না। এই জীবিত মনুষ্যদের পুরীতে থাক। জীবিতদের পথের উদয়ন, আরোহণ ও অবতরণ প্রভৃতি মনে করিয়া তোমাকে ডাকিলে তুমি ফিরিয়া আইস। ভয় নাই, তুমি মরিবে না; আমি তোমাকে দীর্ঘজীবী করিয়া দিতেছি। যক্ষ্মারোগে তোমার শরীর ক্ষয় হইতেছিল, আমি তাহা ঝাড়াইতেছি।

মৃত্যুর প্রতি,—অথর্ববেদ ৮ কাণ্ড। ১ সূক্ত—

অন্তকায় মৃত্যবে নমঃ প্রাণা অপানা ইহতে রমন্তাম্।
ইহায়মস্তু পুরুষঃ সহাসুনা সূর্যাস্য ভাগে অমৃতস্য লোকে ॥ ১ ॥

অন্তক মৃত্যুকে নমস্কার। তোমার প্রাণ এবং অপান বায়ু এইখানে থাকুক। এই সূর্যপুরে এবং অমৃতলোকে আত্মার সঙ্গে এই পুরুষ থাকুক।

এই সকল মন্ত্র সভাসমিতির উদ্দেশ্যে রচিত। ৭ কাণ্ড। ১২ সূক্ত।

সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাং প্রজাপতের্দুহিতরৌ সম্বিদানে।
যেন সঙ্গচ্ছা উপ মা স শিক্ষাচ্চারু বদানি পিতরঃ সঙ্গতেষু ॥ ১ ॥
বিদ্ম তে সভে নাম নারিষ্টা নাম বা অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে মে সন্তু সবাচসঃ ॥ ২ ॥
এষামহং সমাসীনানাং বর্চো বিজ্ঞানমাদদে।
অস্যাঃ সর্বস্যাঃ সংসদো মামিন্দ্র ভগিনং কৃণু ॥ ৩ ॥
যদ্বো মনঃ পরাগতং যদ্বদ্ধমিহ বেহ বা।
তদ্ব আবর্তয়ামসি ময়ি বো রমতাং মনঃ ॥ ৪ ॥

সভা ও সমিতি প্রজাপতির দুই কন্যা। তাঁহারা উভয়ে আমাকে রক্ষা করুন। যাঁহাদের সঙ্গে আমার মিলন হয়, তাঁহারা আমার কাছে আসুন। হে পিতৃগণ! সেই লোক-সমাগমের মধ্যে আমি যেন সৎকথা বলি। হে সভে, আমরা তোমার নাম জানি; তোমার নাম সদালাপ। সভাসদবৃন্দ আমার সঙ্গে কথা কহিতে থাকুন। এখানে যাঁহারা বসিয়া আছেন, তাঁহাদের আমি তেজঃ ও জ্ঞান গ্রহণ করি। হে ইন্দ্র, এই সভাস্থ সকলের অপেক্ষা আমাকে প্রসিদ্ধ কর। যদি তোমার মন অন্য কোথায় গিয়া থাকে, কিম্বা তাহা এখানেই বদ্ধ হইয়া থাকে বা অন্যত্র থাকে, তাহা ফিরিয়া আসুক এবং আমাতে রমণ করুক।

অথর্ববেদোক্ত পুরুষ সূক্ত—১৯ কাণ্ড। ৬ সূক্ত নিম্নে উদ্ধৃত।—

সহস্রবাহুঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ ১॥
ত্রিভিঃ পদ্ভির্দ্যামরোহৎ পাদস্যেহাভবৎ পুনঃ।
তথা ব্যক্রামদ্বিষ্বঙ্ উশনানশনে অনু॥ ২॥
তাবন্তো অস্য মহিমানস্ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। ৩।
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশ্বরো যদন্যেনাভবৎ সহ॥ ৪॥
যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কিং বাহূ কিমূরূপাদা উচ্যতে। ৫।
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যোঽভবৎ।
মধ্যং তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত। ৬।
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত। ৭।

নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্॥ ৮॥
বিরাডগ্রে সমভবদ্বিরাজো অধিপুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথোপুরঃ॥ ৯॥
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেব যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ॥ ১০॥
তং যজ্ঞং প্রাবৃষা প্রৌক্ষন্পুরুষং জাতমগ্রশঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা বসবশ্চ যে॥ ১১॥
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে চ কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ॥ ১২॥
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত॥ ১৩॥
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যশ্চ যে॥ ১৪॥
সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ॥
দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্পুরুষং পশুম্॥ ১৫॥
মূর্ধ্নো দেবস্য বৃহতো অংশবঃ সপ্ত সপ্ততীঃ।
রাজ্ঞঃ সোমস্যাজায়ন্ত জাতস্য পুরুষাদধি॥ ১৬॥

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে, ৯০ সূক্তে ইহা কিঞ্চিৎভিন্নাকারে দেখা যায়। বেদ সংকলনকালে লাঙ্গলাদির পূজা করা হইত। যথা,—

সীতে বন্দামহে ত্বার্বাচী সুভগে ভব।
যথা নঃ সুমনা অসো যথানঃ সুফলা ভুবঃ। অথর্ববেদ ৩।১৭।৮

হে সুভগে লাঙ্গলের রেখা, তুমি অধিষ্ঠান কর। আমরা তোমার বন্দনা করি। যেহেতু তুমি প্রসন্ন হও এবং বসুমতীকে সুফলা করিয়া দাও।

ইন্দ্রঃ সীতাং নি গৃহ্ণাতু তাং পূষাভিরক্ষতু।
সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাম্॥ অথর্ববেদ ৩।১৭।৪।

ইন্দ্র লাঙ্গলের রেখা গ্রহণ করন, পূষা তাঁহাকে রক্ষা করুন, তিনি পয়স্বিনী হইয়া বৎসর বৎসর আমাদিগকে শস্য প্রদান করুন।

বায়ুপুরাণে নিম্নোক্ত শ্লোকে অথর্ববেদের প্রাধান্য প্রতিপাদিত।

বহ্বৃচো হন্তি বৈ রাষ্ট্রমধ্বর্য্যুর্নাশয়েৎ সুতম্।
ছন্দোগো ধনং নাশয়েৎ তস্মাদাথর্বণো গুরুঃ।

বহ্বৃচ (ঋগ্বেদের পুরোহিত) রাজ্য নষ্ট করেন; অধ্বর্য্যু (যজুর্বেদের পুরোহিত) সন্তান নষ্ট করেন ও ছন্দোগ (সামবেদের পুরোহিত) ধন নষ্ট করেন। তজ্জন্য আথর্বণই সব শ্রেষ্ঠ।

অথর্বা সৃজতে ঘোরমদ্ভুতং শময়েৎ তথা।
অথর্বা রক্ষতে যজ্ঞং যজ্ঞস্য পতিরঙ্গিরাঃ॥
দিব্যান্তরিক্ষ ভৌমানামুৎপাতানামনেকধা॥
সময়িতা ব্রহ্মবেদজ্ঞস্তস্মাদ্ দক্ষিণাতো ভৃগুঃ।
ব্রহ্মা শময়েন্নাধ্বর্য্যুর্ন ছন্দোগো ন বহ্বৃচঃ॥
রক্ষাংসি রক্ষতি ব্রহ্মা ব্রহ্মা তস্মাদথর্ববিৎ।

অথর্ববেদী পুরোহিত উৎপাতের সৃষ্টি করেন এবং উপদ্রবের শান্তিও করেন। অথর্ববেদী পুরোহিত যজ্ঞ রক্ষা করেন, অঙ্গিরা যজ্ঞের পতি। ব্রহ্মবেদজ্ঞ (অথর্ববেদজ্ঞ) ব্যক্তি দ্যুলোকের, অন্তরীক্ষের এবং পৃথিবীর নানাবিধ উৎপাতের শান্তি করেন। তজ্জন্য ভৃগুকে দক্ষিণদিকে রাখা আবশ্যক। ব্রহ্মাই (অথর্ববেদী পুরোহিত) অনিষ্টের শান্তি করিতে পারেন, অধ্বর্য্যু, ছন্দোগ কিম্বা বহ্বৃচরা তাহা পারেন না। ব্রহ্মা রাক্ষসদের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারেন, তজ্জন্য অথর্ববেদজ্ঞ ব্যক্তিই ব্রহ্মা।

অথর্বশিখা—(স্ত্র) অথর্বণঃ অথর্ববেদস্য শিখা শির ইব। ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস। অথর্বশিখা নামক অথর্ববেদের অন্তর্গত উপনিষৎ বিশেষ এই

উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে অথর্ববেদের শিখা স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

অথর্বশিরস (ক্লী)—অথর্বনঃ শিরো মস্তকমিব। অথর্ববেদের অন্তর্গত অথর্বশিরঃ বা অথর্বশিরস নামক ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক উপনিষদ্ বিশেষ।

মঙ্গল সামবেদের অধিপতি এবং অথর্ববেদের অধিপতি চন্দ্রের পুত্র বুধ।—'সামবেদাধিপো ভৌমঃ শশিজোঽথর্ববেদরাট্।'

অথর্ববেদের অপ্রকাশিত ভাষ্যাংশ সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা লিখিত হইল। ২৯শে এপ্রিল সোমবার সকাল নয়টায় ধর্মচক্রের মন্দিরের পশ্চিমে বারান্দায় স্বামী বিশ্বরূপানন্দ মল্লিখিত অথর্ববেদের ভূমিকা পড়িতে ছিলেন ও আমি উহা একমনে শুনিতেছিলাম। তখন আমি পশ্চিমদিকে তাকিয়ে দেখলাম, একটি স্বর্ণবর্ণ সূক্ষ্মদেহী আমাদের দিকে পিছন ফিরে পশ্চিমদিকে তাকিয়ে শূন্যে বসে আছেন। তাঁর মাথায় পাগড়ী ও পরণে সাদা কাপড়। আমি তাঁকে দেখার এক মিনিট পরেই তিনি আমাকে কিছু বলে চলে গেলেন। ইনি বেদজ্ঞ পণ্ডিত রামরূপ শর্মা ও অথর্ববেদের তৃতীয় পাদের ভাষ্য লিখেছেন। উক্ত ভাষ্য কাশী হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর সংস্কৃত বিভাগে পুঁথিরূপে রক্ষিত আছে। উনি উহার প্রচার কামনা করেন।

মহানারায়ণ উপনিষদের ভূমিকা

মহানারায়ণ একটী প্রাচীন ও প্রধান উপনিষৎ এবং কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত। যজ্ঞাত্মা নারায়ণ ইহার ঋষি বলিয়া ইহার অন্য নাম যাজ্ঞিকী উপনিষৎ। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের মতে কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা দশ প্রপাঠকে বিভক্ত এবং উহার নবম ও দশম প্রপাঠকই যথাক্রমে তৈত্তিরীয় ও মহানারায়ণ উপনিষৎ। দক্ষিণ ভারতে ধর্মানুষ্ঠান উপলক্ষে এই দুই উপনিষদের অখণ্ড পাঠ প্রচলিত। ভট্ট ভাস্কর সায়ণাচার্য্যের পূর্বেই সমগ্র কৃষ্ণযজুর্বেদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তিনি প্রপাঠকের পরিবর্তে 'প্রশ্ন' ব্যবহার করেন ও বলেন, এই দুই উপনিষৎ কৃষ্ণ যজুর্বেদের দুই শেষ প্রশ্ন। পূর্বোক্ত উভয় ভাষ্যকার কর্তৃক মহানারায়ণের যাজ্ঞিকী উপনিষৎ নাম গৃহীত।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভট্টভাস্করকৃত ভাষ্য সহ মহীশূর বিব্লোথিকা সংস্কৃত সিরিজ হইতে এবং সায়ণ কৃত ভাষ্য সহ পুণা আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরিজ হইতে প্রকাশিত। কর্ণেল জি. এ. জাকব কর্তৃক সম্পাদিত ও বোম্বাই সংস্কৃত সিরিজ হইতে প্রকাশিত মহানারায়ণ উপনিষদের সহিত শংকরানন্দ কৃত দীপিকা টীকা পাওয়া যায়। মান্দ্রাজস্থ আডায়ার লাইব্রেরী সিরিজে যাজ্ঞিক্যুপনিষৎ প্রকাশিত। উক্ত উপনিষদের সরল ইংরাজি অনুবাদ সুপণ্ডিত স্বামী বিমলানন্দ সযত্নে করিয়াছেন। ইহা মান্দ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের উপনিষৎ সিরিজে প্রকাশিত। দুঃখের বিষয়, এই উপনিষদের বাংলা অনুবাদ এখনও হয় নাই। তৈত্তিরীয় উপনিষৎতুল্য মহানারায়ণ উপনিষৎ শিক্ষাবল্লী, আনন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লীতে বিভক্ত। বর্তমান সংস্করণে মহানারায়ণ উপনিষৎ অশীতি অনুবাকে সমাপ্ত। ইহাই অন্ধ্রপাঠরূপে পরিগণিত। দ্রাবিড়পাঠ অনুসারে এই

উপনিষৎ চতুঃষষ্ঠি অনুবাতে সমাপ্ত। ভাষ্যকার ভট্টভাস্কর কর্তৃক উক্ত পাঠ পরিদৃষ্ট। আনন্দাশ্রম সংস্করণে যে পরিশিষ্ট সংযোজিত, তাহাতে দশম প্রপাঠক নারায়ণ উপনিষৎ নামে প্রকাশিত। অবশ্য ভট্টভাস্কর ও সায়ণাচার্য্য কর্তৃক তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠক খিল বা পরিশিষ্ট রূপেই বিবেচিত। সায়ণাচার্য্য স্বয়ং লক্ষ্য করিয়াছেন, কর্ণাটকে প্রচলিত আলোচ্য উপনিষৎ নবতি অনুবাকে সমাপ্ত।

আচার্য্য শংকর এই উপনিষদের ভাষ্যরচনা করেন নাই; কিন্তু তৎকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের দুই স্থানে (৩৩।২৪ এবং ৩।০।২০) এই উপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বলেন, "তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণ কথনান্তে কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান সম্বন্ধে যাহা অনুক্ত ছিল, তাহাই প্রকীর্ণ গ্রন্থে কথিত হইল।" তিনি আরও বলেন, "ইহার আরম্ভে পরমাত্মার বর্ণনা ও সমাপ্তিতে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপ সন্ন্যাসের প্রশংসা থাকায় ইহা উপনিষৎ নামে উক্ত হইবার যোগ্য।

ঋগ্বেদ ভাষ্যের উপোদ্‌ঘাতে শ্রীমৎ সায়ণাচার্য্য খেদসহ বলেন, "বেদমনুচ্চার্য্য পরনিন্দানৃতকলহহেতুং লৌকিকীং বার্তাং সবত্রোচ্চারয়তঃ স্পষ্ট এব বাচি ভাগ্যাভাবঃ।" ইহার অর্থ, বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন না করিয়া পরচর্চা, মিথ্যা ও বিরোধের কারণ গ্রাম্য কথায় সর্বত্র লোকে অনুরক্ত হওয়ায় বাক্যে তাহাদের ভাগ্যহীনতা স্পষ্টভাবে প্রকটিত।" সুতরাং বৈদিক সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার করিলে আমাদের বাক্য-দৈন্য হ্রাস পাইবে ও সুমতি আসিবে। মনে রাখিতে হইবে, আমাদের চতুর্বেদই পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মসাহিত্য। নিম্নে এই উপনিষৎ সরল অনুবাদ সহ প্রদত্ত হইল।

শান্তিপাঠ

হরি ওঁ। শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো।

ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্‌বক্তারমবতু। অবতু মাম্‌। অবতু বক্তারম্‌। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি-নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রাণ ও দিবসের অধিষ্ঠাত্রী মিত্রদেব আমাদের প্রতি শান্তিপ্রদ হউন। অপান ও রাত্রির অভিমানী বরুণদেব আমাদের প্রতি শান্তিপ্রদ হউন। চক্ষু ও আদিত্যমণ্ডলের অভিমানী অর্য্যমাদেব আমাদের প্রতি শান্তিপ্রদ হউন। বলের অভিমানী ইন্দ্রদেব আমাদের প্রতি শান্তিপ্রদ হউন। বাগীন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অভিমানী এবং দেবগণের পালক বৃহস্পতি আমাদের প্রতি শান্তিপ্রদ হউন। পাদদ্বয়ের অভিমানী উরুক্রম (বিস্তীর্ণ পাদক্ষেপকারী, জগদ্ব্যাপক) বিষ্ণুদেব আমাদের প্রতি সুখদায়ক হউন। সূত্রাত্মা ব্রহ্মকে নমস্কার। বায়ুদেবকে নমস্কার। হে বায়ো, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব। শাস্ত্রোপদিষ্ট ঋত বাক্য বলিব। শুদ্ধ বুদ্ধিতে সুনিশ্চিত সত্য বাক্য বলিব। সেই সর্বাত্মা বায়ুরূপ ব্রহ্ম আমাকে (শিষ্যকে) রক্ষা করুন। তিনি বক্তাকে (আচার্য্যকে) রক্ষা করুন। তিনি আমাকে ও বক্তাকে রক্ষা করুন। আমাদের আধ্যাত্মিক বিঘ্ন শান্ত হউক, আধিদৈবিক বিঘ্ন সর্ব শান্ত হউক ও আধিভৌতিক সর্ব বিঘ্ন শান্ত হউক।

ব্রহ্ম গুরু-শিষ্য উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন। তিনি আমাদের উভয়কে তুল্যরূপে বিদ্যাফল দান করুন। আমরা যেন বিদ্যার জন্য বীর্য্য লাভ করিতে পারি। আমাদের উভয়ের অধীত বিদ্যা বীর্য্যশালী হউক। আমরা যেন পরস্পরের অন্যায় ও প্রমাদ নিমিত্ত পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত না হই। আমাদের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক।

প্রথম অনুবাক্

অম্ভস্য পারে ভুবনস্য মধ্যে নাকস্য পৃষ্ঠে মহতো মহীয়ান্।

শুক্রেণ জ্যোতীংষি সমনুপ্রবিষ্টঃ প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তঃ॥ ১

অপরিমিত অম্বুরাশিতে, পৃথিবীমধ্যে ও স্বর্গোপরি সর্বদা সন্নিহিত মহৎ-বস্তুসমূহের মহত্তম প্রাণিগণের সংরক্ষক পরমেশ্বর জীবচৈতন্যরূপে অন্তঃকরণ মধ্যে সম্যক্ অনুপ্রবিষ্ট ও তৎসহ একীভূত হইয়া প্রাণীদেহের অন্তঃস্থলে ভোক্তৃরূপে গূঢ়ভাবে বিরাজ করেন।১

যস্মিন্নিদং সং চ বিচৈতি সর্বং যস্মিন্ দেবাঃ অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।

তদেব ভূতং তদু ভব্যমা ইদং তদক্ষরে পরমে ব্যোমন্॥২

এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টিকালে এতদাত্মরূপে সংস্ফূর্ত হয়, প্রলয়াবস্থায় যাহাতে বিলীন থাকে, সর্বদেব যে আদি আধারে ঐশ্বর্য্যবান হইয়া বিদ্যমান, সেই ব্রহ্মই অতীতে ছিলেন ও ভবিষ্যতে থাকিবেন। তাদৃশ মূলকারণ আকাশবৎ অমূর্ত পরম ব্যোমশব্দিত স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।২

যেনাবৃতং খং চ দিবং মহীং চ যেনাদিত্যস্তপতি তেজসা ভ্রাজসা চ।

যমন্তঃ সমুদ্রে কবয়ো বদন্তি যদক্ষরে পরমে প্রজাঃ॥৩

যে জগৎকারণভূত পরমাত্মা দ্বারা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক সমাচ্ছাদিত, যদ্দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া তপন ঔষ্ণ্য ও আলোক সহ যুক্ত হইয়া তাপ দেন, যাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞগণ দেহমধ্যস্থ অবকাশে ধ্যান-তন্তু দ্বারা সংবদ্ধ করেন, সেই আধার স্বরূপ অক্ষর শব্দবাচ্য ব্রহ্মবস্তুতে সর্ব প্রজাই (প্রাণীই) বিদ্যমান। ৩

যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতী তোয়েন জীবান্ ব্যচসর্জ ভূম্যাম্।

যদোষধীভিঃ পুরুষান্ পশুংশ্চ বিবেশ ভূতানি চরাচরাণি॥৪

যে জগৎকারণ হইতে জগজ্জনিত্রী প্রকৃতি প্রসূতা, যিনি পৃথিবীতে জলোপলক্ষিত পঞ্চভূত দ্বারা বিবিধ জীবদেহ সৃষ্টি করেন, এবং যিনি ওষধি, পশু ও পুরুষাদি স্থাবর-জঙ্গম সবভূতে অন্তঃপ্রবেশ পূর্বক ধারণ করেন।৪

অতঃপরং নান্যদনীয়সংহি পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তম্।
যদেকমব্যক্তমনন্তরূপং বিশ্বং পুরাণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৫

যিনি আকাশাদি সর্ব মহৎ বস্তুর মধ্যে মহত্তম, যিনি সমানবিহীন অধিকরহিত ইন্দ্রিয়গম্য অপরিচ্ছিন্ন অনাদিরূপে চিরন্তন জগদাত্মা প্রকৃতির অতীত (অথবা অজ্ঞানাস্পৃষ্ট) সর্বোৎকৃষ্ট হইতেও উৎকৃষ্টতর, তদপেক্ষা অন্য সূক্ষ্মতর বস্তু আর নাই ।৫

তদেবর্তং তদুসত্যমাহুস্তদেব ব্রহ্ম পরমং কবীনাম্।
ইষ্টাপূর্তং বহুধা জাতং জায়মানং বিশ্বং বিভর্তি ভুবনস্য নাভিঃ ॥৬

তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ বলেন, সেই ব্রহ্ম সর্বাধিষ্ঠানভূত, যথাসংকল্পিতকরণ ও ইষ্টাপূর্তাদি পুণ্যকর্ম ও শুভানুষ্ঠানের প্রেরক। বেদশাস্ত্রে পারঙ্গত মেধাবীবৃন্দের তপোরূপ বেদাত্মক পূজ্যতম ব্রহ্মবস্তুও তিনিই। ইষ্টাপূর্তো-পলক্ষিত শ্রৌত এবং স্মার্ত কর্মফলও তিনিই। সেই পরমাত্মা চক্রনাভিবৎ সর্বলোকের আধারভূত এবং বহুরূপে উৎপন্ন ও উৎপদ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চকে ধারণ করেন ।৬

তদেবাগ্নিস্তদ্বায়ুস্তৎসূর্য্যস্তদু চন্দ্রমা।
তদেব শুক্রমমৃতং তদ্ব্রহ্ম তদাপঃ স প্রজাপতিঃ ॥৭

তিনিই জগদুপকারক অগ্নিদেব। তিনিই জগৎযন্ত্রপ্রবর্তক সমীরণ। তিনিই তাপ, আলোক ও বর্ষার দাতা সূর্যদেব। তিনিই ওষধীশ চন্দ্রমা। তিনিই দীপ্যমান নক্ষত্রাদি ও দেবগণের সেব্য দুর্লভ পীযুষ। হিরণ্যগর্ভাদি-রূপ (অথবা প্রাণিজাতের উপজীব্য অন্নাত্মক) ব্রহ্মাও তিনিই। প্রাণধারণ-নিমিত্ত জলও (অথবা জলোপলক্ষিত পঞ্চভূতও) তিনিই। বিরাটরূপ অথবা প্রজাবৃন্দের উৎপাদকও) প্রজাপতিও তিনিই ।৭

সর্বে নিমেষাঃ জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি।
কলা মুহূর্তাঃ কাষ্ঠাশ্চাহোরাত্রাশ্চ সর্বশঃ ॥৮

জ্যোতির্ময় পরিপূর্ণ পরমাত্মা হইতে কলা, মুহূর্ত, কাষ্ঠা, অহোরাত্র, অর্ধমাস, পূর্ণমাস, ঋতু ও সম্বৎসর প্রভৃতি সর্ব কালাবয়ব উত্তরোত্তর আধিক্য সহিত উৎপন্ন হয়। সেই পরমাত্মা জলের উৎপাদক অথবা সর্বকামের ফলদাতা, স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের স্রষ্টা। তিনি আদিত্যমণ্ডলাদি সৃজনপূর্বক নিখিল বিশ্ব ধারণ করেন।৮-৯

অর্ধমাসাঃ ঋতবঃ সম্বৎসরশ্চ কল্পন্তাম্।
স আপঃ প্রদুধে উভে ইমে অন্তরীক্ষমথো স্বুরঃ ॥৯
নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্যেশে কশ্চন তস্য নাম মহৎযশঃ ॥ ১০

সেই পরমাত্মাকে কেহ ঊর্দ্ধ ও অধো ভাবে পরিচ্ছিন্নরূপে জানিতে পারে না। তির্য্যক্ বিস্তার পরিগ্রহদ্বারাও তাঁহাকে জানা যায় না। মধ্যাবকাশ পরিমাণরূপেও তাঁহাকে বুদ্ধিগত করা যায় না। তাঁহার দিব্য নাম মহৎ যশঃ। কোন সংজ্ঞা দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নির্ধারিত হয় না। ১০

* ১৮ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ১৩ কাষ্ঠায় এক কলা, ৩০ কলায় একক্ষণ, ১২ ক্ষণে এক মুহূর্ত, ৩০ মুহূর্তে এক অহোরাত্র, ১৫ অহোরাত্রে এক পক্ষ, ২ পক্ষে একমাস, ২ মাসে এক ঋতু এবং ৬ ঋতুতে এক সম্বৎসর হয়।

———

স্বারাজ্যসিদ্ধিঃ—ভূমিকা

দ্বাদশ বৎসর পূর্বে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠে অবস্থানকালে শ্রীমৎ গঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতী বিরচিত 'স্বারাজ্যসিদ্ধিঃ' গ্রন্থের অধ্যয়নে ও অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। অনিবার্য বিপর্যয় অতর্কিত ভাবে আসিয়া পড়ায় তাহা এতকাল বন্ধ ছিল। পুনরায় এই শুভকর্ম সমাপনে অগ্রসর হইতেছি। এই গ্রন্থ অদ্বৈতসিদ্ধিঃ, ব্রহ্মসিদ্ধিঃ, ইষ্টসিদ্ধি ও নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ নামক প্রসিদ্ধ সিদ্ধিগ্রন্থ চতুষ্টয়ের সহিত পরিগণিত হইবার যোগ্য। স্বারাজ্যসিদ্ধিঃ অদ্বৈত বেদান্তের একখানি উৎকৃষ্ট প্রকরণ গ্রন্থ এবং 'পঞ্চদশী' ও 'বেদান্তসারঃ' গ্রন্থদ্বয়ের সমকক্ষ। রচনাভঙ্গী, বিষয়-বিন্যাস, বিচার-গাম্ভীর্য ও চিন্তার প্রগাঢ়তায় ইহা পণ্ডিতগণেরও উপভোগ্য। ১৯৫৩ সম্বতে কাশীধাম হইতে ইহার একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে শ্রীমৎ স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী বিরচিত 'কৈবল্যকল্পদ্রুম' নাম্নী একটি প্রাঞ্জল টীকা প্রকাশিত। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত সংস্করণে গঙ্গাধরেন্দ্রকৃত কৈবল্যকল্পদ্রুমাখ্য টীকা এবং করুঙ্গুল শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রী বিরচিত টিপ্পনী সম্বলিত। 'স্বারাজ্যসিদ্ধিঃ' গ্রন্থের কৈবল্য প্রকরণে ৪৬ শ্লোকে আছে, "কৈবল্যকল্পতরুমূলমুপাশ্রিতানাং স্বারাজ্যসিদ্ধিরিয়মস্তু মুদে বুধানাম্।" উক্ত শ্লোকার্ধের ব্যাখ্যানাবসরে শ্রীগঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতী লিখিয়াছেন, "গ্রন্থপক্ষে কৈবল্যকল্পতরুসংজ্ঞক সব্যাখ্যান গ্রন্থস্য মূলং ব্যাখ্যেয়ঃ গ্রন্থং ইত্যাপি অর্থঃ বোধঃ।" গঙ্গাধরেন্দ্র ও ভাস্করানন্দ কৃত টীকাদ্বয়ের নাম কৈবল্যকল্পদ্রুম হইলেও গঙ্গাধরেন্দ্রের টীকা ভাস্করানন্দের টীকা অপেক্ষা বৃহত্তর ও অধিকতর তত্ত্ববিচার-পূর্ণ। গঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতী একজন বিখ্যাত বৈদান্তিক গ্রন্থকার ছিলেন। তিনি গঙ্গাধর ভিক্ষু বা গঙ্গাধরেন্দ্র যতি নামেও আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তিনি ১৭৪৮ বিক্রম শকে (১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৎকৃত সংস্কৃত গ্রন্থমালার মধ্যে চন্দ্রিকোদ্ধার নামে বেদান্ত সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকার টীকা প্রণবকল্প

প্রকাশ, বেদান্তসিদ্ধান্তপঞ্জরী ও প্রকাশ নামে উহার টীকা এবং সাম্রাজ্যসিদ্ধিঃ ও মোক্ষ নামে উহার টীকা পাওয়া যায়। 'স্বারাজ্যসিদ্ধিঃ'র শ্লোকাবলী ভাষা-মাধুর্য্যে ও ভাব-গাম্ভীর্য্যে অনুপম। এই গ্রন্থ অধ্যারোপ প্রকরণ, অপবাদ প্রকরণ ও কৈবল্য প্রকরণ—এই তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রকরণত্রয়ে যথাক্রমে ৫৮, ৫৭ ও ৩৭টি শ্লোক আছে। সুতরাং ইহাতে মোট ১৫৪টি শ্লোক বিদ্যমান। সংস্কৃত অনুবাদ যথাসম্ভব আক্ষরিক ও টীকাদ্বয় অবলম্বনে বিরচিত। কোথাও কোথাও টিপ্পনীর সাহায্যও লইয়াছি। বেদান্তের সিদ্ধান্ত বুদ্ধিগত করিবার জন্য প্রকরণগ্রন্থ অধ্যয়ন অবশ্য কর্তব্য। এই হেতু স্বারাজ্যসিদ্ধিঃ তুল্য উচ্চ শ্রেণীর প্রকরণ গ্রন্থের অনুবাদ বঙ্গদেশে প্রয়োজন। বঙ্গভূমি নব্যবেদান্তের অভিনব পীঠস্থান। আশা করি, পঞ্চদশী ও বেদান্তসারঃবৎ স্বারাজ্যসিদ্ধিঃ বঙ্গদেশে প্রচলিত হইবে। অনুবাদসহ ইহা পাঠ করিলে অর্থবোধ নিশ্চয়ই সম্ভব। প্রথম প্রকরণের সানুবাদ শ্লোকত্রয় উল্লিখিত হইল।

গঙ্গাপুর প্রচলিত জটাস্রস্ত ভোগীন্দ্রভীতাম্
আলিঙ্গন্তীমচলতনয়াং সস্মিতং বীক্ষ্যমানঃ।
লীলাপাঙ্গৈঃ প্রণতজনতাং নন্দয়শ্চন্দ্রমৌলিঃ
মোহধ্বান্তং হরতু পরমানন্দমূর্তিঃ শিবোনঃ ॥ ১

স্বর্গাগত গঙ্গাপ্রবাহের ধারাকম্পিত (শিবের) জটাজাল হইতে নিম্নে পতিত সর্পরাজ হইতে ভীতা হইয়া (শিবকে) আলিঙ্গনকারিণী পার্বতীকে মৃদুহাস্যে যিনি দর্শন করেন এবং কৃপাদৃষ্টি দ্বারা আশ্রিত ভক্তগণকে যিনি আনন্দ দান করেন, সেই চন্দ্রমস্তক পরমানন্দস্বরূপ মহাদেব আমাদের মোহান্ধকার বিনাশ করুন। ১

স্মারং স্মারং জনিমৃতিভয়ং জাতনির্বেদবৃত্তিঃ
ধ্যায়ং ধ্যায়ং পশুপতিমুমাকান্তমন্তর্নিষণ্ণম্।
পায়ং পায়ং সপদি পরমানন্দ পীযূষধারাং
ভূয়ো ভূয়ো নিজগুরুপদাম্ভোজযুগ্মং নমামি ॥ ২

জন্ম ও মৃত্যুর ভয় পুনঃ পুনঃ স্মরণ পূর্বক শীঘ্র বৈরাগ্যবান হইয়া হৃদয়ে উপবিষ্ট উমাপতি শিবকে পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিয়া অনন্তর পরমানন্দরূপে অমৃত পুনঃ পুনঃ পান করিয়া স্বীয় গুরুর পাদপদ্মদ্বয়ে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। ২

যস্মাদ্বিশ্বমুদেতি যত্র নিবসত্যন্তে যদপ্যেতি যৎ
সত্যজ্ঞানসুখস্বরূপমবধিদ্বৈতপ্রণাশোজ্ঝিতম্।
যজ্জাগ্রৎস্বপ্নপ্রসুপ্তিষু বিভাত্যেকং বিশোকং পরং
প্রত্যগ্ ব্রহ্ম তদস্মি যস্য কৃপয়া তং দেশিকেন্দ্রং ভজে॥ ৩

স্তুতিমুখে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্দেশপূর্বক মঙ্গলাচরণ করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন—

যাহা হইতে এই বিশ্ব আর্বিভূত হয়, যে অধিষ্ঠানে অবস্থিতি করে ও যাহাতে প্রলয়কালে লীন হয়, পুনঃ যাহা সত্য, জ্ঞান ও সুখস্বরূপ এবং দেশ, বস্তু ও কালকৃত পরিচ্ছেদশূন্য এবং যাহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ে ভেদযুক্ত না হইয়া অভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই অদ্বিতীয় শোকশূন্য, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বানুগত পরব্রহ্মস্বরূপ আমিই—এই জ্ঞান যাঁহার কৃপায় লাভ করিয়াছি, সেই গুরুদেবকে আমি স্মরণ করি। ৩

অধীতেজ্যাদানব্রতজপসমাধাননিয়মৈঃ
বিশুদ্ধ স্বান্তাণাং জগদিদমসারং বিমৃশতাম্।
অরাগদ্বেষাণামভয় চরিতানাং হিতমিদং
মুমুক্ষূণাং হৃদ্যং কিমপি নিগদামঃ সুমধুরম্॥ ৪

যাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সেই অধিকারী (যোগ্য) ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে বলিতেছেন—যাঁহারা অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, ব্রত, জপ, উপাসনা ও ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত এবং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অনিত্য—এইরূপ বিচারকারী, পুনঃ যাহারা ভোগেচ্ছা ও অন্যের অশুভ চিন্তাশূন্য এবং সকলকে অভয় প্রদান যাঁহাদের স্বভাব, সেই মুক্তিকামী ব্যক্তিগণের উপকারক, শ্রবণমধুর, চিত্তের সুখদায়ক ও শ্রুতিতাৎপর্য্যপূর্ণ এই প্রকরণ গ্রন্থ আমি রচনা করিতেছি। ৪

তত্ত্বানুসন্ধান—ভূমিকা

সংস্কৃতে যে সকল উৎকৃষ্ট বেদান্তপ্রকরণ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'তত্ত্বানুসন্ধান' উল্লেখযোগ্য। আশ্চর্যের বিষয়, বাংলাদেশে ইহার নাম অদ্যাপি শোনা যায় নাই। ইহা শ্রীমৎ মহাদেবানন্দ সরস্বতী কর্তৃক বিরচিত এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বেনারস সংস্কৃত সিরিজের গ্রন্থরূপে কাশীধামস্থ সরকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত রামশাস্ত্রী তৈলিঙ্গ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যামূলক হিন্দি অনুবাদ উত্তরাখণ্ডে সমধিক প্রচলিত ও স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ কর্তৃক বিরচিত ও বোম্বাই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে প্রকাশিত। ইহার পঠন-পাঠনও উত্তর কাশী প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়। ইহা সারগর্ভ ক্ষুদ্রকায় গদ্যগ্রন্থ এবং বহু শাস্ত্রের উদ্ধৃত বাক্যে সমৃদ্ধ ও চারি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। স্বামী মহাদেবানন্দ সরস্বতী শ্রীমৎ স্বয়ম্প্রকাশ সরস্বতীর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় এখনো পাওয়া যায় নাই; কিংবা তৎ-প্রণীত 'তত্ত্বানুসন্ধান' গ্রন্থের কোন বঙ্গানুবাদ অদ্যাবধি হয় নাই। নিম্নোক্ত নিবন্ধ তত্ত্বানুসন্ধান অবলম্বনে রচিত।

অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে মোক্ষলাভ তত্ত্বমসি আদি মহাবাক্য চতুষ্টয়ের অর্থজ্ঞানের অধীন। সেই হেতু তৎপদের অর্থ নিরূপণ সর্বাগ্রে কর্তব্য। তৎ পদার্থের লক্ষণ দ্বিবিধ—কূটস্থলক্ষণ ও স্বরূপলক্ষণ। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণত্বই তটস্থলক্ষণ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩।১) আছে, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তৎব্রহ্মেতি।" ইহার অর্থ, "ঋষি বরুণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুত্র ভৃগুকে বলিলেন, যাহা হইতে এই ভূতবর্গজাত হয়, যাহা দ্বারা জীবিত থাকে এবং যাহাতে যাইয়া বিলীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম।" ভগবান বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে (১।১।২) ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ।' ইহার অর্থ, যাহা হইতে এই জগতের জন্ম, লয় ও স্থিতি হয় তিনি ব্রহ্ম। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ সত্য, জ্ঞান

ও আনন্দ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।১।৩) আছে, 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।' ইহার অর্থ, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩।৬) আছে, 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।' ইহার অর্থ, বরুণ পুত্র ভৃগু জ্ঞাত হইলেন, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্মসূত্রে (৩।৩।১১) আছে, 'আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য' ইহার অর্থ, নানা শাস্ত্রে আনন্দাদি ব্রহ্মধর্ম ব্রহ্মধ্যানে চিন্তা করিতে হইবে।

তৎপদের অর্থ দ্বিবিধ—বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ। মায়োপহিত চৈতন্য তৎপদের বাচ্যার্থ্য এবং মায়ামুক্ত, মায়োপাধিবর্জিত চৈতন্য তৎপদের লক্ষ্যার্থ। এই মায়া কি? ইহার উত্তর শাস্ত্রে এইভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। যেমন শুক্ত্যাদিতে রজতাদি ভ্রমবশে কল্পিত হয়, তেমনি যাঁহার প্রভাবে চেতনে অচেতন, ব্রহ্মে জগৎ কল্পিত হয়, তাহাই মায়া। মায়া প্রভাবে ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয় 'ইদং সর্বং যদয়মাত্মা' (এই দৃশ্য জগৎই আত্মা), 'আত্মৈবেদং সর্বম্' (এই সমস্তই আত্মা), 'ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্ (এই সমস্তই ব্রহ্ম), 'পুরুষ এবেদং বিশ্বম্ (এই চরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্মময়), 'বাসুদেবঃ সর্বম্ (এই সমস্ত জগৎ বাসুদেবময়), নারায়ণঃ সর্বমিদং পুরাণঃ (সনাতন নারায়ণ এই সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ হইয়াছেন) প্রভৃতি শত শত শ্রুতিবাক্য ও স্মৃতিবাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, চেতন ব্যতীত অচেতনের অভাব, অনস্তিত্ব ঘটে। চেতন বা অচেতনের অভেদ বা ঐক্য অসম্ভব। নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত সত্য পরমানন্দ অদ্বয় ব্রহ্মই চেতন বস্তু। অজ্ঞানাদি জড়জাত অবস্তুই অচেতন। অজ্ঞান ত্রিগুণাত্মক, সৎ বা অসৎরূপে অনির্বচনীয়, ভাবরূপ জ্ঞাননির্বর্ত্য ও জ্ঞাননাশ্য। আমি ব্রহ্মকে জানি না—এই অনুভবের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অজ্ঞান ভাবপদার্থ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে, 'দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈ-নিগূঢ়াম্।' ইহার অর্থ, স্বগুণ-এর দ্বারা নিগূঢ়া দেবাত্মশক্তিই অজ্ঞান। গীতাতে আছে, "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।" ইহার অর্থ, জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত থাকায় জন্তুগণ, প্রাণিগণ মোহগ্রস্ত হয়। আবার উক্ত গ্রন্থে আছে, 'জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।' ইহার অর্থ,

যাহাদের সেই অজ্ঞান জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়, সেই অজ্ঞান মায়া ও অবিদ্যাভেদে দ্বিবিধ। মায়া শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান ও অবিদ্যা মলিনসত্ত্বপ্রধান বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হয়। শ্রুতিতে আছে, জীবেশাবভাসেন করোতি মায়াচ বিদ্যাচ স্বয়মেব ভবতি।' ইহার অর্থ, মায়া জীব ও ঈশ্বরকে আভাস দ্বারা সৃষ্টি করে এবং অবিদ্যা স্বয়ংই বিরাজ করে।

অজ্ঞানের শক্তি দ্বিবিধঃ—জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। রজঃ ও তমোগুণ কর্তৃক অনভিভূত সত্ত্বগুণই জ্ঞানশক্তি। গীতাতে আছে, 'সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্।' ইহার অর্থ, সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান সঞ্জাত হয়। অজ্ঞানের ক্রিয়াশক্তি দ্বিবিধ :—আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি। সত্ত্ব ও রজঃ দ্বারা অনভিভূত তমঃই আবরণশক্তি। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, কৃষ্ণং তম আবরণাত্মকত্বাৎ। ইহার অর্থ, আবরণাত্মক বলিয়া তমোগুণকে কৃষ্ণ, কাল বলা হয়। উহার অস্তিত্ব বা প্রকাশ না থাকায় উহা ব্যবহার হেতু হয়। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, 'ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইত্যাপাদনমাবৃতিঃ।' ইহার অর্থ, কূটস্থ তমোগুণ প্রকাশিত বা বিদ্যমান নহে বলিয়া ইহার আপাদনই আবরণ। তমঃ ও সত্ত্ব দ্বারা অনভিভূত রজঃই বিক্ষেপশক্তি। গীতাতে আছে, 'রজসো লোভ এব চ।' ইহার অর্থ, রজোগুণ হইতে লোভাদি উৎপন্ন হয়। লোভাদি রিপুর বিক্ষেপকত্ব সর্বত্র প্রসিদ্ধ। বিক্ষেপশক্তি আকাশাদি প্রপঞ্চের উৎপত্তি হেতু। শাস্ত্রে আছে, বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তংজগৎ সৃজেৎ। ইহার অর্থ, বিক্ষেপশক্তি লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্ম দেহ হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত জগৎ সৃষ্টি করে। অতএব পূর্বোক্ত অজ্ঞান আবরণশক্তিপ্রধান হইলে মায়া নামে উক্ত হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে এই অভিপ্রায় নিম্নোক্ত শ্লোকে প্রকাশিত।—

তরন্ত্যবিদ্যাং বিততাং হৃদি যস্মিন্নিবেশিতে।
যোগী মায়ামমেয়ায় তস্মৈ বিদ্যাত্মনে নমঃ॥

যিনি হৃদয়ে নিবেশিত, প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগী বিততা অবিদ্যা ও অমেয়া মায়াকে উত্তীর্ণ হন, সেই বিদ্যাময় দেবতাকে নমস্কার করি।

অবিদ্যা ও মায়ার প্রভেদ উক্তভাবে বুঝিতে হইবে। এইরূপে মায়োপহিত চৈতন্য ঈশ্বর জগৎকারণ অন্তর্যামী বলিয়া উক্ত হন। উহাই তৎপদের বাচ্যার্থ। অবিদ্যোপহিত চৈতন্যই জীব প্রাজ্ঞ বলিয়া কথিত হন। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

তমোরজঃ সত্ত্বগুণাপ্রকৃতির্দ্বিবিধ চ সা।
সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে॥
মায়াং বিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ।
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্ বৈচিত্র্যাদনেকধা॥

তমোরজঃসত্ত্বগুণময়ী প্রকৃতি দ্বিবিধ।—সত্ত্বশুদ্ধি ও সত্ত্বাশুদ্ধি দ্বারা যথাক্রমে প্রকৃতি মায়াও অবিদ্যা নামে কথিত হন। সেই মায়াকে বশীভূত করিয়া বিম্ব সর্বজ্ঞ ঈশ্বর হন। প্রতিবিম্ব অল্পজ্ঞ জীব অবিদ্যার বশীভূত এবং অবিদ্যার বৈচিত্র্য হেতু জীবও বহুবিধ হইয়াছে। উল্লিখিত অভিপ্রায় নিম্নোক্ত শ্রুতিদ্বয়ে দৃষ্ট হয়।—

'তস্মাৎ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চান্য মায়য়া সন্নিরুদ্ধ।'
'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ
মায়িনং তু মহেশ্বরম্॥"

এই শ্রুতিদ্বয়ের অর্থ, ঈশ্বর নিজ প্রকৃতি হইতে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টিতে জীব মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয়। মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ীকে মহেশ্বর জানিবে।

যেমন একই দেবদত্ত ক্রিয়া নিমিত্তবশে পাচক ও যাচক নামে অভিহিত হয়, তদ্রূপ একই অজ্ঞান বিক্ষেপশক্তিও আবরণশক্তির নিমিত্তভেদে মায়া ও অবিদ্যা নামে কথিত হয়। অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। অবিদ্যোপহিত বিম্বচৈতন্যই ঈশ্বর। শ্রুতিতে আছে, জীব চৈতন্যের আভাসমাত্র। সূর্য্যের উপমার দ্বারা ইহা শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে।—

যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্
অপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্ ।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো
দেব ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা ॥

যেমন এই জ্যোতির্ময় সূর্য্যদেব এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন জলে বহুরূপে প্রতিবিম্বিত হন, তদ্রূপ অজ আত্মা উপাধি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হন।

অন্য শাস্ত্রে আছে—

'এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥'

যেমন আকাশস্থ চন্দ্র বহু জলচন্দ্ররূপে দৃষ্ট হয়, তেমনি একই জীবাত্মা ভূতে ভূতে বিরাজিত। এই পক্ষে জীব একই এবং তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণযুক্ত অনেক কল্পিত হয়। কেহ কেহ নানা অজ্ঞান স্বীকারপূর্ব্বক বনবৎ অজ্ঞান সমুদয়কে সমষ্টি অজ্ঞান ও তদুপহিত চৈতন্যকে ঈশ্বর এবং বৃক্ষবৎ প্রত্যেক অজ্ঞানকে ব্যষ্টি অজ্ঞান ও তদুপহিত চৈতন্যকে প্রাজ্ঞ বলেন। অন্যে কারণী-ভূত অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যকে ঈশ্বর এবং অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্যকে জীব বলেন। তাঁহারা স্বমত সমর্থনে এই শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করেন।—'কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ।' ইহার অর্থ, এই জীব কার্য্যোপাধিযুক্ত ও ঈশ্বর কারণোপাধিযুক্ত। সর্বমতে মায়োপহিত চৈতন্যই ঈশ্বর। তিনি জ্ঞানশক্তিরূপ উপাধিযুক্ত স্বরূপ দ্বারা জগৎকর্তা, জগৎ স্রষ্টা। ঊর্ণনাভিবৎ তিনি বিক্ষেপাদি শক্তিমান অজ্ঞানোপহিত স্বরূপ দ্বারা জগতের উপাদান কারণ হন। মুণ্ডক উপনিষদে (১।১।৭) আছে, 'যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ।' ইহার অর্থ, যদ্রূপ মাকড়সা কারণান্তর নিরপেক্ষ হইয়া স্বীয় শরীর হইতে অব্যতিরিক্ত সূত্র উৎপাদন ও আত্মসাৎ করে। অন্য শ্রুতিতে আছে, 'য সর্বজ্ঞ স সর্ববিৎ স সর্বস্য কর্তা।' ইহার অর্থ, যিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই সর্ববিৎ, তিনি সর্বস্রষ্টা।

এইরূপে পূর্বোক্ত ঈশ্বর হইতে আকাশ সৃষ্ট হয়। শ্রুতিতে আছে, 'তস্মাৎ এতস্মাৎ, আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ। ইহার অর্থ, অতএব এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী সৃষ্ট হয়। সত্ত্বঃ রজঃ তমোগুণাত্মক মায়া হইতে সত্ত্ব রজো তমোগুণাত্মক আকাশাদি কার্য্য এবং অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মভূতসমূহ উৎপন্ন হয়। এই সূক্ষ্ম ভূতসমূহ হইতে সপ্তদশ লিঙ্গাত্মক সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল ভূত জাত হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ ও মন বুদ্ধিকে সূক্ষ্ম শরীরের সপ্তদশ লিঙ্গ বলে।

তদ্রূপ আকাশাদির সাত্ত্বিকাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সাত্ত্বিকাংশ হইতে ত্বগিন্দ্রিয়, তেজের সাত্ত্বিকাংশ হইতে চক্ষু, জলের সাত্ত্বিকাংশ হইতে রসনা ও পৃথ্বীর সাত্ত্বিকাংশ হইতে ঘ্রাণ উৎপন্ন হয়। শ্রুতিতে আছে, আকাশই শ্রোত্র। আকাশাদির মিলিত সাত্ত্বিকাংশ হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। অন্তঃকরণ, সংকল্প, নিশ্চয়, অভিমান ও অনুসন্ধানরূপ বৃত্তিভেদে চতুর্বিধ। সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ভাষ্যবার্তিকে নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয় পাওয়া যায়—

মনো বুদ্ধিরহংকারশ্চিত্তং চেতি চতুর্বিধম্।
সংকল্পাখ্যং মনোরূপং বুদ্ধির্নিশ্চয়রূপিণী॥
অভিমানাত্মকস্তদ্বদহংকার প্রকীর্তিতঃ।
অনুসন্ধানরূপং চ চিত্তমিত্যভিধীয়তে॥

মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত—এই চতুর্বিধ অন্তঃকরণ। মন সংকল্পাত্মক, বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা, অহংকার অভিমানাত্মক এবং চিত্ত অনুসন্ধানরূপ বলিয়া শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত আকাশাদির রজো অংশ হইতে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। আকাশের রাজসাংশ হইতে ত্বগিন্দ্রিয়, বায়ুর রাজসাংশ হইতে হস্তদ্বয়, তেজের রাজসাংশ হইতে পদদ্বয়, অপের রাজসাংশ হইতে উপস্থ এবং পৃথিবীর রাজসাংশ হইতে পায়ু উৎপন্ন হয়। আকাশাদির মিলিত রাজসাংশ হইতে প্রাণ উৎপন্ন

হয়। প্রাণও বৃত্তিভেদে পঞ্চবিধ। অগ্রগমনবান নাসাগ্রস্থানবর্তী প্রাণ। নিম্নগমনবান পায়ু আদি স্থানবর্তী অপান। সর্বত্র গমনবান-সর্ব-শরীরবর্তীব্যান। ঊর্ধ্বগমনবান কণ্ঠবর্তী উদান ও ভুক্ত অন্ন ও পীত জলাদি পরিপাককারক অখিল শরীরবর্তী সমান। পঞ্চ বায়ুর উক্ত সংজ্ঞা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।

এই দেহে পঞ্চকোষ বিদ্যমান—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। বক্ষ্যমান স্থূল শরীরই অন্নময় কোষ। পূর্বোক্ত সূক্ষ্ম শরীর কোষত্রয়ে গঠিত। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণকে প্রাণময় কোষ বলে। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় সহিত মন মনোময় কোষ। জ্ঞানেন্দ্রিয় সহিত বুদ্ধি বিজ্ঞানময় কোষ। বিজ্ঞানময় কোষ কর্তৃত্বোপাধিযুক্ত। শ্রুতিতে আছে, বিজ্ঞানময় কোষ যজ্ঞ ও কর্মজাল সৃষ্টি করে।

অন্তঃকরণের সত্ত্ববৃত্তি দ্বিবিধঃ নিশ্চয়বৃত্তি ও সুখাকারবৃত্তি। নিশ্চয়বৃত্তিমান অন্তঃকরণকে বুদ্ধি বলা হয়। সুখাকার বৃত্তিমান অন্তঃকরণই ভোক্তা বা জীব। শ্রুতিতে আছে, 'প্রিয় বস্তুই তাঁহার শিরঃ, মোদ তাঁহার ডান পাখা, প্রমোদ তাঁহার বাম পাখা, আত্মা আনন্দস্বরূপ, ব্রহ্মপুচ্ছই প্রতিষ্ঠা।' ইহাই কারণ শরীর পর্য্যন্ত আনন্দময় কোষ। কেহ কেহ অজ্ঞানকে আনন্দময় কোষ বলেন।

নিম্নোক্ত সতেরো লিঙ্গযুক্ত সূক্ষ্মশরীর সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে দ্বিবিধ। অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত ও তৎকার্য্য সপ্তদশলিঙ্গকে সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর বলে। উক্ত উপাধিযুক্ত চৈতন্যকে হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণ বা সূত্রাত্মা বলা হয়। ইহা উপহিত বা উপাধিযুক্ত ও সর্বব্যাপী বলিয়া জ্ঞান ক্রিয়া শক্তিমান; অথবা পূর্বোক্ত অপঞ্চীকৃত ভূতসমূহ হইতে যে সর্বব্যাপক লিঙ্গশরীর পৃথকরূপে উৎপন্ন হয় তাহাই সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর।

যেমন গোত্ব গাভী জাতিতে পরিব্যাপ্ত, তদ্রূপ সর্বব্যষ্টিতে অনুস্যূত সত্ত্বাই সমষ্টিত্ব। শ্রুতিতে আছে, সর্বাত্মক মহৎসূত্র লিঙ্গদেহ তৎসমূহ হইতে সমুদ্ভূত হইল। কেহ কেহ বলেন, বনবৎ লিঙ্গশরীর সমুদয়ই সমষ্টি লিঙ্গশরীর। প্রত্যেক লিঙ্গশরীরকে ব্যষ্টি লিঙ্গশরীর বলে। ব্যক্তিবৎ ব্যাবৃত্তত্বই ব্যষ্টিত্ব

নামে অভিহিত। ব্যষ্টি উপাধিযুক্ত চৈতন্য তৈজস নামে উক্ত। তেজোময় অন্তঃকরণ দ্বারা তৈজস উপহিত। সামান্য ও বিশেষবৎ অথবা জাতি ও ব্যক্তিবৎ সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে তাদাত্ম্য বিদ্যমান। সুতরাং ব্যষ্টি উপাধিযুক্ত তৈজস ও সমষ্টি উপাধিযুক্ত সূত্রাত্মার মধ্যেও তাদাত্ম্য বা অভিন্নত্ব অবস্থিত।

এই অবিদ্যা-কাম-কর্ম-সমন্বিত সূক্ষ্মশরীরকে অষ্ট পুরীযুক্ত বলা হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ চতুষ্টয়, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চসূক্ষ্মভূত, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম— এই অষ্টপুরী সমবায়ে সূক্ষ্মশরীর নির্মিত। উহাতে কার্য্যাবিদ্যা দ্রষ্টব্য। কার্য্যাবিদ্যা চতুর্বিধা—অনিত্যে নিত্যত্ববুদ্ধি, অশুচিতে শুচিত্ববুদ্ধি, অসুখে সুখবুদ্ধি ও অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, অনিত্য, অশুচি, দুঃখ ও অনাত্মাতে যথাক্রমে নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্ম-খ্যাতিই অবিদ্যা। খ্যাতি শব্দের অর্থ বোধ বা বুদ্ধি। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ব্রহ্ম লোকাদি সংসার সুখাদি অনিত্যফলে নিত্যত্ববুদ্ধিতে একবিধ অবিদ্যা দ্রষ্টব্য। অশুচি স্ব শরীরে ও অশুচি পুত্র ভার্য্যাদির শরীরে শুচিত্ববুদ্ধি অপর অবিদ্যা। দুঃখে ও দুঃখকারণ সমূহে যথাক্রমে সুখবোধ ও সুখ কারণ-বোধ অন্যবিধ অবিদ্যা। অনাত্ম দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহংবোধ বা আত্মবুদ্ধি ইতরা অবিদ্যা। এইরূপে কার্য্যাবিদ্যা চতুর্বিধ হয়। কাম শব্দের অর্থ রাগ বা আসক্তি। কর্ম ত্রিবিধ—সঞ্চিত, আগামী ও প্রারব্ধ। যে স্বকৃত কর্ম ফলদান না করিয়া অদৃষ্টরূপে বিদ্যমান, তাহা সঞ্চিত কর্ম। সন্ধ্যা, বন্দনা ও অগ্নি-হোত্রাদি সঞ্চিত কর্ম। এই শরীরে ক্রিয়মান কর্মকে আগামী বলে। বর্তমান শরীরের আরম্ভক কর্ম প্রারম্ভক কর্ম নামে কথিত। সঞ্চিত ও আগামী কর্ম ফলভোগ বা বিরোধী কর্মান্তর বা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়। আর শুধু ভোগ দ্বারাই প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় ঘটে। কর্মতত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা বাহুল্য। প্রারব্ধ কর্ম ব্যতীত অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশকে পঞ্চক্লেশ বলে। অনাদি অবিদ্যা কার্য্যরূপে ও কারণরূপে দ্বিবিধ নিরূপিত হয়। অহংকারের সূক্ষ্মাবস্থাই অস্মিতা। এই

মহৎতত্ত্বকে সামান্য অহংকার বলা হয়। রাগ শব্দের অর্থ পূর্বে ব্যখ্যাত হইয়াছে। দ্বেষকে ক্রোধ বলে। স্বকৃত বিষয়ের পুনস্ত্যাগে অসহিষ্ণুতাই অভিনিবেশ। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে সর্বপাশ ও সর্বপাপ হইতে চিরমুক্তি লাভ হয়। পঞ্চক্লেশই পঞ্চপাশ সৃষ্টি করে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই পঞ্চপাশকে জাতি, কুল, শীলাদি অষ্টপাশরূপে বর্ণনা করিতেন। উক্ত প্রকারে সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি বিবৃত হয়।

পঞ্চীকৃত মহাভূতকে স্থূলভূত বলে। পূর্বোক্ত আকাশাদির তামস অংশ সমূহের এক একটিকে দুই সমভাগে বিভক্ত করিয়া তন্মধ্যে এক ভাগকে পুনরায় চারিভাগে বিভাগান্তে স্বীয় অংশ পরিত্যাগপূর্বক অন্য অংশের সহিত সংযোজনকে পঞ্চীকরণ বলে। তন্মধ্যে পৃথ্বী মল-মাংস-মনরূপে, জল মূত্র-লোহিত-প্রাণরূপে এবং তেজ অস্থি মজ্জা বাক্‌রূপে পরিণত হয়। ইহাকে ত্রিবৃৎকরণ বা ত্রিধাভাগ বলে। ত্রিবৃৎকরণ শ্রুতিতে আছে, 'ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্ একৈকং করবাণি।' ত্রিবৃৎকরণে পঞ্চীকরণ উপলক্ষিত বলিয়া পঞ্চীকরণই যুক্তিসিদ্ধ, প্রামাণিক। উক্তরূপে আকাশে শব্দ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অভিব্যক্ত হয়। পঞ্চীকৃত পৃথিবী হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়। চৌদ্দলোক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্বর্তী। ব্রহ্মাণ্ড হইতে শতবিধ মনুষ্য ও প্রাণী জাত হয়। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বর্তী পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ এবং ও ওষধিসমূহ হইতে স্থূল অন্ন উৎপন্ন হয়। পিতামাতা কর্তৃক ভুক্তান্ন পরিপাকের ফলভূত শুক্র ও শোণিত দ্বারা স্থূলদেহ জন্মে। স্থূল শরীর চতুর্বিধ।—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। মনুষ্যাদির শরীর জরায়ুজাত। পক্ষী ও পন্নগাদির শরীর অণ্ডজাত। যূকা ও মশকাদির শরীর স্বেদজাত। তৃণ গুল্মাদির শরীর উদ্ভিজ্জাত।

৭ই জুলাই ১৯৬৩ রবিবার বৈকালে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসিয়া শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ সরস্বতী বিরচিত 'তত্ত্বানুসন্ধান' গ্রন্থের মৎকৃত বঙ্গানুবাদের উক্ত প্রুফ সংশোধন করিতেছিলাম। তখন বাম দিকে তাকাইয়া

খোলা চোখে দেখিলাম, একটি শুভ্রবর্ণ সূক্ষ্মদেহী পুরুষমূর্তি প্যারাপেট সমীপে দণ্ডায়মান। তাহার মাথার চারিদিকে জ্যোতিঃচ্ছটা বিকীর্ণ হইতেছিল, সাদা কাপড়পরা, মাথায় কাঁচা পাকা চুল, মধ্যম চেহারা ও প্রৌঢ় বয়স। তিনি প্রায় একমিনিট থাকিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরদিন সোমবার পূর্বাহ্নে স্বামী ভৈরবানন্দের আহ্বানে মাকড়দহে ঋষিলোকবাসী মহাদেবানন্দজী আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, 'আমি উত্তর প্রদেশের খুর্জা জেলার অধিবাসী ছিলাম এবং এখন ঋষিলোকে সাধন করিতেছি। ইনি আমার পুস্তকের প্রথমাংশের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতেছেন জানিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছিলাম।' তখন আমিও মহাগৌরী তথায় উপস্থিত ছিলাম এবং মহাদেবানন্দ সরস্বতীকে দেখিলাম।

সমাপ্ত